বঙ্গ-বার্ষিকী

ও

বাণিজ্য-বিবরণী

Bengali Year-Book & Trade-Directory

(১৯৪০ : ১৩৪৬)

সম্পাদক

শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এম্.এ.

প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী

৬৪ কলেজ স্ট্রীট : কলিকাতা

বাংলা বাজার : ঢাকা

মূল্য বাঁধাই ১৲

কাগজের মলাট ৸০

বঙ্গ-বার্ষিকী
ও
বানিজ্য-বিবরনী

আমরা বাঙালী

আমরা বাঙালী। বাংলা ও বাংলার বাহিরে আমরা প্রায় সাড়ে পাঁচ কোটি লোক।

বাঙালীরা মিশ্র জাতি। পৃথিবীতে আজ অমিশ্র জাতি বলে কেউ নেই। আমাদের রক্তে মোটামুটি চারিটি মানবজাতির ধারা এসে মিশেছে :

(১) প্রাক্-দ্রাবিড়ীয়, (২) দ্রাবিড়ীয়, (৩) ককেশীয় আর্যের দুই শাখা—গোল মাথাওয়ালা ও লম্বা-মাথাওয়ালা, এবং (৪) মঙ্গোল।

বর্ত্তমান বাঙালী এই চার জাতির মিশ্রণের ফল। রিজলী সাহেব বাঙালীদিগকে মঙ্গোল ও দ্রাবিড় জাতির মিশ্রণে উৎপন্ন

বলেছেন এবং এককালে এই ধারণাই পণ্ডিত-সমাজে প্রচলিত ছিল। কিন্তু বর্তমানে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে অধিকতর নিখুঁত আলোচনায় ডাঃ বি. এস. গুহ, বাবু রামপ্রসাদ চন্দ প্রভৃতি নৃতাত্ত্বিক পণ্ডিতেরা প্রমাণ করেছেন যে বাঙালীরা উপারি-উক্ত চারি জাতির মিশ্রণে উদ্ভূত।

বাংলা প্রাচীন দেশ। মহাভারতে আমরা অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পৌণ্ড্র ও সুহ্ম এই পঞ্চ রাজ্যের কথা জানতে পারি। সে-সময়ে বঙ্গে সমুদ্র সেন ও তাঁর পুত্র চন্দ্রসেন রাজত্ব করিতেন। এই পঞ্চ রাজ্যের অধিপতিরা কৌরব পক্ষে লড়েছিলেন।

খৃঃ পূর্ব্বে তৃতীয় শতকে বাংলাদেশ মৌর্য্যাধিকারে আসে। খুব সম্ভবতঃ সেই সঙ্গে সঙ্গে আর্য ভাষা এদেশে ছড়াইয়া পড়ে। তাহার পূর্বে হয়ত আর্যভাষা বাঙালীরা নেয় নি, তারা দ্রাবিড়, কোল বা মঙ্গোল ভাষা বলত। মৌর্যদের পরে গুপ্ত বংশের রাজারা মগধে সুদীর্ঘ কাল রাজত্ব করেন। তখন বঙ্গ-মগধ এক সঙ্গেই ছিল। গুপ্তদের সময়ে ভারত-সভ্যতার এক বিশেষ বিকাশ ঘটে। এই সময়ে বাঙালীরা শিক্ষিত, ধার্মিক ও উন্নত ছিল। নালন্দায় এক বড় বিশ্ববিদ্যালয় ছিল, সেখানে ১০ হাজার ছাত্র পড়ত। শীলভদ্র সেখানকার নামকরা অধ্যাপক ছিলেন। তমলুক বা তাম্রলিপ্ত তখন বড় সামুদ্রিক বন্দর ছিল। শশাঙ্ক নামক গুপ্তবংশীয় একজন পরাক্রমশালী বাঙালী রাজা হর্ষবর্দ্ধনের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া তাহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়াছিলেন।

গুপ্তবংশের পরে প্রায় দু শত বছর বাংলায় অরাজকতা বা মাৎস্য ন্যায় চলতে থাকে। অবশেষে বাঙালীরা সবাই মিলে গোপাল দেবকে রাজা নির্বাচিত করে। গোপালদেব যে বংশের প্রতিষ্ঠা করেন উহা পালবংশ নামে পরিচিত। ইঁহারা তিন শতাধিক কাল রাজত্ব করেন। ইঁহাদের মধ্যে ধর্ম্মপাল, দেবপাল, মহীপাল, নরপাল ও রামপাল প্রধান।

এই যুগ বাঙালীদের বিকাশ ও বিস্তারের যুগ। জীবনের সকল দিকেই তাঁহারা বিজয় রথ চালিয়েছিলেন। তারা বিশাল সাম্রাজ্য গড়েছিলেন, প্রকাণ্ড বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন, শিল্প ও ভাস্কর্যের উন্নতি করেছিলেন, বিদেশে রাজ্য বিস্তার ও ধর্ম প্রচার করেছিলেন। বাঙালী পণ্ডিতেরাই বৌদ্ধধর্ম্ম দেশ-বিদেশে প্রচার করেন সবচেয়ে বেশী। পালবংশীয়গণ বৌদ্ধ ছিলেন। নরপালের সময়ে বিক্রমশীলা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে মহাপণ্ডিত দীপঙ্কর অতীশ তিব্বত গিয়াছিলেন। পাল শাসনের শেষের দিকে রামপালের রাজত্বকালে উত্তর বঙ্গের জনসাধারণের সহায়তায় কৈবর্ত-রাজ দিব্বোক ও ভীম বিদ্রোহী হন এবং স্বাধীনরাজ্য স্থাপন করেন।

দ্বাদশ শতাব্দীতে সেনবংশীয় রাজগণ বাংলার মসনদে বসেন। এই বংশের বিজয় সেন, বল্লাল সেন ও লক্ষণ সেন বিখ্যাত। ইঁহারা পণ্ডিত, যোদ্ধা, বিচক্ষণ রাজনীতিক ও সমাজ-সংস্কারক ছিলেন। বিখ্যাত কবি জয়দেব লক্ষণসেনের সভাকবি ছিলেন।

দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ বৎসরদ্বয়ে মগধ ও বাংলা দিল্লীর সুলতানের সেনাপতি মুহম্মদ-ই-বখ্‌তিয়ার খল্‌জী জয় করেন। তখন হইতে বাংলা দিল্লীর সম্রাট্‌দের অধীন প্রদেশ বলে গণ্য হল। কিন্তু ত্রয়োদশ শতকের মাঝামাঝি বাংলার শাসনকর্ত্তা সাম্‌স্‌উদ্দীন ইলিয়াস শাহ্‌ (১৩৩৯—৫৮) স্বাধীন হন এবং ইহার পর প্রায় ৩ শ' বছর বাংলা স্বাধীন থাকে। এই যুগকে ইতিহাসে সাধারণ্যে "পাঠান যুগ" বলে থাকে। এই সময়ে বাংলা সাহিত্য ও স্থাপত্যের বিশেষ উন্নতি ঘটে। মহাপুরুষ চৈতন্যদেব (১৪৮৫—১৫৩৪) এই যুগে আবির্ভূত হন। তাঁর প্রভাবে ও প্রেরণায় বাংলা সাহিত্যে সুমধুর পদাবলী, জীবন-চরিত রচিত হয়। মঙ্গলকাব্যগুলিও এই সময়েই বিকাশ প্রাপ্ত হতে থাকে। সুলতান হুসেনশাহ ও নসরতশাহ বাঙলা সাহিত্যের উৎসাহদাতা ছিলেন। রাজধানী গৌড়ের বিশাল ও শোভন অট্টালিকাসমূহ এই যুগের সবল হস্তের সৃষ্টি।

পাঠান সুলতান সুলেমান কররানির বংশধর দায়ুদ খাঁর (১৫৭২—৭৬) সময় মোগল-সম্রাট্‌ আকবর বঙ্গদেশ অধিকার করেন। এই সময়ে বাংলার ইতিহাস সামরিক শক্তির পরিচয়ের জন্য উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে—বাংলার বারভূঞারা স্বদেশকে গৌরবিত করেছেন। বস্তুতঃ ষোড়শ শতাব্দীর বাংলা সকল দিক দিয়েই গৌরবোজ্জ্বল। এই যুগে বাংলা ধর্ম, সাহিত্য, দর্শন, শিল্প, বাণিজ্য সমস্ত বিষয়েই বাঙালীরা উন্নতি লাভ করেছিলেন। এই যুগ ইংলণ্ডের এলিজাবেথান যুগের সমসাময়িক ও সমতুলনীয়।
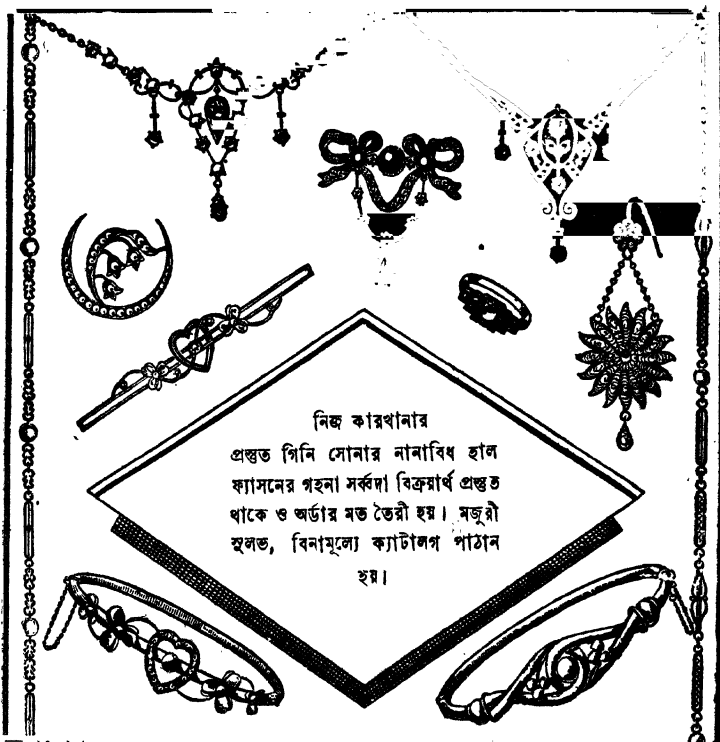
মোগলদের শাসনের শেষ দিকে বাংলার সুবাদারগণ স্বাধীন হন এবং এই স্বাধীন নবাবদের হাত হতেই বাংলা তথা ভারত ইংরেজ কোম্পানীর হাতে চলে যায়। বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজদ্দৌলা। ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে ভারতের ভাগ্য-বিপর্যয় ঘটে। এই ঘটনা থেকে ১৮৫৭ সাল পর্যন্ত এদেশে ইংরেজ কোম্পানীর শাসনাধীন থাকে। ১৮৫৭ সালের বিখ্যাত সিপাহী-বিপ্লবের পর ভারতবর্ষ ইংলণ্ডের পার্লামেণ্টের হাতে যায়।

ঊনবিংশ শতাব্দী বাংলার গৌরবের যুগ। এই শতাব্দী ব্যাপিয়া একদল মনীষীর উদ্ভব হয়, যাঁরা বাঙালী জাতি গঠনের ভিত্তি পত্তন করে যান। এঁরাই সাহিত্যে, ধর্মে, সমাজে, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বাঙালীকে অগ্রণী করে তোলেন। ১৮৫৭ সালের সিপাহীবিপ্লবের পর হতে এদেশে রাজনৈতিক আন্দোলন শুরু হয় এবং উহারই ফলে ১৮৮৫ সালে ভারত-জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়। ভারতবর্ষের পরবর্তী ইতিহাস কংগ্রেস আন্দোলনের ইতিহাস ও ইংরেজ শাসনকে ভারতীয় করণের ইতিহাস।

সূচীপত্র

প্রথম খণ্ড—আমরা বাঙালী

বাংলার পরিচয়

সূচীপত্র

সূচীপত্র

সূচীপত্র

সূচীপত্র

পঞ্জিকা—১৯৪০

	জানুয়ারী				
র	...	৭	১৪	২১	২৮
স	১	৮	১৫	২২	২৯
ম	২	৯	১৬	২৩	৩০
বু	৩	১০	১৭	২৪	৩১
বৃ	৪	১১	১৮	২৫	..
শু	৫	১২	১৯	২৬	...
শ	৬	১৩	২০	২৭	..

	ফেব্রুয়ারী				
র	...	৪	১১	১৮	২৫
স	...	৫	১২	১৯	২৬
ম	..	৬	১৩	২০	২৭
বু	...	৭	১৪	২১	২৮
বৃ	১	৮	১৫	২২	২৯
শু	২	৯	১৬	২৩	...
শ	৩	১০	১৭	২৪	...

	মার্চ্চ				
র৩১	...	৩	১০	১৭	২৪
স	·	৪	১১	১৮	২৫
ম	...	৫	১২	১৯	২৬
বু	...	৬	১৩	২০	২৭
বৃ	...	৭	১৪	২১	২৮
শু	১	৮	১৫	২২	২৯
শ	২	৯	১৬	২৩	৩০

	এপ্রিল				
র	...	৭	১৪	২১	২৮
স	১	৮	১৫	২২	২৯
ম	২	৯	১৬	২৩	৩০
বু	৩	১০	১৭	২৪	...
বৃ	৪	১১	১৮	২৫	...
শু	৫	১২	১৯	২৬	
শ	৬	১৩	২০	২৭	...

	মে				
র	..	৫	১২	১৯	২৬
স	...	৬	১৩	২০	২৭
ম	..	৭	১৪	২১	২৮
বু	১	৮	১৫	২২	২৯
বৃ	২	৯	১৬	২৩	৩০
শু	৩	১০	১৭	২৪	৩১
শ	৪	১১	১৮	২৫	...

	জুন				
র৩০	.	২	৯	১৬	২৩
স	.	৩	১০	১৭	২৪
ম		৪	১১	১৮	২৫
বু	...	৫	১২	১৯	২৬
বৃ		৬	১৩	২০	২৭
শু	...	৭	১৪	২১	২৮
শ	১	৮	১৫	২২	২৯

	জুলাই				
র	..	৭	১৪	২১	২৮
স	১	৮	১৫	২২	২৯
ম	২	৯	১৬	২৩	৩০
বু	৩	১০	১৭	২৪	৩১
বৃ	৪	১১	১৮	২৫	...
শু	৫	১২	১৯	২৬	...
শ	৬	১৩	২০	২৭	...

	আগষ্ট				
র	...	৪	১১	১৮	২৫
স	...	৫	১২	১৯	২৬
ম	...	৬	১৩	২০	২৭
বু	...	৭	১৪	২১	২৮
বৃ	১	৮	১৫	২২	২৯
শু	২	৯	১৬	২৩	৩০
শ	৩	১০	১৭	২৪	৩১

	সেপ্টেম্বর				
র	১	৮	১৫	২২	২৯
স	২	৯	১৬	২৩	৩০
ম	৩	১০	১৭	২৪	..
বু	৪	১১	১৮	২৫	...
বৃ	৫	১২	১৯	২৫	...
শু	৬	১৩	২০	২৭	...
শ	৭	১৪	২১	২৮	...

	অক্টোবর				
র	..	৬	১৩	২০	২৭
স	...	৭	১৪	২১	২৮
ম	১	৮	১৫	২২	২৯
বু	২	৯	১৬	২৩	৩০
বৃ	৩	১০	১৭	২৪	৩১
শু	৪	১১	১৮	২৫	...
শ	৫	১২	১৯	২৬	...

	নভেম্বর				
র	...	৩	১০	১৭	২৪
স	...	৪	১১	১৮	২৫
ম	...	৫	১২	১৯	২৬
বু	...	৬	১৩	২০	২৭
বৃ	...	৭	১৪	২১	২৮
শু	১	৮	১৫	২২	২৯
শ	২	৯	১৬	২৩	৩০

	ডিসেম্বর				
র	১	৮	১৫	২২	২৯
স	২	৯	১৬	২৩	৩০
ম	৩	১০	১৭	২৪	৩১
বু	৪	১১	১৮	২৫	...
বৃ	৫	১২	১৯	২৬	...
শু	৬	১৩	২০	২৭	...
শ	৭	১৪	২১	২৮	...

Published by A. C. Ghosh, Presidency Library, 64 College Street, Calcutta & Dacca and printed by S. C. Dutt at the Bharat Art Press, Dacca.

বাংলার পরিচয়

আদমসুমারী (১৯৩১)

(১) বাংলার জনসংখ্যা

(ক) আয়তন, জনসংখ্যা ও জনসংখ্যার ঘনত্ব

বিভাগ ও জেলার নাম	আয়তন (বর্গমাইল)	জনসংখ্যা	জনসংখ্যার ঘনত্ব (প্রতি বর্গমাইল)
সমগ্র বঙ্গদেশ	৮৫,৬০৬	৫,১০,৮৭,৩৩৮	৬১৬
ব্রিটিশ-শাসিত প্রদেশ	৮০,১৬৩	৫০,১১৪০০২	৬৪৬
বর্দ্ধমান বিভাগ	১৪,১৬৪	৮৬,৪৭,১৮৯	৬১৮
বর্দ্ধমান	২,৭১০	১৫,৭৫,৬৯৯	৫৮৩
বীরভূম	১,৭৫৬	৯,৪৭,৫৩২	৫৫৮
বাঁকুড়া	২,৬৮৮	১১,১১,৭১১	৪২৪
মেদিনীপুর	৫,২৬৬	২৭,৯৮,৯৪৮	৫৩৪
হুগলী	১,২১০	১১,১২,২৫৫	৯৩৮
হাওড়া	৫৬৪	১০,৯০,৩৭৯	২১০৫
প্রেসিডেন্সী বিভাগ	১৭,৬২০	১,০১,০৮,২২৯	৫৬৬
২৪ পরগণা	৪,৯৬৭	২৭,১৪,৮৭৮	৫১৬
কলিকাতা	৫১	১৪,৮৫,০৮২	৩৬,২৬৫

বিভাগ ও জেলার নাম	আয়তন (বর্গমাইল)	জনসংখ্যা	জনসংখ্যার ঘনত্ব (প্রতি বর্গমাইল)
নদীয়া	২,৮৮৭	১৫,৩২,৪১৪	৫৩১
মুর্শিদাবাদ	২,১০৯	১৩,৭০,৬৭৭	৬৫৬
যশোহর	২,৯৩৮	১৬,৭১,২৫১	৫৭৬
খুলনা	৪৭,৯০	১৬,২৬,০৯৮	৩৪৭
রাজশাহী বিভাগ	**১৯,৫৮১**	**১,০৬,৬৮,০৬৬**	**৫৫৭**
রাজশাহী	২,৬৬৩	১৪,৩০২২৯	৫৪৮
দিনাজপুর	৩,৯৫৯	১৭,৫৫,০১৯	৪৪৫
জলপাইগুড়ি	২,৯২৩	৯,৮৩,১৭০	৩৩৫
দার্জ্জিলিং	১,১৬১	৩,১৯,৯৭৯	২৬৪
রংপুর	৩,৫৯৫	২৫,৯৫,২৮৭	৭৪২
বগুড়া	১,৪০৯	১০,৮৬,৩৩২	৭৮৫
পাবনা	১,৮৮০	১৪,৪৫,৪৭৯	৭৯৫
মালদহ	১,৯৯১	১০,৫৩,৭৬৪	৫৯৭
ঢাকা বিভাগ	**১৬,১৬৪**	**১,৩৮,৬৪,১০৪**	**৯৩৫**
ঢাকা	২,৯৩০	৩৪,৩২,৫৭৭	১২৬৫
মৈমনসিংহ	৬,৩৪৬	৫১,২৯,৬৬৪	৮২৩
ফরিদপুর	২,৫০৩	২৩,৬২,২১৫	১০০৩
বাখরগঞ্জ	৪,৩৮৫	২৯,৩৫,১১৬	৮৩৪
চট্টগ্রাম বিভাগ	**১২,৬৩৪**	**৬৮,২৬,৪১৪**	**৫৮৪**
চট্টগ্রাম	২,৫৯০	১৭,৯৭,০৩৮	৬৯৯
ত্রিপুরা	২,৬৯৬	১৬,০০,৭৬৪	১১৯৭
নোয়াখালী	২,২০৭	১৭,০৬,৬৫২	১১২৪

বিভাগ ও জেলার নাম	আয়তন (বর্গমাইল)	জনসংখ্যা	জনসংখ্যার ঘনত্ব (প্রতি বর্গমাইল)
পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম	৫,১৪১	...	৪৩
দেশীয় রাজ্য	৫,৪৪৩	৯,৭৩,৩৩৬	...
কোচবিহার	১,৩২১	৫,৯০,৮৮৬	৪৪৮
ত্রিপুরা ষ্টেট্	৪,১২২	৩,৮২,৪৫০	৯৩

*গত ১৯২১—১৯৩১ সালের মধ্যে বাংলা দেশে শতকরা ৭·৩ জন লোক বৃদ্ধি পাইয়াছে।

(খ) বাংলার কয়েকটি শহরের জনসংখ্যা

(বর্দ্ধমান বিভাগে)

শহরের নাম	জনসংখ্যা	শহরের নাম	জনসংখ্যা
বর্দ্ধমান	৩৯,৪৩৩	মেদিনীপুর	৩১,৫০৯
রামপুরহাট	৯,৯৬৯	ভদ্রেশ্বর	২২,৯১৮
সিউরী	১০,৯০৪	চুঁচুড়া	৩২,৫১২
বাঁকুড়া	৩১,২৫৯	শ্রীরামপুর	৩৮,৭৯৯
বিষ্ণুপুর	১৯,৬৯৬	খড়্গাপুর	৫৪,২৮৪

(প্রেসিডেন্সী বিভাগে)

শহরের নাম	জনসংখ্যা	শহরের নাম	জনসংখ্যা
বজবজ	২৩,৫৬৯	বসিরহাট	২১,২৮৮
বরাহনগর	৩৬,৬৩৪	বারাকপুর	৩৯,৬৯২
কামারহাটি	৩০,০১৭	বারাকপুর (ক্যাণ্ট)	১০,৯৮২
টিটাগড়	৪৯,২৮৪	কৃষ্ণনগর	২৪,২৮৪

শহরের নাম	জনসংখ্যা	শহরের নাম	জনসংখ্যা
নৈহাটী	৩০,৬৯৮	নবদ্বীপ	১৮,৮৬১
হালিসহর	১৬,৭৭০	রাণাঘাট	১১,৩৯৫
ভাটপাড়া	৮৩,৯২৪	বহরমপুর	২৭,২৩৭
কাঁচরাপাড়া	১৫,০০৫	খুলনা	১৯,১২০

* কলিকাতার লোকসংখ্যা (হাওড়া ও শহরতলী সমেত) ১৪,৮৫,৫৮২

* কলিকাতা শহরের লোকসংখ্যা ১১,৯৬,৭৩৪

* হাওড়ার লোকসংখ্যা ২,২৪,৮৭৩

* ২৪ পরগণার অন্তর্গত শহরতলীর লোকসংখ্যা ৬৩,৯৭৫

(রাজশাহী বিভাগে)

শহরের নাম	জনসংখ্যা	শহরের নাম	জনসংখ্যা
রাজশাহী	২৬,৮৩৮	সৈদপুর	১৬,৫১৯
দিনাজপুর	১৯,১৫৬	বগুড়া	১৪,৮১৯
জলপাইগুড়ি	১৮,৯৬২	পাবনা	২১,৯০৪
দার্জ্জিলিং	১৪,৫১৩	সিরাজগঞ্জ	৩২,২৯৩
রংপুর	২০,৭৪৯	মালদহ	১৬,৯০৭

(ঢাকা বিভাগে)

শহরের নাম	জনসংখ্যা	শহরের নাম	জনসংখ্যা
ঢাকা	১,৩৮,৫১৮	টাঙ্গাইল	১৬,০৮২
নারায়ণগঞ্জ	৩৪,১৮৯	কিশোরগঞ্জ	১৫,৩২৭
মৈমনসিংহ	৩০,৪৮০	ফরিদপুর	১৫,৫১৬
সেরপুর	১৯,৫৪৭	মাদারীপুর	২৬,৮৯৪
জামালপুর	২৩,০৭৭	বরিশাল	৩৪,১৮০

(চট্টগ্রাম বিভাগে)

শহরের নাম	জনসংখ্যা	শহরের নাম	জনসংখ্যা
চট্টগ্রাম	৫১,৮৭৩	চাঁদপুর	১৬,৮৩৮
কুমিল্লা	৩১,২২০	ফেণী	১০,৮৭৫

জনসংখ্যা সম্বন্ধে আরো জ্ঞাতব্য তথ্য

*সমগ্র বঙ্গের গ্রামের সংখ্যা	৯১,২০০
*সমগ্র বঙ্গে গ্রামবাসীদের সংখ্যা	৪,৭৩,৭৫,৩৯৮
*সমগ্র বঙ্গের শহরের সংখ্যা	১৪৩
*সমগ্র বঙ্গের শহরবাসীর সংখ্যা	৩৭,১১,৯৪০
*ইংরাজ শাসনাধীনে গ্রামের সংখ্যা	৮৬,৬১৮
* দেশীয় রাজ্যে গ্রাম সংখ্যা	৪,৫৮২

*বাংলায় শতকরা ৯৩·৫ জন গ্রামে বাস করে এবং মাত্র ৬·৫ জন লোক শহরে বাস করে।

*বাংলায় শতকরা ১১৫ জন হিন্দু এবং ৩৭ জন মুসলমান শহরে বাস করে।

*ইংরাজ-শাসিত বঙ্গে ইউনিয়ন বোর্ডের সংখ্যা	৪,৮১০
" " " মিউনিসিপালিটির সংখ্যা	১১৮
" " " জিলাবোর্ডের সংখ্যা	২৬

(গ) সমগ্র বঙ্গের জনসংখ্যা ও তাহাদের হ্রাসবৃদ্ধি

(ধর্ম্মানুসারে)

ধর্ম্ম	সন ১৮৮১	সন ১৯০১	সন ১৯২১	সন ১৯৩১
মুসলমান—	১,৮৩,৯৪,৪২৬	২,১৯,৫৪,৯৫৫	২,৫৪,৮৬,১২৪	২,৭৮,১০,১০০
হিন্দু—	১,৮০,৭১,২৯৬	২,০১,৫৫,৬৭৪	২,০৮,১২,৫২৯	২,২২,১২,০৬৯

ধর্ম্ম	সন ১৮৮১	সন ১৯০১	সন ১৯২১	সন ১৯৩১
পার্ব্বত্যজাতি—	৩,১৩,০৮৯	৪,৪২,৫৯৪	৮,৪৯,০৪৫	৫,২৯,৪১৯
বৌদ্ধ—	১,৫৫,১০৬	২,১৬,৫০৬	২,৭৫,৭৫৯	৩,৩০,৫৬৩
খৃষ্টান—	৭২,২৮৯	১,০৬,৫৯৬	১,৪০,০০৯	১,৮৩,০৬৭
অন্যান্য—	১০,১৩১	৭,৯৮৬	১,৯৯,৩৬	২২,১২০

* ১৯৩১ সালের আদমসুমারী অনুসারে অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীদের মধ্যে জৈন, শিখ, ইহুদী, পাশা এবং কনফিউসিয়ান আছে। ইহাদের সংখ্যা যথাক্রমে ৯,৬৬৯, ৭,৩৩৪, ১,৮৬৭, ১৫২০ এবং ১,৪৪৭।

জনসংখ্যা হ্রাসবৃদ্ধি সম্বন্ধে আরও জ্ঞাতব্য তথ্য

* ১৯২১—১৯৩১ সনের মধ্যে হিন্দুর সংখ্যা বাড়িয়াছে শতকরা ৬·৭
* ১৯২১—১৯৩১ সনের মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা বাড়িয়াছে শতকরা ৯·১
* ১৯২১—১৯৩১ সনের মধ্যে খৃষ্টানের সংখ্যা বাড়িয়াছে শতকরা ২২·৮
* ১৯২১—১৯৩১ সনের মধ্যে বৌদ্ধের সংখ্যা বাড়িয়াছে শতকরা ১৯·৯
* ১৯২১—১৯৩১ সনের মধ্যে পার্ব্বত্যজাতির সংখ্যা কমিয়াছে শতকরা ৩৭·৬
* ৫০ বৎসরে (১৮৮১—১৯৩১) মুসলমানের সংখ্যা বাড়িয়াছে মোট ৫১·৯
* ৫০ বৎসরে (১৮৮১—১৯৩১) হিন্দুর সংখ্যা বাড়িয়াছে মোট ২২·৯
* ৫০ বৎসরে (১৮৮১—১৯৩১) খ্রীষ্টানের সংখ্যা বাড়িয়াছে মোট ১৫৩·২
* ৫০ বৎসরে (১৮৮১—১৯৩১) বৌদ্ধের সংখ্যা বাড়িয়াছে মোট ১১৩·১

(ঘ) বিভিন্ন বিভাগ ও জেলার হিন্দু-মুসলমানের অনুপাত

বিভাগ ও জেলার নাম	হিন্দু (শতকরা)	মুসলমান (শতকরা)
সমগ্র বঙ্গ	৪২	৫৪
বৃটিশ-শাসিত বঙ্গ	৪৩·৫	৫৪·৫

* পূর্ণবয়স্ক হিন্দুর সংখ্যা শতকরা ৪৮·৩
* পূর্ণবয়স্ক মুসলমানের সংখ্যা ৫১·৩

বিভাগ ও জেলার নাম	হিন্দু (শতকরা)	মুসলমান (শতকরা)
বর্দ্ধমান বিভাগ	৭৯	১৪
বর্দ্ধমান	৭৩	১৯
বীরভূম	৬৫	২৭
বাঁকুড়া	৮৩	৫
মেদিনীপুর	৮৩	৮
হুগলি	৭৯	১৬
হাওড়া	৭৮	২১
প্রেসিডেন্সি বিভাগ	৫১	৪৭
২৪ পরগণা	৬৩	৩৪
কলিকাতা	৬৯	২৬
নদীয়া	৩৭	৬২
মুর্শিদাবাদ	৪২	৫৬
যশোহর	৩৮	৬২
খুলনা	৫০	৫০
রাজশাহী বিভাগ	৩১	৬২
রাজশাহী	২০	৭৬
দিনাজপুর	৪০	৫১
জলপাইগুড়ি	৫৩	২৪
দার্জ্জিলিং	৬৯	৩
রংপুর	২৮	৭১
বগুড়া	১৬	৮৩
পাবনা	২৩	৭৭
মালদহ	৩৮	৫৪

বিভাগ ও জেলার নাম	হিন্দু (শতকরা)	মুসলমান (শতকরা)
ঢাকা বিভাগ	**২৮**	**৭১**
ঢাকা	৩৩	৬৭
(ঢাকা শহর)	৫৮	৪২
ময়মনসিংহ	২২	৭৭
ফরিদপুর	৩৬	৬৪
বাখরগঞ্জ	২৭	৭২
চট্টগ্রাম বিভাগ	**২২**	**৭৪**
ত্রিপুরা	২৪	৭৬
নোয়াখালী	২২	৭৮
চট্টগ্রাম	২২	৭৪
পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম	২	৪
দেশীয় রাজ্য	**৪৭**	**৩২**
কোচবিহার	৬৪	৩৫
ত্রিপুরা	২১	২৭

* সমগ্র বঙ্গে ৩% পার্ব্বত্য জাতি আছে। ইহাদের মধ্যে যাহারা হিন্দু, বৌদ্ধ ও খৃষ্টান ধর্ম্মাবলম্বন করিয়াছে, তাহাদিগকেও এই ৩% এর মধ্যে ধরা হইয়াছে।

* বাংলার মুসলমান ভারতবর্ষের মুসলমানের শতকরা ৩৫'৪ জন।

* বাংলার হিন্দু ভারতবর্ষের হিন্দুর শতকরা ৯'২ জন।

(ঙ) ব্রিটিশ-শাসিত বঙ্গের জনসংখ্যা

(জাতি অনুসারে)

বাঙ্গালী—৪,৭১,৩৮,৮৮৮ উড়িয়া—১,৫৯,৮৫৪

হিন্দুস্থানী—১৮,৯১,৩৩৭

(চ) বাংলায় অ-বাঙালী এবং বাংলার বাহিরে বাঙালী

স্থানের নাম	বাংলায় অ-বাঙালী	বাংলার বাহিরে বাঙালী
সমগ্র বাংলায়	২০,১২,০৮৪	১১,১৪,৯১৩*
ইংরাজ-শাসিত বাংলায়	১৮,২১,০৫২	১০,৮৩,৫১৭
বাংলার দেশীয় রাজ্যে	১,৯১,০৩২	৩১,৩৯৬
সমগ্র বঙ্গ হইতে বহির্ভারতে গত বাঙ্গালী	×	২,৭৩৮

(ছ) সমগ্র বাংলার স্ত্রীলোক ও পুরুষের সংখ্যা

স্ত্রীলোক ও পুরুষের সংখ্যা

পুরুষ—২৬৫,৫৭,৮৬০

স্ত্রীলোক—২,৪৫,২৯৪৭৮

* বাংলায় ১০০০ পুরুষ প্রতি স্ত্রীলোকের সংখ্যা ৯৬০।

(জ) সমগ্র বাংলায় কয়েকটি হিন্দু সম্প্রদায়ের জনসংখ্যা

সম্প্রদায়	জনসংখ্যা	সম্প্রদায়	জনসংখ্যা
আদি কৈবর্ত্ত	৩,৫২,০৭২	বাউরী	৩,৩১,২৬৮
কলু	৭১,০২৪	বৈদ্য	১,১০,৭৬৯
কামার	২,৬৫,৫৩১	বৈরাগী	৩,৩৭,৭৭১

* কুর্গ, মাদ্রাজ ও মাদ্রাজের দেশীয় রাজ্যে বাংলার বাহিরে বাঙালীদের হিসাব ধরা হয় নাই।

সম্প্রদায়	জনসংখ্যা	সম্প্রদায়	জনসংখ্যা
কাওড়া	১,০৭,৯০৮	ব্রাহ্মণ	১৪,৪৭,৬৯১
কাপালী	১,৬৫,৫৮৯	ভূইমালী	৭২,৮০৪
		ভূঁয়া (পার্ব্বত্য)	১০৩৫
		ভূঞা (হিন্দু)	৫৯,৩৭০
কায়স্থ	১৫,৫৮,৪৭৫	ভূমিজ	৮৫,১৬১
কোচ	৮১,২৯৯	মাহিষ্য	২৩,৮১,২৬৬
কুমার	২,৮৯,৮১০	মাল	১,১১,৪২২
কুর্ম্মী	১,৯৪,৬৫২	মালী	৭৯,০৮৪
গোয়ালা	৫,৯৯,২৮৩	মালো	১,৮৮,০৯৪
চামার	১,৫০,৪৫৮	মুক্তী	৪,১৪,২২১
ডোম	১,৪০,০৬৭	যুগী	৩৮৪,৬৩৪
তাঁতী	৩,৩০,৫১৮	রাজবংশী	১৮,০৬,৩৯০
তীয়র	৯৬,৪১৩	রাজপুত	১,৫৬,৯৭৮
দোসাধ	৩৬,৪২০	ধোবী	২,২৯,৬৭২
নমঃশূদ্র	২০,৯৪,৯৫৭	লোহার	৫০,১৮২
নাপিত	৪,৫ ১০,৬৮	সদগোপ	৫,৭১,৭৭২
পাটনী	৪০,৭৬৬	সাহা	৪,২০,১৯৯
পোদ	৬,৬৭,৭৩১	শুড়ী	৭৬,৯২০
বাগদি	৯,৮৭,৫৭০	হাড়ি	১,৩২,৪০১
বারুই	১.৯৫.১৩৯		

(ঝ) বাংলার জনসংখ্যা (বয়সানুসারে)

বয়স	পুরুষ	স্ত্রীলোক
সকল বয়সের	২,৬৫,৫৭,৮৬০	২,৪৫,২৯,৪৭৮
•	৫,৮২,১৬৬	৫,৭৪,৪৩৭

বয়স	পুরুষ	স্ত্রীলোক
১	৫,২৯,৬৫৩	৫,৫২,৪৬৪
২	৭,৬৮,৪৬৭	৮,২০,১৭৪
৩	৮,২৮,৩৬৫	৮,৯২,১০৬
৪-৬	২৪,৩১,৩০৫	২৩,৫৮,১৪৪
৭-১৩	৪৮,৩৫,২৯৯	৪০,৯৬,১৯২
১৪-১৬	১৫,১৯,৭৭৯	১৫,৮৪,১৬০
১৭-২৩	৩১,৩০,৯৮৩	৩৬,০০,৬৩৪
২৪-২৬	১৮,০১,২৭৭	১৭,৬৯,৫৮০
২৭-৩৩	২৯,৯৩,৭৪৯	২৫,৪৯,৬৯৮
৩৪-৩৬	১৪,৩১,২৭৯	১০,৮৮,২৩৪
৩৭-৪৩	২০,১৪,১৫৭	১৫,৬১,৯৮৪
৪৪-৪৬	৮৭৯,৪৫৭	৬,৪২,৮৫২
৪৭-৫৩	১১,৯৯,৩৮৭	১০,০৫,৪৯৮
৫৪-৫৬	৪১৯,৯৭৫	৩৩৫,৪৯০
৫৭-৬৩	৬১৪,৪৫১	৫,৮২,৮৪০
৬৪-৬৬	১৭১,২৯১	১,৪৮,১৯৬
৬৭-৭৩	২১৫,৮৭৭	২০১,৫৩০
৭৪ এবং তদূর্দ্ধ	১৯০,৯৪৩	১,৬৫,২৬৫

(২) বাংলার সমাজতত্ত্ব

(ক) বাংলার হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে স্ত্রী-পুরুষের সংখ্যা

জাতি	পুরুষ	স্ত্রীলোক	মোট
হিন্দু	১,১৬,৩৯,২৮৫	১,০৫,৭২,৭৮৪	২,২২,১২,০৬৯
মুসলমান	১,৪৩,৬৬,৭৫৭	১,৩৪,৪৩,৩৪৩	২,৭৮,১০,১০০

(খ) বাংলার বিবাহিত, অবিবাহিত, বিপত্নীক ও বিধবার সংখ্যা

	সর্ব্বধর্ম্মাবলম্বী	হিন্দু	মুসলমান
অবিবাহিত	২,০০,৬৪,৮৪,৩	৮৫,৬০৯৯৪	১,০৯,৯৩,৫৫৪
বিবাহিত	২,৫৮,২৮,৮১৭	১,০৭,৩৬,১২৪	১,৪৬,১৩,৮৯৭
বিপত্নীক	৮,৬৬,১৬২	৫,২৮,২৯৪	৩,১৯,২১৬
বিধবা	৪৩,২৭,৫১৬	২৩,৮৬,৬৫৭	১৮,৮৩,৪৩৩

*২৪-৪৩ বৎসর পর্য্যন্ত হিন্দু পুরুষ অবিবাহিত	৩,৫৮,১৫৮
*২৪-৪৩ বৎসর পর্য্যন্ত হিন্দু স্ত্রীলোক অবিবাহিত	২৭,৩৭৬
*২৪-৪৩ বৎসর পর্য্যন্ত মুসলমান পুরুষ অবিবাহিত	১,৮০,৪৬৪
*২৪-৪৩ বৎসর পর্য্যন্ত মুসলমান স্ত্রীলোক অবিবাহিত	২৩,৬০৮

(গ) বাংলার স্ত্রী-পুরুষ ভেদে বিবাহিত ও অবিবাহিতের সংখ্যা

	অবিবাহিত		বিবাহিত	
	পুরুষ	স্ত্রীলোক	পুরুষ	স্ত্রীলোক
সর্ব্বধর্ম্মাবলম্বী	১,২৪,৬৩,৩৬৩	৭৬,০১,৪৮০	১,৩২,২৮,৩৩৫	১,২৬,০০,৪৮২
হিন্দু	৫৪,৫৮,৮০৩	৩১,০২,১৯১	৫৬,৫২,১৮৮	৫০,৮৩,৯৩৬
মুসলমান	৬৭,২০,০০১	৪২,৭৩,৫৩৭	৭৩,২৭,৫২৪	৭২,৮৬,৩৭৩

(ঘ) বাংলার কয়েকটি সম্প্রদায়ের মধ্যে অবিবাহিত ও বিবাহিত, বিপত্নীক ও বিধবার সংখ্যা

সম্প্রদায়ের নাম	প্রতি হাজার পুরুষে			প্রতি হাজার স্ত্রীলোকে		
	অবিবাহিত	বিবাহিত	বিপত্নীক	অবিবাহিত	বিবাহিত	বিধবা
আগরওয়ালা (হিন্দু)	৪০০	৫৩৯	৬১	৩৩২	৫০৮	১৬০
এংলো-ইণ্ডিয়ান (খৃষ্টান)	৫৯৭	৩৭৭	২৬	৫১৯	৩৯১	৮০

সম্প্রদায়ের নাম	অবিবাহিত	বিবাহিত	বিপত্নীক	অবিবাহিত	বিবাহিত	বিধবা
	প্রতি হাজার পুরুষে			প্রতি হাজার স্ত্রীলোকে		
কায়স্থ (হিন্দু)	৫১৫,	৪৪৩	৪২	৩৪৫	৪৫৫	২০০
কম্বু (হিন্দু)	৪৭২	৬৭৩	৬৪	৩৫৭	৫২৭	১১৬
ঐ (বৌদ্ধ)	৩৫২	৪৪৪	২০৪	৪৫৫	৪০৯	১৩৬
কোচ (হিন্দু)	৪৩০	৫০৫	৬৫	৩৬৯	৫১২	১৪৯
চাক্‌মা (হিন্দু)	৬০৭	৩০৪	৩৯	২৮৬	৭১৪	...
ঐ (বৌদ্ধ)	৫৫৮	৪১৪	২৮	৪৮৬	৪৪৭	৬৭
জেলিয়া কৈবর্ত্ত	৪৪৯	৪৮৪	৬৭	২৯২	৪৯০	২১৮
টিপ্‌রা (হিন্দু)	৫৪৫	৪২৩	৩২	৪৬৮	৪৫৪	৭৪
ঐ (পার্ব্বত্য)	৫৫৯	৩৯৭	৪৪	৪৩২	৪৭৮	৯০
ডোম (হিন্দু)	৩৯২	৫৫৫	৫৩	২৩৫	৫৬২	২০৩
নমঃশূদ্র (হিন্দু)	৪৭১	৪৭৪	৫৫	২৯৮	৪৮৫	২১৭
ভারতীয় খৃষ্টান	৫১৯	৪৩৪	৪৭	৪৯১	৪১৮	৯১
মাহিষ্য (হিন্দু)	৪৮৪	৪৬৮	৪৮	২৭১	৪৮৬	২৪৩
যুগী (হিন্দু)	৪৭০	৪৭৮	৫২	২৯৮	৪৯৫	২০৭
লেপচা (হিন্দু)	৩৭৪	৫৫৩	৭৩	৩৭৫	৬২৫	—
ঐ (বৌদ্ধ)	৪২০	৪৯১	৮৯	৫৯২	৩৭১	৩৭
ঐ (খৃষ্টান)	৫৯২	৩৭১	৩৭	৫৬৫	৩৫৭	৭৮
ঐ (পার্ব্বত্য)	৫১৬	৩৩১	২৫৩	৪২৫	৪৩০	১৪৫
বৈদ্য (হিন্দু)	৫৫০	৪০৯	৪১	৪২৬	৪১৬	১৫৮
বৈরাগী (হিন্দু)	৪২১	৫০৪	৭৫	২১৯	৪৭৪	৩০৭
বাউরী (হিন্দু)	৪৩৩	৫২৯	৩৮	২৭১	৫৩৫	১৯৪

সম্প্রদায়ের নাম	প্রতিহাজার পুরুষে			প্রতিহাজার স্ত্রীলোকে		
	অবিবাহিত	বিবাহিত	বিপত্নীক	অবিবাহিত	বিবাহিত	বিধবা
ব্রাহ্মণ (হিন্দু)	৪৮৯	৪৬১	৫০	৩৪০	৪৬০	২০০
সাঁওতাল (হিন্দু)	৪৮১	৪৭১	৪৮	৩৮৪	৪৭৯	১৩৭
ঐ (খৃষ্টান)	৫৩৪	৪২১	৪৫	৪১৮	৪০৭	১০৫
ঐ (পার্ব্বত্য)	৪৯১	১৭৩	৩৬	৪০৫	৪৬০	১৩২
সাহা (হিন্দু)	৪৬৩	৪৭৪	৬৩	৩০৭	৪৯৭	১৯৬
সৈঃ মুসলমান	৪৬৭	৫০২	৩১	৩৩৩	৫২৪	১৪৩
মমিন (জোলা)	৪৩০	৫৩৩	৩৭	২৯৮	৫৬০	১৪২

বাংলার হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে বিধবার সংখ্যা

(বয়স ভেদে)

বয়স	হিন্দু	মুসলমান
০	১০৫	১৪৪
১	১৫৩	১২৯
২	২৩৩	৩৩১
৩	৬৬৯	৫১৩
৪— ৬	৩,৭১১	৫,০৩৭
৭—১৩	১৯,৯০৫	১৭,২৫৩
১৪ —১৬	৩০,২৬১	২০,৪১১

বয়স	হিন্দু	মুসলমান
১৭—২৩	১,৪৯,৯৪৯	৭১,১৫১
২৪—২৬	১,৩১,৫৫৫	৬৬,৫৫৯
২৭—৩৩	৩,০৬,৯৫৩	১,৮৬,০৩৯
৩৪—৩৬	১,৮৭,৭৯১	১,৪৮,৮৩৭
৩৭—৪৪	৩,৭৫,২২১	৩,২২,০১৩
৪৪—৪৬	১,৯০,২৫৫	১,৭৩,৯৮১
৪৭—৫৩	৩,৫৪,১২৫	৩,৩৫,২৩৭
৫৪—৫৬	১,৩৬,৭৬৩	১,১৩,১৮৫
৫৭—৬১	২,৫১,০৬৩	২,২৭,৮৫৫
৬৪ এবং তদূর্দ্ধ	২,৪৭,৯৪৫	১,৯৪,৭৪৮

(৩) বাংলার স্বাস্থ্য

(ক) ব্রিটিশ শাসনাধীন বাংলায় জন্ম-মৃত্যুর-হার

(হাজার করা)

(জন-স্বাস্থ্য বিভাগ কর্ত্তৃক রক্ষিত হিসাব অনুযায়ী)

বাংলা দেশের মোট মৃত্যু সংখ্যা (১৯২১-১৯৩০) ১,১৭,৯,১৮৮৫

„ „ গড়ে প্রতি বৎসর মৃত্যু (১৯২১-১৯৩০) সংখ্যা ২৪২৬

„ „ মোট জন্ম সংখ্যা (১৯২১-১৯৩০) ১,৩২,৫৫,৩৬০

„ „ গড়ে প্রতি বৎসর জন্ম (১৯২১-১৯৩০) সংখ্যা ২৭,৪৯

+ "বাংলার জন-স্বাস্থ্য বিভাগ কর্ত্তৃক রক্ষিত হিসাব অনুযায়ী উপরোক্ত হিসাব দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু এই হিসাব অনুযায়ী দেখা যায়

গত দশ বৎসরে (১৯২১-১৯৩১) যে পরিমাণ লোক সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে, তাহার অর্দ্ধেক পরিমাণ লোকসংখ্যা বৃদ্ধির কোন হিসাব পাওয়া যায় না। ব্রিটিশ শাসনাধীন বঙ্গের অন্তর্গত পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের জন্ম-মৃত্যুর কোন হিসাব জন-স্বাস্থ্য বিভাগ কর্ত্তৃক রক্ষিত হয় না। যাহা হউক ১৯৩১ সনে সেন্‌সাস রিপোর্টে বাংলার জন্মমৃত্যু হারের একটি আনুমানিক হিসাব দেওয়া হইয়াছে, তাহা এই :—

বাংলা দেশে গড়ে আনুমানিক বাৎসরিক মৃত্যুর সংখ্যা হাজার করা ৩৪·৯৪
„ „ „ „ জন্মের সংখ্যা (হাজার করা) ৪১·৯৫

(খ) বাংলার পাগল, অন্ধ, বোবা এবং কুষ্ঠ রোগীর সংখ্যা প্রতি ১ লক্ষ লোকের মধ্যে

স্থান	পাগল	অন্ধ	বোবা	কুষ্ঠরোগী
সমগ্র বঙ্গ	৪৫	৭৩	৭০	৪২
ব্রিটিশ শাসনাধীন বঙ্গ	৪৩	৭৩	৭১	৪২
দেশীয় রাজ্য	৭২	৬৮	৪৪	৪২

(গ) কয়েকটি বিশিষ্ট কারণে বাংলার গড় বাৎসরিক মৃত্যু-সংখ্যা (১৯২১-১৯৩০)

মৃত্যুর কারণ	পুরুষ	স্ত্রীলোক	মোট
কলেরা	৩৭,০২৭	৩৩,৬০৫	৭০,৬৩৫
জ্বর	৪,৪০,৫০১	৪,০২,৯৩৯	৮,৪৩,৪৪০

বসন্ত	৯,৭২৪	৮,৯৩১	১৮,৬৫৫
প্লেগ*	২৭	৯	৩৬
আমাশয় বা পেটের অসুখ	১৪,৮৪৭	১৩,০৩০	২৭,৮৭৭
হৃদ্‌রোগ (রেস্‌পাইরেটরী ডিজিস)	২১,৯৪৮	১৩,৪৫৫	৩৪,৪০৩
আত্মহত্যা	১,৩১১	১,৮৫০	৩,১৬১
প্রসবের সময়	×	৪৪৩১	×

* ১৯২৯ এবং ১৯৩০ সালে বাংলায় কোন লোক প্লেগে আক্রান্ত হয় নাই

(৪) বাংলার শিক্ষা

(ক) সমগ্র বঙ্গে শিক্ষিত লোকের সংখ্যা (১৯৩১)

(৪ বৎসর এবং তদূর্দ্ধ হইতে)

(ধর্ম্মানুসারে)

	মোট শিক্ষিত	পুরুষ	স্ত্রীলোক
সর্ব্বধর্ম্ম	৪৭,৭৭,৪৪৭	৪,১০১,৯৬৩	৬,৭৫,৪৮৪
হিন্দু	৩০,৭০,৬৯৭	২৬,২৩,৭৮১	৪,৪৬,৯১৬
মুসলমান	১৫,৯৭,৪১৭	১৪,০৩,৩০৫	১,৯৪,১১২
খৃষ্টান	৬৯,৪৭৫	৪১,১৫৯	২৮,৩১৬
বৌদ্ধ	২৫,৪৬৮	২২,০০৫	৩,৪৬৩
পার্ব্বত্য জাতি	৩৯,১৩	৩,১০১	৮১২

(খ) ব্রিটিশ বঙ্গে শিক্ষিত লোকের সংখ্যা (১৯৩১)

(৪ বৎসর এবং তদূর্দ্ধ হইতে)

(ধর্ম্মানুসারে)

	মোট শিক্ষিত	পুরুষ	স্ত্রীলোক
সর্ব্বধর্ম্ম	৪৭,২৭,৭৫০	৪০,৫৬,৩৫৪	৬৭১,৩৯৬
হিন্দু	৩০,৩২,৯০৯	২৫,৮৯,৩১৭	৪৪৩,৫৯২
মুসলমান	১৫,৮৬,২৭০	১৩,৯২,৮৫৯	১,৯৩,৪১১
খৃষ্টান	৬৯,১৭৯	৪০,৯১৪	২৮,২৬৫
বৌদ্ধ	২৫, ৩০২	২১,৮৪৩	৩,৪৫৯
পার্ব্বত্য জাতি	৩,৯১৩	৩,১০১	৮১২

(গ) বাংলার দেশীয় রাজ্যে শিক্ষিত লোকের সংখ্যা (১৯৩১)

(৪ বৎসর এবং তদূর্দ্ধ হইতে)

(ধর্ম্মানুসারে)

	মোট শিক্ষিত	পুরুষ	স্ত্রীলোক
সর্ব্বধর্ম্ম	৪৯,৬৯৭	৪৫,৬০৯	৪০৮৮
হিন্দু	৩৭,৭৭৮	৩৪,৪৬৪	৩,৩২৪
বৌদ্ধ	১৬৬	১৬২	৪

* সমগ্র বাংলায় ৫ বৎসরের এবং ৫ বৎসরের উর্দ্ধ বয়স্ক লোকের মধ্যে হাজার করা ১১০ জন লেখাপড়া জানে।

* সমগ্র বাংলায় ৫ বৎসর এবং পাঁচ বৎসরের উর্দ্ধ বয়স্ক পুরুষের মধ্যে হাজার করা ১৮০ জন পুরুষ লেখাপড়া জানে।

* সমগ্র বাংলায় ৫ বৎসর এবং ৫ বৎসরের উর্দ্ধ বয়স্ক স্ত্রীলোকের মধ্যে হাজার করা ৩২টি স্ত্রীলোক লেখাপড়া জানে।

(ঘ) সমগ্র বাংলার বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীদের মধ্যে শিক্ষিতের সংখ্যা (১৯৩১) (ধর্ম্মানুসারে):—

	লেখাপড়া জানা লোক		ইংরাজী জানা লোক	
	প্রতিহাজার পুরুষে	প্রতিহাজার স্ত্রীলোকে	প্রতিহাজার পুরুষে	প্রতিহাজার স্ত্রীলোকে
সর্ব্বধর্ম্ম	১৮০	৩২	৪৩	৫
হিন্দু	২৫৯	৪৯	৬৮	৬
মুসলমান	১১৫	১৭	২০	২
খ্রীষ্টান	৪৮৪	৩৮৪	৩৬৩	২৯৪
বৌদ্ধ	১৫৫	২৫	২১	১
পার্ব্বত্য	১৪	৪	১	
জৈন	৬২১	১৯৯	১৫০	২৪
শিখ	৫৪৮	২৪৪	১২৪	৩৫
ইহুদী	৭২৭	৬৮০	৫৬০	৪৯৫
পার্শী	৭০২	৫৮৪	৫৭৭	৪৯২

* পাঁচ এবং তদূর্দ্ধ বয়স্ক লোকের সংখ্যার উপর হিসাব।

(ঙ) বাংলার কয়েকটি সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষিতের সংখ্যা (১৯৩১)

সম্প্রদায়	প্রতিহাজারে মোট শিক্ষিতের সংখ্যা	প্রতিহাজার পুরুষে শিক্ষিতের সংখ্যা	প্রতিহাজার স্ত্রীলোকে শিক্ষিতের সংখ্যা
আগরওয়ালা (হিন্দু)	৩৪৪	৪৯১	১১৭
এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান (খ্রীষ্টান)	৮৯৫	৮৯৩	৮৯৭

সম্প্রদায়		প্রতিহাজারে মোট শিক্ষিতের সংখ্যা	প্রতিহাজার পুরুষে শিক্ষিতের সংখ্যা	প্রতিহাজার স্ত্রীলোকে শিক্ষিতের সংখ্যা
কায়স্থ	(হিন্দু)	৪০১	৫৭১	২০৯
কামু	(হিন্দু)	২০৪	২৯৪	১০৭
ঐ	(বৌদ্ধ)	২৪৪	৩০২	১৬২
চাক্‌মা	(হিন্দু)	৩২৮	৩৬০	২৭৩
ঐ	(বৌদ্ধ)	৪৪	৬৪	২১
জেলিয়া কৈবর্ত্ত	(হিন্দু)	৭৪	১২২	২২
টিপ্‌রা	(হিন্দু)	৫১	৮২	১৬
ঐ	(পার্ব্বত্য)	৬	৬	৭
ডোম	(হিন্দু)	২৪	২৯	৮
নমঃশূদ্র	(হিন্দু)	৮২	১৪৫	১৫
ভারতীয় খ্রীষ্টান		২৭১	৩২৬	২১২
মাহিষ্য	(হিন্দু)	১৮৬	৩২৪	৩৯
যুগী	(হিন্দু)	১৪০	২৪	৩৩
লেপচা	(হিন্দু)	৩৩৫	৩৪৫	
ঐ	(খ্রীষ্টান)	৩৭৪	৫০৪	২৬০
ঐ	(বৌদ্ধ)	১৬৩	১৬৫	১৬১
বৈদ্য	(হিন্দু)	৬৩৫	৭৭৭	৪৭৬
বৈরাগী	(হিন্দু)	১৫৫	২৮৪	৩৭
ব্রাহ্মণ	(হিন্দু)	৪৫২	৬৪৫	২১৬
সাঁওতাল	(হিন্দু)	৮	১২	৩

৭ বৎসর এবং তদূর্দ্ধ বয়সের লোকের সংখ্যার উপর হিসাব।

সম্প্রদায়	প্রতিহাজারে মোট শিক্ষিতের সংখ্যা	প্রতিহাজার পুরুষে শিক্ষিতের সংখ্যা	প্রতিহাজার স্ত্রীলোকে শিক্ষিতের সংখ্যা
সাঁওতাল (খ্রীষ্টান)	১৫৮	১৮৭	১২৬
সাহা (হিন্দু)	২৬৮	৪৩৮	৮৫
সৈয়দ (মুসলমান)	২৭৩	৪১০	১১৫

(চ) বাংলার শিক্ষায়তন এবং ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা (১৯৩১)
(শিক্ষা-বিভাগের রক্ষিত হিসাব হইতে)

	শিক্ষায়তন	ছাত্রও ছাত্রী সংখ্যা
মোট	৬৭,৬৩৯	২৭,১২,৫৫৩
গভর্ণমেণ্ট অনুমোদিত শিক্ষায়তন	৬৬,০০৬	২৬,৫০,৩৫৭
বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ	৬৭	২৫১৫৭
বিশ্ববিদ্যালয়	২	১৮৩৫
আর্ট কলেজ—		
বালকদের	৪৪	১৭,৮৪৭
বালিকাদের	৪	৩৪২
আইন কলেজ	৩	২৫৫৩
মেডিকেল কলেজ	৩	১৩০২
ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ	১	২৯৮
ট্রেনিং কলেজ	৫	১৮৪
কমার্সিয়াল কলেজ	৪	৬৫৩
পশু চিকিৎসা কলেজ	১	১৪১
স্কুল (সাধারণ)	৬২,৭৭৪	২৪,৯৭,৩৫৮

	শিক্ষায়তন	ছাত্র ও ছাত্রী সংখ্যা
হাইস্কুল—বালকদের জন্য	১০৭৫	২,৫৭,৩১২
বালিকাদের জন্য	৫৯	১৪,৮১৫
মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয়		
বালকদের জন্য	১,৮১৫	১,৬০,৪৯৬
বালিকাদের জন্য	৫২	৬,৬৫৮
মধ্য-বাংলা স্কুল—		
বালকদের জন্য	৫৪	৩,৮১০
বালিকাদের জন্য	১২	১,২৭০
প্রাইমারী স্কুল		
বালকদের জন্য	৪২,৭১৬	১৬,৩৬,৪৬৯
বালিকাদের জন্য	১৬,২৯১	৪,১৬,৫২৮
বিশেষ বিদ্যালয়	৩১৬৫	১,২৭,৯৪২
ট্রেনিং স্কুল—		
শিক্ষকদের	৯২	২,৫৭২
শিক্ষয়িত্রীদের	১০	২৪০
মেডিকেল স্কুল	৯	২২৪৪
ইঞ্জিনিয়ারিং অথবা সার্ভেস্কুল	২	৫৪৮
শিল্পশিক্ষা বিদ্যালয়	১৪২	৫৭১১
কমার্শিয়াল স্কুল	২৮	১৩০১
মাদ্রাসা	৭৪৩	৬৯,৮২৪
নানাবিধ স্কুল	২১৩৯	৪৫,৫০২
প্রাইভেট এবং অননুমোদিত		
শিক্ষায়তন	১৬৩৩	৬২.০৯৬

	শিক্ষায়তন	ছাত্র ও ছাত্রী সংখ্যা
বালকদের জন্য	১২৭৮	৫১,৪২৬
বালিকাদের জন্য	৩৫৫	১০,৬৭০

বাংলা দেশে শিক্ষার জন্য মাথা পিছু ব্যয় করা হয় টাঃ ১৪।৯ পাই।

বাংলা দেশের স্ত্রীশিক্ষার হার শতকরা ১৭'৭৭।

বাংলা দেশে প্রায় ৭০টি ভাষা প্রচলিত আছে।

বাংলায় ৪, ৭১,৩৩,৮৮৮ জনের মাতৃভাষা বাংলা।

বাংলায় ১৮,৯১,৩৩৭ জনের মাতৃভাষা হিন্দুস্থানী।

(৫) বাংলার অধিবাসীদের পেশা

(ক) বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত লোক-সংখ্যা ও উহার হার

পেশার নাম	বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত লোকসংখ্যা	নিযুক্ত লোক সংখ্যার হার
সকল রকম পেশায় নিযুক্ত লোক (মোট)	১,৪৭,০৪,০৭৯	
পশুপালন ও কৃষিকার্য্য	১,০০,৮৮,১৫০	৬৯
শিল্পকার্য্য (খনিজ দ্রব্য ও চালনাদি কার্য্যে নিযুক্ত লোকসংখ্যা সহ)	১৬,০৮,১৬৫	১১
ব্যবসায় ও বাণিজ্য	৯,৪১,০৫৮	৬
নানাবিধ পেশা ও সরকারী কাজ	৩,৯৩,১৭৮	৩
অন্যান্য কাজকর্ম্ম	১৬,৭৩,৫২৫	১১

* সমগ্র জনসংখ্যার তুলনায় বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত লোকসংখ্যায় শতকরা ২৮'৮ জন।

(খ) বাংলার কয়েকটি বিশিষ্ট পেশায় নিযুক্ত লোকের সংখ্যা

পেশার দাম	নিযুক্ত লোকের সংখ্যা
বস্ত্র ও পাটবয়ন শিল্প	৪,৫৭,৬২২
মৎস ধরা ও পশু শিকার কার্য্য	১,৯২,৪২৫
কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত শ্রমিক (ভূমিহীন)	২৭,১৮,৯৩৯
ধাতু শিল্প	৫০,৭১৬
ইমারতি শিল্প	৫৪,৪০২
ধোপার কাজ	৩৯,৪৮৭
নাপিতের কাজ ও পরচুলা তৈয়ারীর কাজ	৬২,৩৭০
সরকারী শাসন কার্য্য (মিউনিসিপালিটি, ডিষ্টীক্টঃবোর্ড ইত্যাদিতে নিযুক্ত লোক সহ)	৫০২৯৭
সরকারী সৈন্য-শক্তি	৫৯,০৩০
সৈন্য বাহিনী	২৯৬৪
নৌ-বাহিনী	১৬
বিমান-বাহিনী	১৫
পুলিস	২১,৮২২
গ্রাম্য-চৌকিদার	৩৪,২২৪
পোষ্ট অফিস	২০,১২৯
টেলিগ্রাফ বিভাগ	৩,৭১৪
রেলওয়ে	১,৫৭,৯১০
সেচ-বিভাগ	৪,১১৯
আইন ব্যবসায়ী (কাজী, মুক্তার ও ল-এজেণ্ট সহ)	১৭,১১৬
রেজিষ্টার্ড ডাক্তার (চক্ষুচিকিৎসকসহ)	২৯,৬০২

	নিযুক্ত লোকের সংখ্যা
দন্ত চিকিৎসক	১,১১৭
পশু চিকিৎসক	৬০৬
অধ্যাপক ও শিক্ষক (সকল শ্রেণী)	৭৩,৩৪৫
গৃহকার্য্য	৮০২,১৭১
ভিক্ষুক ও ভবঘুরে	১,৬৬,৫৬১
বেশ্যা	২৪,০৫৮

* সমগ্র বাংলার প্রতি ১ হাজার লোকের মধ্যে ২৮৮ জন কাজে নিযুক্ত থাকে।

দ্রষ্টব্য :—১৯৩১ সনের সেন্সাসে বাংলার বেকারদিগের একটা হিসাব দেওয়া আছে। কিন্তু উহা এত অসম্পূর্ণ যে, উহা হইতে কোন সংবাদ পরিবেশন করা বাঞ্ছনীয় মনে করিলাম না—সম্পাদক।

বাংলার কৃষি ও খনিজ সম্পদ

(বাণিজ্যিক ভূগোল)

[নানা কারণে কৃষিজাত দ্রব্যের চাহিদা কম-বেশী হয়। আমাদের দেশের কৃষকগণ দেশের ও জগতের চাহিদা অনুযায়ী মাল উৎপাদন করিতে জানে না। পূর্ব্ব বৎসরে কোন্ ফসলের কেমন দাম পাইয়াছে, তাতে তাদের লাভালাভ কেমন হইয়াছে, তাহারা সেই হিসাব খতাইয়া দেখিয়া পরবৎসর কোন কোন ফসলের কম বেশী জমি আবাদ করিয়া থাকে। আবার আভ্যন্তরিক ও আন্তর্জ্জাতিক নানা কারণে আমদানী-রপ্তানীর হ্রাস বৃদ্ধি হয়, ফসলের মূল্যের কোন স্থিরতা থাকে না। এই সকল নানা কারণে আবাদী ফসলের জমির পরিমাণ প্রায় প্রত্যেক

বৎসরই হ্রাস-বৃদ্ধি হয়। এখানে একটী কথা বলা আবশ্যক বোধ করি। কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের পরিমাণ ও মূল্যাদি বিষয়ক অঙ্ক অনেক সময়ই আনুমাণিক। গবর্ণমেণ্ট অর্থনীতি-বিদ ও বিভিন্ন সভা-সমিতি ঐ সকল সংবাদ সংগ্রহ করিয়া থাকে। একের অঙ্ক এবং অন্যের অঙ্কের মধ্যে শত করা প্রায় ৫ ভাগ পর্য্যন্ত পার্থক্য থাকে। তৎসত্ত্বেও এই সকল অঙ্কের উপর নির্ভর করা ছাড়া উপায় নাই। আমরা এখানে কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে শ্রীযুক্ত কালীচরণ ঘোষ মহাশয়ের 'ভারতের পণ্য' নামক সুলিখিত পুস্তক হইতে আমরা এই অধ্যায়ে বিশেষ সাহায্য পাইয়াছি।

(১) বাংলার জমি ও ফসল

(১নং চার্ট—জমির পরিমাণ ও বৃষ্টিপাত)

(১৯৩১ সনের সেন্সাস)

বিভাগ ও জেলার নাম	কর্ষণযোগ্য ভূমির পরিমাণ (সমগ্র আয়তনের তুলনায়)	কর্ষিত ভূমির পরিমাণ (কর্ষণযোগ্য ভূমির তুলনায়)	কর্ষিত দোফসলা ভূমির পরিমাণ (কর্ষণযোগ্য ভূমির তুলনায়)	গড়ে বৃষ্টিপাত
সমগ্র বঙ্গ	৭১'২	৬৭'০	১৪'১	৭৪'৫
বর্দ্ধমান বিভাগ	৭৮'৩	৬০'৭	৫'৩	৫৪'৬
বর্দ্ধমান	৮২'৩	৩৯'১	১৫'১	৫০'১
বীরভূম	৮৭'৯	৬২'৯	৫'৬	৪৬'১
বাঁকুড়া	৬৯'৪	৬৩'৭	২'৪	৫২'৭
মেদিনীপুর	৮০'৫	৭৪'৩	০'৪	৫৮'৯
হুগলী	৬৪'৪	৫১'২	৯'০	৫৪'৩

	(সমগ্র আয়তনের তুলনায়)	(কর্ষণযোগ্য ভূমির তুলনায়)	(কর্ষণযোগ্য ভূমির তুলনায়)	
হাওড়া	৮০'৮	৩৮'৯	৬'৯	৬৫'৬
প্রেসিডেন্সী বিভাগ	৫৬'৭	৫৫'৭	১৫'৬	৫৯'১
২৪ পরগণা	৪৫'৬	৫২'২	৮'৯	৬৩'১
নদীয়া	৭৫'০	৩৭'০	২৮'২	৫৫'৬
মুর্শিদাবাদ	৭৬'২	৬৮'৩	১৭'২	৪৭'৭
যশোহর	৬৪'৭	৬০'৫	১৬'৬	৬২'০
খুলনা	৪৩'২	৩৪'৪	৭'৫	৬৭'২
রাজসাহী বিভাগ	৮০'০	৬৩'৬	৯'৮	৮৪'০
রাজসাহী	৮৬'৬	৫৬'৪	১৫'১	৫৭'৬
দিনাজপুর	৮০'২	৫২'৫		৭০'১
জলপাইগুড়ি	৭১'৩	৪২'৮	১২'৮	১৫৭'১
দার্জ্জিলিং	৩২'৬	৬৫'১	৭'০	১২৬'০
রংপুর	৮৯'৫	৮৩'৮		৮১'৬
বগুড়া	৮৬'৪	৬৪'৮	১৮ ৭	৬৬'০
পাবনা	৯১'১	৮৭'২	৩০'৫	৫৮'১
মালদহ	৮৬'০	৬০'২	৯'৪	৫৫'৬
কোচবিহার				১৩০'৮
ঢাকা বিভাগ	৭৯'৬	৮৯'৩	২৩'৮	৭৯.১
ঢাকা	৮৪'৯	৯৪'৮	১৮'৬	৭১'৬
মৈমনসিংহ	৬৯'৪	৮৫'৩	৪৪'৮	৮৭'৪
ফরিদপুর	৮৬'৩	৯০'৫	১০'৫	৬৬'৫
বাখরগঞ্জ	৮৯'৩	৮৯'৯	৭'৩	৯০'৯

	(সমগ্র আয়তনের তুলনায়)	(কর্ষণযোগ্য ভূমির তুলনায়)	কর্ষণযোগ্য ভূমির তুলনায়	
চট্টগ্রাম বিভাগ	৫৯'৩	৬২'৫	১৮'৯	১০০'১
ত্রিপুরা	৭২'৩	৯৫'৬	২৮'২	৮০'৫
নোয়াখালী	৮২'৮	৯২'১	৫৭'৫	১০৪'০
চট্টগ্রাম	৫৪'৩	৭৯'৮	৪'২	১১৪'৫
পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম	৪৮'১	১৩'২		১০১'৪
ত্রিপুরা ষ্টেট				৯২'২

২নং চার্ট—কয়েকটি আবাদী ফসলের জমির হিসাব

(১৯৩৬—১৯৩৭)

ফসলের নাম	জমির পরিমাণ (একর হিসাবে)	শতকরা অংশ (উক্ত ফসলের জন্য ভারতে কর্ষিত জমির তুলনায়)
চাউল	২,১৯,৯৩,০০০	৫০'৬
গম	১,৪৯,০০০	
যব (Barley)	৯৫,০০০	১'৩
ভুট্টা	৭৩,০০০	১'১
ছোলা (বুট)	২,০৭,০০০	১'৫
ডাল (নানা প্রকার)	১১,০০,০০০	৩'৬
চীনাবাদাম		
তিসি	১,৩১,০০০	৩'৬
নারিকেল	১৩,০০০	

ফসলের নাম	জমির পরিমাণ (একর হিসাবে)	শতকরা অংশ উক্ত ফসলের জন্য ভারতে কর্ষিত জমির তুলনায়
সরিষা	৭,৬০,০০০	১২'৭
তিল	১,৮৪,০০০	৪'৪
চা	২,১৩,০০০	
তামাক	৩,০৭,০০০	
পাট	২২,০৩,০০০	
তূলা	৯৪,০০০	
ইক্ষু	৩,৫৫,০০০	

বাংলার ফসল

(ক) **ধান :**—ভারতের মধ্যে বাংলায় সবচেয়ে বেশী ধান হয়। এবং বাংলা হইতে বর্হিভারতে সবচেয়ে বেশী চাল রপ্তানী হয়। বাংলার পরই মাদ্রাজের স্থান। সিংহল, আরব, মরিসস্, এডেন, দক্ষিণ আফ্রিকার যুক্তরাজ্য, ষ্ট্রেট সেটলমেণ্ট, কেনিয়া, ইংলণ্ড, নেদারল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশ বাংলার চাউলের ক্রেতা।

জাপানে প্রতি একরে ৩৩৬০ পাউণ্ড ধান হয়, ইটালীতে প্রতি একরে ৪০৩২ পাউণ্ড হয়, ভারতবর্ষে গড়ে প্রতি একরে ১২৯৯ পাউণ্ড হয় আর বাংলায় প্রতি একরে ১৭৪০ পাউণ্ড ধান হইয়া থাকে।

চাষের জমির পরিমাণ অনুসারে ধান্য উৎপাদনের জেলাগুলির স্থান এইরূপ :—(১) মৈমনসিংহ, (২) বাখরগঞ্জ, (৩) মেদিনীপুর (৪) ফরিদপুর (৫) ত্রিপুরা, (৬) ঢাকা (৭) রংপুর (৮) নোয়াখালী (৯) দিনাজপুর (১০) খুলনা (১১) রাজসাহী (১২) ২৪ পরগণা, (১৩) পাবনা (১৪) নদীয়া, (১৫) যশোহর (১৬) চট্টগ্রাম।

প্রতি একরে আউস ও আমন ধান চট্টগ্রামে এবং বোরো ধান মৈমনসিংহে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী হয়।

বাংলা হইতে বহির্ভারতে চাউল রপ্তানি (১৯৩৬—৩৭) ১,১৩,৯৪,০০০৲

বাংলায় চাউল আমদানী (প্রধানতঃ ব্রহ্মদেশ ও জাপান হইতে)— ১,১৯২৪০০০৲

দ্রষ্টব্য :—চাউলের শ্বেতসারের বৈজ্ঞানিক ব্যবহার দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে, সকল কাজের উপযোগী শ্বেতসার চাউলেই সবচেয়ে বেশী আছে। চাউলে শতকরা ৭৬ হইতে ৮০ ভাগ শ্বেতসার আছে। (শ্বেতসার প্রস্তুত করিবার জন্যই জার্ম্মেণী, ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশ-বিদেশ হইতে অধিক পরিমাণ চাউল লইয়া যায়। চাউলের শ্বেতসার হইতে প্রস্তুত দ্রব্যাদি অনেক। চাউল লইতে সুরাসার, বিয়ার, হুইস্কি, ভিনিগার ইত্যাদি প্রস্তুত হয়। শ্বেতসার শর্করা (starch sugar), ডেক্সট্রোজ (Dextrose), ম্যালটোস (Maltose), ক্যারামেল (caramel or burnt sugar) ইত্যাদি হইয়া থাকে। শিশিভরা আঠাল পদার্থ, সূতায় রং ধরাইবার জন্য বা ছাপা কাজ চালাইবার জন্য শ্বেতসারের গুড়া রংএর সহিত মিশান হয়। আবার শিশি কৌটা ভরা নানারূপ পথ্য, মুখে মাখিবার পাউডার, ধোঁয়াহীন বারুদ, গ্লুকোজ ও আরো নানাবিধ দ্রব্যাদি তৈয়ার করিতে শ্বেতসারের প্রয়োজন হয়। আমাদের দেশে শ্বেতসারের ২।১টী কারখানা প্রস্তুত করা মোটেই কঠিন নহে। এইরূপ কারখানা হইতে প্রস্তুত শ্বেতসার দেশের প্রয়োজন মিটাইয়া বিদেশেও লাভজনকভাবে রপ্তানি হইতে পারে। ভারতে প্রতিবৎসর ৬০ লক্ষ টাকার শ্বেতসার আমদানী হয়। ইহার আমদানী প্রতিবৎসর বাড়িয়া চলিয়াছে।

গম—গম চাষের জমি হিসাবে এবং প্রতি একরে ফসল হিসাবে গম

চাষে বাংলার স্থান ভারতে প্রায় সর্ব্বনিম্ন। বাংলায় উৎপন্ন গম বাংলার প্রায়স্থানেই লাগিয়া যায়। বাংলায় মাত্র ১,৪৯,০০০ একর জমিতে গম চাষ হয়।

ভারতে প্রতি একরে গড়ে ৬০০ হইতে ৭০০ পাউণ্ড, জার্ম্মেনীতে ১৭৯২ পাউণ্ড, ইটালীতে ১০৩০ পাঃ, ফ্রান্সে ১১৮৭ পাউণ্ড এবং ইংলণ্ডে ১৭৯১ পাউণ্ড গম উৎপন্ন হয়।

বাংলায় মালদহে বেশী গমের চাষ হয়। সমস্ত বাংলায় গমের জমির এক-তৃতীয়াংশ জমি মালদহে আছে। তৎপরে মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, রাজসাহী ঢাকা, পাবনা, বাঁকুড়া। প্রতি একরে ফসলের পরিমাণ ধরিলে রাজসাহী সর্ব্বোচ্চে। প্রতি একরে ৯৯ পাউণ্ড ফলে। বৈজ্ঞানিক উপায়ে আবাদ করিলে ফসল অনেক বৃদ্ধি করা যায়। বীরভূম, দার্জ্জিলিং, ফরিদপুর, দিনাজপুর, রংপুর প্রভৃতি স্থানেও কিছু কিছু গম হয়।

দ্রষ্টব্য—গম হইতেও শতকরা ৬৫ হইতে ৭০ ভাগ মূল্যবান শ্বেতসার প্রস্তুত হয়। কোন কোন বিষয়ে চাউল যব ভুট্টা হইতে প্রাপ্ত শ্বেতসার অপেক্ষা গমের শ্বেতসারের মূল্য বেশী। গম হইতে প্রাপ্য দ্বিতীয় শ্রেণীর শ্বেতসার (secondary starch) গবাদি পশুর খাদ্যরূপে বহুল ব্যবহৃত হয় এবং ইহার বিশেষ আদর আছে।

(গ) যব (Barley)—বাংলায় প্রায় ৯০ হইতে ৯৫ একর জমিতে যবের চাষ হয়। ভারতে যুক্ত প্রদেশে সবচেয়ে বেশি গমের চাষ হয়—উৎপাদিত ফসলের ৬৭·৩ অংশ। তারপর বিহার—উৎপাদিত ফসলের শতকরা ১৮·৬ অংশ। আর বাংলায় মাত্র উৎপাদিত ফসলের ১·১ অংশ উৎপাদন করে।

জার্ম্মানীতে গড়ে প্রতি একরে ১৮৫৬ পাউণ্ড, তুরস্কে ১১৩২ পাউণ্ড জাপানে ১৭৭৫ পাউণ্ড, আর ভারতে ৮৭৯ পাউণ্ড উৎপন্ন হয়।

বাংলায় মুর্শিদাবাদে সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে যবের চাষ হয়। পরে মালদহ, ফরিদপুর, মৈমনসিংহ, নদীয়া, বাঁকুড়া ইত্যাদি।

দ্রষ্টব্য :—যবেরই পরিবর্ত্তিত সংস্করণের নাম "বার্লি"। "মণ্ট' নামক যে অতি প্রয়োজনীয় পুষ্টিকর জিনিষ ঔষধের দোকানে পাওয়া যায়, তাহাও যবেরই রূপান্তর। মণ্টের জন্য পৃথিবীতে যবের অত্যন্ত আদর। যবে শ্বেতসার ৬০—৬৫ ভাগ পাওয়া যায়। মণ্ট তৈয়ারীর পক্ষে ভারতের আবহাওয়া খুব উপযোগী। বাংলায় লক্ষ লক্ষ টাকার "বিলাতী দুধ" আসে, তাহার মধ্যে মণ্টেড মিল্কের পরিমাণ খুব বেশি। বাংলায় ঐরূপ দুগ্ধের কোন উল্লেখযোগ্য কারখানা নাই।

(ঘ) **ভুট্টা :**—বাংলায় ইহা অনাদৃত। ভারতে ৬৪ লক্ষ একর জমিতে ভুট্টার চাষ হয়, তন্মধ্যে বাংলায় মাত্র ৭০ হইতে ৭৫ হাজার একর জমিতে উহার চাষ হয়।

প্রতি একরে হাঙ্গারীতে ২০১৫ পাউণ্ড, ইটালীতে ২০১৪ পাউণ্ড ব্রেজিলে ১১৯৯ পাউণ্ড, মিশরে ২২১৮ পাউণ্ড, আমেরিকায় ৯০৫ পাউণ্ড আর ভারতে ৮১৫ পাউণ্ড ভুট্টা উৎপন্ন হয়।

দ্রষ্টব্য :—অল্প মূল্যের শ্বেতসার প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় বলিয়া রাসায়নিক জগতে ইহার আদর আছে। ইহাতে শতকরা ৬৫—৬৮ ভাগ শ্বেতসার পাওয়া যায়। শ্বেতসারের সব রকম ব্যবহারেই ভুট্টার শ্বেতসার কাজে লাগে। ভুট্টার শ্বেতসার হইতে শর্করা এবং সেই শর্করা হইতে গ্লূকোজ তৈয়ারা হয়। মণ্ট তৈয়ারী করিতে ইহার বিশেষ প্রয়োজন লাগে। ভুট্টায় শতকরা ৩৫ ভাগ তৈল আছে। ভুট্টা হইতে নিষ্কাশিত করা তৈল ইংরাজীতে মেইজ (maize oil) বা কর্ণ অয়েল (corn oil) নামে পরিচিত। এই তৈল জ্বালানী তৈল হিসাবেও ব্যবহৃত হয়। লুব্রিকেটিং তেলের সহিত ইহার মিশ্রণ হয়।

প্রচণ্ড বিস্ফোরক তৈয়ার করিতে ইহার প্রয়োজন হয়। ডাটা ও পাতা কাগজের উপাদানরূপে ব্যবহৃত হয়।

(ঙ) **ছোলা**:—ভারতে ১ কোটি ৪০ লক্ষ একর জমিতে ছোলার চাষ হয়, তন্মধ্যে বাংলায় ২,০৭,০০০ একর। বাংলা হইতে বৎসর মাত্র ৫০ হাজার টাকার ছোলা বহির্ভারতে রপ্তানী হয়। বাংলায় মুর্শিদাবাদ, নদীয়া এবং পাবনায় ছোলার চাষ হয়। মুর্শিদাবাদ ব্যতীত অন্য জায়গায় জমির পরিমাণ উল্লেখযোগ্য নহে।

দ্রষ্টব্য:—ছোলা হইতে একপ্রকার সিরকা (vinigar) পাওয়া যায়। উহা পথ্য ও ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়। ছোলায় শ্বেতসারের অংশ ৬৭.৭।

(চ) **ডাল**:—মুগ, মসুর, খেসারী, কলাই, অড়হর, মটর প্রভৃতি সকল প্রকার ডাল বাংলায় বিভিন্ন স্থানে কিছু কিছু উৎপন্ন হয়। বিহার, যুক্তপ্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশ হইতে বাংলায় পর্য্যাপ্ত পরিমাণে ডাল আমদানী হয়। নানা শ্রেণীর ডাল উৎপাদক জেলা হিসাবে পাবনার স্থান সর্ব্বোচ্চ। পরে ফরিদপুর, রাজসাহী, মৈমনসিংহ, ঢাকা এবং ত্রিপুরার স্থান। এই কয়টী জেলায় নানাশ্রেণীর ডাল মন্দ হয় না। বাংলায় অড়হর ডালের চাষ বেশী হয় না।

(ছ) **চিনাবাদাম**:—বাংলায় চীনাবাদামের চাষ বিশেষ হয় না। কেবল মেদিনীপুরের কতকাংশে সামান্য পরিমাণ জমিতে বাদামের চাষ হয়। দো-আশ্‌লা হাল্কা মাটী চিনাবাদামের চাষের উপযোগী। ভারত হইতে প্রায় ১০।১২ কোটি টাকার চিনাবাদাম বা চিনাবাদামজাত দ্রব্যাদি বহির্ভারতে রপ্তানী হয়। ইটালী, জার্ম্মানী, ব্রিটেন, ফ্রান্স, নেদারল্যাণ্ড, মিশর, বেলজিয়াম পর্ত্তুগাল, ডেনমার্ক প্রভৃতি দেশ ভারতীয় বাদামের ক্রেতা। বহির্ভারতে বাংলার চিনাবাদামের বাজার অতিশয় প্রশস্ত।

বাংলায় লাভজনক ভাবে চীনাবাদামের চাষ হইতে পারে। মাদ্রাজে যে পরীক্ষা হয়, তাতে দেখা যায়, দেশায় বীজ হইতে যেখানে প্রতি একরে ২৭১ পাউণ্ড ফলন হয় সেখানে দক্ষিণ আফ্রিকার সালম জাতীয় বীজ হইতে ১৩৭৮ পাউণ্ড ফলন হয়। মাদ্রাজে প্রতি একরে ১১০১ পাউণ্ড। বোম্বাইতে ১০৮৫ পাউণ্ড এবং সমগ্র ভারতে গড়ে ৮৬৪ পাউণ্ড ফলন হয়।

দ্রষ্টব্য :—চীনাবাদামের খোসা-পরিত্যক্ত দানায় শতকরা ৪০ অংশ তৈল আছে। ঐ তৈল সাংসারিক জীবনে আমাদের নানা প্রয়োজনে লাগে।

(জ) তিসি :—ভারতে প্রায় ৩৫ লক্ষ একর জমিতে তিসির চাষ হয়, তন্মধ্যে বাংলায় প্রায় ১ লক্ষ একর। বাংলা দেশে নদীয়ায় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক জমিতে তিসির চাষ হয়—প্রায় ২৯,৯০০ একর। তার—পরই মুর্শিদাবাদ—প্রায় ২৫,০০০ একর। যশোহর, মেদিনীপুর, পাবনা, রাজসাহী, ফরিদপুর প্রভৃতি অঞ্চলেও তিসির চাষ হয়। ভারত ১৯৩৬-৩৭ সনে ৪ কোটি ৭৪ লক্ষ টাকার তিসি (তিল এবং বীজ সহ) বহির্ভারতে রপ্তানী করিয়াছে। তন্মধ্যে বাংলার অংশ ১ কোটি ৮০ লক্ষ। রপ্তানী দ্রব্যের মধ্যে তিসি বীজের পরিমাণ শতকরা ৯০ ভাগ, খৈল ৭ ভাগ, আর তৈল ৩ ভাগ। ব্রিটেন, আমেরিকা, জার্ম্মানী, ফ্রান্স, মিশর, গ্রীস্, বেলজিয়াম এবং ইটালী প্রধানতঃ তিসি বীজের ক্রেতা। ব্রহ্মদেশ প্রধানতঃ তৈলের প্রধান ক্রেতা। বৃটেন খৈলের প্রধান ক্রেতা। সমগ্র ভারতে তিসির ফলন প্রতি একরে সাধারণতঃ ২৭৯ পাউণ্ড, বাংলায় প্রতি একরে ৪৮৮ পাউণ্ড।

দ্রষ্টব্য :—তিসির আদর তিসি তেলের জন্য। রং, বার্নিশ, ছাপার কালি, অয়েল ক্লথ, লাইনোলিয়ম ইত্যাদি তৈয়ার করিতে তিসি তৈলের বিশেষ প্রয়োজন। তিসি শণেরও নানা রকম ব্যবহার হয়।

দড়ি, দৃঢ় চট, ক্যানভাস, তাঁবু, পর্দ্দা, শক্ত কাগজ, নকল সিল্ক (Rayon) প্রভৃতিতে তিসির শন ব্যবহার হয়। কে জানে হয়ত একদিন তিসি পাটের স্থান অধিকার করিবে। তিসির খৈল গবাদি পশুর খাদ্য এবং জমির শক্তিশালী সার।

(ঝ) **নারিকেল** :—বাংলায় প্রায় ১৩,০০০ একর জমিতে নারিকেলের চাষ হয়। খুলনা, যশোহর, মেদিনীপুর, নোয়াখালী ও ২৪ পরগণায় নারিকেলের চাষ বেশী হয়। বাংলার নারিকেল স্থানীয় লোকের ব্যবহারে লাগিয়া যায়।

নারিকেলের শাঁস হইতে ৪০ হইতে ৭০ ভাগ তৈল পাওয়া যায়। নারিকেলের ছোবড়া হইতে দড়ি-দড়া, পা-পোষ ইত্যাদি তৈয়ার হয়। ভারত হইতে প্রতি বৎসর ৬০ লক্ষ টাকার উপর ছোবড়া, দড়ি, পা-পোষ এবং ম্যাটিং ইত্যাদি রপ্তানী হয়। ২২।২৩ হাজার টাকার উপর তৈল রপ্তানী হয়। ভারতও বিদেশ হইতে প্রায় ৯০ লক্ষ টাকার তৈল আমদানী করে। জার্ম্মেনী, নেদারল্যাণ্ড, ব্রিটেন, ইটালী, আমেরিকা প্রভৃতি নানা দেশে নারিকেল ও নারিকেল জাত দ্রব্যাদি রপ্তানী হয়।

(ঞ) **এরণ্ড বা রেড়ি তৈল** :—ভারতের বহুস্থানে রেড়ির চাষ হইয়া থাকে। কিন্তু তুলনায় বাংলা দেশে এই চাষের পরিমাণ অত্যন্ত অল্প। করদ রাজ্যসমূহে ১০ লক্ষ একর আর বৃটিশ ভারতে মাত্র ৪ লক্ষ একরের কিছু বেশী জমিতে উহার চাষ হয়। ১৯৩৬-১৯৩৭ সালে ভারত হইতে প্রায় ৮৬ লক্ষ টাকার মত রেড়ী ও তৎজাত দ্রব্যাদি রপ্তানী হইয়াছিল।

দ্রষ্টব্য :—রেশমের গুটি পোকা পালনের জন্য ইহার পাতা বিশেষ উপযোগী। রেড়ির তৈল আজিকার যান্ত্রিক যুগে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

অথচ এত বড় প্রয়োজনীয় জিনিষ পৃথিবীর বেশী দেশে জন্মায় না। জগতের প্রয়োজনের অধিকাংশই ভারত সরবরাহ করে। জ্বালানী তৈল হিসাবে রেড়ীর তৈলের উপকারিতা অনেক। উহা অপরাপর তৈল অপেক্ষা একই শক্তির আলোতে কম ধোয়া উৎপন্ন করে, দামেও সস্তা, চক্ষুর পক্ষে হিতকর। এই সব কারণে ভারতবর্ষে রেল কোম্পানী কর্ত্তৃক এই তৈল তাদের আলোতে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। এরোপ্লেনে কেবল বিশুদ্ধ রেড়ীর তৈল ব্যবহৃত হয়, নানা শ্রেণীর সাবান, কেশ তৈল, প্রসাধন ও রন্ধনাদি কার্য্যে এবং পশুচর্ম্ম পাকা করিতে রেড়ীর তৈল ব্যবহৃত হয়। রেড়ী খৈল জমির উৎকৃষ্ট সার। এই অতি প্রয়োজনীয় জিনিষটির চাষ বৃদ্ধি করার সুযোগ বাংলার ও ভারতের যথেষ্ট আছে।

(ট) **সরিষা**ঃ—ভারতে উৎপন্ন সরিষার অর্দ্ধেকটা যুক্ত প্রদেশ সরবরাহ করে। তারপর পাঞ্জাব ও বাংলা এবং অন্যান্য প্রদেশের স্থান। বাংলাতে মৈমনসিংহ, ঢাকা, রংপুর, দিনাজপুর ও বগুড়া জেলায় ভাল সরিষা হয়। শ্বেত সরিষা হইতে ৩৬ হইতে ৪০ ভাগ এবং কাল সরিষা হইতে ২৮ হইতে ৩০ ভাগ তৈল বাহির হয়। সরিষার খৈল গবাদি পশুর খাদ্য ও জমির উৎকৃষ্ট সার। বাংলায় ভারতে উৎপন্ন সরিষার শতকরা ১২·৭ অংশ উৎপন্ন হয়। তৈল বীজ (খৈল সহ) বৎসর ৭৫ লক্ষ টাকার উপর সরিষা বিদেশে রপ্তানী হয়। ব্রিটেন, ইটালী, বেলজিয়ম, নেদারল্যাণ্ড, জার্ম্মেনী, আমেরিকা এবং মিশর ইত্যাদি দেশ সরিষার খরিদদার।

প্রত্যেক একরে বাংলায় ফলন সবচেয়ে বেশী—গড়ে ৪৮৪ হইতে ৫৫৭ পাউণ্ড। যুক্তপ্রদেশে প্রতি একরে ৩২১ হইতে ৪১৬ পাউণ্ড সরিষা পাওয়া যায়। সমগ্র ভারতে গড়ে ৩৫০ হইতে ৪০২ পাউণ্ড ফলন হয়।

(ঠ) **তিল** :—ভারতের মধ্যে যুক্ত প্রদেশে তিলের চাষ সবচেয়ে বেশী হয়। বাংলায় ইহার চাষও মন্দ হয় না। ১৯৩৬-৩৭ সনে বাংলা হইতে লক্ষ টাকার উপর তিল বিদেশে রপ্তানী হইয়াছিল। বাংলার তিল উৎপাদক জিলা হিসাবে মৈমনসিংহের স্থান প্রথম। রংপুর, ঢাকা, দিনাজপুর, বগুড়া এই কয়টী জেলায়ও তিল ভাল জন্মে। পৃথিবীতে খুব বেশী স্থানে তিলের চাষ হয় না। এই দিক দিয়া তিল উৎপাদক প্রদেশ সমূহের বিশেষ সুবিধা আছে। সিংহল, আরব, ব্রহ্ম, ইটালী ইত্যাদি দেশ তিলের ক্রেতা।

প্রতি একরে গড়ে বাংলা দেশে ৪৮৬ হইতে ৫০১ পাউণ্ড তিল উৎপন্ন হয়। যুক্ত প্রদেশের ফলন খুব কম—মাত্র ১৯৭ হইতে ২৪৩ পাউণ্ড পর্য্যন্ত। সমগ্র ভারতে গড়ে প্রতি একরে ২০২ পাউণ্ড ফলন হয়।

দ্রষ্টব্য :—নানা প্রকার সাবান, মার্জ্জারিণ এবং রবারের অনুকরণে সমগুণ-সম্পন্ন যে সকল দ্রব্যাদি তৈয়ার হয়, তাহার উপাদান হিসাবে তিল তৈল কাজে লাগে। তিলে ৫০ ভাগ তৈল আছে।

(ড) **নানা প্রকার তৈলবীজ** :—জীরা, ধনিয়া, সোরগুজা, যোয়ান, সোলফা, রাঁধুনী, মেথী, পোস্ত, মৌরী, পান মৌরী, মহুয়া প্রভৃতি তৈল জাতীয় বীজ বা মসলা দ্রব্য বাংলায় জন্মায় না বা অতি সামান্য অংশই জন্মে। কয়েক বৎসরের আমদানী রপ্তানীর হিসাবে দেখা যায় যে, বাংলা দেশ জীরা ও ধনিয়া অল্প কয়েক হাজার টাকার জিনিষ রপ্তানী করিয়াছে। বাংলার প্রয়োজনীয় মসলা দক্ষিণ ভারত ও ভারত মহাসাগরস্থ দ্বীপসমূহ হইতে আমদানী হয়।

(ঢ) **চা ও সিঙ্কোনা** :—বাংলায় দার্জ্জিলিং ও জলপাইগুড়িতে ভাল চা জন্মে। ত্রিপুরা ও চট্টগ্রামে কিছু কিছু চা উৎপন্ন হয়।

দার্জ্জিলিংএর চা সুগন্ধি-যুক্ত। দার্জ্জিলিংএ প্রায় ৬০০০০ একর জমিতে চা এবং ৩০০০ একর জমীতে সিঙ্কোনার আবাদ হয়।

(ণ) তামাক—বাংলায় রংপুর, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি প্রভৃতি স্থানে প্রথম শ্রেণীর তামাক উৎপন্ন হয়। তামাক প্রায় সমস্ত বাংলায়ই কিছু কিছু হয়। ভারতের মধ্যে বাংলায় সবচেয়ে বেশী একর জমিতে তামাকের চাষ হয়। বাংলার পর মাদ্রাজ ও বিহার। বাংলায় প্রায় ৩০ লক্ষ একরের মত জমিতে তামাকের চাষ হয়।

(ত) পাট :—ভারতে বাংলায়ই সবচেয়ে বেশী পাট উৎপন্ন হয়। ভারতে সব প্রদেশে পাট হয় না। বিহার, উড়িষ্যা এবং আসামে কিছু কিছু পাট হয়। মাদ্রাজে এক প্রকার গাছ হইতে পাটের মত এক প্রকার তন্তু পাওয়া যায়, তাহা ঠিক পাট নহে। কিন্তু তাহা দ্বারা পাটের কাজ কতকটা চলিয়া যায়। বাজারে ইহা 'বিম্‌লীপতম্‌' পাট নামে পরিচিত। বাংলার পাটের বাজার পৃথিবীতে একচেটিয়া। আফ্রিকার নীলনদীর উপত্যকা, নাইজিরিয়া, সিউরালিওয়ন এবং আরও কয়েকটী অঞ্চল, জাভা, ফরাসী ইন্দু-চীন প্রভৃতি দেশে পাট উৎপাদনের চেষ্টা করা হইয়াছে, কিন্তু ঐ সব দেশে প্রচুর পরিমাণ পাট উৎপন্ন করা যায় নাই।

পাটের চাহিদা প্রধানতঃ ছালা, চট, থলিয়া ইত্যাদি তৈয়ার করিবার জন্যই। আজকাল কাগজের এক প্রকার থলিয়া তৈয়ার হইতেছে। ঐ থলিয়ায় পাটের থলিয়ার কাজ দেয়। ঐরূপ থলিয়া তৈয়ার করিতে মূল্য বেশী পড়ে বলিয়া সব দেশে ঐ থলিয়া ব্যবহার হয় না। তাই পাটের থলিয়ার চাহিদা আছে। পাটের বিপদ কিন্তু আর এক দিক দিয়া। জাভায় উৎপাদিত 'রসেলা' গাছের তন্তু হইতে আজকাল ছালা, থলিয়া ইত্যাদি তৈয়ারী হইতেছে। এই থলিয়া কোন কোন

অংশে পাটের থলিয়া হইতে উৎকৃষ্ট। এই নিমিত্ত দিন দিন ঐ থলিয়ার চাহিদা সবদেশেই কিছু কিছু বাড়িয়াছে। তবে এখনও পৃথিবীতে পাটের চাহিদা প্রচুর আছে।

বিহারে প্রায় ৪।। লক্ষ একর, উড়িষ্যায় প্রায় ১৫।১৬ হাজার একর আসামে প্রায় দুই লক্ষ একর এবং বাংলায় প্রায় ২২ হইতে ২৫ লক্ষ একর জমিতে পাটের চাষ হয়। বাংলার সব জেলাতে সমান পাট হয় না। মৈমনসিংহ, ঢাকা, পাবনা, রংপুর, ফরিদপুর, ত্রিপুরা, যশোহর প্রভৃতি স্থানে প্রচুর পাট হয়। পশ্চিম বঙ্গে খুব সামান্যই পাট হয়। পূর্ব্ববঙ্গের জেলা সমূহে গড়ে প্রতি একরে ৩২০ হইতে ৫০০ পাউণ্ড পর্য্যন্ত ফলন হয়।

বাংলার উৎপাদিত পাট বাংলার মিল সমূহে ব্যবহৃত হইয়া কাঁচা পাট প্রধানতঃ গ্রেট বিটেন, জার্ম্মেণী, আমেরিকা, ফ্রান্স, ইটালী প্রভৃতি দেশে চালান হয়।

ছালা, চট, থলিয়া প্রভৃতি ছাড়াও পাট হইতে কাপড়ও তৈয়ারী হয়। আজকাল অন্যান্য রাসায়নিক জিনিষ সংযোগে "যাটেক্স" নামক একপ্রকার হাল্কা অথচ খুব শক্ত জিনিষ তৈয়ার হইতেছে। নানারকম কলকব্জায় আজকাল ধাতুর বদলে ইহার ব্যবহার হইতেছে।

(খ) **তুলা**:—পাট বাংলার একচেটিয়া উৎপন্ন দ্রব্য হওয়া সত্ত্বেও বাংলার চাষীরা পাটের চাষ করিয়া লাভবান্ হইতেছে না। যে সব জায়গার মাটী বর্ষার জলে প্লাবিত হয় না, সে সব যায়গার মাটীতে পাটের বদলে তূলার চাষ করিলে কৃষকেরা লাভবান্ হইতে পারে। বাংলায় মাত্র ৯০ হাজার হইতে ৯৫ হাজার একর জমিতে তূলার চাষ হয় এবং উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ ২৫ হইতে ৩০ হাজার বেল। বাংলার মিলগুলি প্রতি বৎসর ৮০ হাজার হইতে এক লক্ষ বেল তূলা ব্যবহার করে।

বাংলা ও ভারতে যে তূলা উৎপন্ন হয় তাহা ছোট আঁশযুক্ত। ছোট আঁশযুক্ত তূলায় মোটা কাপড় হয়। মিহি কাপড় হয় না। মোটা কাপড়ের জন্য ভারতের মিলগুলি ভারতজাত তূলা ব্যবহার করে। আর মিহি কাপড়ের জন্য আমেরিকা ও মিশর হইতে লম্বা আঁশযুক্ত তূলা আমদানী করে। বাংলায় লম্বা আঁশযুক্ত তূলা উৎপাদন করা যাইতে পারে কিনা তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য কিছুদিন আগে ঢাকেশ্বরী মিলের কর্তৃপক্ষ পরীক্ষা কার্য্য চালান। পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে, বাংলায় লম্বা আঁশযুক্ত তূলার চাষ খুব সন্তোষজনক ভাবে হইতে পারে। ঐ পরীক্ষার ফলে দেখা গিয়াছে, অন্য প্রদেশের তুলনায় বাংলার মাটীতে অনেক বেশী তূলা উৎপন্ন হয় এবং গুণেও প্রায় ২০ অংশ বেশী ভাল তূলা উৎপন্ন হয়। বাংলার মাটীতে উৎপন্ন তূলা বাংলার চাহিদা মিটাইয়া অন্যান্য প্রদেশের ভাল তূলার চাহিদা কিছুটা মিটাইতে পারে। পরীক্ষা-কার্য্যের পর এক বিঘা জমিতে পাট ও এক বিঘা জমিতে তূলার চাষের ফসল ও লাভা-লাভের একটা তুলনামূলক হিসাব ঢাকেশ্বরী মিলের কর্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক দেওয়া হইয়াছে, তাহা এইরূপ :—

বিঘা প্রতি ('৩৩ একর)

পাট

আয়—৫৲ টাকা মণ দরে ৫৴ মণের দাম—২৫৲

খরচ (সর্ব্ব সাকুল্যে)—২০।০

নিট লাভ—৪৸০

তূলা

আয়—(ক) ৪॥০ মণ কাপাস হইতে বীজ ও খোসা ছাড়াবার পর প্রাপ্ত ১।০ মণ তূলার দাম ২৫৲ হিঃ—৩১।০

(খ) ৩৴ মণ বীজের দাম —২।০

৩৩॥০

২১।০

নিট লাভ—১২।০

পূর্ব্বোক্ত হিসাব সম্বন্ধে আরো বিস্তৃত বিবরণ কলিকাতা "কমার্সিয়াল মিউজিয়াম' কর্ত্তৃক প্রকাশিত 'পসিবিলিটিস্ অব লং ষ্ট্যাপল্ড্ কটন কাল্‌টিভেসন ইন বেঙ্গল" নামে ইংরাজী পুস্তিকায় পাওয়া যাইবে।

এখানে বিশেষ উল্লেখ যোগ্য কথা এই যে, বাংলার উৎপাদিত তুলা বিক্রয় করিবার কোন অসুবিধা নাই, মিলের কর্ত্তৃপক্ষের অনুমোদিত বীজের দ্বারা তুলা উৎপাদিত হইলে ঢাকেশ্বরী মিল ও অন্যান্য মিল ঐ তুলা ২৫৲ মণ দরে কিনিবার গ্যারান্টি দিতে পারেন। **বাঙালী এদিকে নজর দিবে কি ?**

(দ) **ইক্ষু**—১৯৩৬-৩৭ সনে বাংলায় ৩,৫৫,০০০ একর জমিতে ইক্ষুর চাষ হইয়াছিল। ইক্ষু হইতে চিনি ও গুড় প্রস্তুত হয়। সমস্ত ভারতে ১৩৭টি চিনির কল আছে। ইক্ষু হইতে চিনি প্রস্তুতের জন্য বাংলায় ৬টী চিনির কল আছে। বাংলার কলগুলি বৎসরে ২৪।২৫ হাজার টন চিনি উৎপাদন করে। ইহাদের মধ্যে আবার কয়েকটী কাজ গুটাইয়া চিনি উৎপাদন বন্ধ করিয়াছে। (১৯৩৬-৩৭) সনে বাংলার চাষীরা ৬২৬, ০০০ টন গুড় উৎপাদন করিয়াছে। বাংলার এই গুড়ের প্রচুর চাহিদা আছে। অন্যান্য প্রদেশে কুটির শিল্প হিসাবেও গুড় হইতে লাল চিনি প্রস্তুত হয়, বাংলায় ইহা হয় না বলিলেই চলে। আজকাল সেন্টিফ্রুগেল কলের সাহায্যে কৃষকেরা নিজ নিজ বাড়ীতে সরাসরি ইক্ষু হইতেও চিনি উৎপাদন করিতে পারে। এই যন্ত্রের দামও বেশী নহে।

(ভারতের ১০০ মণ ইক্ষু হইতে প্রাপ্ত চিনি ও গুড়ের শতকরা হিসাব)

প্রদেশের নাম	চিনি (শতকরা)	গুড় (শতকরা)
বাংলা	৮'১৭—৮'৮৯	৩'২৮—৩'৭০
বিহার	৮'৯৩—১০'০০	৩'৩৯—৩'৭০
যুক্তপ্রদেশ	৯'১৮—৯'৬৫	৩'৩০

যুক্তপ্রদেশে সবচেয়ে বেশী একর জমিতে ইক্ষুর চাষ হয়—২২ লক্ষ হইতে ২৫ লক্ষ একর। তারপর পাঞ্জাবে হয়—৩॥ লক্ষ হইতে ৪॥ লক্ষ একর। বিহার ও উড়িষ্যায় ৪॥ লক্ষ হইতে ৫॥ লক্ষ একর জমিতে ইক্ষুর চাষ হয়। তৎপর বাংলার স্থান। বাংলায় ২॥ লক্ষ হইতে ৩॥ লক্ষ একর জমিতে ইক্ষুর চাষ হয়। বাংলায় ঢাকা, রংপুর, মৈমনসিংহ, রাজসাহী, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি স্থানে ইক্ষুর চাষ ভাল হয়।

(৩) বাংলার খনিজ সম্পদ

খনিজ সম্পদে বাংলাদেশ সমৃদ্ধ নহে। বাংলার প্রয়োজনীয় খনিজ দ্রব্য প্রায় সমস্তই অন্যান্য প্রদেশ অথবা বহির্ভারত হইতে আমদানী হয়। কয়লা সম্পদে বাংলা দেশ বিশেষ সমৃদ্ধ। প্রথম স্থান বিহারের। বিহারের পরই বাংলার স্থান। রাণীগঞ্জ ও সীতারামপুরের কয়লার খনি হইতে প্রতি বৎসর প্রায় ৬ লক্ষ হইতে ৬।। লক্ষ টন কয়লা উত্তোলিত হয়। বাংলার কয়লা প্রধানতঃ বাংলা ও অন্যান্য প্রদেশে ব্যবহৃত হয়।

বাংলার শিল্প-বাণিজ্য

[বিদেশ হইতে আমরা প্রতি বৎসর কোটি কোটি টাকার শিল্পদ্রব্য কিনিয়া থাকি। আজকাল দেশীয় কতকগুলি শিল্প-প্রতিষ্ঠানের দ্বারা আমাদের নিত্য ব্যবহার্য্য প্রায় সকল জিনিষই কিছু কিছু তৈয়ার হইতেছে। আমরা যদি এদের তৈরী জিনিষ কিনি, তবে দেশের টাকা দেশেই থাকিয়া যায়, দেশের শিল্প গড়িয়া উঠে, বেকার সমস্যার সমাধান হয়। অনেক নিরন্ন লোকের অন্ন হয়। আবার ইহাও সত্য কথা— কি কি স্বদেশী জিনিষ আমাদের দেশে তৈয়ার হয়, তাহা আমরা অনেকেই জানিনা। ক্রেতা হিসাবে কোন দোকানে প্রবেশ করিলে

দোকানদার প্রথমেই আমাদের হাতে জাপানী বা অন্য কোন বিদেশী জিনিষ তুলিয়া দেয়। আমরা তাহা দ্বিধাহীন চিত্তে কিনিয়া থাকি। এই সকল স্বার্থান্বেষী দোকানদার সুবিধা পাইলেই বিদেশী জিনিষকে স্বদেশী বলিয়া চালাইতে কুণ্ঠিত হয় না। যাহারা বাজারে ঘুরিয়া জিনিষ-পত্রাদি কিনেন তাহারা অনেকেই বোধ হয়, ইহা লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। ইহাও দেখা গিয়াছে অনেক দোকানদার, স্বদেশী শিল্প-প্রতিষ্ঠানের নাম না জানায়, দোকানে স্বদেশী জিনিষ রাখিতে পারে না। যখন কোন ক্রেতা কোন কোম্পানীর নাম করিয়া কোন জিনিষ চায়, তখন তাহারা হতভম্ব হইয়া যায়। শিল্প প্রতিষ্ঠান, দোকানদার এবং ক্রেতার মধ্যে পারস্পরিক আদান প্রদানের সুবিধার্থে নাম ঠিকানা সহ নিম্নে শিল্প প্রতিষ্ঠানের একটি তালিকা দেওয়া গেল। বাংলা ও ভারতের আমদানী ও রপ্তানীর হিসাব সকল স্থলে পৃথক্ নির্দেশ করা যায় না। তাই নিম্নে প্রথমে আমরা বাংলার শিল্প-প্রতিষ্ঠানের বিবরণ, তৎপর বাংলার বাহিরে অন্যান্য প্রদেশের শিল্প-প্রতিষ্ঠানের তালিকা এবং পরিশেষে তাহাদের সঙ্গে বিদেশ হইতে সমগ্র ভারতে শিল্প-দ্রব্যের আমদানী-মূল্য যোগ করিয়া দিয়াছি। বলা বাহুল্য, আমাদের দেওয়া এই তালিকায় যে দেশের সব শিল্প-প্রতিষ্ঠানের নাম অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে, একথা আমরা জোর করিয়া বলিতে পারিনা। কোন বিশেষ ক্ষেত্র ভিন্ন আমরা যথাসম্ভব দেশের অধিকাংশ শিল্প-প্রতিষ্ঠানের নামই অন্তর্ভুক্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছি।

এই সকল দেশী শিল্প-প্রতিষ্ঠানের তৈয়ারী মাল বাজারে কম বেশী কাট্তি হওয়া সত্ত্বেও আমরা লক্ষ লক্ষ টাকার বিদেশী মাল কিনিয়া থাকি। নানা প্রকার শিল্প-দ্রব্যের বাজার ভারতে এত বিস্তৃত এবং ভারতের প্রয়োজন মিটাইবার উদ্দেশ্যে প্রায় প্রত্যেকটি শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত

করিবার জন্য এখনও যে হাজার হাজার কারখানা গড়িয়া তুলিবার সুযোগ আছে, নিম্নের বিবরণ হইতে তাহা স্পষ্টই বুঝা যাইবে।

(১) বাংলার শিল্প-প্রতিষ্ঠান

(ভারতের অন্যান্য প্রদেশের শিল্প প্রতিষ্ঠানের তালিকা সহ)

(ক) এনামেলের কারখানা (বাংলা)

বেঙ্গল এনামেল ওয়ার্কস লিঃ—হেড অফিস ও কারখানা—পলতা, ই,বি,আর, পোঃ ইছাপুর, ২৪ পরগণা। "বাঘমার্কা" এনামেলর বাসন পত্রাদি, সাইনবোর্ডের প্লেট, হাঁসপাতালের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি, নানা রকম সুন্দর সুন্দর ট্রে, আলোর ঢাকনা, পান-পাত্র ইত্যাদি এই কারখানায় তৈয়ার হয়।

সুর এনামেল এণ্ড ষ্টাম্পিং ওয়ার্কস লিঃ—হেড অফিস ও কারখানা—৯, মিড্ল রোড, কলিকাতা। হাঁসপাতালের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি, কাপ, জার, জাগ, আলোর ঢাকনা, বাসনপত্র ইত্যাদি সকল প্রকার এনামেলের জিনিষ প্রস্তুত-কারক।

(বহির্বঙ্গের এনামেলের কারখানা)

অমৃতসর এনামেল ওয়ার্কস লিঃ—হল গেট, অমৃতসর। পাইওনিয়ার এনামেলিং ওয়ার্কস—গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড, অমৃতসর। পাঞ্জাব এনামেলিং ওয়ার্কস—গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড, অমৃতসর। মডার্ণ এনামেল ওয়ার্কস লিঃ—৬৫, সিদেনহামস্ রোড, মাদ্রাজ। আজাদ এণ্ড কোং—আলিগড়।

লোহার উপর এনামেল করিবার কতকগুলি উপাদান বিদেশ হইতে আমদানী করিতে হয় বলিয়া, ঐ সকল জিনিষের উপর উচ্চহারে

শুল্ক দিতে হয়। তাই এদেশে এনামেলের জিনিষ তৈয়ার করিতে কিছু খরচ বেশী পড়ে। গভর্ণমেণ্ট যদি উপাদানমূলক জিনিষের উপর শুল্কের হার কমাইয়া দেন তবেই দেশে সস্তায় এনামেলের জিনিষ তৈয়ার হইতে পারে।

(সমগ্র ভারতে বিদেশ হইতে এনামেল আমদানী)

সন		মূল্য
১৯৩৫-৩৬	——	১৮ লক্ষ ৯৯ হাজার টাকা
১৯৩৬-৩৭	——	১৪ „ ৮১ „ „
১৯৩৭-৩৮	——	১৫ „ ৮৭ „ „

(খ) এ্যালুমিনিয়ামের কারখানা (বাংলা)

বেঙ্গল এ্যালুমিনিয়াম ওয়ার্কস লিঃ—বড় কাটারা, ঢাকা।
এ্যালুমিনিয়াম ম্যানুফ্যাকচারিং কোং লিঃ—৪, ফেলি প্লেস, কলিকাতা।
প্রতাপ এ্যালুমিনিয়ম ওয়ার্কস—১৯৩, বেনারস রোড, হাওড়া।
জীবনলাল লিঃ—১০১ ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। শাখা—বোম্বাই, মাদ্রাজ, রাজমুন্দ্রি, রেঙ্গুন।

(বহির্বঙ্গের এ্যালুমিনিয়ামের কারখানা)

পাঞ্জাব এ্যালুমিনিয়াম ওয়ার্কস—অমৃতসর। পাঞ্জাব ব্রাস, কপার এণ্ড এ্যালুমিনিয়াম ওয়ার্কস—অমৃতসর। পপুলার এ্যালুমিনিয়াম ম্যানুফ্যাকচারিং কোং—গুর্জ্জুনওয়ালা। ইণ্ডিয়ান এ্যালুমিনিয়াম কোং—৩২, ত্রিপলিকেন, মাদ্রাজ। শ্রীগণেশ্বর এ্যালুমিনিয়াম ওয়ার্কস—১, সিঙ্গারা গার্ডেন ৪র্থ লেন, মাদ্রাজ। গুজরাট মেটাল ফ্যাক্টরী—২, নেহালপেত, পুণা। বোম্বাই এ্যালুমিনিয়াম ফ্যাক্টরী—মদনপুর, বোম্বাই।

(গ) এসিডের কারখানা (বাংলা)

বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড ফার্ম্মেসিউটিক্যাল ওয়ার্কস লিঃ—৯৪, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা।

বি, কে, পাল এণ্ড কোং লিঃ—১ ও ৩ বনফিল্ডস্ লেন, কলিকাতা।

বেঙ্গল এসিড এণ্ড কেমিক্যাল ম্যানুফ্যাকচারিং কোং—২৯ ও ৩০ বাগমারি রোড, কলিকাতা।

বেঙ্গল এন্টিসেপ্টিক কোং—বেলগাছিয়া, কলিকাতা।

ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং লিঃ—৩৫।১ পণ্ডিতিয়া রোড, বালীগঞ্জ, কলিকাতা।

কে, সি, সিংহ এণ্ড সন্স—৩, এজরা ষ্টিট্, কলিকাতা।

ডাঃ বসুর লেবরেটরী লিঃ—৪৫, নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্যারামাউন্ট কেমিক্যাল ওয়ার্কস—২৪,বাঞ্ছারাম অক্রুর লেন, কলিকাতা।

মাধবচন্দ্র দত্ত এণ্ড সন্ –৮, এজরা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মেহের কেমিক্যাল ওয়ার্কস—১৪৪, যশোহর রোড, দমদম, কলিকাতা।

ষ্ট্যাণ্ডার্ড কেমিক্যাল এণ্ড ফার্ম্মেসিউটিক্যাল ওয়ার্কস—১, জহরলাল দত্ত লেন, কলিকাতা।

এসিড কেমিক্যাল ওয়ার্কস এণ্ড মেসিন সপ—১১, ১২, ১৩, রাধামাধব দত্তের গার্ডেন লেন, বেলিয়াঘাটা, কলিকাতা।

এইচ, মুমতাজ এণ্ড কোং—১ কলুটোলা ষ্ট্রীট্, কলিকাতা। কার্ব্বলিক এসিড, আর্সেনিক এসিড ও নেপথলিন প্রস্তুত-কারক।

ইউনিভার্সেল কেমিক্যাল ওয়ার্কস—৭।৩ বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ওষ্টার কেমিক্যাল এণ্ড ফার্ম্মেসিউটিক্যাল ওয়ার্কস—২২৫, বাগমারি রোড, কলিকাতা।

(বহির্বঙ্গের এসিডের কারখানা)

ঝরিয়া সলফিউরিক এসিড কোং লিঃ—ঝরিয়া। কানপুর কেমিক্যাল ওয়ার্কস লিঃ—আনওয়ারগঞ্জ, কানপুর। কৃষ্ণ কেমিক্যাল ওয়ার্কস—বেনারস। অযোধ্যাপ্রসাদ কেমিক্যাল ওয়ার্কস—গাজিয়াবাদ, মিরাট। এলেম্বিক কেমিক্যাল ওয়ার্কস লিঃ—বরোদা। ধরমসি মোরার জী কেমিক্যাল কোং লিঃ—৩১৭।২১, হর্ণবি রোড, ফোর্ট, বোম্বাই। ইষ্টার্ণ কেমিক্যাল কোং—ব্যালার্ড এষ্টেট, ১৫ নং ডউগ্যাল রোড, বোম্বাই। মেহের কেমিক্যাল ওয়ার্কস—৪৯ নাউগোম রোড, বোম্বাই। মাদ্রাজ এ্যালকালি এণ্ড কেমিক্যাল ওয়ার্কস লিঃ—২২ এ, লিঙ্গি চেট্টি ষ্ট্রীট, জর্জ্জ টাউন, মাদ্রাজ। প্যারি এণ্ড কোং—১ম বিচ্ লেন, মাদ্রাজ। পাঞ্জাব কেমিক্যাল ওয়ার্কস—শাহদারা, লাহোর। শ্রীরাধাকৃষ্ণ এসিড ফ্যাক্টরী—পোঃ নলোখা, লাহোর। নন্দলাল এসিড ফ্যাক্টরী—পোঃ নলোখা, লাহোর। শম্ভুনাথ এণ্ড সনস লিঃ—গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড, অমৃতসর। ফ্রন্টিয়ার কেমিক্যাল ওয়ার্কস—রাওলপিণ্ডি। অরিজিনাল এসিড কোং—বেদীপুরা, রাজকোট। ভবনগর কেমিক্যাল ওয়ার্কস—ভার্ত্তেজ, কাথিওয়ার।

(সমগ্র ভারতে বিদেশ হইতে এসিড আমদানী)

সন		মূল্য
১৯৩৫—৩৬	———	১১ লক্ষ ৯৭ হাজার টাকা
১৯৩৬—৩৭	———	৯ " ১৬ " "
১৯৩৭—৩৮	———	১০ " ৩৯ " "

ভারতে যত এসিড আমদানী হয়, তন্মধ্যে 'এসিটিক' এসিড' ও 'সাইট্রিক এসিডের' মূল্য সকল প্রকার এসিডের মোট আমদানী মূল্যের প্রায় এক তৃতীয়াংশ। অন্যান্য এসিডের মধ্যে 'টার্টারিক এসিড,' 'অক্সেটিক এসিড,' 'নাইট্রিক এসিড' প্রচুর আমদানী হয়।

(ঘ) ওয়াটার প্রুফ ও অয়েল ক্লথের কারখানা (বাংলা)

বেঙ্গল ওয়াটার প্রুফ ওয়ার্কস লিঃ—হেড অফিস ও ফ্যাক্টরী পানিহাটি। ই বি, আর। সো-রুম—১২, চৌরঙ্গী এবং ৮৬, কলেজ ষ্ট্রীট কলিকাতা। 'ডাক ব্যাক' ওয়াটার প্রুফ কোট ভারতের সর্ব্বত্র সুপরিচিত। ভারতের বিভিন্ন প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট, দেশীয় রাজ্য এবং রেলওয়ে প্রভৃতিকে এই প্রতিষ্ঠান মাল সরবরাহ করে।

শঙ্কর এণ্ড কোং—৩৩।২, শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা' সূর্য্য' মার্কা ওয়াটার প্রুফ কোট ও 'সূর্য্যমার্কা' অয়েল ক্লথ প্রস্তুত-কারক।

ষ্ট্যাণ্ডার্ড অয়েল ক্লথ কোম্পানী—পুরাণা পল্টন, ঢাকা।

বেঙ্গল ডাইং এণ্ড ওয়াটার প্রুফ সিণ্ডিকেট ওয়ার্কস—মধুপুর. বেহেলা, অফিস—২১, গোপালচন্দ্র বানার্জ্জী ষ্টীট ভবানীপুর। 'খোকা' মার্কা অয়েলক্লথ প্রস্তুত—কারক।

ক্যালকাটা ওয়াটার প্রুফ ওয়ার্কস—১৭৩, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

(বিদেশ হইতে ওয়াটার প্রুফ ও অয়েল ক্লথ আমদানী)

সন		মূল্য
১৯৩৫—৩৬	————	৬ লক্ষ ৬৯ হাজার টাকা
১৯৩৬—৩৭	————	৬ „ ৫০ „ „
১৯৩৭—৩৮	————	৭ „ ৭০ „ „

ভারতে প্রস্তুত অয়েল ক্লথ যে কোন প্রকার বিদেশী অয়েল ক্লথের তুলনায় নিকৃষ্ট নহে। আমরা যদি স্বদেশী জিনিষ ব্যবহার করি, তাহা

হইলে এত টাকার বিদেশী অয়েল ক্লথ ও ওয়াটার প্রুফ এদেশে আমদানী হইতে পারিবেনা।

(৬) ঔষধ ও রাসায়নিক দ্রব্যের কারখানা (বাংলা)

বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড ফার্ম্মেসিউটিক্যাল ওয়ার্কস লিঃ—হেড অফিস ৯৪, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ। কারখানা, মাণিকতলা, কলিকাতা। শাখা—বোম্বাই। ভারতে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহত্তম এলোপ্যাথি ঔষধের কারখানা। এখানে ফার্ম্মাকোপিয়ার ঔষধ, পেটেণ্ট ঔষধ, প্রসাধন দ্রব্য, নানাপ্রকার এসিড ও বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি তৈয়ার হয়।

বেঙ্গল ইমিউনিটি কোং লিঃ—১৫৩, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা। এখানে ফার্ম্মাকোপিয়ার ঔষধ, সিরাম, ভ্যাকসিন ইত্যাদি নানাপ্রকার জান্তব ঔষধ তৈয়ার হইতেছে।

বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং লিঃ—হেড অফিস, ১, বনফিল্ড লেন। ১৮৫৮ খৃঃ স্থাপিত। ফার্ম্মাকোপিয়ার অনুমোদিত ঔষধ, পেটেণ্ট ঔষধ, প্রসাধন দ্রব্যাদি, অস্ত্রোপচারের যন্ত্রাদি, নানাপ্রকার এসিড, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ইত্যাদি প্রস্তুতের কারখানা।

ক্যালকাটা কেমিক্যাল—৩৫, পণ্ডিতিয়া রোড, বালীগঞ্জ, কলিকাতা। প্রধানতঃ প্রসাধন দ্রব্যাদি এখানে তৈয়ারী হয়। কিছু কিছু পেটেণ্ট ঔষধ এবং নানাপ্রকার এসিড ও তৈয়ার হয়।

ইণ্ডিয়ান হেলথ ইনষ্টিটিউট এণ্ড লেবরেটরী লিঃ—লেবরেটরী, ৫।২, বেলিয়াঘাটা মেন রোড। ১৯৩৩ সনে স্থাপিত।

লিষ্টার এন্টিসেপ্টিকস এণ্ড ড্রেসিংস কোং লিঃ—হেড অফিস-কাশীপুর, কলিকাতা। ১৯২৮ সনে স্থাপিত। এই কোম্পানী সাধারণের নিকট "ল্যাড্‌কো" নামে পরিচিত। সার্জ্জিকেল ড্রেসিং ও কটন, নানাপ্রকার প্রসাধন দ্রব্য, ফার্ম্মাকোপিয়ার অনুমোদিত ঔষধ, পেটেণ্ট

ঔষধ, পুষ্টিকর ঔষধ (vitaminous products) সিরাম, ভ্যাকসিন ইত্যাদি এখানে প্রস্তুত হয়।

ষ্টার্লিং ফার্ম্মেসিউটিক্যাল প্রডাক্টস্ কোং লিঃ—৭২।২, শম্ভুনাথ পণ্ডিত ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ১৯৩০ সনে স্থাপিত। ফর্ম্মাকোপিয়ার ঔষধ, প্রস্তুত-কারক। বিশেষ করিয়া ইহার ট্যাবলেট আকারে প্রস্তুত ঔষধগুলা বাজারে বেশ সুনাম অর্জ্জন করিয়াছে।

ইউনিয়ন ড্রাগ কোং লিঃ—২৮৫, বহুবাজার, কলিকাতা। ফার্ম্মাকোপিয়ার অনুমোদিত ঔষধ, পেটেণ্ট ঔষধ, সিরাম,ভ্যাকসিন ইত্যাদি এই কারখানায় তৈয়ার হয়।

ভ্যাক্স-ইনষ্টিটিউট লেবরেটরী লিঃ—১৪, মোহন বাগান লেন, কলিকাতা ১৯৩৪ সালে এই কোম্পানী রেজেষ্ট্রী হইয়াছে। মণ্টেড-মিল্ক, হাইড্রোজেন প্যারেয়ক্স সাইড, পেটেণ্ট ঔষধ, ভ্যাকসিন ও অন্যান্য জান্তব ঔষধ প্রস্তুত-কারক।

নিউ ইণ্ডিয়া কেমিক্যাল এণ্ড ফার্ম্মেসিউটিক্যাল ওয়ার্কস লিঃ—১৭৮, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

ন্যাসানাল লেবরেটরীস্ লিঃ এণ্ড সরকার গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ—১৮, দমদম রোড, কলিকাতা।

মেডিকেল সাপ্লাই কন্‌সারণ লিঃ—১৯৭, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।

ক্যালকাটা মিনারেল সাপ্লাই কোং লিঃ—৩১, জ্যাকসন লেন, কলিকাতা।

ডাঃ বসুর লেবরেটরী :—৪৫, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট। ফার্ম্মেসিউটিক্যাল ও পেটেণ্ট ঔষধ প্রস্তুত-কারক।

শ্রীনাথ কেমিক্যাল ওয়ার্কস লিঃ—১৫, কলেজ স্কোয়ার। নানাবিধ প্রসাধন দ্রব্য ও পেটেণ্ট ঔষধ প্রস্তুত-কারক।

ইষ্টার্ণ কেমিক্যাল কোং—১৬, বনফিল্ডস্ লেন, কলিকাতা। এখানে নানাপ্রকার পেটেন্ট ঔষধ তৈয়ার হয়।

ইষ্টার্ণ কেমিক্যাল এণ্ড পারফিউমারী ওয়ার্কস—৬৩, বেলগাছিয়া রোড, কলিকাতা।

(বহির্বঙ্গের ঔষধ ও রাসায়নিক দ্রব্যের কারখানা)

এলেম্বিক কেমিক্যাল ওয়ার্কস—বরোদা। ভারত কেমিক্যাল কোং—মোহন বিল্ডিংস, গিরগাও, বোম্বাই। জেনিথ কেমিক্যাল ওয়ার্কস—আরব বিল্ডিংস, বোম্বাই। গান্ধী কেমিক্যাল ওয়ার্কস—মহম্মদ নাগী রোড, লাহোর। পাঞ্জাব কেমিক্যাল ওয়ার্কস—শাহাদ্রা, লাহোর। মডার্ণ কেমিক্যাল ওয়ার্কস—ধারিয়াগঞ্জ, দিল্লী। কৃষ্ণ কেমিক্যাল ওয়ার্কস—হবিবপুরা, বেনারস সিটি। নাগপুর কেমিক্যাল ওয়ার্কস—ধানতলি, নাগপুর। ন্যাসানাল কেমিক্যাল ওয়ার্কস—কানপুর। কানপুর কেমিক্যাল ওয়ার্কস লিঃ—আনওয়ারগঞ্জ, কানপুর। আগ্রা কেমিক্যাল এণ্ড ফার্মেসিউটিক্যাল কোং—আগ্রা। বিহার কেমিক্যাল এণ্ড আয়ুর্বেদিক ওয়ার্কস—১০—ডি ওয়েচ রোড—ভাগলপুর।

(সমগ্র ভারতে বিদেশ হইতে ঔষধ আমদানী)

সন		মূল্য
১৯৩৫—৩৬	———	২ কোটি ১১ লক্ষ ১৭ হাজার টাকা
১৯৩৬—৩৭	———	২ " ৬ ৮৩ "
১৯৩৭—৩৮	———	২ " ৩৬ ২৩ "

আমাদের দেশের ঔষধ ও রাসায়নিক দ্রব্যের কারখানাগুলিতে সব রকম ফার্ম্মাকোপিয়ার ঔষধ তৈয়ার হয় না। আমরা প্রতি বৎসর ৭০ লক্ষ হইতে ৭৫ লক্ষ টাকার পেটেন্ট ঔষধ, ২০ লক্ষ হইতে ২৫ লক্ষ

টাকার, 'ক্যাম্পার', ২৫ লক্ষ হইতে ২৭ লক্ষ টাকার 'কুইনিন সল্ট', এবং প্রায় ২ কোটী টাকার অন্যান্য ঔষধ কিনিয়া থাকি।

(সমগ্র ভারতে রাসায়নিক দ্রব্য আমদানী)

সন		মূল্য
১৯৩৫—৩৬	———	৩ কোটি ১১ লক্ষ ৮৮ হাজার টাকা
১৯৩৬—৩৭	———	২ " ৭২ " ১৯ " "
১৯৩৭—৩৮	———	৩ " ৩২ " ৮২ " "

এই হিসাবের অঙ্কে বিদেশ হইতে আমদানী ঔষধ এবং জমির সারের মূল্য বাদ দিয়া অন্যান্য রাসায়নিক দ্রব্যের মূল্য ধরা হইয়াছে। আমরা প্রতি বৎসর ৫৫ লক্ষ হইতে ৬৫ লক্ষ টাকার "সোডিয়াম কার্ব্বোনেট, ৩৫ লক্ষ হইতে ৫০ লক্ষ টাকার "কষ্টিক সোডা" এবং প্রায় ২ কোটি টাকার অন্যান্য রাসায়নিক দ্রব্য কিনিয়া থাকি।

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়ের কারখানা (বাংলা)

শক্তি ঔষধালয়—ঢাকা। শাখা ভারতে প্রায় সর্ব্বত্র এবং পৃথিবীর নানাস্থানে এজেন্সী আছে। ভারতের ঘরে ঘরে এই ঔষধালয়ের নাম সুপরিচিত। ভারতের বৃহত্তম আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধের কারখানা। এই ঔষধালয়ের বাৎসরিক লাভের প্রায় অর্দ্ধাংশ কর্ত্তৃপক্ষের অনুমোদিত দাতব্য কার্য্যে ব্যয় হয় বলিয়া জানা যায়।

সাধনা ঔষধালয়—ঢাকা। অন্যতম বৃহৎ আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধের কারখানা। ভারতের প্রায় সর্ব্বত্র এই ঔষধালয়ের শাখা স্থাপিত হইয়াছে। পৃথিবীর নানাস্থানে ইহার এজেন্সী আছে।

ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসি লিঃ—ঢাকা। অন্যতম বৃহৎ আয়ুর্ব্বেদীয়

ঔষধের কারখানা। ইহা একটি লিমিটেড প্রতিষ্ঠান। ইহার ব্রাঞ্চ সমুহ ভারতের নানাস্থানে ছড়াইয়া আছে।

সি, কে সেন এণ্ড কোং লিঃ—২৯, কুলুটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা,

কবিরাজ এন, এন, সেন এণ্ড কোং লিঃ।—১৮।১ ও ১৯, লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

কল্পতরু আয়ুর্ব্বেদিক ওয়ার্কস—কল্পতরু প্যালেস, ২৩৩ চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, উত্তর কলিকাতা।

ভারতের কবিরাজগণ নিজেরাই নিজ নিজ বাড়ীতে শাস্ত্রোক্ত উপায়ে আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ তৈয়ার করিয়া থাকেন। এই হিসাবে যেখানে একজন কবিরাজ আছেন, সেখানেই একটি ঔষধের কারখানা আছে। কেবল মাত্র ঔষধ তৈয়ার করিয়া বিক্রয় করার উদ্দেশ্যে কারখানা স্থাপন করিয়া বাজারে ঔষধ বিক্রয় করিতেছে এইরূপ কারখানা ভারতে বেশী নাই। এদিক দিয়া উপরোক্ত কারখানা কয়টিই বিশেষ উল্লেখ যোগ্য।

দেশীয় পেটেণ্ট ঔষধের কারখানা (বাংলা)

দেশীয় গাছ গাছরায় তৈয়ারী পেটেণ্ট ঔষধ বিক্রয় করিয়া আমাদের দেশে অনেকেই প্রচুর অর্থোপার্জ্জন করিয়াছেন এবং করিতেছেন।

লালমোহন শাহ শঙ্খনিধি এণ্ড কোং

৺লালমোহন শাহ শঙ্খনিধি মহাশয় 'সর্ব্বজ্বর গজসিংহ', 'কণ্ডূদাবানল', 'সর্ব্বদদ্রুহুতাশন', 'শূলাগুণ' প্রভৃতি পেটেণ্ট ঔষধ আবিষ্কার করিয়া প্রচুর অর্থোপার্জ্জন করিয়া গিয়াছেন। ৺ লালমোহন শাহ মহাশয়ের নামে প্রতিষ্ঠিত এই কোম্পানী পূর্ব্ববঙ্গের ব্যবসায়ী ও সাধারণ মহলে সুপরিচিত। এই কোম্পানী বিখ্যাত 'ঢাকার সারস্বত পঞ্জিকার' প্রকাশক।

(চ) কাগজের কল (বাংলা)

টিটাগড় পেপার মিলস্ লি :—চার্টার্ড ব্যাঙ্ক বিল্ডিংস, কলিকাতা ! ভারতে বৃহত্তম কাগজের কল। এই মিলের দুইটী কারখানা আছে—একটী টিটাগড়ে, অন্য একটী কাকিনারাতে। লিখিবার ও বই ছাপার কাজের উপযোগী প্রায় সকল প্রকার কাগজ এই মিলে তৈয়ার হয়। বিদেশ হইতে আমদানা কাগজের তুলনায় এই মিলের তৈয়ারী কাগজ নিকৃষ্ঠ নহে। প্রতি বৎসর এই মিলে প্রায় ৩০,০০০ টন কাগজ তৈয়ার হয়। মিলের প্রয়োজনীয় কাঁচা মাল প্রধানতঃ এই দেশ হইতেই সংগ্রহ করা হয়।

বেঙ্গল পেপার মিল্স্ কোং লি :—১০৩, ক্লাইভ ষ্ট্রীট,, কলিকাতা। এই মিলের প্রস্তুত লিখিবার ও বই ছাপার উপযোগী উৎকৃষ্ট কাগজ বাজারে সুনাম অর্জ্জন করিয়াছে।

ইণ্ডিয়া পেপার এণ্ড বোর্ড মিলস্ কোং —৭১. সাতগাছি রোড, দমদম, কলিকাতা।

ইণ্ডিয়া পেপার পাল্প কোং লিঃ—হালিশহর, ই, বি, আর।

কুবের লিঃ—৮৪ ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

পাইওনিয়ার পেপার এণ্ড পাল্প কোং লিঃ—১৬, দমদম রোড, কলিকাতা।

ষ্টার পেপার মিলস্ লিঃ—৪, লায়নস রেঞ্জ, কলিকাতা।

(বহির্বঙ্গের কাগজের কল)

রোটাস্ ইণ্ডাষ্টীস লিঃ—ডালমিয়া নগর, বিহার। লক্ষ্ণৌ পেপার মিলস্—লক্ষ্ণৌ। বাইব এণ্ড উড্ পাল্প ম্যানুফ্যাকচারিং কোং লিঃ—৭২,

হজরৎগঞ্জ, লক্ষ্ণৌ। আপার ইণ্ডিয়া কুপার পেপার মিলস্ কোং লিঃ—মহম্মদ মজিদবাগ, লক্ষ্ণৌ। ডেকান পেপার মিলস্ কোং লিঃ—৮১৫—১৬ ভবানীপেত, পুনা। গিরগাম পেপার মিলস্—গিরগাম, বোম্বাই। মহম্মদভাই জালালউদ্দিন পেপার মিলস্—সুরাট গেট, সুরাট। মহিশূর পেপার মিলস্ লিঃ—শান্তিভবন, বাঙ্গালোর। মিনাক্ষী পেপার মিলস্ কোং—পাঠানপুরম্, ত্রিবাঙ্কুর। পাঞ্জাব পাল্প এণ্ড পেপার মিলস্ লিঃ—জগদ্রী, লাহোর। শ্রীগোপাল পেপার মিলস্ লিঃ—আবদুল্লাপুর, আম্বালা। অন্ধ্র পেপার মিলস্—রাজমুন্দ্রী। ওরিয়েণ্ট পেপার মিলস্—সম্বলপুর, উড়িষ্যা।

(সমগ্র ভারতে বিদেশ হইতে কাগজ আমদানী)

সন		মূল্য
১৯৩৫-৩৬	————	২ কোটি ৬২ লক্ষ ৪৪ হাজার টাকা।
১৯৩৬-৩৭	————	২ " ৪৬ " ২৭ " "
১৯৩৭-৩৮	————	৩ " ৫৯ " ৫৭ " "

কাগজ তৈয়ার করিবার কাঁচামাল এদেশে প্রচুর পাওয়া যায়। বাঁশ, পাট, খড়, মণ্ড তৈয়ার করিবার উপযোগী কাঠ, ছেঁড়া নেকড়া, ছেড়া কাগজ ইত্যাদির অভাব নাই। দেশের শিল্প-বাণিজ্য এবং শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে কাগজের চাহিদা দিন দিন বাড়িতেই থাকিবে। ভারতের মিলগুলি দ্বারা প্রস্তুত কাগজ দেশের প্রয়োজনের পক্ষে পর্য্যাপ্ত নহে। বিশেষতঃ উৎকৃষ্ট কাগজ ইহাদের অনেকেই তৈয়ার করিতে পারে না। নানা কাজের উপযোগী ভাল কাগজের প্রয়োজন হইলেই বিদেশী কাগজ কিনিয়া প্রয়োজন মিটাইতে হয়। বর্ত্তমানে এদেশে যে

দুই একটা মিল নানা শ্রেণীর ভাল কাগজ তৈয়ার করে, সেই মিল কয়টিই বিদেশীয় লোকের দ্বারা চালিত হয়। ইহা বড়ই দুঃখের কথা।

(ছ) কাচ ও কাচের দ্রব্যাদির কারখানা (বাংলা)

বেঙ্গল গ্লাস ওয়ার্কস লিঃ—দমদম, ক্যাণ্টনমেণ্ট, ২৪ পরগণা। এই কারখানায় প্রত্যহ প্রায় ৯০০০, পাউণ্ড কাচ তৈয়ার হয়। সুন্দর সুন্দর ডিজাইনের প্রায়ই সব রকম কাচের দ্রব্যাদি এখানে তৈয়ার হয়।

ভারত গ্লাস ওয়ার্কস—বেলঘরিয়া, ই, বি, আর। ১৯২৬ সনে স্থাপিত প্রত্যেহ প্রায় ৭ টন কাচের দ্রব্যাদি তৈয়ার হয়। সুন্দর সুন্দর ডিজাইনের প্রায় সকল প্রকার কাচের জিনিষই তৈয়ার হয়।

ইণ্ডিয়ান গ্লাস ওয়ার্কস লিঃ—হেড অফিস, বাউডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা। কারখানা—১০১, উল্টাডাঙ্গা মেন রোড। ১৯৩০ সনে স্থাপিত। কোম্পানীর আদায়ীকৃত মূলধন—১৬০০০ হাজার টাকা। এই কোম্পানী নানাশ্রেণীর শিশি এবং বোতলই বেশী তৈয়ার করে। চিমনীও কিছু কিছু তৈয়ার করে।

সাইন্টিফিক গ্লাস ওয়ার্কস :—কালিদাস বসু ষ্ট্রীট, কলিকাতা। বৈজ্ঞানিক প্রয়োজনের প্রায় সকল প্রকার কাচের দ্রব্যাদি এবং রাসায়নিক থার্ম্মোমিটার এবং জ্বর পরীক্ষা করিবার থার্ম্মোমিটার তৈয়ার হয়।

ইউনাটেড গ্লাস ওয়ার্কস :—হেড অফিস—১০২-১, বেলিয়াঘাটা মেন রোড। কারখানা, ৩২।১, মুরারী পুকুর রোড, কলিকাতা। শিশি বোতল, চিমনী, কাচের নল, কাগজ চাপা ইত্যাদি তৈয়ার হয়।

ক্রাষ্টাল গ্লাস ওয়ার্কস লিঃ—১৩৭, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বীণাপাণি গ্লাস ব্লইং ওয়ার্কস :—১ এ, রামচাঁদ ঘোষ লেন, কলিকাতা। সিরিঞ্জ ও থার্ম্মোমিটার প্রস্তুত-কারক।

ক্যালকাটা গ্লাস এণ্ড সিলিকেট ওয়ার্কস লিঃ—৬ বি, কুণ্ড লেন, বেলগাছিয়া, কলিকাতা।

ইম্পিরিয়েল গ্লাস ওয়ার্কস—৪৭, বাহির সুরা রোড, কলিকাতা।

ওরিয়েণ্টাল গ্লাস ওয়ার্কস—৫৮, বাহির সুরা রোড, কলিকাতা।

নিউ ইণ্ডিয়া গ্লাস ওয়ার্কস—১০১, উল্টা ডাঙ্গা মেন রোড। কলিকাতা।

আর্টিষ্টিক গ্লাস ওয়ার্কস—২, ঠাকুর ক্যানল ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীগোবিন্দ দেও গ্লাস ওয়ার্কস—কারখানা—রামরাজতলা, হাওড়া, শিশি, বোতল, দোয়াত, কাগজ চাপা, চিমনী, মাপের গ্লাস, ফুলদানী ইত্যাদি প্রস্তুত-কারক।

মন্দালসা গ্লাস ইন্‌ষ্টিটিউট—বালী, হাওড়া।

শিবাজী গ্লাস ওয়ার্কস—৩৩, কাসুন্দিয়া রোড, খুরুট, হাওড়া।

ভিক্টোরিয়া গ্লাস ওয়ার্কস—গুসারী, হাওড়া।

হরদেও গ্লাস ওয়ার্কস—ঢাকা। বৃহত্তম কারখানা সমূহের অন্যতম। শিশি, বোতল, চিমনী, বৈয়াম, গ্লাস, জাগ, জার,দোয়াত, কাগজ চাপা ফুলদানী, প্লেট ইত্যাদি নানা শ্রেণীর সুন্দর সুন্দর ডিজাইনের কাচ দ্রব্যাদি প্রস্তুত-কারক।

বসু গ্লাস ওয়ার্কস—ধামগড়, ঢাকা। চিমনী, গেলাস, ও বৈয়াম তৈয়ার হয়।

(বহির্বঙ্গের কাচ ও কাচ-দ্রব্যাদির কারখানা)

বিহার গ্লাস ওয়ার্কস—ধারুলগঞ্জ, আরা, ই, আই, আর। বোম্বাই গ্লাস ওয়ার্কস—প্রিন্সেস ষ্ট্রীট, বোম্বাই। বোম্বাই গ্লাস ম্যানুফ্যাকচারিং কোং—৫১, নাইগাম রোড, বোম্বাই। ওয়েষ্ট গ্লাস ওয়ার্কস—চাক্‌লা ষ্ট্রীট, বোম্বাই। করিমজী ইব্রাহিমজী আরসিওয়ালা—১২০, আবদুল

জমান ষ্ট্রীট, বোম্বাই। ন্যাসনাল গ্লাস ওয়ার্কস—মেজগাঁও, বোম্বাই ১০। ওয়েষ্টার্ণ ইণ্ডিয়া গ্লাস ওয়ার্কস—সাউথ রোড, পাঁচমহল, বোম্বাই। নেওয়াজ গ্লাস ওয়ার্কস—ম্যারল, বোম্বাই। ন্যাসনাল গ্লাস ওয়ার্কস—পুনা। ওগেইল গ্লাস ওয়ার্কস—সাঁতারা। নাগপুর গ্লাস ওয়ার্কস—নাগপুর। সেণ্ট্রাল গ্লাস ওয়ার্কস—ইমামাবাদা রোড, সার্কল নং ২, নাগপুর সিটি। জুয়েল গ্লাস ফ্যাক্টরী—সিভিল ষ্টেশন, জব্বলপুর। ওনামা গ্লাস ওয়াকর্স—গণ্ডিয়া। জামাল গ্লাস ওয়ার্কস—তন্দিয়ারাপেত, মান্দ্রাজ। ভাল্লা গ্লাস ওয়াকস—লুধিয়ানা পাঞ্জাব। আপার ইণ্ডিয়া গ্লাস ওয়াকস—আম্বালা সিটি। যোশী গ্লাস ফ্যাক্টরী—জি, টি, রোড, অমৃত র। ভার্গব গ্লাস ওয়াকস—অমৃতসর। এলাহাবাদ গ্লাস ওয়াকর্স—নৈনী, এলাহাবাদ। নৈনীগ্রাম ওয়াকর্স—২৩৫, বাহাদুরগঞ্জ, এলাহাবাদ। বি, এম গ্লাস ওয়ার্কস—ফিরোজাবাদ। হনুমান গ্লাস ওয়াকস—ফিরোজাবাদ। জৈন গ্লাস ওয়াকস—হারনগর, ফিরোজাবাদ। গিরিধারী লাল মোহন লাল গ্ল স ওয়াকর্স—ফিরোজাবাদ। ফ্রেণ্ডস গ্লাস ওয়াক স—ফিরোজাবাদ। মহাবীর গ্লাস ওয়ার্কস—ফিরোজাবাদ। মিজ্জা গ্লাস ওয়ার্কস—চকমহল্লা, ফিরোজাবাদ। ষ্টার গ্লাস ওয়ার্কস—ফিরোজাবাদ। অল ইণ্ডিয়া গ্লাস ওয়ার্কস—নাগিনা। ফ্যান্সী গ্লাস ওয়ার্কস—নাগিনা। গোল্ডেন গ্লাস ওয়ার্কস—নাগিনা। ইস্‌লামিয়া গ্লাস ওয়ার্কস—নাগিনা। এম, মহম্মদ উমের আবদুল মজিদ—নাগিনা। নাগিনা গ্লাস ওয়ার্কস—নাগিনা। পাইওনিয়ার গ্লাস ওয়ার্কস—নাগিনা। গঙ্গা গ্লাস ওয়ার্কস লিঃ—বিজনোর। সাহু চণ্ডিপ্রসাদ গ্লাস ওয়ার্কস—ধামপুর, বিজনোর। ব্রাদার্স গ্লাস ওয়ার্কস—কিরাতপুর, বিজনোর। নাজিবাবাদ গ্লাস ওয়ার্কস—নাজিবাবাদ। খান্দিওয়াল গ্লাস ওয়ার্কস—সস্‌নি (ইউ

পি) ই, আই, আর। রোহিলখণ্ড গ্লাস ওয়ার্কস—মোরাদাবাদ। ইউনাইটেড প্রভিন্সেস গ্লাস ওয়ার্কস—মোরাদাবাদ। ঈশ্বর গ্লাস এণ্ড পটারী ওয়ার্কস—দিল্লী। বিকানীর গ্লাস এণ্ড পটারী ওয়ার্কস—বিকানীর। বিকানীর ষ্টেট গ্লাস ওয়ার্কস—বিকানীর। দাগা গ্লাস ফ্যাক্টরী—বিকানীর। ডেকান গ্লাস ওয়ার্কস বেগমপেত, হায়দ্রাবাদ।

(সমগ্র ভারতে বিদেশ হইতে কাচ ও কাচদ্রব্য আমদানী)

সন		মূল্য	
১৯৩৫-৩৬	———	১ কোটি	৩২ লক্ষ টাকা
১৯৩৬-৩৭	———	১ ”	২০ ” ”
১৯৩৭-৩৮	———	১ ”	৫২ ” ”

—তন্মধ্যে বেলোয়ারী চুড়ি—

১৯৩৫-৩৬	২৭ লক্ষ	১৯ হাজার টাকা
১৯৩৬-৩৭	২৮ ”	২ ” ”
১৯৩৭-৩৮	২৯ ”	২৬ ” ”

ভারতে প্রায় ৪২টী বেলোয়ারী চুড়ির কারখানা আছে। বোম্বাই শহরে ২৫টী, মফঃস্বলে একটী, দিল্লীতে ৪টী, কোলাপুরে ১টী, যোধপুরে ১টী, ফিরোজাবাদে ৭টী এবং কলিকাতায় ৩টী। এই সকল চুড়ির কারখানাগুলার অধিকাংশই গ্লাস ফ্যাক্টরী হইতে কাচ কিনিয়া সেই কাচ হইতে চুড়ি তৈয়ার করে। ইদানীং কাচের চুড়ি ব্যবহারের সখ মেয়েদের মধ্যে বাড়িয়া চলিয়াছে।

(কলিকাতায় বেলোয়ারী চুড়ির কারখানা)

কে, এল, মান্না এণ্ড কোং—৩৭।১।১ ক্যানিং ষ্ট্রিট, কলিকাতা।

এস্, সি, দত্ত এণ্ড কোং—১০৫, ক্যানিং ষ্ট্রিট, কলিকাতা।

এস্, এইচ, আবদুল আজিজ—৪৪।৪৬, ক্যানিং ষ্ট্রিট, কলিকাতা।

(জ) কারবন পেপার ও রিবণ্ প্রস্তুত-কারক (বাংলা)

বেঙ্গল ইণ্ডাষ্ট্রিয়েল এণ্ড কোং—২১, গোপালচন্দ্র বসু ষ্ট্রীট। কাশীপুর কলিকাতা।

ভারত কারবণ এণ্ড রিবণ ম্যানুফ্যাক্চারিং কোং—৮, এস্প্লেনেড, কলিকাতা।

(বহির্বঙ্গে কারবণ পেপার ও রিবণ প্রস্তুত-কারক)

টাইপ-রাইটিং রিবণ ওয়ার্কস—বাঁকিপুর, পাটনা।

গ্লোব টাইপরাইটিং কোং—বুন্দের রোড, করাচি।

ইদানিং ভারতে কারবণ পেপার ও রিবণ প্রস্তুত হইলেও বিদেশ হইতে প্রতি বৎসর কয়েক হাজার টাকার কারবণ পেপার ও রিবণ আমদানী হয়।

(ঝ) কাঁটা-নিক্তি ও তৌল যন্ত্র (weighing machine) নির্ম্মাতা (বাংলা)

বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড ফার্ম্মেসিউটিক্যাল কোং লিঃ—৯৪, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা।

ভারত ওয়েইং স্কেল এণ্ড ইঞ্জিনিয়ারিং সিণ্ডিকেট—৭৫।১, কালাচাঁদনন্দী লেন, হাওড়া।

এটলাস ওয়েব্রীজ এণ্ড ইঞ্জিনিয়ারিং—২৩৩, বেলিলিওস রোড, হাওড়া।

দে কোম্পানী—২০২, বেলিলিওস রোড, হাওড়া।

বি, ডবলিউ স্কেল্ কোম্পানী—১০, কৈলাস চন্দ্র লেন, হাওড়া।

বরাহনগর ওয়েইং স্কেল ম্যানুফ্যাকচারিং কোং—বরাহনগর, কলিকাতা।

ডি, ঘোষ এণ্ড কোং—৩৬৩, খেংরাপট্টি ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ঘোষ দাস এণ্ড কোং—৪২।১ লগ গেট, কাশীপুর, কলিকাতা।

ওরিয়েন্টাল মেসিনারী সাপ্লাইং এজেন্সী লিঃ—২০, লালবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

এস, দাস এণ্ড ব্রস—৮৪এ, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সাইন্টিফিক সাপ্লাইং কোং—কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা।

সুবল দত্ত এণ্ড সন্‌স লিঃ—৩৯, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

উমাচরণ কর্ম্মকার—৫৮, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

নরেন্দ্র কর্ম্মকার—৫৫, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

(বহির্বঙ্গে কাঁচা-নিক্তি ও তৌল যন্ত্র নির্ম্মাতা)

ব্যালেন্স ওয়ার্কস—বেনারাস। মডেল ইণ্ডাষ্ট্রিস—দয়ালবাগ, আগ্রা।

স্বদেশী কেমিক্যাল এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রিয়েল ওয়ার্কস—আলিগড়।

(ঞ) কালি (লিখিবার) প্রস্তুত-কারক (বাংলা)

জে, বি দত্ত এণ্ড কোং—২, রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার, কলিকাতা।

বিহার মিসেলেনী—২, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

বেঙ্গল ষ্টোরস্ সাপ্লাই লিঃ—১৬এ, বৃন্দাবন মল্লিক, ১ম লেন কলিকাতা।

বিনোদ এণ্ড কোং—৭৭, রাধাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বিশপ এণ্ড কোং—বরাহনগর, কলিকাতা।

কেমিক্যাল এসোসিয়েসন লিঃ—৫৫, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

দেশবন্ধু ওয়ার্কস—১১, মধুগুপ্ত লেন, কলিকাতা।

চন্দ্র এণ্ড কোং—৯০, বেন্টিক ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বানার্জ্জি ব্রাদাস এণ্ড কোং—পাটবাড়ী লেন, আলমবাজার, কলিকাতা।

ধর ব্রাদাস—৮২, হ্যারিসন রোড. কলিকাতা।

ডাই প্রডাক্টস্ কোম্পানী—১৯, ষ্ট্র্যাণ্ড রোড, কলিকাতা।

জি, সি, লাহা এণ্ড কোং—হেড অফিস, বাগবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

হাকিম ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ওয়ার্কস—৪৮ বি, পদ্মপুকুর রোড, কলিকাতা।

ইম্পিরিয়েল ইঙ্ক ম্যানুফ্যাকচারিং কোং—১।১, গোসেন লেন, কলিকাতা।

জে, চাটার্জ্জি এণ্ড সন্স—কস্‌বা, বালীগঞ্জ, কলিকাতা।

এম্, বাগ এণ্ড কোং—৫, গোপীকৃষ্ট পাল লেন, কলিকাতা।

ভিক্টোরিয়া কেমিক্যাল ইঙ্ক কোং—১-এ, গোয়ালপাড়া লেন, গোয়াবাগান কলিকাতা।

জে, এন, দত্ত এণ্ড কোং—২৯ শ্যামবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আর্য্য কেমিক্যাল ওয়ার্কস—কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

বি, বি দত্ত এণ্ড কোং—মাধবপাশা, বরিশাল।

চুঁচুড়া কেমিক্যাল ওয়ার্কস—মাধবীতলা রোড, চুঁচুড়া।

জে, সি, পাল এণ্ড কোং—৮২ ফরিদাবাদ, ঢাকা।

সি, এন, চাটার্জ্জি এণ্ড কোং—নয়না, ঢাকা।

তুর্গাদাস কালিদাস এণ্ড কোং—৩ মাধব দে লেন শিবপুর, হাওড়া।

সুলেখা ওয়ার্কস—ঘোড়ামারা, রাজসাহী।

বাংলার বাহিরে প্রায় সকল প্রদেশেই অনেক কালি প্রস্তুত-কারক প্রতিষ্ঠান আছে। অনাবশ্যক বোধে সে তালিকা দেওয়া হইল না।

(ট) কালি (ছাপিবার) প্রস্তুত-কারক (বাংলা)

হুগলি ইঙ্ক কোং লিঃ—৪১৭, গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড, কলিকাতা। এই কোম্পানী কর্ত্তৃক প্রস্তুত নানাপ্রকার কালি ভারতের সর্ব্বত্র ব্যবহৃত হয়। গুণবত্তায় বিদেশ হইতে আমদানী কালির সহিত ইহার প্রতিযোগীতা হইয়া থাকে।

বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড ফার্ম্মেসিউটিক্যাল ওয়ার্কস লিঃ—৯৪, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা।

গেঞ্জেস প্রিন্টিং ইঙ্ক ফ্যাক্টরী লিঃ—২২, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বেঙ্গল কালার এণ্ড ইঙ্ক প্রডাক্টস্—১৬, রামকিষণ দাস লেন, কলিকাতা।

(বহির্বঙ্গের ছাপার কালি প্রস্তুত-কারক)

এ, শের এণ্ড কোংর—জালন্দার সিটি, পাঞ্জাব (লিথো কালি)। বোম্বাই প্রিন্টিং ইঙ্ক ম্যানুফ্যাকচারিং কোং—কাশেমভাই বিল্ডিং, ঠাকুরদ্বার রোড, বোম্বাই। জোহি, প্রিন্টিং ইঙ্ক ফ্যাক্টরী—গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড, কানপুর। ইঙ্ক ফ্যাক্টরী—হামিরপুর রোড, কানপুর। গাইকোয়ার অয়েল এণ্ড কেমিক্যাল কোং লিঃ—কীর্ত্তি বিল্ডিং, ৩৯, ফোরবেস্ ষ্ট্রীট, ফোর্ট, বোম্বাই।

ভারতের ছাপার কালি প্রস্তুত-কারক কোম্পানীগুলি এখনও খুব উচ্চশ্রেণীর ছাপার কাজের উপযোগী কালি তৈয়ার করিতে সক্ষম হয় নাই। এজন্য প্রতি বৎসর হাজার হাজার টাকার ছাপার কালি বিদেশ হইতে আমদানী হয়।

(ঠ) কুকার নির্ম্মাতা (বাংলা)

ইকমিক কুকার্স লিঃ—২৯, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সরোজিনী কুকার—২৭, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মোহন কুকার—২৩, কলেজ ষ্ট্রীট কলিকাতা।

মন্মথ কুকার—২৩, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড ফার্ম্মেসিউটিক্যাল ওয়ার্কস লিঃ—৯৪, চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, কলিকাতা।

কেশব এণ্ড সন্স—(গৃহস্থ কুকার) ৩৮।২, গিরিশ মুখার্জ্জি রোড কলিকাতা।

(বহির্বঙ্গের কুকার নির্ম্মিতা)

আনন্দ কুকার এণ্ড মেটাল ওয়ার্কস—চান্দিচক, দিল্লী। লুম্বা কুকার ওয়ার্কস—কাশ্মিরী গেট, দিল্লী। কিচেন ক্র্যাপ্ট এজেন্সী—মডেল টাউন, লাহোর। রুক্মিণী কুকার কোং—১৫, ইষ্ট মাদা চার্চ্চ ষ্ট্রীট্, রায়পুরম্, মাদ্রাজ। সৈয়দ আমেদ কুকার ওয়ার্কস—পুনা সিটি।

(ড) ক্লিপ ও পিন নির্ম্মাতা

ক্লিপ ও পিনের বাংলায় কোন ম্যানুফ্যাকচারার নাই। বোম্বাই সহরে একটি শিল্প প্রতিষ্ঠান ক্লিপ ও পিন তৈয়ার করিয়া থাকে। তাহার ঠিকানা—গৌর এণ্ড কোং, বোম্বাই।

(চ) খেলনা, পুতুল প্রভৃতি প্রস্তুত-কারক (বাংলা)

এ্যালুমিনিয়াম মডেল ওয়ার্কস—কাকুর গাছি ২য় লেন, কলিকাতা। এখানে এলুমিনিয়ম হইতে ছাঁচে ঢালাই খেলনা প্রস্তুত করা হয়।

বেঙ্গল ক্রেট এণ্ড স ম্যানুফ্যাকচারিং কোং—৩, গ্যাস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সি, এফ, মডেল স্কুল—৩৩, ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট্ কলিকাতা।

কলিকাতা কর্পোরেশন স্কুল—৩৭, ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ধরম্‌দাস ট্রাষ্ট মডেল স্কুল—১৩।১ এ, নেপাল ভট্টাচার্য্য ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ডল এণ্ড ডামি ম্যানুফ্যাক্‌চারিং কোং—২৭, সাউথ এণ্ড পার্ক, বালীগঞ্জ, কলিকাতা।

শিশুবিদ্যাপীঠ—৭২।১, সৈয়দ আমির আলী এভিনিউ, কলিকাতা।

ডিপার্টমেণ্ট অব ইণ্ডাষ্ট্রীস বেঙ্গল—৭, কাউন্সিল হাউস ষ্ট্রীট্।

ডি, ঘোষ এণ্ড কোং—গ্রাম মালঞ্চ, পোং নেত্রা, জিলা চব্বিশ পরগণা। নানাপ্রকার কাঠের খেলনা প্রস্তুতকারক।

জে, ঘোষ—১৮, শশিভুষণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। খুব শক্ত খেলনা প্রস্তুত-কারক।

লক্ষ্মী কটেজ ইণ্ডাষ্ট্রীস—২৬, বেথুন রো, কলিকাতা

মণ্টি এণ্ড কোং—১৫এ, হরকুমার ঠাকুর স্কোয়ার, কলিকাতা।

নারী কল্যাণ আশ্রম—৪, রাজকুমার চাটার্জ্জি লেন, কলিকাতা।

পি, বি, রায় এণ্ড কোং—৮৬, কলাবাগান বস্তি নিউ রোড, কলিকাতা। শিং এর তৈয়ারী খেলনা ও নানাবিধ দ্রব্য প্রস্তুত-কারক।

সরোজনলিনী ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল স্কুল—৬০ বি, মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

স্বদেশী শিল্প ফ্যাক্টরী—২১৩, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা, হাতির দাঁতের নানাবিধ খেলনা প্রস্তুত-কারক।

ইউনিয়ন টয় ম্যানুফ্যাকচারিং কোং—২, রাধামাধব দে লেন, বরাহনগর, ২৪ পরগণা। নানাবিধ কাঠের খেলনা প্রস্তুত-কারক।

বিশ্ব-ভারতী—পোঃ সুরুল, বীরভূম।

বিবেকানন্দ শিল্প-সঙ্গ—৩১ এ, বারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড, কলিকাতা।

বেঙ্গল পটারিস লিঃ—৪৫, ট্যাংরা রোড, কলিকাতা। শাখা—৪৫, ওল্ড চীনা বাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। চীনামাটির নানাবিধ পুতুল ও খেলনা প্রস্তুত-কারক।

হিন্দুস্থান পটারিস্ ওয়ার্কস—২০ ট্রাণ্ড রোড, কলিকাতা। চিনামাটির নানাবিধ খেলনা ও পুতুল প্রস্তুত-কারক।

এস্, রায় চৌধুরী—২১ মদন মিত্র লেন, কলিকাতা।

বাংলার বাহিরে অন্যান্য প্রদেশে অনেক খেলনা ও পুতুল প্রস্তুত-কারক প্রতিষ্ঠান আছে। বাহুল্য বোধে ইহাদের তালিকা দেওয়া হইল না।

বাংলা ও বহির্বঙ্গের খেলনা ও পুতুল তৈরীর প্রতিষ্ঠান সমূহ কেবল, কাঠ, মাটি, চিনামাটি ও কাগজের খেলনাদি প্রস্তুত করিয়া থাকে। গেট-পার্চ্চা ও রবারের পুতুল ও খেলনা আমাদের দেশে তৈয়ার হয় না, ঐ শ্রেণীর খেলনা ও পুতুল বিদেশ হইতে আমদানী হয়। জাপানই ভারতের বাজারে প্রধান খেলনা পুতুল বিক্রেতা। টিন, কাঠ, চীনামাটী, গাটা-পার্চ্চা ও রবারের তৈরী নানারকম জাপানী খেলনা ও পুতুলে ভারতের বাজার ছাইয়া আছে। ভারতবর্ষ প্রতি বৎসর বিদেশ হইতে ২৫ লক্ষ হইতে ৩০ লক্ষ টাকার খেলনা ও পুতুল কিনিয়া থাকে।

(ণ) চামড়া পাকাই কারখানা (বাংলা)

বেঙ্গল ট্যানিং ইন্‌ষ্টিটিউট (গভর্ণমেণ্ট)—পাগলা ডাঙ্গা, কলিকাতা।

ন্যাশনাল ট্যানারী কোং লিঃ—১২, মিশন রো, কলিকাতা। শাখা বোম্বাই, রেঙ্গুন।

বেঙ্গল ট্যানারী কোং—৩১।১৪, লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

খাদিপ্রতিষ্ঠান—সোদপুর, কলিকাতা। এখানে কুটীর শিল্প হিসাবে চামড়া পাকাই করার প্রণালী শিক্ষার্থীকে বিনা পয়সায় শিক্ষা দেওয়া হয়।

বাঙ্গালী ও অবাঙ্গালী পরিচালিত বাংলায় আরোও কয়েকটি ট্যানারী আছে। সঠিক সংবাদ সংগ্রহ করিতে না পারায় উহাদের নাম দেওয়া হইল না। ভারতের অন্যান্য প্রদেশেও অনেক ট্যানারী আছে। এই সকল ট্যানারী থাকা সত্ত্বেও ভারত হইতে প্রতি বৎসর প্রায় ৫॥ কোটি হইতে ৭॥ কোটি টাকার কাচা চামড়া বিদেশে রপ্তানী হয়। ঐ কাচা চামড়ার একটা বড় অংশ আবার বিদেশ হইতে পাকা হইয়া অথবা দ্রব্যাকারে (finished goods) আমাদের দেশে রপ্তানী হয়। বিদেশ হইতে আমদানী পাকা চামড়া দেশীয় পাকা চামড়ার চেয়ে উৎকৃষ্ট।

(ড) চামড়া নির্ম্মিত দ্রব্যাদি প্রস্তুত-কারক (বাংলা)

ডিপার্টমেণ্ট অব ইণ্ডাষ্ট্রীস বেঙ্গল—৭ কাউন্সিল হাউস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মডেল লেদার ওয়ার্কস—পি ৯এ, লেক রোড, কলিকাতা।

পান্নালাল শীল বিদ্যামন্দির—৫।১, ওলাই চণ্ডি রোড, বেলগাছিয়া, কলিকাতা।

বিশ্বভারতী—পোঃ সুরুল (বীরভূম)। নানাপ্রকার ফ্যান্সি চামড়ার জিনিষ, লেডিস্ সু ইত্যাদি।

আর্য্য ফ্যাক্টরী লিঃ—৯৯ সি, গড়পাড় রোড, কলিকাতা। শোরুম—আর্য্য ভাণ্ডার ৯০।২ এ, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা চামড়ার সুটকেশ প্রস্তুত-কারক।

লেদার হাউস—ই ৮৫, কলেজ ষ্ট্রীট, মার্কেট, কলিকাতা।

শিল্প-নিকেতন—২।১, গোয়া বাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সিদ্ধান্ত এণ্ড কোং লিঃ—৯০।৩এ, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

আইডিয়াল লেদার ওয়ার্কস—৯০।১০ এ, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

বিদেশ হইতে আমদানী পাকা চামড়া অথবা এ দেশীয় পাকা চামড়া হইতে, চামড়ার ব্যাগ, সুটকেশ, জুতা ইত্যাদি প্রস্তুত-কারক কতকগুলি প্রতিষ্ঠান বাংলা এবং ভারতের সর্ব্বত্রই আছে। আমাদের এই তালিকা সম্পূর্ণ নয়। যাহা হউক একথা সত্য, বাংলার তথাকথিত ভদ্র-যুবকেরা চামড়ার দ্রব্যাদি তৈরী করার ব্যবসায়কে এখনও পূরা মাত্রায় অবহেলা করিয়া আসিতেছে। এদিকের ক্ষেত্র বেকার বাঙ্গালী যুবকের পক্ষে খুবই প্রশস্ত। ইদানিং অতি অল্প কয়েকজন বাঙ্গালী মাত্র এদিকে ঝুঁকিয়াছে। প্রতি বৎসর ভারতবর্ষ ১ কোটি হইতে ১৷ কোটি টাকার পাকা চামড়া ও চামড়ার দ্রব্যাদি কিনিয়া থাকে। তন্মধ্যে আমরা জুতা কিনিয়াছি :—

১৯৩৫-৩৬	————	২৮ লক্ষ ৭৮ হাজার টাকা।
১৯৩৬-৩৮	————	২১ „ ১৯ „ „
১৯৩৭-৩৮	————	২২ „ ৪০ „ „

কিন্তু এখানে মনে রাখিতে হইবে যে, বাটাই ভারতে প্রায় ১ কোটি জোড়া জুতা তৈরী করিয়া বিক্রয় করিতেছে। ফ্লেক্স কোম্পানীও লক্ষ লক্ষ টাকার জুতা এদেশেই তৈরী করিয়া বিক্রয় করিতেছে। কলিকাতা ও অন্যান্য শহরের জুতা তৈরীর ব্যবসায়টী চীনাদের প্রায় একচেটিয়া।

তাছাড়া আমরা ভারতে প্রতি বৎসর ফ্যাক্টরীর কাজের উপযোগী চামড়ার বেল্ট ও প্রায় ২০ লক্ষ হইতে ২৫ লক্ষ টাকার কিনি।

সমগ্র ভারতে আমরা পাকা চামড়ার ব্যাগ, সুটকেশ, নিকারস পিকিং ব্যাণ্ড এবং ষ্ট্র্যাপস্ ইত্যাদি কিনিয়াছি :—

১৯৩৫-৩৬	————	৫৫ লক্ষ ১৩ হাজার টাকার
১৯৩৬-৩৭	————	৫১ „ ১০ „ „
১৯৩৭-৩৮	————	৬৬ „ ১৬ „ „

(খ) চিনির সেণ্ট্রিফুগেল কল নির্ম্মাতা (বাংলা)

বাস্ত্রা ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস—প্রোপ্রাইটর ডি, কে দাশ এণ্ড কোং—২৩৩ বেলিলিওস্ রোড, হাওড়া।

(দ) ছাতা ও ছাতার বাঁট নির্ম্মাতা (বাংলা)

মহেন্দ্র লাল দত্ত এণ্ড সন্স—৪৯, হারিসন রোড কলিকাতা। ভারতের শ্রেষ্ঠ ছাতা ও ছাতার বাঁট নির্ম্মাতা।

আশুতোষ পাল এণ্ড বটকিষ্ট পাল—১২১, ওল্ড চিনাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বি, ডি, ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল সিণ্ডিকেট—২।২ আর্ম্মেনিয়ান ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

অক্ষয়কুমার পাল—১১২, খাংরাপট্টি ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বসন্তকুমার পান্নালাল দাস—কারখানা—৭০।৩ ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মন্মথনাথ হাজরা—১০৪, খেংড়া পট্টি ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মুখার্জ্জি ব্রস—৩০।৪, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

নন্দলাল পাল এণ্ড কোং—১২৫।১২৬, ওল্ড্ চীনাবাজার ষ্ট্রীট।

পান্নালাল আট্টা—১৬০, ওল্ড-চিনাবাজার, কলিকাতা।

পাল পাল এণ্ড কোং—১২, খেংরাপট্টি ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

এস্ সি মুখার্জ্জি এণ্ড সন্স—৪৪-২, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

উমাচরণ সেন এণ্ড সন্স—১৩৬, ওলড চীনাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

হরিদাস পাল—১, খেংরা পট্টি ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কে, বি, মান্না এণ্ড সন্স—৪।৪এ, নিলমণি গাঙ্গুলী লেন, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মুং চাঁদ নাঁহাতা—১৫৪, ওলড চীনাবাজার ষ্ট্রীট. কলিকাতা।

মৌজিরাম পান্নালাল—১৪৭, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

নফরচন্দ্র আট্টা—৪৩, আর্ম্মেনিয়ান ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

পাল ব্রস—৬, খাংরাপট্টি ষ্ট্রীট. কলিকাতা।

পাল এণ্ড কোং—১৬১, ওল্ড চীনাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

পাল ফ্রেণ্ডস্ এণ্ড কোং—১৫৯, ওল্ড চিনাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ভারত ইণ্ডাষ্ট্রীস কর্পোরেশন লিঃ—৮৮, শম্ভুহালদার লেন, শালকিয়া হাওড়া।

হেমন্তকুমার রক্ষিত—কাপড়িয়া পট্টি, কুমিল্লা।

পঞ্চানন দাস—নারায়ণগঞ্জ।

বহির্বঙ্গের অন্যান্য প্রদেশে অনেক ছাতা প্রস্তুত-কারক আছে। অনাবশ্যক বোধে তাহাদের নাম দেওয়া গেল না। বাংলার ছাতা

নির্ম্মাতাগণ বাটের জন্য আসাম ও চট্টগ্রামের পাহাড় হইতে বাটের উপযোগী বাঁশ সংগ্রহ করে এবং ছাতায় প্রধানতঃ বিলাতী ও জাপানী শিক্ ব্যবহার করে। ভারতে লোহার শিক্ প্রস্তুতের কোন কারখানা নাই। এই সকল প্রতিষ্ঠান ভারতীয় এবং বিদেশীয় মিলের প্রস্তুত কাপড় ছাতায় ব্যবহার করিয়া থাকে।

বিদেশ হইতে প্রতিবৎসর প্রায় ১লক্ষ হইতে ১॥ লক্ষ টাকায় ছাতা এবং ২০ লক্ষ হইতে ২৫ লক্ষ টাকার ছাতার সরঞ্জাম ভারতে আমদানী হয়।

(ধ) ছাতার কাপড় প্রস্তুত-কারক (বাংলা)

ন্যাশনাল ডাই এণ্ড ওয়াটার প্রুফ ওয়ার্কস—৩৯, রসা রোড, কলিকাতা।

(বহির্বঙ্গের ছাতার কাপড় প্রস্তুত-কারক)

সেণ্ট্রাল ইণ্ডিয়া স্পিনিং, উইভিং এণ্ড ম্যানুফ্যাকচারিং কোং লিঃ —নাগপুর।

এম্প্রেস মিলস্—নাগপুর।

গুজরাট জিন ম্যানুফ্যাকচারিং কোং লিঃ—কালুপুর গেট, আমেদাবাদ।

মহম্মদ ইব্রাহিম, মহম্মদ দীন—চান্দিচক্, দিল্লী।

(ন) ছুরি কাঁচি প্রভৃতি প্রস্তুত-কারক (বাংলা)

বেঙ্গল ডেটিনিউ প্রডাক্টস্—বিস্তৃত তথ্য (ডিপার্টমেণ্ট অব ইণ্ডাষ্ট্রিস্, বেঙ্গল ৭, কাউন্সিল হাউস ষ্ট্রীট্ কলিকাতা)। ইহাঁরা উচ্চ শ্রেণীর ছুরি, কাচি, অস্ত্রোপচারের যন্ত্রপাতি প্রস্তুত করিতেছেন।

বিশ্বকর্ম্মা ভাণ্ডার—৭৮, আপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা। নানাপ্রকার ছুরি-কাচি নির্ম্মাতা।

ডিপার্টমেন্ট অব ইণ্ডাষ্ট্রীস (গভর্ণমেন্ট অব বেঙ্গল)—৭, কাউন্সিল হাউস ষ্ট্রীট্। কলিকাতা।

পান্নালাল শীল বিদ্যামন্দির—৫-১, ওলাই চণ্ডি রোড, বেলগাছিয়া, কলিকাতা অস্ত্রোপচারের যন্ত্রপাতি, ছুরি, কাঁচি ক্ষুর ইত্যাদি প্রস্তুত-কারক।

নিউ রয়েল সার্পেনিং ওয়ার্কস—৬৩।২ ডি. মির্জ্জাপুর ষ্ট্রিট, কলিকাতা, অস্ত্রোপচারের যন্ত্রপাতি, ছুরি, কাঁচি ইত্যাদি নির্ম্মাতা।

শাসপুর ও কাঞ্চননগরের ছুরি-কাঁচি—এজেণ্টস্, এস্ বানার্জ্জি এণ্ড সনস্, ৫৫—১৪, ক্যানিং ষ্টীট, কলিকাতা। উচ্চ শ্রেণীর ছুরিকাঁচি এবং অস্ত্রোপচারের যন্ত্রপাতি ইত্যাদি নির্ম্মাতা।

এন্, সাধুখাঁ এণ্ড ব্রস্—চুঁচুড়া (বেঙ্গল), মুখ কামাইবার ক্ষুর, চাকু ইত্যাদি প্রস্তুতকারক।

আমাদের দেশীয় কর্ম্মকারেরা অতি উৎকৃষ্ট ছুরি কাঁচি নির্ম্মাণ করিতে পারে। কিন্তু আজকাল আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে ছুরিকাঁচি প্রস্তুত হইয়া বাজারে সস্তায় বিক্রি হইতেছে। গুণের দিক দিয়া উৎকৃষ্ট না হইলেও সস্তা বলিয়া ঐ সকল জিনিষ বাজারে চলিতেছে।

(সমগ্র ভারতে বিদেশ হইতে ছুরি কাঁচি আমদানী)

সন		মূল্য
১৯৩৫—৩৬	———	২৮ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা
১৯৩৬—৩৭	———	২৮ " ৫৮ " "
১৯৩৭—৩৮	———	৩০ " ৫৯ " ৭

(প) জুতা (রবারের তলা যুক্ত) প্রস্তুত কারক (বাংলা)

সেন ব্রস এণ্ড কোং, রাবার মিলস্ লিঃ—ফ্যাক্টরী, ১০৮, প্রিন্স আনওয়ার শাহ রোড. টালীগঞ্জ, কলিকাতা অফিস—৫ হেষ্টিংস্ ষ্টীট্, কলিকাতা।

(ফ) জুতার কালি, পলিস, ফাউন্‌টেন পেনের কালি আঠা ইত্যাদি প্রস্তুত কারক (বাংলা)

বেঙ্গল ইণ্ডাষ্ট্রীয়েল কোং—অফিস ও কারখানা, ২১, গোপাল চন্দ্র বোসের লেন, উত্তর সীথি, পোঃ কাশীপুর, কলিকাতা। এই কোম্পানীতে প্রায় ১ লক্ষ টাকার উপর মূলধন নিয়োজিত। সকল প্রকার কালী, ষ্টেন্‌সিল কালী, জুতার পলিস ও ক্রিম, আঠা ইত্যাদি প্রস্তুত কারক। সেণ্ট্রাল গভর্ণমেণ্ট প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট সমূহ, এবং বিভিন্ন মিউনিসিপালিটি ইহাদের প্রস্তুত দ্রব্যাদি ব্যবহার করেন। তুলনায় বিদেশ হইতে আমদানী দ্রব্যের সমকক্ষ।

বেঙ্গল পেষ্ট কোং—১০, ডিহি ইতালী রোড, কলিকাতা, বিখ্যাত 'লাইকল' আঠা প্রস্তুত-কারক।

কেমিক্যাল এসোসিয়েসন (কলিকাতা) লিঃ—অফিস, ৫৫, ক্যানিং ষ্ট্রীট, ব্লক বি. কলিকাতা। কারখানা—বেলগাছিয়া রোড, কলিকাতা। এই কোম্পানী বিখ্যাত 'কাজল-কালি' (ফাউনটেনপেনের কালি), সকল প্রকার লিখিবার কালি, রবার ষ্টাম্পের কালি, সকল রংএর জুতা ক্রীম, সাদা ক্যানভাস, ও রঙ্গীন ক্যানভাসের দ্রব্য, শাদাটুপী, শাদা কাপড়ের জুতা ইত্যাদির ক্লিনার প্রস্তুত কারক।

কলয়েড ম্যানুফ্যাকচারিং কোং—১৩এ, মাণিকতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ধাতুর পলিশ প্রস্তুত হয়।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং—২ রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার, কলিকাতা। সেল্‌স্ ডিপার্টমেণ্ট—১৮, বন্‌ফিল্ডস্ লেন, কলিকাতা। সকল প্রকার কালী, জুতার কালী ইত্যাদি প্রস্তুত-কারক।

লেদার ড্রেসিং কোং—৫, পঞ্চানন ঘোষ লেন, কলিকাতা। বিখ্যাত 'গ্লেজো' ওয়াটরপ্রুফ সু পলিস প্রস্তুত-কারক। "গ্লেজো পলিস"

বাংলা গভর্ণমেণ্টের ডিপার্টমেণ্ট অব ইণ্ডাষ্ট্রিসের ভূতপূর্ব্ব ডিরেক্টার মিঃ এ, ই, ওয়েষ্টন কর্ত্তৃক উচ্চ প্রশংসিত। তিনি লিখিয়াছেন—"গ্রেজো পলিস" কোব্রা পলিশের সমশ্রেণীর।

লিলিবিস্কুট কোং—উল্টাডাঙ্গা কলিকাতা। ধাতুর পলিস প্রস্তুত কারক।

ইকনমিক মিসেলেনী ৫—এ, শম্ভুবাবু লেন, কলিকাতা। প্রেফারেন্স ফাউনটন পেনের কালি ও নানা প্রকার লিখিবার কালি প্রস্তুত-কারক।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সায়েন্স কলেজ—সার্কুলার রোড, কলিকাতা। ভার্সিটি ফাউটেনপেনের কালি প্রস্তুত-কারক।

এম, বাগ এণ্ড কোং—১২, জ্যাকসন্ লেন, কলিকাতা। ফাউটেনের কালি, লিখিবার কালি, ষ্ট্যাম্পের কালি, টাইপ রাইটার অয়েল, টিপ-সহির কালি ইত্যাদি প্রস্তুত-কারক।

সারস্বত প্রডাক্টস্—১৯, ব্রড ষ্ট্রীট, বালীগঞ্জ, কলিকাতা।

শেঠ এণ্ড দাস কোং—৭৮ ও ৭৯, বিডন ষ্ট্রিট, কলিকাতা ধাতুর পলিস প্রস্তুত-কারক।

পি, এম, বাগচি এণ্ড কোং—ফাউনটেন ও লিখিবার কালি প্রস্তুত কারক।

বাংলায় ও বাংলার বাহিরে আরও অনেক জুতার কালি প্রস্তুত-কারক প্রতিষ্ঠান আছে। অনাবশ্যক বোধে তাহাদের তালিকা দেওয়া গেল না।

আমরা প্রতিবৎসর প্রায় ১২ লক্ষ হইতে ১৪ লক্ষ টাকার চামড়ার পলিস (Leather polish) বিদেশ হইতে আমদানী করি। ১৯৩৭—৩৮ সনে ১৩ লক্ষ ৩৬ হাজার টাকার চামড়ার পলিশ সমগ্র ভারতে আমদানী হইয়াছিল।

(ব) জীবাণুনাশক ঔষধ প্রস্তুত-কারক (বাংলা)

আলিপুর কেমিক্যাল ওয়ার্কস—২৫, ভেলভেডিয়ার রোড, আলিপুর, কলিকাতা। মশা, উকুন, প্রভৃতি জীবাণু নাশক ঔষধ প্রস্তুত-কারক।

বি, কে, পাল এণ্ড কোং লিঃ—১ ও ৩, বনফিল্ড্‌স লেন, কলিকাতা।

হেলথ প্রটেক্‌সন্ সোসাইটী—৮০, গড়পার রোড, কলিকাতা।

ইন্‌সেকৃটল কোং—৮৩-সি, সাউথ রোড, ইটালী, কলিকাতা।

ইন্‌ম্যান এণ্ড কোং—পোষ্টবক্স ৮৯৮৩, কলিকাতা।

লিষ্টার এণ্টিসেপটিক এণ্ড ড্রেসিং কোং লিঃ—১২ উমাকান্ত সেন লেন, কাশীপুর, কলিকাতা।

মেডিকেল সাপ্লাই কন্‌সারন—১৯৭, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ন্যাশনাল লেবরেটরিস্ লিঃ—(সরকার গুপ্ত)—১৮, দমদম রোড, ২৪ পরগণা, কলিকাতা।

নো পেষ্টিন লেবরেটরী—১০২।১, বেলিয়াঘাটা মেন রোড, কলিকাতা।

ষ্ট্যাণ্ডার্ড পেইন্ট ওয়ার্কস—১০, বিডন রো।

(ভ) টাইপ ফাউণ্ড্রী (বাংলা)

ইষ্টার্ণ টাইপ ফাউণ্ডারী—১৮, বৃন্দাবন বসাক ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কালিকা টাইপ ফাউণ্ডারী—১০০, বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা।

ওরিয়েণ্টাল টাইপ ফাউণ্ডারী (আশুতোষ আঢ্য) এণ্ড কোং—১৬, লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

রুদ্র এণ্ড কোং—৩২, মদন মিত্র লেন, কলিকাতা।

বরদা টাইপ ফাউণ্ডারী—২২।৫ বি, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা।

অধর টাইপ ফাউণ্ডারী—৫২, কেশবচন্দ্র সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

এন্, এন্, সান্যাল এণ্ড সন্স্—২৮এ, কেশব চন্দ্র সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
স্বদেশী টাইপ ফাউণ্ডারী—২৬, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা।
সান্ টাইপ ফাউণ্ডারী—১১৬ লোয়ার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

বাংলার বাহিরে অন্যান্য প্রদেশে অনেকগুলি টাইপ ফাউণ্ড্রী আছে। তৎসত্ত্বেও বিদেশ হইতে প্রচুর টাইপ, বিশেষ করিয়া ইংরাজী টাইপ আমদানী হয়। বিদেশী টাইপ দেশীয় টাইপের চেয়ে ভাল কাজ দেয় বলিয়াই একটু মূল্য বেশী হওয়া সত্বেও প্রচুর বিদেশী টাইপ এদেশের ছাপাখানায় ব্যবহৃত হয়।

(ম) ট্যাপ ও টিউবের কারখানা (বাংলা)

বেলিয়াঘাটা ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস—কারখানা, ১১, রাধামাধব দত্তের বাগান লেন, কলিকাতা। প্রোঃ ডাঃ বসুর লেবরেটরী, ৪৫, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা। পিত্তল ও গান-মেটালের ওয়াটার ফিটিংস প্রস্তুত কারক।

জি, টী, আর কোং লিঃ—কারখানা ও অফিস—৩৭, দম দম রোড, কলিকাতা। গান-মেটাল ও ঢালাই লোহার ওয়াটার ষ্টিম ও ফায়ার ফিটীংশ প্রস্তুত-কারক।

ইণ্ডিয়ান টিউব কোং লিঃ—অফিস ভিক্টোরিয়া হাউস, কলিকাতা। কারখানা ১ ফোরনোর রোড, শালিমার, হাওড়া। ইস্পাতের পাইপ ও ফিটিং নির্ম্মাতা।

(য) টেপ বা ফিতা প্রস্তুত-কারক

বেনারসে একটি প্রতিষ্ঠান টেপ বা ফিতা তৈয়ার করে। ইহার ঠিকানা:

এস, এস দত্ত আর মিলস্ লিঃ—বেনারস।

(র) তালা চাবি নির্ম্মাতা (বাংলা)

দাস লক এণ্ড সেফ ম্যানুফ্যাকচারিং কোং—৭৭ বি, রাসবিহারী এভিনিউ, বালিগঞ্জ, কলিকাতা।

গণপতি শ' এণ্ড কোং—৯৭, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

দাস এণ্ড কোং—৬১, বেলগাছিয়া রোড, কলিকাতা।

বেঙ্গল আয়রন সেফ্ এণ্ড লক ওয়ার্কস—১২০, শোভাবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।

ক্যাস্‌ল ইঞ্জিনিয়ারিং কোং—৪২।৩ চান্দিচক, কলিকাতা।

মজুমদার এণ্ড কোং—১১৩, মনোহর দাস চক, কলিকাতা।

বেঙ্গল লক ফ্যাক্টরী—গোপালপুর, ২৪ পরগণা।

মন্নুলাল—৫৫।১ ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ক্যালকাটা লক ফ্যাকটরী—গোপালপুর, ২৪, পরগণা।

রাধাকৃষ্ণ লক্ ফ্যাকটরী—গোপালপুর, ২৪ পরগণা।

এস্, সি দাস এণ্ড কোং—মানসিংপুর, পান্তিহাল, হাওড়া।

বহির্বঙ্গে আলীগড় তালা চাবি প্রস্তুতের প্রাচীন কেন্দ্র স্থান। আলীগড়ে প্রায় ২৫টি ছোট বড় তালা চাবির কারখানা আছে।

বাংলায় ও ভারতে বহু তালা চাবির কারখানা থাকা সত্ত্বেও বিদেশ হইতে বিশেষ করিয়া জার্ম্মানী ও জাপান হইতে লক্ষ লক্ষ টাকার তালা চাবি এদেশে আমদানী হয়। ইহা বড় দুঃখের কথা। স্বদেশী জিনিষের প্রতি আমাদের সহানুভূতির অভাব আছে বলিয়া আমাদের দেশে উৎকৃষ্ট তালা চাবি প্রস্তুত হওয়া সত্ত্বেও বিদেশ হইতে তালা চাবি আমদানী হয়।

(ল) পেন্সিল, কলম, নিব ইত্যাদি প্রস্তুত-কারক (বাংলা)

এফ, এন, গুপ্ত এণ্ড কোং—কারখানা ও ফ্যাক্টরী—১২, বেলিয়াঘাটা মেন রোড, কলিকাতা। ১৯০৪-৫ খৃঃ স্থাপিত। হ্যাণ্ডল, নিব, পেন্সিল ও ফাউণ্টেন পেন প্রস্তুত-কারক। ইহাদের প্রস্তুত দ্রব্যাদি ভারতের সর্ব্বত্র ব্যবহৃত হয়।

হিন্দুস্থান মিনারেল এণ্ড নেচারেল হিষ্টরি স্পেসিমেন্‌স সাপ্লাই কোং—৩, উজির চৌধুরী রোড, কলিকাতা। এখানে পেন্সিল তৈয়ার হয়।

জি, সি, লাহা এণ্ড কোং—হেড অফিস—৬৩, রাধাবাজার। হ্যাণ্ডল, নিব পেন্সিল প্রস্তুত-কারক।

ইণ্ডিয়া পেন এণ্ড এলাইড ইণ্ডাষ্ট্রীস কোং—৮৬ বাহির সুরা রোড, বেলিয়াঘাটা, কলিকাতা। হ্যাণ্ডল প্রস্তুত-কারক।

ওরিয়েণ্ট লিঃ—২২ ক্যানেল ওয়েষ্ট রোড, কলিকাতা। নিব প্রস্তুত-কারক।

সি, এম কর্ম্মকার এণ্ড কোং—কুমিল্লা।

কৃষ্ণ নিব কোং—কুমিল্লা।

এন্, ডট, এণ্ড সন্‌স—বরাহনগর, ২৪ পরগণা।

(বহির্বঙ্গের পেনসিল, কলম, নিব ইত্যাদি প্রতস্তু-কারক)

মাদ্রাজ পেন্সিল ফ্যাক্টরী—ওয়াসার মেন কেত, মাদ্রাজ* (পেন্সিল প্রস্তুত কারক)। মারুতি পেন্সিল ফ্যাক্টরী—তুমকুর* (পেন্সিল প্রস্তুত কারক)। কুলকার্নি ব্রস-পান্নালাল টিরেস, বোম্বাই ৭, (নিব প্রস্তুত কারক)। কৌশল জেনারেল ট্রেডিং কোং—আমিনাবাদ পার্ক, লক্ষ্ণৌ (নিব প্রস্তুত-কারক)। এম হৃদয় নারায়ণ—৩২, লা-টক্ রোড, লক্ষ্ণৌ (নিব প্রস্তুত কারক)। নিব ম্যানুফ্যাকচারিং কোং লিঃ—মালভন,

জি, রত্নগিরি। রাণী নিব ফ্যাক্টরী—মালভন, রত্নগিরি। রামচন্দ্র ইণ্ডাষ্ট্রীয়েলস্—গোয়ালিয়র* (নিব ফ্যাক্টরী)। তম্বাত ব্রস—লস্কর, গোয়ালিয়র* (নিব প্রস্তুত কারক)। ওয়েজ ব্রস—শিয়াল কোট, পাঞ্জাব (নিব প্রস্তুত কারক)। আইডিয়াল পেন ওয়ার্কস—শিয়াল কোট, পাঞ্জাব। ঈশ্বর সিং—রবার্টস্ রোড, লাহোর (নিব প্রস্তুত কারক)। শর্ম্মা মিকানিক্যাল এণ্ড ইলেট্রিক্যাল ওয়ার্কস—নই সড়ক, দিল্লী।

১৯৩৭—৩৮ সনে সমগ্র ভারতে বিদেশ হইতে প্রায় ৮০ লক্ষ টাকার কলম, পেন্সিল, নিব ও অন্যান্য অফিস ষ্টেসনারী জিনিষ আমদানী হইয়াছিল। তন্মধ্যে পেন্সিল, কলম আমদানী হইয়াছিল ১০ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকার।

(ব) প্রসাধন দ্রব্যাদির কারখানা (বাংলা)

বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড ফার্ম্মেসিউটিক্যাল ওয়ার্কস লিঃ—কলিকাতা। ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং লিঃ—পণ্ডিতিয়া রোড, কলিকাতা। বি, কে পাল এণ্ড কোং লিঃ—কলিকাতা। হিমানী ওয়ার্কস—৫৯ বেল-গাছিয়া রোড, কলিকাতা। বঙ্গলক্ষ্মী সোপ ওয়ার্কস—কলিকাতা। জে, বি. দত্ত এণ্ড কোং—কলিকাতা। লিষ্টার এন্টিসেপ্টিকস এণ্ড ড্রেসিংস কোং লিঃ—কাশীপুর, কলিকাতা। ন্যাশানাল সোপ এণ্ড কেমিক্যাল ওয়ার্কস লিঃ—১১, ক্লাইভ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা। পারিজাত সোপ ওয়ার্কস—৬৭।৪ ষ্ট্র্যাণ্ড রোড, কলিকাতা। রেডিয়াম লেববেটরী—৩, ব্রজদুলাল ষ্টীট, কলিকাতা। মায়া প্রডাক্টস্—১০।১এ, নেবুতলা রো, কলিকাতা। এম, এল বোস এণ্ড কোং লিঃ—১৪, জগন্নাথ দত্ত লেন, কলিকাতা। বিহার মিসেলেনী—১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। শ্রীনাথ কেমিক্যাল ওয়ার্কস—কলিকাতা।

বাংলা ও বাংলার বাহিরে অন্যান্য প্রদেশে অনেক প্রসাধন দ্রব্যাদির কারখানা আছে। অনাবশ্যক বোধে আর তালিকা বৃদ্ধি করিলাম না।

(সমগ্র ভারতে বিদেশ হইতে প্রসাধন সামগ্রী আমদানী)

সন		মূল্য
১৯৩৫—৩৬	———	৬৬ লক্ষ ৬ হাজার টাকা
১৯৩৬—৩৭	———	৬৭ " ২৫ " "
১৯৩৭—৩৮	———	৬৭ " ৮৫ " "

(সমগ্র ভারতে গায়ে মাখা সাবান আমদানী)

১৯৩৫—৩৬	———	২৯ লক্ষ ৬৭ হাজার টাকা
১৯৩৬—৩৭	———	২৩ " ৩১ " "
১৯৩৭—৩৮	———	২১ " ১৮ " "

(শ) ফটো পেপার, ফিল্‌ম্ ও প্লেট (বাংলা)

ট্রপিকো সেন্‌সিটাইজিং কর্পোরেশন অফিস ও ফ্যাক্টরী,—পি ৪৫২, রাসবিহারী এভিনিউ কলিকাতা। ১৯৩৬ সনে গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে সাহায্য লইয়া এই কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্ত্তমানে ইহা একটি লিমিটেড্ কোম্পানী। নানাপ্রকার ফটো-পেপার, প্লেট ইত্যাদি প্রস্তুত কারক।

ইণ্ডিয়ান ফটো প্লেট পেপার এণ্ড ফিলিম্ ম্যানুফ্যাকচারীং কোং লিঃ—১৯-এ-১০, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা।

(সমগ্র ভারতের বিদেশ হইতে ফটো পেপার ইত্যাদি আমদানী)

সন		মূল্য
১৯৩৫—৩৬	———	৮১ লক্ষ ৮৫ হাজার টাকা
১৯৩৬—৩৭	———	৭৭ " ৭০ " "
১৯৩৭—৩৮	———	৯৫ " ৬০ " "

সিনেমার ছবি তোলার ব্যবসা দিন দিনই ভারতে বৃদ্ধি পাইতেছে। বিদেশ হইতে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির আমদানী ও দিন দিন বৃদ্ধি পাইবে।

পেইণ্ট, ভার্নিস প্রস্তুত-কারক (বাংলা)

ক্যালকাটা পেইণ্ট, কালার এণ্ড ভার্নিস—১৪, কৈবর্ত্তপাড়া লেন, শালকিয়া, হাওড়া।

মুরারকা পেইণ্ট এণ্ড ভার্নিস ওয়ার্কস্ লিঃ—১০, ক্লাইভ রোঃ, কলিকাতা।

নেপিয়ার পেইণ্ট ওয়ার্কস—৩, মতিলাল শীল ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

রয়েল এনামেল এণ্ড ভার্নিস ওয়ার্কস্—৭৮-৯, বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শেঠ এণ্ড দাস কোম্পানী—৭৪-৯, বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ষ্ট্যাণ্ডার্ড পেইণ্ট ওয়ার্কস—১০, বিডন রো, কলিকাতা।

বাংলার বাহিরে অন্যান্য প্রদেশে অল্প কয়েকটা পেইণ্ট ও ভার্নিস প্রস্তুত-কারক প্রতিষ্ঠান আছে।

(সমগ্র ভারতে বিদেশ হইতে পেইণ্ট ও ভার্নিস আমদানী)

সন		মূল্য
১৯৩৫—৩৬	———	৮০ লক্ষ ৫৫ হাজার টাকা
১৯৩৬—৩৭	———	৭৬ " ৫৫ " "
১৯৩৭—৩৮	———	৭৪ " ৭৫ " "

(ল) ফাউণ্টেনপেন প্রস্তুত-কারক (বাংলা)

এফ, এন, গুপ্ত এণ্ড কোং—১২, বেলগাছিয়া মেন রোড, কলিকাতা।
ওরিয়ন এণ্ড কোং—৭ এ, মুসলমান পাড়া লেন, কলিকাতা।
জি, সি, লাহা এণ্ড কোং—৬৩ রাধাবাজার, কলিকাতা।

(বহির্বঙ্গের ফাউণ্টেনপেন প্রস্তুত-কারক)

মডেল ইণ্ডাষ্ট্রীস—দয়ালবাগ, আগ্রা।
ঈগল পেন কোং—হাসপাতাল রোড, আগ্রা।
ভারত ফাউণ্টেনপেন ওয়ার্কস—চক্, কানপুর।
ন্যাশনাল ফাউণ্টেনপেন ওয়ার্কস—৩২, লা টকি রোড, লক্ষ্ণৌ।
স্বদেশী ফাউণ্টেনপেন ওয়ার্কস—ভারত আশ্রম, রাজা বাজার, লক্ষ্ণৌ।

(ব) মানচিত্র ও গ্লোব প্রস্তুত-কারক (বাংলা)

এ, কে, দাসগুপ্ত—৬ই, কয়াতলা রোড, কলিকাতা।
এস, বি, চাটার্জ্জি, এফ, আর, সি, এস—৮, ডিক্সন লেন, কলিকাতা।
এস, কে লাহিড়ী এণ্ড কোং লিঃ—৫৪, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
ক্যালকাটা প্রিণ্টিং কোং লিঃ—৭৬, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
সায়েন্টিফিক সাপ্লাইস কোং—কলেজ ষ্ট্রীট্ মার্কেট, কলিকাতা।
ম্যাপ সেল্‌স্ অফিস সার্ভে অব ইণ্ডিয়া—১৩, উড ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
ঈগল লিথোগ্রাফিং কোং লিঃ—২৬, ক্রিষ্টফার রোড, কলিকাতা।

মেটাল পলিশ প্রস্তুত-কারক (বাংলা)

বঙ্গলক্ষ্মী কেমিক্যাল ওয়ার্কস—হুগলি।
ইণ্ডিয়ান মেটাল পলিশ ফ্যাক্টরী—শ্রীরামপুর, হুগলি।

লিলি কেমিক্যাল ওয়ার্কস—৩, রামকান্ত সেন. উল্টাডাঙ্গা, কলিকাতা।

নিবারণচন্দ্র ঘোষ এণ্ড ব্রস—২২, ওল্ড চিনাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শেঠ এণ্ড দাস এণ্ড কোং ৭৮।৭৯, বিডনষ্ট্রীট কলিকাতা।

ওয়াটার লিলি কেমিক্যাল ওয়ার্কস—১৪১-২, বারানসী ঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ম্যাচ ফ্যাক্টরী (বাংলা)

বঙ্গীয় দিয়াশলাই কার্য্যালয়—৭৬, যশোহর রোড, কলিকাতা।

ক্যালকাটা ম্যাচ ওয়ার্কস—দিলওয়ার খাঁ লেন, গার্ডেন রীচ, কলিকাতা।

ঈশাভী ইণ্ডিয়া ম্যাচম্যানুফ্যাকচারিং কোং—৪৬।৪৭, মুরারী পুকুর রোড, মাণিকতলা, কলিকাতা।

ইণ্ডিয়া ম্যাচ ম্যানুফ্যাকচারিং কোং—২, গুরুদাস দত্ত গার্ডেন লেন, কলিকাতা।

ইস্‌লামিয়া ম্যাচ ফ্যাক্টরী—২৩, বীরপাড়া লেন, বেলগাছিয়া, কলিকাতা।

করিমভাই ম্যাচ ফ্যাক্টরী—৩২, ক্যানেল ওয়েষ্ট রোড, কলিকাতা।

ক্যালকাটা ম্যাচ এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ওয়ার্কস—১১।১, ক্যানাল ইষ্ট রোড, বেলগাছিয়া, কলিকাতা।

পাইওনিয়ার ম্যাচ ফ্যাক্টরী—১৬, দমদম রোড, কলিকাতা।

হায়দরী ম্যাচ কোং—১৫০ এ, বেলিয়াঘাটা মেন রোড, কলিকাতা।

উল্টাডাঙ্গা ম্যাচ ফ্যাক্টরী—১০৭, উল্টাডাঙ্গা মেন রোড, কলিকাতা।

ওয়াজিদ আলী এণ্ড সন্স—১০।১, দক্ষিণধারী রোড, দমদম।

ভবানী ইঞ্জিনিয়ারিং এণ্ড ট্রেডিং কোং লিঃ—৭৩, চাউলপটি রোড, বেলিয়াঘাটা, কলিকাতা।

লিলি ফায়ার ওয়ার্কস—৯, রমাকান্ত সেন লেন, উল্টাডাঙ্গা, কলিকাতা।

বেঙ্গল ইগ্নিসন কোং—১, গুরুদাস গার্ডেন লেন, কলিকাতা।

চট্টল ম্যাচ ফ্যাক্টরী—চট্টগ্রাম।

জগন্নাথ ম্যাচ ফ্যাক্টরী—১৫, নুরপুর লেন, ঢাকা।

প্রসন্ন ম্যাচ ফ্যাক্টরী—১৮, দেওয়ান বাজার রোড, ঢাকা।

জলপাইগুড়ি ম্যাচ ফ্যাক্টরী—জলপাইগুড়ি।

মহারাজা ম্যাচ ফ্যাক্টরী—আগরতলা, ত্রিপুরা ষ্টেট।

পাইওনিয়ার ম্যাচ ফ্যাক্টরী—কুমিল্লা।

বীরভূম ম্যাচ ওয়ার্কস—সাইথিয়া, বীরভূম।

দীপালী ফায়ার ওয়ার্কস—কোন্নগর।

বাংলার বাহিরে অন্যান্য প্রদেশে ছোট বড় প্রায় ৪০—৪৫টি ম্যাচ ফ্যাক্টরী আছে। ভারতে প্রতি বৎসর প্রায় ১ কোটি ৭০ লক্ষ গ্রোস ম্যাচ ব্যবহৃত হয়। এই সকল ম্যাচের আনুমানিক মূল্য প্রায় ২॥ কোটি টাকার উপর। ম্যাচের প্রধান উপাদান কাঠ। ম্যাচের কাঠি তৈয়ার করিবার উপযোগী ৪০ রকমের উপর কাঠ ভারতে পাওয়া যায়। কাঠি তৈয়ার করিবার উপযোগী আরও কয়েক শ্রেণীর কাঠ সাফল্যের সহিত ভারতের মাটিতে উৎপাদিত হইতে পারে। অন্যান্য কাঁচামালের মধ্যে প্যারাফিন ওয়াক্স, রেড অক্সাইড, গ্লাস পাউডার, ম্যাঙ্গানিজ অক্সাইড ভারতেই পাওয়া যায়। ম্যাচের কাগজ এবং আরও কয়েকটি রাসায়নিক দ্রব্য বর্ত্তমানে বিদেশ হইতে আমদানী করিতে হয়। এজন্য লক্ষ লক্ষ টাকা বিদেশে চলিয়া যায়। সুইডেন ও জাপান বর্ত্তমানে ভারতেই কয়েকটি ফ্যাক্টরী স্থাপন করিয়া মাল উৎপাদন করিতেছে এবং ভারতের বাজারে বিক্রয় করিতেছে।

ম্যাণ্টল (Mantle) প্রস্তুত-কারক (বাংলা)

বেঙ্গল সাইন্টিফিক এণ্ড টেকনিক্যাল ওয়ার্কস—পি ৫১৩, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা। ভারতের সর্ব্বত্র ইহাদের প্রস্তুত ম্যাণ্টেল ব্যবহৃত হয়, এমন কি ভারতের বাহিরে পর্য্যন্ত ইহাদের ম্যাণ্টল রপ্তানী হয়। ম্যাণ্টলের প্রয়োজনীয় রাসায়নিক দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিবার জন্য ইহাদের একটি লেবরেটরীও আছে।

(বহির্বঙ্গের মেণ্টল প্রস্তুত-কারক)

বাঙ্গালোর কেমিক্যাল এণ্ড ম্যানুফ্যাকচারিং কোং লিং—মালেশ্বরম্, বাঙ্গালোর।

ন্যাশানাল ম্যাণ্টাল ম্যানুফ্যাকচারিং কোং—৩৮৬, গিরগাও ব্যাক রোড, ফোর্ট, বোম্বাই।

প্রভা ম্যানুফ্যাকচারিং কোং—গিরগাও, বোম্বাই।

সান কোং—তাঞ্জোর।

মৃৎ পাত্রাদি প্রস্তুত-কারক (বাংলা)

বেঙ্গল পটারীস্ লিঃ—৪৫, ট্যাংরা রোড, কলিকাতা। ডল, মডেল, কাপ, প্লেট ও সেনিটারী ফিটিংস প্রস্তুত-কারক।

বার্ণ এণ্ড কোং লিঃ—অফিস, ১২, মিশন রো, কলিকাতা। ভারতে বৃহত্তম প্রতিষ্ঠান ষ্টোন-ওয়ার পাইপস ও ফিটিংস, ফায়ার ব্রিকস, রানীগঞ্জ রুফিং টাইলস্, সেনিটারী ফিটিংস ও অন্যান্য পাত্রাদি।

ক্যালকাটা সিমেণ্ট পটারী ওয়ার্কস—৫২ এফ, তেলেঙ্গা বাগান লেন, উল্টাডাঙ্গা, কলিকাতা।

হিন্দুস্থান পটারীস্ লিঃ—অফিস, ২০, ষ্ট্র্যাণ্ড রোড, কলিকাতা। খেলনা, পুতুল, ইলেকট্রিক ইন্‌সুলেটারস্ কাট-আউটস্, ক্লিপস্, টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন ইনস্যুলেটার্স প্রভৃতি প্রস্তুত-কারক।

বিহার পটারীস্ লিঃ—২২, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বিহার ফায়ারব্রিকস্ এণ্ড পটারীস্ লিঃ—৩-১, বংশাল ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

বানার্জ্জি এণ্ড কোং—৭, সোয়ালো লেন, কলিকাতা।

উত্তরপাড়া পটারী ওয়ার্কস—উত্তর পাড়া হুগলী।

রাণীগঞ্জ পটারী ওয়ার্কস—রাণীগঞ্জ, বর্দ্ধমান।

মালদহ সিমেণ্ট ইণ্ডাষ্ট্রিয়েল কোং—ইংলিশ বাজার, মালদহ।

বাংলার বাহিরে অন্যান্য প্রদেশে ছোট বড় প্রায় ৩০টী পটারী ওয়ার্কস আছে।

(সমগ্র ভারতে বিদেশ হইতে মৃৎ পাত্রাদি আমদানী)

সন					মূল্য
১৯৩৫—৩৬	৪৫	লক্ষ	৯৭	হাজার	টাকা
১৯৩৬—৩৭	৪৬	„	৬২	„	„
১৯৩৭—৩৮	৪৭	„	৮১	„	„

আধুনিক সভ্যতার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে চিনামাটীর পাত্রাদির ব্যবহার বাড়িয়াই চলিয়াছে। চিনামাটীর পাত্রাদি তৈয়ার করিবার মালমসলা এদেশে প্রচুর আছে, অথচ কারখানা যথেষ্ট নাই।

লণ্ঠন ও ষ্টোভ নির্ম্মাতা (বাংলা)

কেমিক্যাল ইণ্ডাষ্ট্রিস এণ্ড ইঞ্জিনিয়ারিং কোং ৪৫, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা। CIECO-HY-Hit ইলেক্ট্রিক ষ্টোভ প্রস্তুত-কারক।

ওরিয়েণ্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীস লিঃ—অফিস, ২০ কলুটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ফ্যাক্টরী—আগরপাড়া এষ্টেট্‌স, ২৪ পরগণা। দীপ্তি ও দীপালি হারিকেন লণ্ঠন প্রস্তুত-কারক।

শিল্পপীঠ—১০০ গোপাল লাল ঠাকুর রোড, পোঃ আলমবাজার, কলিকাতা। স্পিরিট ভেপার ষ্টোভ, পিতলের টেবিল ল্যাম্প, প্যাড স্পিরিট ষ্টোভ ইত্যাদি নির্ম্মাতা।

ধর অধিকারী এণ্ড কোং—৯-২, নার্সিং লেন, কলিকাতা। ষ্টীমার, রেলওয়ে ও মিউনিসিপালিটির ল্যাম্প প্রস্তুত-কারক।

ইক-মিক-কুকার্স লিঃ—২৯, কলেজ ষ্টীট, কলিকাতা। ষ্টোভ প্রস্তুত-কারক।

বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড ফার্ম্মেসিউটিক্যাল ওয়ার্কস লিঃ—৯৪ চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা। এখানে ষ্টোভও তৈয়ারী হয়।

(বহির্বঙ্গের লণ্ঠন ও ষ্টোভ নির্ম্মাতা)

মডেল ইণ্ডাষ্ট্রীস—দয়ালবাগ, আগ্রা। ইলেকট্রিক ষ্টোভ নির্ম্মাতা।

ওগেহ্‌ল গ্লাস ওয়ার্কস লিঃ—সাঁতরা। 'প্রভাকর ষ্টোভ" প্রস্তুত-কারক।

লালাজী কাচারামী এণ্ড সন্‌স—আলুর, পাটনী বাজার, কটক। ষ্টোভ প্রস্তুত-কারক।

(সমগ্র ভারতে বিদেশ হইতে লণ্ঠন ও ষ্টোভ আমদানী)

সন					মূল্য
১৯৩৫—৩৬	৫৩	লক্ষ	৭৯	হাজার	টাকা
১৯৩৬—৩৭	৪৩	"	৫৫	"	"
১৯৩৭—৩৮	৫৬	"	২৩	"	"

(লোহার আসবাব-পত্র প্রস্তুত-কারক (বাংলা)

বঙ্গ প্রতিষ্ঠান—১২-২, সার্কুলার গার্ডেন রীচ রোড, কেদারপুর, কলিকাতা।

ইণ্ডিয়ান পাম্প কোং—৮ প্রিন্স আনওয়ারশা রোড, কলিকাতা।

(ক১) বস্ত্র-শিল্প-প্রতিষ্ঠান (বাংলা)

(১) * আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র কটন মিলস লিঃ—খুলনা। তাঁত সংখ্যা ৫০।

(২) * বঙ্গশ্রী কটন মিলস্ লিঃ—হেড অফিস, ১৩৭ ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মিল—সোদপুর। তাঁতসংখ্যা—১২০।

(৩) * বঙ্গেশ্বরী কটন মিলস্ লিঃ—হেড অফিস, ৬৩ রাধাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মিল—শ্রীরামপুর। ২০৪ খানা তাঁত এবং ৪৬৮০টী টাকু আছে।

(৪) * বঙ্গোদয় কটন মিলস্ লিঃ—পানিহাটী। তাঁত সংখ্যা ৩৫৩।

(৫) * বাসন্তী কটন মিলস্ লিঃ—হেড অফিস, ৩ লায়নস্ রেঞ্জ, কলিকাতা। মিল—পাণিহাটী। ২০০ তাঁত ও ৮০০০টী টাকু আছে।

(৬) * বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলস লিঃ—হেড আফিস, ২৮ পোলক ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মিল—শ্রীরামপুর। ৭২৪টী তাঁত এবং ৩৫,৩৮৮টী টাকু আছে।

(৭) বাউরিয়া কটন মিলস্ লিঃ—হেড অফিস, ২১ ষ্ট্র্যাণ্ড রোড; কলিকাতা। মিল—বাউরিয়া। ৮৩৫টী তাঁত এবং ৩৮,২২৪টী টাকু আছে।

(৮) * ঢাকেশ্বরী কটন মিলস লিঃ—১নং ও ২নং—হেড অফিস, ৬ আনন্দচন্দ্র রায় ষ্ট্রিট, ঢাকা। মিল—ধামগড় ও গোদনাইল। ১নং মিলে তাঁত ২৭৮২৮ এবং টাকু ৭৩৪ আছে।

(৯) ডানবার মিলস্ লিঃ (১নং ২নং, ৩নং, ৪নং) হেড অফিস, ২১ ষ্ট্র্যাণ্ড রোড। মিল—শ্যামনগর। ৫২৩টী তাঁত এবং ৪১,০৪০টি টাকু আছে।

(১০) * ইষ্ট ইণ্ডিয়া কটন মিলস লিঃ—হেড অফিস, ১২০ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মিল—মৌরীগ্রাম (হাওড়া)। তাঁতসংখ্যা—১০৮।

(১১) * হুগলি কটন মিলস্ কোং—মিল—শ্রীরামপুর। ইহা একটী প্রাইভেট কন্‌সার্ণ। গড়ে রোজ ২৫।২৬ লোক এখানে কাজ করে। কেবলমাত্র ধুতি বোনা হয়।

(১২) কেশোরাম কটন মিলস লিঃ—হেড আফিস—৪৮ রয়েল একচেঞ্জ। মিল—৪২নং গার্ডেন রীচ, কলিকাতা। ১,৭৩৭টী তাঁত এবং ৪৭৬৪৮টী টাকু আছে।

(১৩) * লক্ষ্মী নারায়ণ কটন মিলস্ লিঃ—হেড অফিস, ৩।৬ জন্‌সন্ রোড, ঢাকা। মিল—গোদনাইল। ২২২টী তাঁত, ৫৬২৮ টাকু আছে।

(১৪) * চিত্তরঞ্জন কটন মিলস্ লিঃ—হেড অফিস, ঢাকা। মিল—গোদনাইল। ১০০ তাঁত ও ৪০০০টী টাকু আছে।

(১৫) * মহালক্ষ্মী কটন মিলস্ লিঃ—হেড আফিস, ১১ ক্লাইভ ষ্ট্রীট। মিল—পলতা। তাঁত সংখ্যা—১২৬।

(১৬) * মোহিনী মিলস লিঃ (১নং)—কুষ্টিয়া। ৫৫৬টী তাঁত এবং ১৯,২৮৮টী টাকু আছে। মোহিনী মিলস্ লিঃ (২নং) মিল।

(১৭) শ্রীরাধাকৃষ্ণ কটন মিলস লিঃ—(১নং ও ২নং)—হেড আফিস, জগু মোহন মল্লিক লেন, কলিকাতা। ১নং মিল—১২১, গুস্ড গোসারী (হাওড়া)। ২নং মিল—১৭৫ গিরিশ ঘোষ লেন, বেলুড়, হাওড়া। ১নং মিলে ২৩,২৩২টী টাকু আছে, তাঁত নাই। ২নং মিলে ১৮,৭৩২টী তাঁত ও ৫৬৭টী টাকু আছে।

(১৮) নিউ বিং মিল কোম্পানী লিঃ—হেড আফিস ২১, ষ্ট্র্যাণ্ড রোড, কলিকাতা। মিল—ফুলেশ্বর (উলুবেড়িয়া)। ২৩,৯০৪ টাকু আছে। মিলটী এখন বন্ধ।

(১৯) রামপুরিয়া কটন মিলস্ লিঃ—হেড আফিস, ১৪৮, কটন ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মিল শ্রীরামপুর। তাঁত সংখ্যা—৭৯৯। ইহা একটী 'প্রাইভেট কনসার্ণ'। এখানে সূতা হয় না।

(২০) ভিক্টোরিয়া কটন মিলস—হেড আফিস—৪ বংশাল ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মিল—২২, কর্ণপুকুর লেন, গুসারী, হাওড়া। টাকুর সংখ্যা—১২,৩০৪। ইহা একটী প্রাইভেট কনসার্ণ। এখানে এখানে কেবল সূতা বোনা হয়।

(২১) * লক্ষ্মী স্পিনিং এণ্ড উইভিং মিলস—হেড আফিস, নারায়ণগঞ্জ। মিল—নবীগঞ্জ। টাকু—প্রায় ৪০০০০।

(২২) * শ্রীদুর্গা কটন স্পিনিং এণ্ড উইভিং মিলস লিঃ—হেড অফিস, ১৬৭, ওল্ড চীনাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

(২৩) * ঢাকা কটন মিলস লিঃ—হেড অফিস—পোস্তগোলা, ঢাকা। ঢাকা সহরের উপরে স্থাপিত। তাঁত সংখ্যা—১০০।

(২৪) * শ্রীনাথ মিলস—লিঃ—হেড আফিস, ১০ চিৎপুর ব্রীজ এপ্রোচ।

* তারকা-চিহ্নিত মিলগুলি বাঙ্গালীর অর্থে বাঙ্গালীর দ্বারা পরিচালিত। তাছাড়াও বাংলায় বর্ত্তমানে আরো ১৬.১৭টী কটন মিলস্ রেজেষ্ট্রীকৃত হইয়া বাজারে শেয়ার বিক্রয় করিতেছে।

সমগ্র ভারতে মোট (১৯৩৭) ৩৮০টী মিলে ২০০,২৮৪টী তাঁত এবং ১০০,২০,০০০টি টাকু আছে। এই সকল মিলে নিযুক্ত লোক-সংখ্যা ৪,৩৭,৬৯০ জন।

বাংলার বাহিরে চলতি মিল—বোম্বাই প্রেসিডেন্সীতে (১৯৩৬ সন) ২২০, মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীতে—৩৫, যুক্তপ্রদেশে—২৫টী মিল ছিল। বাংলায় (১৩৩৮-৩৯) চলতি মিল ২৪টি। যাহা হউক, আমাদের দেশে আজকাল যতগুলি কাপড়ের কল স্থাপিত হইয়াছে, তাহাতে ভারতে দুই-তৃতীয়াংশ অভাব মাত্র পূরণ হইতে পারে।

বাংলায় গড়পড়তা জন প্রতি ১৬ গজ হিসাবে অন্ততঃ ৮০ কোটি গজ কাপড় বাংলায় আবশ্যক হয়। বাংলার মিলগুলি ও দেশীয় তাঁতিরা মিলিয়া এক-চতুর্থাংশের বেশী কাপড় বর্ত্তমানে উৎপাদন করিতে পারিতেছে না। বাংলার মিলগুলি বৎসরে প্রায় ১৬ কোটি ৭০ লক্ষ গজ কাপড় তৈয়ার করে। বাংলায় তাঁতিরা প্রায় ৪ কোটী গজ কাপড় তৈয়ার করে। বাকী কাপড় অন্য প্রদেশ ও বিদেশ হইয়া আসিয়া থাকে।

বাংলা দেশে প্রায় ২½ কোটির টাকার কাপড় বহির্ভারত হইতে আমদানী হয়।

(সমগ্র ভারতে বিদেশ হইতে কার্পাস বস্ত্র আমদানী)

সন	মূল্য					
১৯৩৫—৩৬	১৫	কোটি	৭৭	লক্ষ	৯৬	হাজার টাকা
১৯৩৬—৩৭	১৩	„	৩৬	„	৭১	„ „
১৯৩৭—৩৮	১১	„	৬৯	„	৬৭	„ „

সন				মূল্য
১৯৩৫—২৬————	২ কোটি	৩৪ লক্ষ	৪৩ হাজার	টাকা
১৯৩৬—৩৭————	২ „	২৭ „	৪১ „	„
১৯৩৭—৩৮————	৩ „	৩০ „	৬ „	„

—তন্মধ্যে বাংলায়—

(সমগ্র ভারতে বিদেশ হইতে পশমী বস্ত্রাদি আমদানী)

১৯৩৫-৩৬	৪৭	লক্ষ	১৮	হাজার	টাকা
১৯৩৬-১৯৩৭	৪৬	"	২৫	"	"
১৯৩৭-৩৮	২৫	"	২৫	"	"

পান্নালাল শীল বিদ্যামন্দির—৫।১, ওলাইচণ্ডী রোড, কলিকাতা।

বাসন্তী হোসিয়ারী মিলস—ফ্যাক্টরী, ৩৯, গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড, লিলুয়া, হাওড়া।

মধুসূদন বয়নালয়—দিগুলতি, হাওড়া।

এস্, এন, কণ্ডু এণ্ড কোং—উইনসর হাউস, বেন্টিঙ্ক ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

হোসিয়ারী হাউস—৫৫।১, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বাংলায় পশমের জন্য মেষপালন সামান্যেই হয়। মেষ লোম সাধারণতঃ পাকুর ও কাশ্মীর হইতেই ভারতের সর্ব্বত্র চালান হয়। পশমী বস্ত্রাদি উৎপন্ন করিবার জন্য পাকুরে ও যুক্তপ্রদেশে অনেক ফ্যাক্টরী আছে।

(সমগ্র ভারতে বিদেশী নকল রেশম বস্ত্রাদি আমদানী)

সন					মূল্য
১৯৩৫—৩৬	———	৩ কোটি	১৫ লক্ষ	৭৮ হাজার	টাকা
১৯৩৬—৩৭	———	৩ „	৮৫ „	৫৯ „	„
১৯৩৭—৩৮	———	৪ „	৮৭ „	৪৮ „	„

তন্মধ্যে বাংলায়—

১৯৩৫—৩৬	———	৬ লক্ষ	১৩ হাজার টাকা	
১৯৩৬—৩৭	———	৯ ,,	৯৩ ,,	,,
১৯৩৭—৩৮	———	২৯ ,,	২২ ,,	,,

বাংলায় অবাঙালী পরিচালিত একটী মাত্র প্রতিষ্ঠান বর্ত্তমানে নকল রেশমী বস্ত্রাদি তৈয়ার করিতেছে। নকল রেশমের সূতা (Rayon) ভারতে তৈয়ার হয় না। নকল রেশমের সূতা বিদেশ হইতে আমদানী করিতে হয়। কিছু দিন হয় ঢাকায় এলিট ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ নামে কোম্পানী রেজেষ্ট্রী করা হইয়াছে। এই প্রতিষ্ঠান উপযুক্ত অর্থ সংগৃহীত হইলেই নকল রেশমী বস্ত্রাদি তৈয়ার করিবে। এই কোম্পানী ম্যানেজিং এজেন্টগণের মধ্যে একজন বিলাতে শিক্ষাপ্রাপ্ত অভিজ্ঞ কর্ম্মী আছেন। বর্ত্তমানে বাংলায় একমাত্র নকল রেশমী বস্ত্রাদি প্রস্তুত-কারক :—

স্বদেশী ইণ্ডাষ্ট্রীস্ লিঃ—হেড অফিস, জয়পুরিয়া হাউস বিডনষ্ট্রীট, কলিকাতা। কারখানা পাণিহাটী।

বোম্বাই প্রেসিডেন্সীতে প্রায় ৩০টী ছোট ছোট প্রতিষ্ঠান নকল রেশমের বস্ত্রাদি প্রস্তুত করে। পাঞ্জাব লুধিয়ানায়ও কয়েকটী নকল রেশমের প্রতিষ্ঠান আছে।

(খ) বার্লি প্রস্তুত কারক (বাংলা)

লিলি বিস্কুট কোং—৩ রামকান্ত সেন লেন, উল্টাডাঙ্গা, কলিকাতা (লিলি ব্যাণ্ড বার্লি)

এম, এল, বসু এণ্ড কোং লিঃ—১৪, জগন্নাথ দত্ত লেন, কলিকাতা। (লক্ষ্মীবিলাস বার্লি)

টি, পি বসু এণ্ড কোং লিঃ—১৩।২, পাইকপাড়া রাজা মনীন্দ্র রোড, কলিকাতা।

বি, কে, পাল এণ্ড কোং লিঃ—১ ও ৩ বনফিল্ডস্ লেন, কলিকাতা।

বি, কে, দত্ত কোং—১, পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ভুবনেশ্বর কেমিক্যাল ওয়ার্কস—১০ প্রাণনাথ পণ্ডিত ষ্ট্রীট, কলিকাতা। (পার্ল বার্লি)

সত্যচরণ দত্ত—৯৯-৩, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

(গ) বিস্কুট, লজেন্স, মোরব্বা ইত্যাদি প্রস্তুত কারক (বাংলা)

বেঙ্গল ক্যানিং এণ্ড কনডিমেণ্ট ওয়ার্কস লিঃ—আফিস ও কারখানা—৩, গুরুদাস দত্তের গার্ডেন লেন, উলটাডাঙ্গা, কলিকাতা।

কৌটায় রক্ষিত নানাধিক ফল—আম, লিচু, আনারস। রক্ষিত (preserved) শাকসব্জী, নানাপ্রকার ফলের আচার মোরব্বা, নানা প্রকার ফলের সিরাপ ইত্যাদি প্রস্তুত কারক। এই কোম্পানী লণ্ডনের ওয়েম্বলি প্রদর্শনীতে প্রথম শ্রেণীর সার্টিফিকেট ও মেডেল পাইয়াছে। ১৯১৯ খৃঃ স্থাপিত।

বঙ্গলক্ষ্মী কনফেকসনারী ওয়ার্কস—৪৪-১, ক্যানেল ইষ্ট রোড, কলিকাতা লজেন্স প্রস্তুত-কারক।

ডেয়রী ফুড সাপ্লাই কোং লিঃ—৮৭ লোয়ার সার্কুলার রোড।

গ্রেট ইষ্টার্ণ হোটেল কনডিমেণ্ট ফ্যাক্টরী (১৮৩৫ খৃঃ স্থাপিত) বিবিবাগান লেন, কলিকাতা। আচার, মোরব্বা, চাটনী, রক্ষিত ফল, রুটী প্রস্তুত কারক।

লিলি বিস্কুট কোং—অফিস ও ফ্যাক্টরী, ৩ রামকান্ত সেন লেন, উল্টাডাঙ্গা কলিকাতা। বাংলার ঘরে ঘরে এই কোম্পানীর নাম সুপরিচিত। ৺স্বর্গীয় প্রতাপচন্দ্র শেঠ ও তদীয় ভ্রাতা শ্রীযুক্ত বিনয়কৃষ্ণ শেঠ এই

কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতা। এই কোম্পানীতে বর্ত্তমানে ৫০০ লোক কাজ করে। লিলি বিস্কুট, লিলি ব্র্যাণ্ড বার্লি, এরারুট প্রভৃতি দ্রব্যাদি স্বাস্থ্য-সম্মত উপায়ে প্রস্তুত হয় বলিয়া বাজারে এই কোম্পানীর প্রস্তুত দ্রব্যাদি বহুল প্রচারিত।

বেঙ্গল বিস্কুট ফ্যাক্টরী লিঃ—২ বি, বাগমারি রোড, কলিকাতা (বিস্কুট প্রস্তুত-কারক)

ভারত বিস্কুট ফ্যাক্টরী—৫৫, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

এই সকল প্রতিষ্ঠান ছাড়াও কলিকাতায় ও বাংলায় সর্ব্বত্র ছোট বড় অনেক বিস্কুট প্রস্তুত কারক প্রতিষ্ঠান আছে। অস্বাস্থ্যকর এবং নোংড়া উপায়ে জিনিষ পত্রাদি তৈয়ারী করাই ইহাদের প্রধান বিশেষত্ব। বাংলার বাহিরে অন্যান্য প্রদেশে অনেক বিস্কুটাদি প্রস্তুত কারক প্রতিষ্ঠান আছে। বাহুল্য বোধে ইহাদের তালিকা দেওয়া গেল না।

(সমগ্র ভারতে বিদেশ হইতে বিস্কুট কেক প্রভৃতি আমদানী)

সন		মূল্য
১৯৩৫—৩৬	———	৩৫ লক্ষ ৯২ হাজার টাকা
১৯৩৬—৩৭	———	৩৯ „ ৪৮ „ „
১৯৩৭—৩৮	———	২৭ „ ২০ „ „

(সমগ্র ভারতে বিদেশ হইতে মোরব্বা চাটনী প্রভৃতি আমদানী)

সন		মূল্য
১৯৩৫—৩৬	———	২১ লক্ষ ৫৪ হাজার টাকা
১৯৩৬—৩৭	———	২২ „ ৯০ „ „
১৯৩৭—৩৮	———	১৮ „ ৮০ „ „

ইংলণ্ড, জাপান এবং বেলজিয়াম হইতে আমরা আচার মোরব্বা ইত্যাদি আমদানী করি। তবে ভারত হইতে কিছু কিছু মোরব্বা চাট্নী ইত্যাদি বহির্ভারতে ও রপ্তানী হয়।

(ভারত হইতে বিদেশে আচার, মোরব্বা, চাটনী ইত্যাদি রপ্তানী)

১৯৩৫—৩৬———২৩,৫১৬

১৯৩৬—৩৭———৬৩,০৩২

১৯৩৭—৩৮—— ২২৭,৩২৭

বোম্বাই ও মাদ্রাজ এই দুইটি প্রদেশই এই সকল দ্রব্যের বেশীর ভাগ রপ্তানী করিয়া থাকে।

(ঘ১) ব্রাস ও ব্রুম প্রস্তুত কারক (বাংলা)

ক্যালকাটা ব্রাস এণ্ড ফাইবার ফ্যাক্টরী—১৭২, বহু বাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ক্যালকাটা হর্ণ এণ্ড ব্রাস ম্যানুফ্যাকচারিং কোং—১৮ আনন্দ পালিত রোড, কলিকাতা।

ক্যালেডনিয়া ব্রাস ওয়ার্কস—৮১, শ্যামবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

চাঁপাতলা ব্রাস ফ্যাক্টরী—১৮, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

(চা বাগানের ব্রাস প্রস্তুত কারক)

ক্লাইমেক্স ব্রাস ওয়ার্কস—১২৩।২, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কিরণ প্রডাক্টস্ লিঃ—যশোহর। চুলের ব্রাস ও দাঁতের ব্রাস প্রস্তুতকারক

পাইওনিয়ার ব্রাস ফ্যাক্টরী—১১ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

পি, বি, রায় এণ্ড কোং—৮৬, কলা বাগান বস্তি নিউ রোড।

(সেভিং ব্রাস প্রস্তুত কারক)

বেঙ্গল ব্রাস ফ্যাক্টরী—১০ নবীন ঘোষাল রোড, বালীগঞ্জ, কলিকাতা।

বি, দত্ত ব্রস—৬২, মানিকতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

রয়েল ব্রাস ওয়ার্কস—৮৪।১ ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সালিমার পেইন্ট, কালার এণ্ড ভার্নিশ কোং লিঃ—৬ লায়নস্ রেঞ্জ, কলিকাতা।

আমহার্ষ্ট ব্রাস ফ্যাক্টরী—১২ বি, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ওয়েষ্ট এণ্ড সাপ্লাই এজেন্সী—১৫, বৃন্দাবন মল্লিক লেন, কলিকাতা।

(সেভিং ব্রাস প্রস্তুত-কারক)

বাংলার বাহিরে অন্যান্য প্রদেশে কয়েকটী ব্রাস ও ব্রুম ফ্যাক্টরী আছে। তন্মধ্যে যুক্ত প্রদেশ ও দিল্লীর স্থানই প্রধান।

(সমগ্র ভারতে বিদেশ হইতে ব্রাস ব্রুম আমদানী)

সন		মূল্য
১৯৩৫—৩৬	———	১৩ লক্ষ ৬৭ হাজার টাকা
১৯৩৬—৩৭	———	১৩ " ১২ " "
১৯৩৭—৩৮	———	১৫ " ১৮ " "

ভারতে ব্রাস ও ব্রুমের কারখানাগুলি ছোট ছোট। বিদেশী প্রতিযোগিতায় সম্মুখীন হওয়া ইহাদের পক্ষে ক্রমেই কঠিন হইয়া পড়িতেছে। ভারত প্রতি বৎসর কয়েক লক্ষ টাকার কুচি রপ্তানী হয়। বড় বড় কারখানার পত্তন করিয়া কুচি ব্রাস ও ব্রুম প্রস্তুত করা যাইতে পারে। নানাশ্রেণীর ব্রাস ও ব্রুমের মধ্যে বিদেশ হইতে প্রায় ৫।৬ টাকার "টয়লেট ব্রাস" আমদানী হয়।

(ঙ১) ব্লেড প্রস্তুত-কারক (বাংলা)

বেঙ্গল কাটলারিস—১৫১, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা (পাইওনিয়ার ব্লেড)।

(চ১) ব্যাটারী প্রস্তুত কারক (বাংলা)

অটো ষ্টোরেজ ব্যাটারী কোং—৩৬, ধর্ম্মতলা, কলিকাতা, 'নিওলাইট' ড্রাইসেল ব্যাটারী প্রস্তুত-কারক।

ভারত ব্যাটারী ম্যানুফ্যাকচারিং কোং—পি, এ, রাসবিহারী এভেনিউ, কলিকাতা।

(প্ল্যাণ্টের ব্যাটারী প্রস্তুত কারক)

সেণ্ট্রাল ইলেকট্রিক কোং লিঃ—১৩২, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট্ কলিকাতা।

ইলেক্ট্রো কেমিক্যাল ইণ্ডাষ্ট্রীস লিঃ—২৬, এ আশুতোষ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা। ষ্টোরেজ্ ব্যাটারী প্রস্তুতকারক।

ফ্লাস্ লাইটস্ (ইণ্ডিয়া) লিঃ—১৩৫, প্রিন্সেপ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ষ্টোরেজ ও ফ্ল্যাস লাইট ব্যাটারী প্রস্তুত-কারক।

ইণ্ডিয়ান ব্যাটারী ম্যানুফ্যাকচারিং কোং—৫৮ সি, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা। ষ্টোরেজ ব্যাটারী প্রস্তুত-কারক।

ন্যাশানাল ব্যাটারী ম্যানুফ্যাকচারিং কর্পোরেশন—১২৪।১এ, রসারোড, কলিকাতা।

সুশীলকুমার কুণ্ডু এণ্ড ব্রস—৪৫, ঘোষাল বাগান লেন, হাওড়া।

ইণ্ডিয়ান ব্যাটারী এণ্ড কারবন্ ম্যানুফ্যাকচারিং কোং—১১২, নাস্কের পাড়া, গুসারী, হাওড়া।

আণ্ট্রা ব্যাটারী কোং—১৭, বদন রায় লেন, হাওড়া।

(ছ॰) (বেল্টিং প্রস্তুতের কারখানা বাংলা)

বেঙ্গল বেল্টিং ওয়ার্কস লিঃ—হেড অফিস, ১৪, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা; ফ্যাক্টরী শ্রীরামপুর।

ইউরেকা বেল্টিং ওয়ার্কস—গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোড, হাওড়া।

আইডিয়াল লেদার ওয়ার্কস—পি, ৯ এ, লেক রোড, কলিকাতা।

ন্যাশনাল ট্যানারী কোং লিঃ—পাগলা ডাঙ্গা রোড, কলিকাতা।

ইণ্ডিয়ান বেল্টিং এণ্ড কটন মিলস্ লিঃ—১৪, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

(সমগ্র ভারতে বিদেশ হইতে বেল্টিং আমদানী)

সন					মূল্য
১৯৩৫—৩৬	৫৩	লক্ষ	৫১	হাজার	টাকা
১৯৩৬—৩৭	৪৫	„	৯৫	„	„
১৯৩৭—৩৮	৬০	„	১৭	„	„

বেল্টিং না হইলে আজিকার যান্ত্রিক-যুগ অচল। বাংলার বাহিরে অন্যান্য প্রদেশে মাত্র ২।৪ প্রতিষ্ঠান কেবল চামড়ার বেল্টিং প্রস্তুত করে।

(জ॰) বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি প্রস্তুত-কারক

(বাংলায় বৈদ্যুতিক বাল্ব প্রস্তুত-কারক)

বেঙ্গল ইলেট্রিক ল্যাম্প ওয়ার্কস লিঃ—অফিস ১৪, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ফ্যাক্টরী—মোল্লাপাড়া রোড, যাদবপুর।

ভারত ইলেক্ট্রিক বাল্ব ওয়ার্কস লিঃ—অফিস ও ফ্যাক্টরী—১।১ উমাকান্ত সেন লেন, দমদম।

ইণ্ডিয়া ইলেকট্রিক ল্যাম্প ম্যানুফ্যাকচারিং কোং লিঃ—অফিস ও ফ্যাক্টরী—১, সুইনহো ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

(বহির্বঙ্গের বাল্‌ব প্রস্তুত-কারক)

বিজলী প্রডাক্টস (ইণ্ডিয়া) লিঃ—৩৬, ল্যামিংটন রোড, নর্থ বোম্বে ৮।
রেডিও ল্যাম্প ওয়ার্কস লিঃ—লাহোর ও করাচী।
মহীশূর ল্যাম্প ওয়ার্কস লিঃ—বাঙ্গালোর।
হিন্দুস্থান ইলেকট্রিক ল্যাম্প ওয়ার্কস লিঃ—আগ্রা।

(বাংলায় বৈদ্যুতিক পাখা প্রস্তুত-কারক)

ক্যালকাটা ফ্যান ওয়ার্কস লিঃ—ফ্যাক্টরী, ৭ হিন্দুস্থান পার্ক, কলিকাতা।
ক্লাইড ফ্যান কোং লিঃ—হেড অফিস ও ফ্যাক্টরী, ৩ অপূর্ব্ব মিটার রোড, কলিকাতা।
এভারেষ্ট ইঞ্জিনিয়ারিং কোং লিঃ—হেড অফিস, ১০২।১ ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। কারখানা—২৯৪।২।১, আপার সার্কুলার রোড, ইটালী, কলিকাতা।
বিদ্যুৎ ফ্যান ওয়ার্কস—২০৩, লোয়ার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।
ন্যাশনাল ইলেকট্রিক্যাল ওয়ার্কস—১৩৭, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
ভারতপুর ইলেকট্রিক কোং—৯৪, লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

(বহির্বঙ্গে বৈদ্যুতিক পাখা প্রস্তুত-কারক)

পাঞ্জাব আয়রন এণ্ড ইলেট্রিক্যাল ওয়ার্কস—লক্ষ্ণৌ। মডেল ইণ্ডাষ্ট্রীস—দয়ালবাগ, আগ্রা। ইষ্টার্ণ ইলেকট্রিক ওয়ার্কস—কানপুর। ইলেক্‌ট্রিক্যাল ফ্যান এণ্ড মটর ওয়ার্কস—বোম্বাই। ইলেক্‌ট্রিক্যাল ফ্যান এণ্ড মটর ম্যানুফ্যাকচারিং কোং লিঃ—শাহদারা।

(বাংলায় বেকেলাইট দ্রব্যাদি প্রস্তুত-কারক)

ইণ্ডিয়া মৌল্ডিং কোং—ভারত ভবন, চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, কলিকাতা। বৈদ্যুতিক জয়েণ্ট কাট-আউট, সুইচ, সিলিং রোজেস প্রস্তুত-কারক।

স্বদেশী ইণ্ডাষ্ট্রীস লিঃ—জয়পুরিয়া হাউস, বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ফ্যাক্টরী—পাণিহাটী। জয়েণ্ট কাট-আউট, সুইচ, সিলিং রোজেস, প্লাগস-কাট-আউট ইত্যাদি প্রস্তুত-কারক।

(সমগ্র ভারতে বিদেশ হইতে বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি—পাখা, বালব, ব্যাটারী, ওয়ার, কেব্‌ল ইত্যাদি আমদানী)

সন							মূল্য
১৯৩৫—৩৬	৩	কোটি	৮	লক্ষ	৩৪	হাজার	টাকা
১৯৩৬—৩৭	৩	"	৩	"	৬১	"	"
১৯৩৭—৩৮	৩	"	৪৬	"	৭৪	"	"

—তদুপরি—

সমগ্র ভারতে (১৯৩৭-৩৮) বৈদ্যুতিক কারখানায় যন্ত্রপাতি আমদানী হইয়াছিল ২ কোটি ৬৯ লক্ষ ৮ হাজার টাকার।

(ঝ১) যন্ত্র-পাতির কারখানা (বাংলা)

(বাংলার মুদ্রাযন্ত্রের কারখানা)

পাল'স ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিঃ—ম্যানেজিং এজেণ্টস—দাস ব্রাসার্স—৩৭, ষ্ট্র্যাণ্ড রোড, কলিকাতা। 'ভারতী' ট্রেডল মেসিন প্রস্তুত-কারক।

স্মল মেসিনারীস্ ম্যানুফ্যাকচারিং কোং—২২, আর, জি, কর রোড, কলিকাতা। 'গ্লোরি' ট্রেড্‌ল মেসিন, হোম প্রিণ্টিং প্রেস, পাইপ

কাটিং মেসিন, লেভার গ্যালি প্রুফ প্রেস, রোলার গ্যালি প্রুফ প্রেস, ইম্পজিং সারফেস্, শ্লাগা কটার, এঙ্গল এণ্ড কর্ণার কাটার, লেড এণ্ড রুল কাটার, কম্পোজিং ষ্টিক, কপি প্রেস, রবার ষ্ট্যাম্প মেকিং মেসিন ইত্যাদি প্রস্তুতকারক।

(সমগ্র ভারতে বিদেশ হইতে মুদ্রাযন্ত্র আমদানী)

সন					মূল্য
১৯৩৫—৩৬	১৬	লক্ষ	৬৮	হাজার	টাকা
১৯৩৬—৩৭	১৮	„	২২	„	„
১৯৩৭—৩৮	২৩	„	৫	„	„

(বাংলায় ম্যাচ তৈয়ার করিবার যন্ত্রপাতির কারখানা)

হারিমা ইঞ্জিনিয়ারিং কোং—৬৯।১ বেলগাছিয়া রোড, কলিকাতা।

এইচ, আর, ব্রাদার্স এণ্ড কোং—৮১।এ, বেচু চাটার্জ্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ষ্টাণ্ডার্ড মেসিনারী কোং—১১, ক্লাইভ রোড, কলিকাতা।

বঙ্গীয় দিয়াশলাই কার্য্যালয়—৭৬, যশোহর রোড, কলিকাতা।

(সেলাই কল-নির্ম্মাতা)

জয় ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিঃ—হেড অফিস, ৫, ডালহৌসী স্কোয়ার ইষ্ট, কলিকাতা। কারখানা—২৫, ল্যাণ্ডস্ডাউন রোড, কলিকাতা। 'উষা' সেলাই কল নির্ম্মাতা।

আলোক সুইং মেসিন—লাহোর।

(সমগ্র ভারতে বিদেশ হইতে সেলাই কল (খুচরা অংশ সহ) আমদানী

সন					মূল্য
১৯৩৫—৩৬	৭৪	লক্ষ	৪৫	হাজার	টাকা
১৯৩৬—৩৭	৬০	„	৯৭	„	„
১৯৩৭—৩৮	৮২	„		„	„

(বাংলায় সূতা-কাটার যন্ত্রপাতির কারখানা)

ঘোষেস্ স্পিনিং মেসিন—ডিষ্ট্রীবিউটার,—ম্যাকলিওড এণ্ড কোং—২৮, ডালহৌসী স্কোয়ার ওয়েষ্ট, কলিকাতা।

(বাংলায় নানা প্রকার যন্ত্রপাতির কারখানা)

বেলিয়াঘাটা ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস—১১, রাধামাধব দত্তের গার্ডেন লেন, বেলিয়াঘাটা, কলিকাতা।

জুস্ এক্সট্রাক্টিং মেসিন (সিঙ্গল-এ্যাকসন টিংচার প্রেস), ডাবল-এ্যাকসন টিংচার প্রেস, গ্রিণ্ডিং মেসিন, ডিষ্টিল্ড ওয়াটার প্ল্যাণ্ট, ডিষ্টিলিং এ্যাপেরেটাস্ মার্কারী ডিষ্টিলেসন এ্যাপেরেটাস, পিল মেকিং মেসিন, ট্যাবলেট মেসিন (হস্ত-চালিত ও শক্তি-চালিত), কল্যাপসেব্‌ল টিউব ফিলিং এণ্ড ক্লোজিং মেসিন, থ্রেড-বলিং মেসিন, কাটিং এণ্ড ক্রাসিং মেসিন, মিক্সিং মেসিন, সোপ ষ্টাম্পিং মেসিন ইত্যাদি প্রস্তুত-কারক।

স্মল মেসিনারীস্ ম্যানুফ্যাকচারিং কোং—২২, আর, জি, কর, রোড, কলিকাতা। সোপষ্ট্যাম্পিং মেসিন, সোপ কাটিং মেসিন, সোপ ফ্রেম, সোপ ডাইস, ট্যাবলেট মেকিং মেসিন, ষ্টীল ডাই এণ্ড পাঞ্চেস্ লজেন্স মেকিং মেসিন, ড্রিপ রোলার্স, ফলের রস এক্সট্রাক্টিং মেসিন, সুপারী কাটার যন্ত্র ইত্যাদি প্রস্তুত কারক।

ডোমেষ্টিক মেসিনস্ মার্কেটিং কোং—৩, লায়নস্ রেঞ্জ, কলিকাতা। 'আটাকল' ও 'ধানবানা' কল প্রস্তুত-কারক।

ইণ্ডাষ্ট্রিয়েল অর্‌ফেনেজ—কাশীনাথ দত্ত রোড, বরাহনগর। জ্যাকার্ড মেসিন প্রস্তুত-কারক।

(সমগ্র ভারতে বিদেশ হইতে মোট যন্ত্রপাতি আমদানী)

সন		মূল্য
১৯৩৫—৩৬	——	১৩ কোটি ৬৭ লক্ষ ৬৬ হাজার টাকা
১৯৩৬—৩৭	——	১৪ „ ১৩ „ ৯৪ „ “
১৯৩৭—৩৮	——	১৭ „ ১৫ „ ৬১ „ „

১৯৩৭—৩৮ ইলেট্রিক্যাল মেসিনারী—১,৬৯,৮৩,৫১৭৲ বয়লার—১,১৬,৮৬,৩৭২৲, মেটাল ওয়ার্কিং মেসিনারী—৩৬,১১,৮৬২৲, তৈল নিষ্কাষণের যন্ত্রপাতি—২২,৮০,২৭৪৲, কাগজের কল—৪৪,৮৯,-৪৩৯৲, পাম্পিং মেসিনারী—৩৬,১৪,৬৬৩৲, রেফ্রিজারেটিং মেসিনারী—২৮,২৮,৬৯২৲, সেলাই ও বুনন যন্ত্রপাতি—৮২,০০,৪২৭৲, চিনির যন্ত্রপাতি—৬৯,৮৬,১৮৩৲, চা এর যন্ত্রপাতি—২০,৮৬,৯২৮৲, টেক্সটাইল মেসিনারী :—তুলা—২,৯২,১২,৭২৯৲, জুট মেসিনারী—১,০৬,১৫,১৯২৲, অন্যান্য টেক্সটাইল মেসিনারী ও তাহাদের অংশ—৫২,২১,৪৭৭৲, টাইপ রাইটার—২১,৯৯,৮৫১ এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতি ২,৯৮,৯৬,৮৩০৲। প্রধানতঃ ইংলণ্ড, জার্ম্মাণ, ও আমেরিকা হইতে এই সকল যন্ত্রপাতি আমদানী হয়।

(এঃ) রবার দ্রব্যাদি প্রস্তুতকারক (বাংলা)

এসিয়েটিক রবার ওয়ার্কস লিঃ—হেড অফিস, ১৯, জাকেরিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা। কারখানা ৫৪।১০ চিংড়িহাটা রোড, কলিকাতা। সাইকেল টিউব, টায়ার ও ক্যানভাস সু প্রস্তুত কারক।

বেঙ্গল ওয়াটার-প্রুফ ওয়ার্কস লিঃ—অফিস ও ফ্যাক্টরী, পাণিহাটী। ওয়াটার প্রুফ, টার্পলিন, গ্রাউন সিট, হোল্ড-অল, মটর-হুড ক্যানভাস ওয়াক্স ক্লথ, গরম জলের বোতল, আইস্‌ব্যাগ, সার্জ্জিক্যাল গ্লাভ, এ্যাপ্রণ, ফিঙ্গার ষ্টল, টিটস, আই ড্রপার, এয়ার বেড, এয়ার পিলো, এয়ার কুশন, রবার হিল, স্পোর্টিং সুট্, গাম বুট, ওভার সু প্রভৃতি প্রস্তুত-কারক।

ভট্টাচার্য্য রাবার ওয়ার্কস—১৮, সুর ইষ্ট রোড, বেলিয়াঘাটা, কলিকাতা। রাবার সু ও রাবার ইরেজার।

ইণ্ডিয়া রাবার গুড্স ম্যানুফ্যাকচারিং কোং—কারখানা, মুরারি পুকুর রোড, কলিকাতা। চরকা মার্কা রাবার ও ক্যানভাস সু। 'গুড রান্' সাইকেল টায়ার ও টিউব এবং রাবার ইরেজার প্রস্তুত কারক।

ইণ্ডিয়া রাবার ওয়ার্কস—১ এ হরলাল দাস ষ্ট্রীট। ইটালী, কলিকাতা। রাবার সলিউসন প্রস্তুত কারক।

আর, বি এস রাবার মিলস্—জওয়ালা প্রসাদ লেন, লিলুয়া। সাইকেল টায়ার ও টিউব, ঘোড়ার গাড়ী ও রিক্সার টায়ার। রাবার সলিউসন, ব্রেক এণ্ড প্যাডল রাবার। গ্যাস টিউবিং, মেডিকেল টিউবিং।

বেঙ্গল রাবার ওয়ার্কস—১৮, সুর ইষ্ট রোড, বেলিয়াঘাটা, কলিকাতা।

বিহার রাবার ইণ্ডাষ্ট্রীয়েল কোং—১৪।১, বিবিবাগান লেন, কলিকাতা।

সেণ্ট্রাল রাবার ওয়ার্কস লিঃ—২০ বি, ট্যাংরা রোড, কলিকাতা।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া রাবার ওয়ার্কস লিঃ—১৬১ চিত্তরঞ্জন এভিনিউ কলিকাতা।

ইম্পিরিয়েল রাবার ওয়ার্কস—১০, কো মেণ্টাল গার্ডেন লেন, কলিকাতা।

কোহিনূর রাবার ওয়ার্কস—৪৬—৬, ক্যানেল ইষ্ট রোড, কলিকাতা।

ন্যাশনাল রাবার ওয়ার্কস লিঃ—৬, তিলজলা রোড, কলিকাতা।

প্রিমিয়ার রাবার ওয়ার্কস লিঃ—১, সনৎ সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সেন ব্রস এণ্ড কোং—১০৮, প্রিন্স আনওয়ার শা রোড, কলিকাতা।

ইউনাটেড রাবার ওয়ার্কস লিঃ—৫১, ট্যাংরা রোড, কলিকাতা।

দি রাবার এণ্ড লেদার ইণ্ডাষ্ট্রিজ—১০, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বাংলার বাহিরে অন্যান্য প্রদেশেও কয়েকটী রাবার দ্রব্যাদি প্রস্তুত কারক কারখানা আছে। অনাবশ্যক বোধে তাহাদের তালিকা দেওয়া হইল না। কয়েকটী বিদেশীয় কোম্পানীও বর্ত্তমানে ভারতে রাবারের কারখানা স্থাপন করিয়াছে।

(সমগ্র ভারতে বিদেশ হইতে রাবার দ্রব্যাদি আমদানী)

১৯৩৫—৩৬	———	২ কোটি	৬ লক্ষ	৮০ হাজার	টাকা
১৯৩৬—৩৭	———	২ ”	১১ ”	২৫ ”	”
১৯৩৭—৩৮	———	১ ”	৮৯ ”	৯৭ ”	”

(ট১) রেডিও প্রস্তুত কারক (বাংলা)

হাউস অব ইণ্ডাষ্ট্রিস্—১৩৪ বি, রসা রোড, কলিকাতা।

(ঠ১) সিলিকেট অব সোডা প্রস্তুত কারক (বাংলা)

ক্যালকাটা গ্লাস এণ্ড সিলিকেট ওয়ার্কস লিঃ—৯, কুণ্ডু লেন, কলিকাতা।

ক্যালকাটা মিনারেল সাপ্লাই কোং লিঃ—৩১, জ্যাকসন লেন, কলিকাতা।

গুজরাট সিলিকেট ওয়ার্কস—২৪১, মানিকতলা মেন রোড, কলিকাতা।

পাঞ্জাব সিলিকেট ওয়ার্কস—বাগমারি রোড, কলিকাতা।

ভারত সিলিকেট ওয়ার্কস—২৪৬, মানিকতলা মেন রোড, কলিকাতা।

(বহির্বঙ্গের সিলেকেট অব সোডা প্রস্তুত কারক)

শ্রীদুর্গা সিলিকেট অব সোডা ফ্যাক্টরী—পোঃ চিরকুন্দা, মানভূম।

শ্রীরতন সিলেকেট কোং—পোঃ কাটরাসগড়, মানভূম।

ফ্রন্টিয়ার কেমিক্যাল ওয়ার্কস—রাওলপিণ্ডি।

(ড১) সিন্দুর প্রস্তুত-কারক (বাংলা)

ইণ্ডিয়ান ভারমিলিয়ন ম্যানুফ্যাকচারিং কোং—১৬।২।১, বাগবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

জাতীয় ইণ্ডাষ্ট্রীস্ লিঃ—পোঃ বক্স ২২৮১, কলিকাতা।

বি দত্ত এণ্ড কোং—মাধবপাশা, বরিশাল।

মায়া প্রডাক্টস্—১০।১এ, নেবুতলা রোড, কলিকাতা।

এন্ চক্রবর্ত্তী এণ্ড কোং—১২, এ, হরলাল মিত্র লেন, কলিকাতা।

এম, সি, জি, পি, ওয়ার্কস—১৯, গোপাল নিয়োগী লেন, কলিকাতা।

আর, এন, এণ্ড কোং—মালাকার টোলা, ঢাকা।

(ঢ১) সেলুলয়েড দ্রব্যাদি প্রস্তুত কারক (বাংলা)

বেঙ্গল সেলুলয়েড ওয়ার্কস—৭২, হ্যারিসন রোড।

ক্যালকাটা সেলুলয়েড ওয়ার্কস লিঃ—হেড অফিস, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা; ফ্যাক্টরী—বালীগঞ্জ, কলিকাতা।

যশোহর কম্ব বাটন এণ্ড ম্যাট্ ম্যানুফ্যাকচারিং কোং লিঃ—হেড অফিস ২০, লালবাজার, কলিকাতা।

ইণ্ডিয়া সেলুলয়েড ওয়ার্কস লিঃ—২৭, কাঁকুড়গাছি ৩য় লেন, কলিকাতা।

স্বদেশী ইণ্ডাষ্ট্রীস লিঃ—রায়পুরিয়া হাউস, বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ইণ্ডিয়া মোল্ডিং কোং—ভারত ভবন, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা।

যশোহর সেলুলয়েড ওয়ার্কস—যশোহর।

যশোহর কম্ব ইণ্ডাষ্ট্রীকোং—যশোহর।

কিরণ প্রডাক্টস লিঃ—যশোহর।

বহির্বঙ্গের সেলুলয়েড দ্রব্যাদি প্রস্তুত-কারক

এস, মিত্র এণ্ড কোং—২১০, গির গাঁও রোড, বোম্বাই।

ইণ্ডিয়ান সেলুলয়েড ওয়ার্কস—মডেল টাউন, লাহোর।

ইণ্ডিয়ান সেলুলয়েডের এণ্ড টিন টয়স্ ওয়ার্কস্—জালন্ধার (সেলুলয়েডের টয় প্রস্তুতকারক)

বালকরাম নাগর—লক্ষ্ণৌ।

ইণ্ডলাইট ম্যানুফ্যাকচারিং কোং লিঃ—ভবনগর, কাথিওয়ার।

ভারতীয় সেলুলয়েড দ্রব্যাদির প্রস্তুতকারকগণ জাপান ও জার্ম্মেনী হইতে সেলুলয়েডের পাত আমদানী করিয়া সেই পাত হইতে সেলুলয়েডের দ্রব্যাদি প্রস্তুত করে। উপযুক্ত পরিমাণে কর্পূর ও সস্তা গ্লিসারিণের অভাবে সেলুলয়েডের পাত এই দেশে তৈয়ার হয় না।

(ণ১) সেলাই সূতা ও গুলি সূতা প্রস্তুত কারক (বাংলা)

চিত্তরঞ্জন ক্রচেট কটন কোং—৩৭, ঘোষ লেন, কলিকাতা।

বেঙ্গল সুইং কটন কোং—৩৯, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ভারত ট্রেডিং কোং—২৫এ সোয়ালো লেন, কলিকাতা।

কেশোরাম কটন মিলস্—৮, রয়েল একচেঞ্জ, কলিকাতা।

এম, বাগ এণ্ড কোং—১২, জ্যাকসন লেন, কলিকাতা।

এল, মল্লিক—১৮৩, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

টুইন বল ম্যানুফ্যাক্‌চারিং কোং—২৭, ফকিরচাঁদ চক্রবর্ত্তী লেন, কলিকাতা।

স্বদেশী শিল্পমন্দির—রাণীদিঘীর পাড়, কুমিল্লা।

বাংলার বাহিরে অন্যান্য প্রদেশে বহু সেলাই ও গুলি সূতা প্রস্তুত কারক

প্রতিষ্ঠান আছে। অনাবশ্যক বোধে তাহাদের নাম দেওয়া হইল না।

(ত১) শ্লেট ও শ্লেট পেনসেল প্রস্তুত কারক (বাংলা)

আচার্য্য শ্লেট ফ্যাক্টরী—১৪।২ ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
অরোরা শ্লেট ম্যানুফ্যাক্‌চারিং কোং—২৭৫ এ, কালিঘাট রোড, কলিকাতা।
বেঙ্গল শ্লেট ওয়ার্কস—জামালখান, চট্টগ্রাম।

(থ১) সোলার হ্যাট প্রস্তুত কারক (বাংলা)

বেঙ্গল হ্যাট ম্যানুফ্যাক্‌চারিং কোং—৬ সনাতন শীল লেন, কলিকাতা।
চূণীলাল বানার্জ্জি—ই, ৮৬।১, কলেজষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা।
ক্যালকাটা হ্যাট এণ্ড ক্যাপ ম্যানুফ্যাক্‌চারিং ফ্যাক্টরী—২৭ এ, বেনী নন্দন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
ক্যাপিটেল ক্যাপ কোং—১৩৯, লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।
গ্রেট হ্যাট ওয়ার্কস—৩ মতিশীল ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
ইম্পি হ্যাট ম্যানুফ্যাক্‌চারিং কোং—১, ডেভিড যোশেফ লেন, কলিকাতা।
ওরিয়েণ্ট হ্যাট ম্যানুফ্যাকচারিং কোং—৯৩।১ জি, বৈঠকখানা রোড, কলিকাতা।
পেনিনসুলার হ্যাট ম্যানুফ্যাকচারিং কোং—১১, বেলু সরকার লেন, কলিকাতা।
পপুলার সোলা হ্যাট ম্যানুফ্যাকচারিং কোং—১৮, ব্রাইট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
রয়েল সোলা হ্যাট কোং—১০২। বি, হরিশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা।

হাজি আবছুল রসিদ মল্লিক ব্রস—ডি ৬৪ ও ৬৪।১, হগ মার্কেট, কলিকাতা।

বাংলার বাহিরে অন্যান্য প্রদেশের কতকগুলি হ্যাট প্রস্তুত-কারক প্রতিষ্ঠান আছে, অনাবশ্যক বোধে তাহাদের তালিকা দেওয়া হইল না।

সমগ্র ভারতে বিদেশ হইতে হ্যাট আমদানী

সন					মূল্য
১৯৩৬-৩৭	১৫	লক্ষ	৯৪	হাজার	টাকা
১৯৩৫-৩৬	১৪	"	৯৪	"	"
১৯৩৮-৩৯	১২	"	৩৬	"	"

(দ১) হোমিওপ্যাথিক গ্লবিউলস প্রস্তুত-কারক (বাংলা)

হোমিও পাবলিশিং কোং—১৭২, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

এস, বি দত্ত এণ্ড কোং—এজেণ্ট ; গণেশ হোমিও হল, ২০৪, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

(ধ১) হোমিওপ্যাথি ঔষধ (পেটেণ্ট) প্রস্তুত-কারক

হোমিও রিসার্চ্চ লেবরেটরী (ঢাকা) স্থাপিত ১৩২৩ সন। প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গীয় ডাঃ সতীশচন্দ্র ঘোষ। বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে দেশীয় গাছগাছড়া হইতে হোমিও ফার্ম্মাকোপিয়া মতে প্রস্তুত সুবিখ্যাত ঔষধের প্রতিষ্ঠান। ভারতে সর্ব্বত্রই ইহাদের এজেন্সী আছে। ম্যাঃ প্রোঃ শ্রীসুনীলকুমার ঘোষ।

(ন১) (বিবিধ)

এ, কে দত্ত এণ্ড কোং—পালপাড়া, চন্দননগর, ম্যাথাম্যাটিক্যাল ইনষ্ট্রুমেণ্ট বক্স নির্ম্মাতা।

ন্যাশানাল সীট এণ্ড মেটাল ওয়ার্কস—৩৬ এ, সাহিত্য পরিষদ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। সকল প্রকার টিনের বাক্স ও কৌটা তৈয়ার হয়। টীনের বাক্স ও কৌটায় উপর রং করা ও লেখা ছাপা হয়।

বেঙ্গল টীন বক্স ম্যানুফ্যাকচারিং কোং লিঃ—১, যদু মিটার লেন, শ্যামবাজার, কলিকাতা। সকল প্রকার কাজের উপযোগী টীনের বাক্স ও কৌটা তৈয়ার হয়। বাক্স ও কৌটার উপর রং করা ও লেখা ছাপা হয়।

আজও এই জিনিষগুলা আমাদের দেশে তৈয়ার হয় না ১৯৩৭-৩৮ সনে আমরা বিদেশ হইতে কিনিয়াছি :

সাইকেল	১	কোটি	১৮	লক্ষ	৫৪	হাজার	টাকা
স্ক্রু			১৫	"	৮৬	"	"
পেরেক			৪৫	"	৬১	"	"
ঘড়ি			৫১	"	৮৫	"	"
কর্পূর			২২	"	৩১	"	"
কষ্টিক সোডা			৪২	"	৮১	"	"
গ্লাস সিট			২৫	"	৪২	"	"
সেফ্টি পিন			৪ লক্ষ টাকা				

বাঙ্গালার শিক্ষার ক্রমোন্নতি

১৯৩৭—৩৮ সনের বার্ষিক সরকারী রিপোর্ট

প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৯৩৭—৩৮	১৯৩৭—৩৮
ছাত্র	২৪,৬০,৫০৭	২৫,৮৫,৯১৫
বালকদিগের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে	১,৭১,০৬৭	১,৮৫,২৩৮
প্রাথমিক বিদ্যালয়ে		
হিন্দু ছাত্র	×	৯,৩৩,১০৬
মুসলমান	×	১১.১৭,০১০
কলিকাতায় প্রাথমিক বিদ্যালয় ছাত্র	৪০,৮১২	৪৩,৮৫১
নৈশ বিদ্যালয় ছাত্র	×	২,৩৫৮
উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় ছাত্র	৩০২৯৮৩	৩,১৭,১১৯
ভারতীয় উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় ছাত্র	১৭,৭৬৭	১৯,৬৫৬
আর্ট কলেজে ছাত্র	৩,৯৮০	৩,৮৪২
ছাত্রীদিগের আর্ট কলেজে		
ছাত্রী সংখ্যা	১,০৫৪	১,২৫১
অন্যান্য কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে		
ছাত্রী	×	৫০০
মেডিকেল স্কুলে		
ছাত্র	×	২,৫২৫
ছাত্রী	×	৪৬
মেডিকেল কলেজে		
ছাত্র ও ছাত্রী (ইউরোপীয়ান ও এংলো-ইণ্ডিয়ান)		৪৯
ছাত্র ও ছাত্রী (হিন্দু)		১,৩৭৬

ছাত্র ও ছাত্রী	(মুসলমান)	৭৯
মোট ছাত্রী	(সর্ব্ব জাতি)	২৮
টেকনিক্যাল স্কুলে ছাত্র	×	৪,৭১৩
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (পোষ্ট গ্রেজুয়েট ও আণ্ডার-গ্রেজুয়েট ক্লাশ)		
ছাত্র	×	১,৬৩৮
ছাত্রী	×	৯৩
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে		
ছাত্র ও ছাত্রী	১,১৮১	১,৩১৬
মুসলমান ছাত্রী		
প্রাথমিক বিদ্যালয়ে		১৯৩৭—৩৮
মুসলমান ছাত্রী		৪,১২,১৭৮
মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়ে		
মুসলমান ছাত্রী		৬৩১
উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে মুসলমান ছাত্রী		৪১৪
আর্ট কলেজে মুসলমান ছাত্রী		৫৫
মোট		৪,২২,৫৮৭

১৯৩৮ সালে ২৬,২০৪ ছাত্র প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়াছিল, তন্মধ্যে পাশ করিয়াছে—২০৫৮২।

১৯৩৮ সালে ২২৬০ জন বালিকা (ভারতীয়) প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়াছিল, তন্মধ্যে ১৫৯৩ জন উত্তীর্ণ হইয়াছিল।

১৯৩৮ সালে মোট ৬৩৭ ছাত্রী আই-এ ও আই-এস-সি পরীক্ষা, ৩০৪ জন বি-এ ও ৩১ জন এম-এ ও এম-এস সি পরীক্ষা দিয়াছিল তন্মধ্যে যথাক্রমে—৩৬৯, ২৮২ এবং ২১ পাশ করিয়াছে।

বাংলার কুটীর শিল্প—খদ্দর

হস্ত-চালিত তাঁতের সাহায্যে বস্ত্র বয়ন বাংলার প্রধান কুটীর শিল্প। কৃষির পরেই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী লোক বস্ত্র শিল্পের দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করে। তাঁতশিল্পের পরই পিত্তল ও কাংস্য শিল্পের স্থান। তা ছাড়াও নিম্নলিখিত কুটীর শিল্পগুলি বাংলার নানাস্থানে কম বেশী প্রচলিত আছে ঃ—(১) ছুরি কাঁচি ইত্যাদি তৈয়ারীর কাজ, (২) সূতারের কাজ, (৩) নৌকা তৈয়ারীর কাজ, (৪) শঙ্খ শিল্প, (৫) কাপাস তূলা হইতে সূতা কাটা ও বস্ত্র বয়ন, (৬) পশম হইতে সূতা কাটা ও বস্ত্র বয়ন, (৭) ভেড়ার লোমের কম্বল বুনন, (৮) গুড় ও চিনি প্রস্তুত, (৯) বিষাণ শিল্প (শিং এর কাজ), (১০) পাট হইতে ছালা ও চট প্রস্তুত (১১) বাঁশ ও বেতের কাজ (১২) বোতাম তৈরী (ঝিনুক, হাড় ও শিং হইতে) (১৩) মৃৎ শিল্প, (১৪) লাক্ষার কাজ, (১৫) সোলার কাজ (১৬) কাগজ তৈয়ারী, (১৭) রং ও ছাপার কাজ (১৮) খেলনা প্রস্তুত (১৯) চামড়ার কাজ, (২০) এড়ি পোকার চাষ, (২১) রেশম বস্ত্রাদি প্রস্তুত।

আজিকার এই ভীষণ অন্ন সমস্যার দিনে বাংলার জনসাধারণকে বাঁচিতে হইলে কুটীর শিল্পের পুনরুদ্ধার চাই। কুটীর শিল্পের পুনরুদ্ধার ও নূতন শিল্পের প্রবর্ত্তনের সুযোগ ও সুবিধা বাংলায় প্রচুর। বাংলার কৃষক বৎসরে ৫ মাস কাজ করে, আর বাকী ৭ মাস আলস্যে বসিয়া কাটায়। বাংলায় লক্ষ লক্ষ স্ত্রীলোক গৃহ-কাজের পর প্রচুর সময় কাজ

অভাবে বৃথা নষ্ট করে। এই বিরাট জনশক্তির কর্ম্মক্ষমতাকে জাতির সেবায় নিযুক্ত করিতে হইলে কুটীর শিল্পের উন্নতি ও প্রচারের জন্য ব্যাপক প্রচেষ্টা চাই।

সম্প্রতি নিখিল ভারত চরকা সঙ্ঘ, খাদি প্রতিষ্ঠান, খাদি মণ্ডল, শিল্পাশ্রম এবং বেঙ্গল খাদি ভাণ্ডার প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান বাংলার নানাস্থানে কেন্দ্র স্থাপন করিয়া কুটীর শিল্পের পুনরুদ্ধারের চেষ্টায় নিযুক্ত আছে। ইহাদেরই চেষ্টায় ১৯৩৬—৩৭ সনে ২,১২,৫৪৮৲ টাকা এবং ১৯৩৭—৩৮ সনে ২,৮৩,১৯৮৲ টাকার খাদি বাংলায় বিক্রয় হইয়াছিল। বাংলায় এই সকল প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন ও বিক্রয় কেন্দ্র ঃ—

খাদি উৎপাদন কেন্দ্র

নিখিল ভারত চরকা সঙ্ঘ

১। বরকামতা (ত্রিপুরা)
২। মাধাইয়া, ঐ
৩। মহাজন হাট, (চট্টগ্রাম)
৪। সুচিয়া, ঐ
৫। দোহাজারী, ঐ
৬। আধুনগর, ঐ
৭। আনোয়ারা, ঐ
৮। মহিরাহিখাইন, ঐ
৯। সিদ্ধিকালী (মুর্শিদাবাদ)
১০। বায়েন্দা, ঐ

খাদি প্রতিষ্ঠান

১। ফেণী (নোয়াখালী)
২। মুন্সীর হাট ঐ
৩। করৈয়াবাজার ঐ
৪। আত্রাই (রাজসাহী)
৫। শান্তাহার (বগুড়া)
৬। তালোড়া, ঐ
৭। টাঙ্গাইল, (ময়মনসিং)

বিদ্যাশ্রম

১। জোরার গঞ্জ (চট্টগ্রাম)
২। সন্দীপ (নোয়াখালী)

১১। গাঁফুর, ঐ
১২। দামোদর (খুলনা)
১৩। সেনহাটী, ঐ
১৪। খালিসপুর, ঐ
১৫। কুমিরা ঐ

খাদি মণ্ডল

আরাম বাগ (হুগলী)
তমলুক (মেদিনীপুর)
করৈয়া (নোয়াখালী)
ইজুতপুর, ঐ
কাজির বাগ ঐ
পরশুরাম ঐ

শিল্পাশ্রম

১। গয়ঘর (ফরিদপুর)
২। শসাদি (নোয়াখালী)

বেঙ্গল খাদি ভাণ্ডার

মুন্সীর হাট (নোয়াখালী)
আমজার হাট, ঐ
ছগল নাইয়া, ঐ

(খাদি বিক্রয় কেন্দ্র)

নিখিল ভারত চরকা সঙ্ঘ—ই ৭৪, কলেজ ষ্টীট, মার্কেট, কলিকাতা। বি ৮৫-৮৬ কলেজ ষ্ট্রিট মার্কেট, কলিঃ। বাংলাবাজার ঢাকা। অন্দরকিল্লা—চট্টগ্রাম। কান্দির পাড়া—কুমিলা। ইংরেজ বাজার—মালদহ।

খাদি মণ্ডল—ই, ৭৫ কলেজষ্ট্রীট, মার্কেট।

খাদি প্রতিষ্ঠান—সোদপুর, ২৪ পরগণা। ১৫ কলেজ স্কোয়ার কলিকাতা. ভবানীপুর—কলিকাতা,লেক রোড—কলিকাতা, মানিকতলা। মৈমনসিংহ, রাজসাহী, আত্রাই, সান্তাহার, ফেণী।

বিদ্যাশ্রম—কলেজষ্টীট মার্কেট।

শিল্পাশ্রম—কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, ফরিদপূর, গয়ঘর।

*কাটুনীরা প্রত্যহ ৮ ঘণ্টা পরিশ্রম করিয়া ৵০ হইতে ।০ আনা রোজগার করিতে পারে।

নিখিল ভারত চরকা সঙ্ঘের রেশম উৎপাদন কেন্দ্র ঃ—

বিষ্ণুপুর (বাঁকুড়া), সোণামুখি (বাঁকুড়া), বসেয়া-বিষ্ণুপুর (বীরভূম), মালদহ, শেরশাহী (মালদহ), আটগামা (মালদহ) সুজাপুর (মালদহ), বিরামপুর (মালদহ) চক-ইসলামপুর। (মুর্শিদাবাদ)

নিখিল ভারত চরকা সঙ্ঘের পশম উৎপাদন কেন্দ্র

কালিম্পং (দার্জ্জিলিং)। সমগ্রভারত হইতে প্রায় ৩ কোটি টাকার পশম বহির্ভারতে রপ্তানী হয়। তন্মধ্যে কালিম্পং হইতে ৫০ লক্ষ টাকার পশম বিদেশে রপ্তানী হয়। নিখিল ভারত চরকা সঙ্ঘ বর্ত্তমানে কালিম্পং এ পশম হইতে সূতা কাটাইয়া কালিম্পঙ-এ শীতবস্ত্রাদি তৈয়ার করাইতেছে।

খাদিপ্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য কুটীর শিল্প ঃ—(১) কুটীরে দিয়াশলাই প্রস্তুত। খাদি প্রতিষ্ঠান হইতে কুটীরে দিয়াশলাই প্রস্তুতের ক্রিয়া আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই ব্যবস্থায় কুটীর উপযোগী যন্ত্রপাতির সাহায্যে কুটীরেই দিয়াশলাই প্রস্তুত করা যায়। খাদি প্রতিষ্ঠানের সোদপুর কর্ম্মশালায় হাতে দিয়াশলাই প্রস্তুত হইয়া কলিকাতার বিক্রয়কেন্দ্রগুলিতে

বিক্রীত হইতেছে। গভর্ণমেণ্ট অনুকূল হইলে দিয়াশলাই প্রস্তুতের কার্য্য লাভজনকভাবে কুটিরেই করা যায়। একজন লোক স্বচ্ছন্দে ৩০।৩৫৲ মাসে উপার্জ্জন করিতে পারে।

(২) **কুটীরে কাগজ প্রস্তুত**—রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় বাঁশকে মণ্ডে পরিণত করিয়া কুটীরেই কাগজ করার পরীক্ষা কার্য্যে খাদি প্রতিষ্ঠান প্রভৃত সাফল্য লাভ করিয়াছে। খাদি প্রতিষ্ঠানে বাঁশ হইতে কাগজ প্রস্তুত হইতেছে। গভর্ণমেণ্টের সহায়তা পাইলে সোদপুরের মত অন্যত্রও লাভজনকভাবে কুটীরে কুটীরে বাঁশ পাট ইত্যাদি হইতে কাগজ প্রস্তুত হইতে পারে।

(৩) **কুটীরে মক্ষিকা পালন**—দেশে প্রচুর মধু উৎপন্ন হয়, কিন্তু সংগ্রহ করিবার দোষে চাকের ময়লা, পোকা বা ডিমের রস ইহার সহিত মিশ্রিত হয়। তা ছাড়াও ভেজাল প্রভৃতির জন্য বাজারে খাঁটি মধু পাওয়া যায় না বলিলেও হয়। মধু ফেরিওয়ালা ভিন্ন কলিকাতায়ই দোকানদারগণ বৎসরে ৭।৮ হাজার মণ মধু বিক্রয় করে। সোদপুরে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে মক্ষিকা পালন আরম্ভ হইয়াছে।

(৪) **কুটীরে চামড়া পাকাই**—প্রতি বৎসর কয়েক কোটি টাকার কাঁচামাল বিদেশে রপ্তানী হয়। ঐ চামড়ার একটা বড় অংশ বিদেশ হইতে পাকা হইয়া এদেশে আবার ফিরিয়া আসে, আমরা উচ্চ মূল্যে তাহা ক্রয় করি। চামড়া পাকা করা একটা বড় শিল্প। যদি কুটীরেই চামড়া পাকা করার ব্যবস্থা করা যায়, তবে অনেকগুলি লোক কুটীরে কুটীরে কাজ পাইতে পারে। খাদি প্রতিষ্ঠান হইতে কুটীর আয়োজনে চামড়া পাকা করার পদ্ধতি শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। এই পদ্ধতিতে অতি উৎকৃষ্ট চামড়া না হইলেও বিদেশ হইতে যে ধরণের চামড়া সাধারণতঃ বাজারে আসে, তাহার চেয়ে নিকৃষ্ট নহে।

বিজ্ঞানে বাঙালী
শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ

শ্রীজগদীশ ঘোষ বি.এ.ও অনিল ঘোষ এম.এ.-সম্পাদিত
লোক-শিক্ষার একমাত্র মাসিক
প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী বার্ষিক ২৲.
৬৪ কলেজ স্ট্রীট : কলিকাতা, ও ঢাকা

ভারত-পরিচয়

(আয়তন)

সমগ্র ভারতের আয়তন	১৮,০৮,৬৭৯	বর্গ মাইল
ব্রিটিশ ভারতের আয়তন	১০,৯৬,১৭১	বর্গ মাইল
দেশীয় রাজ্যের আয়তন	৭,১২,৫০৮	বর্গ মাইল

(জনসংখ্যা)

সমগ্র ভারতের জনসংখ্যা	৩৫,২৮,৩৭,৭৭৮
ব্রিটিশ ভারতের জনসংখ্যা	২৭,১৫,২৬,৯৩৩
দেশীয় রাজ্যের জনসংখ্যা	৮,১৩,১০,৮৪৫

* ভারতে দেশীয় রাজ্যের মোট সংখ্যা প্রায় ৬১০

প্রদেশ হিসাবে জনসংখ্যা

	প্রতিবর্গমাইলে জনসংখ্যা	মোট জনসংখ্যা
আজমীর-মারওয়াড়	২০৭	৫,৬০,২৯২
আসাম	১৩৭	৯২,৪৭,৮৫৭
বেলুচিস্থান	×	৮,৬৮,৬১৭
বাংলা	৬১৬	৫,১০,৮৭,৩৩৮
বিহার	×	৩,২৩,৭১,৪৩৪
উড়িষ্যা	×	×
বোম্বাই	১৭৪	২,৬৩,৯৮,৯৯৭

মধ্য প্রদেশ	১৩৭	১,৮৯,৯০,৯৩৭
মাদ্রাজ	৩২৯	৪,৬৭,৪০,১০৭
পাঞ্জাব	২০৮	২,৮৪,৯০,৮৫৭
যুক্তপ্রদেশ	৪৪২	৪,৯৬,১৪,৮৩৩
দিল্লী	১১১০	৬,৩৬,২৪৬
আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ		২৯,৪৬৩
কুর্গ	×	১,৬৩,৩২৭
সিন্ধু	×	৩৮,৮৭,৭০
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ		২৪,২৫,০৭৬

ধর্ম্মানুসারে জনসংখ্যা

হিন্দু	২৩, ৯১, ৯৫, ০০০
মুসলমান	৭, ৭৬, ৭৮, ০০০
শিখ	৪৩, ৩৬, ০০০
জৈন	১২, ৫২, ০০০
বৌদ্ধ	১, ২৭, ৮৭, ০০০
পার্শি	১, ১০, ০০০
খৃষ্টান	৬২, ৯৭, ০০০
আদিম	৮২, ৮০, ০০০

প্রাদেশিক জনসংখ্যায় হিন্দু-মুসলমান

হিন্দু বেশী	হিন্দু	মুসলমান
বিহার উড়িষ্যা	৩,১০,১০,৬৬০	৪২,৬৪,৭৭৬
বোম্বাই	১,৬৬,১৯,৮৬৬	৪৪,৫৭,১৩৩

আসাম	৪৯,৩১,৭৬০	২৭,৫৪,৯১৪
মধ্যপ্রদেশ	১,১৩,৬০,১০৫	৮,৮২,৮৫৪
দিল্লী	৩,৯৯,৮৬৩	২,০৬,৯৬০
মাদ্রাজ	৪,০৩,৯২,৯০০	৩৩,১৬,০৮৩
যুক্তপ্রদেশ	৪,০৯,০৫,৫৩২	৭১,৮৩,৯২৭
মুসলমান-বেশী	মুসলমান	হিন্দু
বেলুচিস্থান	৪০৫,৩০৯	৪১,৪৩২
বাংলা	২,৭৫,৩০,৩২১	২,১৫,৩৭,৯২১
সামান্ত প্রদেশ	২২,২৭,৩০৩	১,৪২,৩৭,৯৭৭
পাঞ্জাব	১,৩৩,৩২,৪৬০	৬৩,২৮,৫৩৮

ভাষা হিসাবে জন-সংখ্যা

(পশ্চিমা) হিন্দি	৭১, ৫৭৪০০০
বাংলা	৫৩, ৪৬৯০০০
তেলেগু	২৬, ৩৭৪০০০
মারাঠী	২০, ৮৯০০০০
তামিল	২০, ৪১২০০০
পাঞ্জাবী	১৫, ৮৩৯০০০
রাজস্থানী	১৩, ৮৯৮০০০
কানারী	১১, ২০৬০০০
উড়িয়া	১১, ১৯৪০০০
গুজরাটী	১০, ৮৫০০০০
বর্ম্মী	৮, ৮৫৪০০০

মালয়ালম্	৯, ১৩৮০০০
(পশ্চিমা) পাঞ্জাবী	৮, ৫৬৬০০০

ভারতের কয়েকটি বড় শহরের জন-সংখ্যা

অমৃতসর	২,৬৪,৮৪০	নাগপুর	২,১৫,১৬৫
আগ্রা	২,২৯,৭৬৪	পাটনা	১,৫৯,৬৯০
আজমীর	১,১৯৫২৪	পুনা	২,৫০,১৮৭
আহামদাবাদ	৩,১৩,৭৮৯	পেশোয়ার	১,২১,৮৬৬
ইন্দোর	১,২৭,৩২৭	বাঙ্গালোর	৩,০৬,৪৭০
এলাহাবাদ	১,৮৩,৯১৪	বোম্বাই	১১,৬,১৩৮৩
করাচী	২,৬৩,৫৬৫	মাদুরা	১,৮২,০০৭
কলিকাতা	১,১৯,৬৭৩৪	মাদ্রাজ	৬,৪৭,২৩০
কানপুর	২,৪৩,৭৫৫	মীরাট	১,৩৬,৭০৯
কাশী	২,০৫,৩১৫	রাওয়ালপিণ্ডি	১,১৯,২৮৪
জব্বলপুর	১,২৪,৪৬৯	লক্ষ্নৌ	২,৭৪,৬৫৯
জয়পুর	১,৪৪,১৭৯	লাহোর	৪,২৯,৭৪৭
ত্রিচিনোপলী	১,৪১,৬৪০	শ্রীনগর	১,৭৩,৬৪৯
দিল্লী	৪,৪৭,৪৪২	হায়দরাবাদ	৪,৬৬,৮৯৪

ভারতে ইউরোপীয়ের সংখ্যা (১৯৩১)

	স্ত্রী	পুরুষ	মোট
ইউরোপীয়	৫০,৭৯৮,	১,১৭,৩৩৫	১,৬৮,১৩৩
ইঙ্গ-ভারতীয়	৬৭,১৪৮	৭১,২৪৭	১,৩৮,৩৯৫

ভারতের সৈন্য-বিভাগ

ব্রিটিশ অশ্বারোহী—৫ রেজিমেণ্ট।

(ব্রিটিশ) অশ্বারোহী আর্টিলারী—৪ ব্যাটারী।

ব্রিটিশ ফিল্ড আর্টিলারী—১০ ব্রিগেড।

ব্রিটিশ লাইট আর্টিলারী—৬ ব্যাটারী।

ব্রিটিশ বড় আর্টিলারী—২ ব্যাটারী।

ব্রিটিশ মাঝারী আর্টিলারী—২ ব্রিগেড।

ব্রিটিশ বিমান প্রতিরোধক আর্টিলারী—১ ব্যাটারী।

(ব্রিটিশ) স্যাপার ও মাইনার—৩ রেজিমেণ্ট।

ব্রিটিশ পদাতিক—৪৫ ব্যাটালিয়ান।

ভারতীয় ফিল্ড আর্টিলারী—১ ব্রিগেড (ইহারা শিক্ষা লাভ করিয়া তৈয়ার হইবে)।

ভারতীয় পাহাড়ী আর্টিলারী—১৯ ব্যাটারী।

ভারতীয় পদাতিক—৮০ ব্যাটালিয়ন (২ ব্যাটালিয়ন ভারতের বাহিরে)।

গুর্খা পদাতিক—২০ ব্যাটালিয়ন।

ভারতীয় পদাতিক শিক্ষক—১৮ ব্যাটালিয়ন।

১৯৩৬ সালে ব্রিটিশ সৈন্য সংখ্যা ৫৮,৫৫৪ ও ভারতীয় সৈন্য ও কর্ম্মচারীর সংখ্যা ১,৫৯,২০০।

কমিশন প্রাপ্ত বিমান পোত—৯৯, যুদ্ধ জাহাজ—৪।

ভারতের সামরিক ব্যয়

(জল, স্থল ও ব্যোম তিন প্রকার সৈন্যের খরচ)

সন	কোটি টাকা	সন	কোটি টাকা
১৯১০—১১	২৮	১৯২৭—২৮	৫৪.৫
১৯১১—১২	২৮.৫	১৯২৮—২৯	৫৫

১৯১২—১৩	২৮'৫	১৯২৯—৩০	৫৫'১০
১৯১৩—১৪	২৯	১৯৩০—৩১	৫৪'৫০
১৯২১—২২	৬৮	১৯৩১—৩২	৫১'৭৬
১৯২২—২৩	৬৩'৫	১৯৩২—৩৩	৪৬'৭৪
১৯২৩—২৪	৫৫	১৯৩৩—৩৪	৪৪'৪২
১৯২৪—২৫	৫৫'৫	১৯৩৪—৩৫	৪৩'৩৪
১৯২৫—২৬	৫৬	১৯৩৫—৩৬	৪৪'৯৮
১৯২৬—২৭	৫৬	১৯৩৬—৩৭	৪৫'৪৫

ভারতীয় ও ব্রিটিশ সৈন্যের খরচ (জনপ্রতি)

যুদ্ধের পূর্ব্বে প্রত্যেক ব্রিটিশ সৈন্যের জন্য বার্ষিক ব্যয় হইতে ৮০৫৲ টাকা।
যুদ্ধের পর প্রত্যেক ব্রিটিশ সৈন্যের জন্য বার্ষিক ব্যয় হয় ১২৩৭৲ টাকা।
যুদ্ধের পূর্ব্বে প্রত্যেক ভারতীয় সৈন্যের জন্যবার্ষিক ব্যয় হইত ২২৯৲ টাকা।
যুদ্ধের পর প্রত্যেক ভারতীয় সৈন্যের জন্য বার্ষিক ব্যয় হয় ৪৩৩৲ টাকা।

ভারতের শিক্ষা

সমগ্র পৃথিবীর জন-সংখ্যার এক-পঞ্চমাংশ ভারতে বাস করে এবং সমগ্র পৃথিবীর এক-তৃতীয়াংশ অশিক্ষিত লোক ভারতেই বাস করে। ভারতের পঁয়ত্রিশ লক্ষ লোকের মধ্যে পঁচিশ লক্ষ লোক মাত্র লিখিতে পড়িতে পারে।

গত ১০বৎসরে (১৯২১—১৯৩১) ভারতে শিক্ষিতের হার শতকরা মাত্র একজন করিয়া বাড়িয়াছে।

	শিক্ষিত শতকরা		শিক্ষিত শতকরা
পার্শী	৭৯	বৌদ্ধ	৯
ইহুদী	৪১	হিন্দু	৮

বর্ম্মী	৩৬	মুসলমান	৬
জৈন	৩৫		
খৃষ্টান	২৮	পার্ব্বত্য জাতি	৭
শিখ	৯	গড়ে	৮

ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়

নাম	স্থাপিত	বর্ত্তমান ভাইস্-চ্যান্সেলার
অন্ধ্র	১৯২৬	সি, আর, রেড্ডী
অন্নমলাই	১৯২৯	শ্রীনিবাস শাস্ত্রী
আগ্রা	১৯২৭	পি, সি, বসু
আলিগড়	১৯২০	স্যার শাহ্ মহম্মদ সুলেমান
এলাহাবাদ	১৮৮৭	ইক্‌বাল নারায়ণ গুর্ত্তু
ওস্মানিয়া	১৯১৮	মেহ্‌দী ইয়ার জঙ্গ
কলিকাতা	১৮৫৭	আজিজুল হক্
ঢাকা	১৯২১	রমেশচন্দ্র মজুমদার
দিল্লী	১৯২২	রামকিশোর
নাগপুর	১৯২৩	টি, জে, কেদার
পাঞ্জাব	১৮৮২	জে, ডি, বার্ণ
পাটনা	১৯২৭	সচ্চিদানন্দ সিংহ
পুনা (মহিলা)	১৯১৬	ডি, কে, কার্ভে
বিশ্বভারতী	১৯২১	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
বেনারস হিন্দু	১৯১৫	রাধাকিষণ
বোম্বাই	১৮৫৭	ভি, এন্, চন্দ্রাভরকর
মহীশূর	১৯১৬	এন, এস্, সুব্বারাও
লক্ষ্ণৌ	১৯২০	রঙ্গনাথম্

প্রথম ভারতীয়

আই সি এস—সত্যেন্দ্র নাথ ঠাকুর।

আই সি এস, পরীক্ষায় প্রথম—অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

ইঞ্জিনিয়ার—নীলমণি দত্ত।

নোবেল প্রাইজ পান—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৯১৩ সাহিত্যে)।

পার্লামেন্টের সদস্য—মাঞ্চারজী ভবনগরী।

প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা (ছোট লাট)—সত্যেন্দ্র প্রসন্ন সিংহ।

ভাইস-চ্যানসেলার—গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

মিলিটারী ক্রস পান—কল্যাণ কুমার মুখোপাধ্যায়।

লর্ড—সত্যেন্দ্র প্রসন্ন সিংহ।

ব্যারিষ্টার—জ্ঞানেন্দ্র মোহন ঠাকুর।

বৈমানিক—ইন্দ্রলাল রায়।

বিলাত ফেরৎ ডাক্তার—ভোলানাথ বসু, গোপাল চন্দ্র শীল, দ্বারকানাথ বসু, সূর্য্যকুমার চক্রবর্ত্তী।

ব্যবস্থা পরিষদের সভাপতি—ভি, জে, প্যাটেল।

রয়াল সোসাইটীর সদস্য—রামানুজম্।

র‍্যাংলার—আনন্দমোহন বসু।

শব-ব্যবচ্ছেদক—মধুসূদন গুপ্ত ও রামকৃষ্ণ দত্ত।

হাইকোর্টের চীফ জাষ্টিস—রমেশচন্দ্র মিত্র।

ভারতবাসীর আয়

ভারতবাসীর গড়ে বাৎসরিক আয় নিম্নলিখিত অর্থনীতি-বিদ্‌দের হিসাবে এইরূপ :—

	জন প্রতি বার্ষিক
দাদাভাই নৌরজী (১৮৭০)	২০ টাকা
সার ডেভিড বারবুর (১৮৮২)	২৭ টাকা

ডিগবি (১৮৯৮)	১৮ টাকা ৯ আনা
এটকিন্‌সন (১৮৭৫)	২৫ টাকা
লর্ড কার্জ্জন (১৯০০)	৩০ টাকা
ডিগবি (১৯০০)	১৭ টাকা ৪ আনা
ওয়াদিয়া ও যোশী (১৯১৩)	৪৪ টাকা ৫ আনা ৬ পাই
শা ও খাম্বাটা (১৯২১)	৬৭ টাকা ৬ পাই
ফিণ্ডলে শিরাস (১৯২১)	১০৭ টাকা
,, ,, (১৯২২)	১১৬ টাকা

ভারতীয় কৃষকের ঋণ

ব্যাঙ্ক তদন্ত কমিটি ভারতের কৃষিঋণের পরিমাণ ৯০০ কোটি টাকা বলিয়া স্থির করিয়াছেন। বিভিন্ন প্রদেশের হিসাব এই—

প্রদেশ	কৃষকের মোট ঋণ	প্রদেশ	কৃষকের মোট ঋণ
আসাম	২২ কোটি টাকা	ব্রহ্মদেশ	৫৯-৬০ কোটি টাকা
বাংলা	১০০ ,, ,,	কুর্গ	৩৫ ,, ,,
বিহার	১৫৫ ,, ,,	মাদ্রাজ	১৫০ ,, ,,
উড়িষ্যা			
বোম্বাই	৮১ ,, ,,	পাঞ্জাব	১৩৫ ,, ,,
মধ্যপ্রদেশ	৩৬ ,, ,,	যুক্তপ্রদেশ	১২৪ ,, ,,

ভারত গবর্ণমেণ্টের সুদী ঋণ

	ভারতবর্ষে			ইংলণ্ডে			মোট		
	কোটি	লক্ষ	টাকা	কোটি	লক্ষ	টাকা	কোটি	লক্ষ	টাকা
১৯৩১	৬৫১	৭৮	,,	৫১৮	১২	,,	১১৬৯	৯০	,,
১৯৩২	৭০৭	১৮	,,	৫০৬	৪৫	,,	১২১৩	৬৩	,,

১৯৩৩	৭০৬	৪৮	„	৫০৫	৩৬	„	১২১১	৮৪	„
১৯৩৪	৭১৩	৫৯	„	৫১২	১৫	„	১২২৫	৭৪	„
১৯৩৫	৭২৬	৪২	„	৫১৩	১১	„	১২৩৯	৫৩	„
১৯৩৬	৭০৭	৪২	„	৫০৩	৩২	„	১২১০	৭৪	„

দেশীয় রাজ্য

রাজ্য	গড়পড়তা বার্ষিক আয়	রাজ্য	গড়পড়তা বার্ষিক আয়
	টাকা		টাকা
কালাট	১৪,৪৯,০০০	কপূর্রতলা	৩৬,০০,০০০
ভূটান	৪.০০,০০০	মণ্ডি	১২,৫৮,০০০
ভূপাল	৮০,০০,০০০	নাভা	২৫,৫৫,০০০
দেওয়াস্ (ছোটতরফ)	৫,২৮,০০০	পাতিয়ালা	১,৪৫,০০,০০০
নরসিংগড়	৯,০৬,০০০	ভরতপুর	৩১,৬৭,০০০
দাটিয়া	১৪,৩৩,০০০	বুন্দি	১৭,৩৫,০০০
পান্না	১২,৬৫,০০০	ঢোলপুর	১৬,৭৮,০০০
ইন্দোর	১,২৪,২১,০০০	আলোয়ার	৩৭,০০,০০০
রেয়া	৬০,০০,০০০	জয়পুর	১,২০,০০,০০০
জাওরা	১২,৯৬,০০০	উদয়পুর	৬৭,৩১,০০০
কোলাপুর	৭৭,০০,০০০	যোধপুর	১,৪২,০৮,০০০
কালাহাণ্ডি	৬,৩৫,০০০	বিকানীর	১,২১,০০,০০০
ময়ূরভঞ্জ	২৬,৬০,০০০	সিকিম	৪,৮৬,০০০
বরোদা	২,৬০,০৯০০০	ভবনগর	১,৫০,০৮,০০০
রাজপিপলা	২৪,৯৫,০০০	জুনাগড়	৮০,০০,০০০
গোয়ালিয়র	২,৪১,৭৯,০০০	নবনগর	৯৩,৪৭,০০০

রাজ্য	গড়পড়তা বার্ষিক আয়	রাজ্য	গড়পড়তা বার্ষিক আয়
	টাকা		টাকা
হায়দ্রাবাদ	৭,৯৮,৯০,০০০	মণিপুর	৭,৪১,০০০
কাশ্মীর ও জম্মু	২,২৩,২৯,০০০	কুচবিহার	২৫,৮৪,৬৯৭
ত্রিপুরা	৩০,৮৬,০০০	কোচিন	৯০,০৯,০০০
কাশী	১৭,৯৮,৭৭১	ত্রিবাঙ্কুর	২,৪৪,০২,০০০
মহীশূর	৩,৪৫,২৭,০০০	ভাওয়ালপুর	৪৫,৫০,০০০

ভারতীয় প্রবাসী

দেশের নাম	ভারতীয় লোকসংখ্যা
১। সিংহল	৬,৫৯,৩১১
২। বৃটিশ মালয়	৬,৫৭,৭২০
৩। হংকং	৪,৭৪৫
৪। মরিসাস	২,৬৪,২১১
৫। সেসেলিস	৫০৩
৬। জিব্রাল্টার	৮০
৭। নাইজেরিয়া	৩২
৮। কেনিয়া	৩৮,৩২৫
৯। উগাণ্ডা	১৫,০০০
১০। নিয়াসাল্যাণ্ড	১,৫৫৮
১১। জাঞ্জিবার	১৪,২৪২
১২। টাঙ্গানিকা	২৩,৪২২
১৩। জেমাইকা	১৮,৪৮৭
১৪। ট্রিনিদাদ	১,৫১,০৭৬

দেশের নাম	ভারতীয় লোকসংখ্যা
১৫। বৃটিশ গায়না	১,৩৮,৩০৪
১৬। ফিজি দ্বীপ	৮৫,০০২
১৭। উত্তর রোডেসিয়া	১৭৬
১৮। দক্ষিণ "	২,১৮৪
১৯। কানাডা	১,৫৯৯
২০। অষ্ট্রেলিয়া	২,৪০৪
২১। নিউজিলণ্ড	১,১৬৬
দক্ষিণ আফ্রিকা	
২২। নেটাল	১,৮৩,৬৪৫
২৩। ট্রান্সভাল্	২৫,৫৬১
২৪। কেপ প্রভিন্স	১০,৬৯২
২৫। অরেঞ্জ ফ্রি-ষ্টেট্	২৯
২৬। দঃ আফ্রিকান প্রটেক্‌টরেটস	৪০৯
২৭। দঃ পশ্চিম আফ্রিকা	১৪
২৮। মালদ্বীপ	৫৪০
২৯। বৃটিশ নর্থ বোর্ণিও	১,২৯৮
৩০। এডেন	৭,২৮৭
৩১। ব্রিটিশ সোমালিলেণ্ড	৫২০
৩২। যুক্তরাজ্য	৭,১২৮
৩৩। মাল্‌টা	৪১
৩৪। গ্রেনাডা	৫,০০০
৩৫। সেণ্টলুশিয়া	২,১৮৯
৩৬। ব্রিটিশ হণ্ডুরাস	৪৯৭
ব্রিটিশ সাম্রাজ্য মোট	২৩,২৮,৪৩৮

বিভিন্ন দেশ :—

৩৭।	ডাচ্ ইষ্ট ইণ্ডিস	২৭,৬৩৮
৩৮।	শ্যাম্	৫,০০০
৩৯।	ফ্রেন্স ইন্দোচীন	৬,০০০
৪০।	জাপান	৩০০
৪১।	বাহারিণ	৫০০
৪২।	মাসকাট্	৪৪১
৪৩।	পর্ত্তুগীজ ইষ্ট আফ্রিকা	৫,০০০
৪৪।	ইরাক	২,৫৯৬
৪৫।	মাডাগাসকার	৭,৯৪৫
৪৬।	রিইউনিয়ন	১,৫৩৩
৪৭।	আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র	৫,৮৫০
৪৮।	ডাচগায়না	৩৭,৯৩৩
৪৯।	ব্রেজিল	২,০০০
৫০।	অন্যান্য পাশ্চাত্য দেশে	১,০০০
	বিভিন্ন দেশের মোট	১০৩,৭৩৬
	সর্ব্ব সাকল্যে মোট	২৪,৩২,১৭৪

পৃথিবী-পরিচয়

পৃথিবীর আয়তন ও জনসংখ্যা

মোট আয়তন	১৯,৬৯,৫০,০০০	বর্গমাইল
জল	১৩,৯৪,৪০,০০০	,,
স্থল	৫,৭৫.১০,০০০	,,
এসিয়া	১,৭০,০০.০০০	,,
আফ্রিকা	১,১৫,০০,০০০	,,
উত্তর আমেরিকা	৮০,০০,০০০	,,
দক্ষিণ আমেরিকা	৬৮,০০,০০০	,,
মেরু প্রদেশ	৬২,০৫,০০০	,,
অষ্ট্রেলিয়া দ্বীপপুঞ্জ	৪০,০০,০০০	,,
ইউরোপ	৩৭,৫০,০০০	,,
উর্ব্বর ভূমি	৫,৩০,০০,০০০	,,
হ্রদ ও নদী	১০,০০,০০০	,,
মরুভূমি	৫০,০০,০০০	,,
দ্বীপ	১৯,১০,০০০	,,

পৃথিবীর জনসংখ্যা

এশিয়া	১১৪,৭৭,০৭,৪৫৫
আফ্রিকা	১৫,৬৫,৭৬,৭৮৯
ইউরোপ	৫৭,৪২,৭৪,৪৯৫
উত্তর আমেরিকা	১৭,৪৩,৭৫,২৭৯
অষ্ট্রেলিয়া	৮,১৬,৮২,৮৫৯
দক্ষিণ আমেরিকা	৮,৭৩,৯৮,০২৫
মোট	২২২,২০,১৪,৯০২

পৃথিবীর ভাষা

আবিসিনিয়ার ভাষা		৫৫,০০,০০০					
			লোক				লোক
আফগান	“	১,১০,০০,০০০	,,				
আরবী	“	২,৯০,২১,৪৯৬	,,	ইতালীয়	”	৪,১৩,৬৪,৫৬৬	”
বাংলা	”	৫,৩৪,৬৮,৪৬৯	”	জাপানী	”	৯,০৪,০০,০০০	”
চীন	”	৪৭,৫০,০০,০০০	”	মারাঠী	”	২,০৮,৯০,০০০	”
ইংরাজী	”	২৪,৪৯,৯৫,৫০০	”	ফারসী	”	১,০০,০০০০	”
ফরাসী	”	৬,২৪,১০,০৪৫	”	পাঞ্জাবী	”	১,৫৮,৩৯,২৫৪	”
জার্ম্মানী	“	৭,৮২,৩৩,১৪২		রাশিয়ান	“	১৬,০০,০০,০০০	“
গ্রীক	“	৬৪,৮০,০০০		স্পেনীয়	“	৮০,০১,৮৯.৮৯২	“
				গুজরাটী	“	১,০৮,৪৯,৯৮৪	
				তামিল	,,	২,০৪,১২,৬৫২	“
তুর্কী	“	১,৪৬,৪৮,২৭০		তেলেগু	,,	২,৫০,০০,০০০	“

পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী

খৃষ্টান	
রোমান ক্যাথলিক	৩৩১,৫০০,০০০
গোঁড়া ক্যাথলিক	১১৪,০০০,০০০
প্রোটেষ্টাণ্ট	২০৬,৯০০,০০০
বৌদ্ধ	১৫০,১৮০,০০০
হিন্দু	২৩০,১৫০,০০০
ইহুদী	১৫,৩১৫,৩৫৯
মুসলমান	২০৯,০২০,০০০
কনকুশিয়ান	৩৫০,৬০০,০০০
শিণ্টোইষ্ট	২৫,০০০,০০০

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের পার্লিয়ামেণ্টের নাম

দেশ	পার্লিয়ামেণ্ট
আমেরিকা	কংগ্রেস
ইংলণ্ড	পার্লামেণ্ট
জার্ম্মানী	রাইখষ্ট্যাগ
ফ্রান্স	চেম্বার
ইতালী	সিনেট
স্পেন	কোর্টেস
আয়ারলাণ্ড	ডেল আরিয়েন
হল্যাণ্ড	ষ্টেটস জেনারেল
নরওয়ে	ষ্টটিং
সুইজারল্যাণ্ড	ফেডারেল এসেম্বলি
ডেন্মার্ক	রিগস্ডাগ
তুরস্ক	গ্রাণ্ড ন্যাশানাল এসেম্বলি
পারস্য	মজলিস
মিশর	বার্লামান
ভারতবর্ষ	ফেডারেল এসেম্বলি
জাপান	ডায়েট

পৃথিবীর কয়েকটি বৃহত্তম শহর

নাম	জনসংখ্যা	নাম	জনসংখ্যা
লণ্ডন	৮২,০২,৮১৮	শাংহাই	৩২,৫৯,১১৪
নিউইয়র্ক	৬৯,৩০,৪৪৬	প্যারিস্	২৮,৭১,০৩৯
টোকিও	৪৯,৭৮,৩৯০	মস্কো	২৭,৮১,৩০০
বার্লিন	৪০,২৪,১৮৬	ওসাকা	২৪,৫৩,৫৭৩
শিকাগো	৩৩,৭৬,৪৩৮	ফিলাডেল্ফিয়া	১৯,৫০,৯৬১
ভিয়েনা	১৮,৬৫,০০০	বোম্বাই	১১,৬১,৩৮৬
লেনিন্গ্রাড	১৬,১৭,০০৭	হাম্বুর্গ	১১,৪৩,০৭৯
রায়ো ডি জ্যানিরো	১৪,৬৮,৬২১	গ্লাস্গো	১০,৮৮,৪১৭
টিন্সিন্	১৩,৮৭,৪৬২	কায়রো	১০,৬৪,৫৬৭
লস্ এঞ্জেলিস্	১২,৩৮,০৪৮	মেল্বোর্ণ্	১০,৩০,৭৫০
কলিকাতা	১১,৯৬,৭৩৪	বার্মিংহাম্	১০,০২,৪১৩
মেক্সিকো	৯৬৮৪৪৩	রোম	৯৯৯৯৬৪

বড় গ্রন্থাগার

জাতীয় গ্রন্থাগার, প্যারিস	৭৯,৭০,০০০	বই
ব্রিটিশ মিউজিয়ম, লণ্ডন	৪১,৫৬,৪০০	”
বড্লিয়ান গ্রন্থাগার, অক্সফোর্ড	৩৯,৬০,০০০	”
লেনিন গ্রন্থাগার, মস্কো	৫৫,৪১,০০০	”
জাতীয় গ্রন্থাগার, লেনিনগ্রাড	৫১,৬৩,৯৪৮	”
জাতীয় গ্রন্থাগার, ভিয়েনা	২২,৬৫,৫০০	”
প্রুসিয়ার জাতীয় গ্রন্থাগার, বার্লিন	৩৬,৮৬,৬৯০	”

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধনী

১। এডসেল ফোর্ড, আমেরিকা
২। হেনরি ফোর্ড ”
৩। এডোয়ার্ড রথ্স্চাইল্ড, ফ্রান্স
৪। ডিউক অফ ওয়েষ্টমিনিষ্টার, ইংলণ্ড
৫। হোহেনজোলার্নের উইলিয়াম, জার্ম্মেনী
৬। বরোদার গাইকোয়াড়
৭। সাইমন পেটিনো, বলিভিয়া
৮। লর্ড ইভিয়াগ, ইংলণ্ড
৯। আগা খাঁ, ভারতবর্ষ
১০। হায়দ্রাবাদের নিজাম
১১। ওয়েণ্ডেল, ফ্রান্স
১২। ছোট রকফেলার, আমেরিকা
১৩। লুই ড্রেফুস, ফ্রান্স
১৪। ফ্রিজ থাইসেন, জার্ম্মাণী
১৫। এন ইয়াং সাং, চীন
১৬। ফ্রাঙ্ক ষ্টিন লর্টি, কিউবা
১৭। ফ্রেডারিক ফ্লিক, জার্ম্মেণী।

সব চেয়ে বেশী বেতন

আমেরিকার সভাপতি ৭৫,০০০ ডলার বা প্রায় ২,৭৫,০০০ টাকা বৎসর
ভারতবর্ষের বড়লাট ২,৫০,৮০০ ” ”

ইংলণ্ডের লর্ডচ্যান্সেলার	৮,০০০ পাউণ্ড বা প্রায়	১,১০,০০০	”	”
ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী	৫,০০০ ” ”	৭০,০০০	”	”
জাপানের প্রধান মন্ত্রী	৮,০০০ ইয়েন ”	৭,৪৮৮	”	”
জার্ম্মেণীর চ্যান্সেলার	৩৭,৮০০ মার্ক			

গত মহাযুদ্ধের সংবাদ

১৯১৪-১৮ সালের য়ুরোপীয় মহাযুদ্ধে ৮৪,৬১,৫৯৫ জন নিহত ও ও ২,১০,৯৯৯৩৫ জন আহত হয়। যুদ্ধে দৈনিক ব্যয় হয় বৃটিশ পক্ষে ৫০ হইতে ৭০ লক্ষ পাউণ্ড। নিউ ইয়র্কের ব্যাঙ্কার্স ট্রাষ্ট কোম্পানির হিসাবে যুদ্ধের মোট অর্থব্যয় হয় ৫৫৪৮৬০০০০০০০ পাউণ্ড। ইহার মধ্যে ভারতবর্ষ দিয়াছিল ৬৮৭১০০০০০ পাউণ্ড এবং ইংলণ্ড দিয়াছিল ১১০৭ কোটি পাউণ্ড। লোকক্ষয় ও অর্থব্যয় ছাড়া ফ্রান্সের ৫৪০ কোটি ও ইংলণ্ডের ৩৫০ কোটি পাউণ্ড ক্ষতি হইয়াছে।

এই যুদ্ধে কার কত সৈন্য সংখ্যা ছিল তাহা লেখা গেল—

ব্রিটিশ সাম্রাজ্য—৮৯০৪০০০০

নেপালী সৈন্য ৫৮৯০৪

ভারতীয় সৈন্য ১০৯৭৬৪২ (ইহার মধ্যে পাঞ্জাব হইতেই যায় ৪৪৬৯৭৬, বাংলা হইতে ৫৯০৫২। ভারতীয়দের মধ্যে ৭৩৪৩২ জন হত এবং ৮৪৭১৫ জন আহত হয়)।

বেলজিয়াম	২৬৭০০০	জর্ম্মনী	১১০০০০০০
পোর্টুগাল	১০ ০০০	অষ্ট্রীয়া-হাঙ্গেরী	৭৮০০০০০
সার্বিয়া	৭০৭০০০	তুরস্ক	২৮৫০০০৬
ফ্রান্স	৮৪১০০০০		

ইতালী	৫৬১৫০০০
রুমানিয়া	৭৫০০০০
আমেরিকা	৪৩৫৫০০০

যুদ্ধ আরম্ভ ১লা আগষ্ট ১৯১৪, যুদ্ধের স্থিতিকাল ৪বৎসর ৩ মাস ১১ দিন, যুদ্ধ বিরতি সন্ধি স্বাক্ষরিত—১১ই নবেম্বর ১৯১৮, আমেরিকা যোগ দিয়াছিল—৬ই এপ্রিল ১৯১৭, যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিল ২৭টী দেশ।

প্রথম উদ্ভাবন বা প্রচার

[জ=জার্ম্মাণী, ফ=ফ্রান্স, ইং=ইংলণ্ড, ই=ইটালী, আ=আমেরিকা হ=হল্যাণ্ড, সু=সুইডেন]

আবিষ্কার	আবিষ্কারক	সময়
অনুবীক্ষণ	জ্যানসেন (হ)	১৫৯০
ইকমিককুকার	ইন্দুমাধব মল্লিক	
ইলেকট্রীক চুল্লী	সীমেন্স (ই)	১৮৬১
„ বাতি	এডিসন (আ)	১৮৭৮
„ ঘণ্টা	জে, হেন্‌রী (ইং)	১৮৩১
ইস্পাত	বেসেমার (ইং)	১৮৫৮
এরোপ্লেন্‌	রাইট ভ্রাতৃযুগল	১৯০৩
এণ্টিসেপ্টিক সার্জ্জারী	লর্ড লিষ্টার (ইং)	১৮৬৭
ক্লোরোফর্ম	সিম্‌সন (ইং)	১৮৪৭
গ্যাসের আলো	মোরাসা ও উইলসন	১৮৯২
গ্রামোফোন	এডিসন (আ)	১৮৭৭
চশমা	ডি'স্পাইনা	১৮২৫
ছাপাখানা	চীন দেশ	৫৯৩

জলাতঙ্ক চিকিৎসা	লুই পাস্তুর (ফ)	
জেপেলিন	কাউন্ট জেপেলিন (জ)	১৯০৮
টাইপ রাইটার	শোলস্	১৮৭৩
টাইফয়েডের জীবাণু	এবের্থ (জা)	১৮৮০
ট্যাঙ্ক (যুদ্ধের)	সুইনটন (ইং)	১৯১৪
টেলিগ্রাফ	মোর্স (আ)	১৮৩৪
টেলিফোন	বেল (আ)	১৮৭৬
টেলিভিসন	বেয়ার্ড (ইং)	১৯২৫
টীকা	ডাঃ জেনার (জা)	১৮৯৫
ডাইনামো	ফ্যারাডে (ইং)	১৮৩১
ডিনামাইট	নোবেল (সু)	১৮৬৭
ডীজেল মোটর	ডীজেল (জা)	১৯০০
থার্মোমিটার	ফার্ণহাইট (ফ)	১৭২১
দেশলাই	সরিয়া (ফ)	১৮৩১
দূরবীক্ষণ	গ্যালিলিও (ই)	×
আবিষ্কার	আবিষ্কারক	তারিখ
ফাউণ্টেনপেন	ওরাটারম্যান (আ)	১৮৬৪
ফটোগ্রাফি	দাগুয়ের ও নিপগে (ফ)	১৮৩৯
ফটোফিল্ম	ইষ্টম্যান (আ)	১৮৮৩
বারুদ	চীনদেশ রোজার বেকন (ইং)	 ১৮২০
ব্যারোমিটার	টেরিচেলি (ই)	১৬৪৩
বাষ্পীয় যন্ত্র	ওয়াট্ ও বোল্টন (ইং)	১৭৭৪
ম্যাজিক লণ্ঠন	কির্চার	১৭শ শতাব্দী

মোটর গাড়ী	ডেলমার বেনজ্	১৮৮৪
মাইক্রোফোন	হিউজ্	১৮৭৮
মাইক্রোমিটার	গ্যাস্কয়েন	১৭শ শতাব্দী
মেশিন গান	গ্যাট্লিং ও লিউইস্	১৮৬১
ম্যালেরিয়া জীবাণু	ল্যাভারাণ (জা)	১৮৮০
রিভল্ভার	কোল্ট (আ)	১৮৩৫
রেডিয়াম	কুরী (ফ)	১৯০৩
লাইফ্বোট	লুকিন (ইং)	১৭৮৫
ষ্টেথোস্কোপ	লেনেক্ (ফ)	১৮১৬
সেফ্টী ক্ষুর	গিলেট্ (আ)	১৯০৪
সেফটি ল্যাম্প	হাম্ফ্রী ডেভী (ইং)	১৮১০
সেলাইয়ের কল	থিমোনিয়ার (ফ)	১৮৩০
	এলিয়াস হাউ (আ)	১৯১১
সিনেমা যন্ত্র	এডিসন (আ)	১৮৯৩
হারমোনিয়াম	ডি'বেইন	১৮৪০

নোবেল প্রাইজ

[illegible]

খৃঃ) তাঁহার উইলে ব্যবস্থা করিয়া যান যে, তাহার সম্পত্তির আয় হইতে প্রতি বৎসর উপযুক্ত ব্যক্তিদিগকে পাঁচটী পুরস্কার দিতে হইবে। প্রত্যেকটি পুরস্কার প্রায় ৮০০০ পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় ১০৭০০০৲ টাকা। পুরস্কারের বিষয়—(১) রসায়ন (২) পদার্থ বিদ্যা (৩) চিকিৎসা অথবা শারীর বিদ্যা (৪) সাহিত্য (৫) বিশ্ব-শান্তি।

[সঙ্কেত: জ=জার্ম্মেণী, ইং=ইংরাজ, ফ=ফরাসী, ভা=ভারতবর্ষ, বে=বেলজিয়াম, আ=আমেরিকা, ই=ইটালী, হ=হল্যাণ্ড, সু=সুইডেন, ন=নরওয়ে, সু-জ=সুইজ ল্যান্ড, ডে—ডেনমার্ক, রা—রাশিয়া, অ=অষ্ট্রেলিয়া, স্পে—স্পেন, ক্যা—ক্যানাডা, আয়া—আয়ার্ল্যাণ্ড, পো—পোল্যাণ্ড, আর্জ্জে—আর্জ্জেণ্টাইন,]

বৎসর	সাহিত্য	শান্তি
১৯০১	সুলী প্রুধোম (ফ)	ডুনা এবং পাসে (ফ)
১৯০২	মম্‌সেন (জা)	ডুকোমাম্ এবং গোবাট্ (সুজ)
১৯০৩	ব্যোর্ণসন (ন)	ক্রেমার (ইং)
১৯০৪	একেগারে (স্প)	ইন্‌ষ্টিটিউট্ অফ্ ইণ্টারন্যাশনাল
	মিস্ত্রাল (ফ)	রাইট (ডা)
১৯০৫	সিঙ্কিভিচ্ (পো)	ব্যারণেস্ সুটনার (জ)
১৯০৬	কাদুচি (ই)	রুজভেল্ট্ (আ)
১৯০৭	কিপ্লিং (ইং)	মনেটা (ই) রেণো (ফ)
১৯০৮	অয়কেন (অ)	আর্ণল্ড্‌সেন (সু), বেয়ার (ডে)
১৯০৯	লাগারলফ্ (সু)	কঁস্তা (ফ) বীয়ানীর্ট্ (হ)
১৯১০	হেসে (জ)	ইণ্টারন্যাশনাল পামানেণ্ট্‌পীস্ ব্যুরো (সু-জ)
১৯১১	মেটারলিঙ্ক (বে)	য়্যাসার (হ) ফ্রীড (অ)
১৯১২	হাউপ্টম্যান্ (জ)	এলিহু রুট (আ)
১৯১৩	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (ভা)	ফ তেইন (বে)
১৯১৪	×	×
১৯১৫	রোঁমা রোলাঁ	×
১৯১৬	হাইডেন ষ্টাম্ (সু)	×

বৎসর	সাহিত্য	শান্তি
১৯১৭	জিলরুপ ও পণ্টোপিডান (ড)	ইণ্টারন্যাশনাল রেড ক্রস্ (সু-জ)
১৯১৮	×	×
১৯১৯	স্পিটেলার (জ)	উইলসন (আ)
১৯২০	নুট হাম্সুন (ন)	বুর্জ্জোয়া (ফ)
১৯২১	আনাতোল ফ্রাস (ফ	ব্রান্টিং (সু) লান্জ্ (ন)
১৯২২	বেনাভেন্তে (স্পে)	ন্যান্সেন (ন)
১৯২৩	ঈয়েট্স্ (আয়া)	×
১৯২৪	রেমণ্ট (পো)	×
১৯২৫	বার্ণার্ডশ' (আয়া)	ডজ্ (আ) চেম্বারলেন (ইং)
১৯২৬	গ্রাৎসিয়া দেলেদ্দা (ই)	ব্রিয়া (ফ) ষ্ট্রেস্ম্যান (জ)
১৯২৭	বার্গসঁ (ফ)	বুসোঁ (ফ) কিড্ (জ)
১৯২৮	সিগ্রিড উণ্ডসেট (ন)	ব্যারণ কুবার্ত্তা (ফ)
১৯২৯	টমাস্ ম্যান (জ)	কেলগ (আ)
১৯৩০	সিনক্লেয়ার লিউইস (আ)	সোডার ব্লোম (সু)
১৯৩১	কালফেল্ট (সু)	জেন য়্যাডাম্স (আ)
১৯৩২	গল্সওয়ার্দ্দি (ইং)	×
১৯৩৩	আইভান বুনিন (রা)	এঞ্জেল (আ)
১৯৩৪	পিরাণ্ডেলো (ই)	হেণ্ডাকীমান (ইং)
১৯৩৫	×	ওসিয়েট্স্কী (জ)
১৯৩৬	ওনীল (আয়া)	ডেলামেস (আর্জ্জে)
১৯৩৭	ডুগার্ডি (ফ)	লর্ডসিসিল (ফ)
১৯৩৮	পালবাক্ (আ)	ন্যান্সেন কমিটী (সুজা)

বৎসর	পদার্থবিদ্যা	রসায়ন	চিকিৎসা
১৯০১	রণ্টগেন (জ)	ভ্যাণ্ট হফ্ (জ)	ফন্ বেহরিং (জ)
১৯০২	লোরেন্ৎস্ (বে) জীম্যান	ফিশার (জ)	রোনাল্ড রস্ (ইং)
১৯০৩	বেকারেল (ফ) পিয়েরকুরী ও মাদামকুরী (ফ)	আর্হেনিয়াস্ (সু)	ফিন্সেন (ডে)
১৯০৪	লর্ড র‍্যালে (ইং)	র‍্যাম্জে (ইং)	প্যাভ্লফ্ (রা)
১৯০৫	লেনার্ড (জ)	বেয়ার (জ)	কক্ (জ)
১৯০৬	টম্সন (ইং)	মোয়াসা (ফ)	কাজাল (ই) গল্গি (ই)
১৯০৭	মাইকেলসন (আ)	বুক্নার (জ)	লাভেরাঁ (ফ)
১৯০৮	লিপ্ম্যান (ফ)	রাদার ফোর্ড (ইং)	এর্লিক (জ) মেচ্নিকফ্ (রা)
১৯০৯	মার্কনি (ই)	ব্রাউম্ (জ)	অষ্টোয়াল্ড্ (জ) কশার (সু-জ)
১৯১০	ভ্যান্ডার	ওয়াল্স্ (হ)	হ্বালাথ্ (জ) কোসেল (জ)
১৯১১	হ্বিন্ (জ)	মাদাম কুরী (ফ)	গুল্ষ্ট্রাণ্ড্
১৯১২	ডালেন (সু)	গ্রিনার্ড (ফ)	সাবাতিয়ে (ফ) ক্যারেল (আ)
১৯১৩	ওনেস্ (হ)	হেবর্ণার (সুজ)	রিশে (ফ)
১৯১৪	লাউয়ে (জ)	রিচার্ডস্ (আ)	বারানী (অ)
১৯১৫	ব্র্যাগ্ (ইং)	হ্বিল্ষ্টেটার (জ)	×
১৯১৭	বার্ক্লা (ইং)	×	×
১৯১৮	প্ল্যাঙ্ক্ (জ)	ফ্রিজহাবের (জ)	×
১৯১৯	ষ্টার্কে (জ)	×	বোর্দে (বে)
১৯২০	জিলোম্ ও বেতুইল (ফ)	নেন্ষ্ট্ (জ)	ক্রগ (ডে)
১৯২১	আইন্ষ্টাইন (জ)	সডি (ইং)	×
১৯২২	নীলস্ বোর (ডে)	য়্যাষ্টন্ (ইং)	হিবল (ক্যা) মেয়ারহফ (জ

বৎসর	পদার্থবিদ্যা	রসায়ন	চিকিৎসা
১৯২৩	মিলিকান (আ)	প্রেগল (অ)	ব্যান্টিং ও ম্যাকলাউড (ক্যা)
১৯২৪	সীগবান	×	আইন্‌টু হোফেন (হ)
১৯২৫	ফ্রাঙ্ক ও হার্টস (জ)	সিগমণ্ডি (জ)	×
১৯২৬	পের‍্যা (ফ)	স্বেডবার্গ (সু)	ফিবিগার (ডে)
১৯২৭	কম্পটন (আ) রীজউইলসন (ইং)	হ্বীল্যাণ্ড (জ)	ভ্যান্‌যৌরেগ (অ)
১৯২৮	রিচার্ডসন (ইং)	হ্বীণ্ডাউস্ (জ)	নিকোল (ফ)
১৯২৯	ডিউক অফ হার্ডেন (ইং) ব্রোগ্লি (ফ)	হপকিন্‌স্ (ইং) ইউলেস্ চেল্‌পিন (সু)	আইকম্যান (হ)
১৯৩০	সি, ভি, রামন (ইং)	ফিশার (জ)	ল্যাণ্ডষ্টাইনার (আ)
১৯৩১	×	বশ্‌ ও বর্জিয়াস (জ)	হ্বারবুর্গ (জ)
১৯৩২	হাইসেন বার্গ (জ)	ল্যাংমুর (আ)	শেরিংটন ও য়্যাড্রিয়ান(ইং)
১৯৩৩	ডিরাক (ইং) শ্রুয়েডিঙ্গার (অ)	×	মর্গ্যান (আ)
১৯৩৪	×	ইউরে (আ)	মিনোট ও মার্ফি (আ) হুইপ্‌ল্‌ (ইং)
১৯৩৫	চ্যাডউইক (ইং)	জোলিও এবং মাদাম জোলিও (ফ)	স্পেম্যান (জ)
১৯৩৬	হেস্ (জ) য়্যাণ্ডার্সন (আ)	ডেবীয়ে (জ)	ডেল (ইং) লোহেব (অ)
১৯৩৭	টমসন (ইং) ডেভিসন (আ)	হওয়ার্থ (ইং) কারার (সুজ)	য়্যালবার্ট জেণ্ট জিয়ার্জ্জি
১৯৩৮	এন্‌রিকো ফার্মি (ই)		

পৃথিবীর নানা দেশীয় মুদ্রার সহিত 'ভারতীয়' মুদ্রার বিনিময়

অষ্ট্রেলিয়া	শিলিং (১০০ গ্রশেন)	২৷৹
আমেরিকা	ডলার (১০০ সেণ্ট)	২৷৴৹
আবিসিনিয়া	মেনেলিক ডলার	১৵৫
আর্জ্জেণ্টাইন	পেসো	৷৴১০
ইটালী	লিরা (১০০ সেন্টিসিমি)	৶৫
ইংল্যাণ্ড	পাউণ্ড (২০ শিলিং)	১৩৷৵৫
গ্রীস্	ড্রাক্‌মা (১০০ লেপ্টা)	৻১০
চিলি	পেসো (১০০ সেণ্টোভো)	১৵৫
চীন	ডলার (পূর্ব্বে ছিল টায়েল)	৸৫
চেকোশ্লোভাকিয়া	ক্রোনেন (১০০ হেলার)	৵১০
জাপান	ইয়েন (১০০ সেন)	৸১০
জার্মানী	রাইথস মার্ক (১০০ ফেনিগ)	১৵৹
ডেনমার্ক	ক্রোন (১০০ ওর)	৷৴১০
তুরস্ক	পিয়াস্তর (১০০ পারা)	৶৫
নরওয়ে	ক্রোন (১০০ ওর)	৷৶৫
পারশ্য	রিয়াল (১০০ দিনার)	৶৹
পোর্টুগাল	এস্কিউডো (১০০ সেণ্টাভো)	৶৹
পোল্যাণ্ড	জ্লোটী (১০০ গ্রসেন)	৷৹
ফ্রান্স	ফ্রাঙ্ক (১০০ সেন্টিম)	৷৹ (এখন৵৫)
বেলজিয়াম	ফ্রাঙ্ক (১০০ সেন্টিম)	৵১০
ব্রেজিল	মিল্‌রাইস	৶১০
মিশর	পাউণ্ড (১০০ পিয়াস্তর)	১৩৷৶১০

মেক্সিকো	পেসো (১০০ সেণ্টাভো)	৸১০
যুগোশ্লাভিয়া	দিনার (১০০ পারা)	৴০
রাশিয়া	শার্ভোনেটজ (১০ রুবল)	৫।৴৫
শ্যাম	বাহট্ (১০০ শতং)	১৶১০
সিংহল	রূপী (১০০ সেণ্ট)	১৲
সুইটজারল্যাণ্ড	ফ্রাঙ্ক (১০০ সেন্টিম্)	।৵
সুইডেন	ক্রোণা (১০০ ত্তর)	।৵৫
হল্যাণ্ড	গুল্‌ডেন (১০০ সেণ্ট)	১৷৶১০
হাঙ্গেরী	পেঙ্গো (১০০ ফিলার)	।৴০

পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের সময় নির্ণয়

ভারতবর্ষের ষ্ট্যাণ্ডার্ড বেলা ১২টার সময় নিম্নলিখিত স্থানে বেলা এইরূপ :—

অকলাণ্ড	বিকাল ৬টা	জিব্রালটার	সকাল ৬টা ৩০মিঃ
আমষ্টার্ডাম	সকাল ৬টা ৫০মিঃ	ডাবলিন	সকাল ৬টা ৩০ মিঃ
ইস্তাম্বুল	রাত্রি ৮টা ৩০মিঃ	বার্লিন	সকাল ৭টা ৩০মিঃ
এথেন্স	সকাল ৮টা ৩০মিঃ	ব্রিন্দিসি	সকাল ৭টা ৩০মিঃ
এডিলেড	বিকাল ৪টা	ব্রাসেলস	” ৬টা ৩০মিঃ
কলিকাতা	বেলা ১২টা ২৪মিঃ	বুখারেষ্ট	” ৮টা ৩০মিঃ
কাইরো	সকাল ৮টা ৩০মিঃ	বুডাপেষ্ট	” ৭টা ৩০মিঃ
কেপটাউন	সকাল ৮টা ৩০মিঃ	বুয়েনস আয়ার্স	রাত্রি ২টা ৩০মিঃ
চিকাগো	রাত্রি ১২টা ২৪মিঃ	হংকং	বেলা ২টা ৩০ মিঃ

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সামরিক শক্তি

(সৈন্যবল)

দেশের নাম	মোট	কার্য্যে নিযুক্ত সৈন্য	বিমান সৈন্য	শিক্ষিত রিজার্ভ
ইতালী	৬২,৯৪,৩৯৫	১৩,৩১,২০০	২,০২,৩৯৫	৫৬,৩৮,০০০
ফ্রান্স	৬১,৯৮,৬৩৭	৬,৫৮,৭৭৭	৩৯,৮৬০	৫৫,০০,০০০
রাশিয়া	×	১৫,৪৫,০০০	×	×
জার্ম্মানী	২১,১৮,০০০	৬,৫০,০০০	১০০,০০০	১৩,৬৮,০০০
জাপান	২২,৮২,০০০	২৮২,০০০	×	২০,০০,০০০
যুগোশ্লোভিয়া	১৬,৭১,০২৭	১,৩১,৫০৮	×	১৫,৩৯,৫১৯
ব্রিটিশ সাম্রাজ্য	১১,১১,১৭০	৩,৮৪,৭৮০	৫৭,০৩৪	৬,৬৯,৮৯৭

(নৌ-বল)

	ব্রিটিশ	ফরাসী	ইতালী
ব্যাটলশিপ	১৫	৯	৪
ক্রুইজার	৫১	১৫	২২
ফ্লটিলা লিডার্স ও ডেস্ট্রয়ার	১৬২	৭১	৯৯
এয়ার ক্র্যাপট ক্যারিয়ার	৭	১	×
সাবমেরিণ	৬০	৮৭	৬৯

	যুক্ত রাজ্য	জাপান	জার্ম্মানী
ব্যাটল শিপ	১৫	৯	২
ক্রুইজার	৩৬	৪০	৬
ডেসট্রয়ার	২১৩	৯৪	২৯
এয়ার ক্র্যাপ্‌ট ক্যারিয়ার	৪	৪	
সাবমেরিণ	৮৪	৬০	
ক্যাপিটাল শিপ			৬

দেশের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা যে রাজনৈতিক স্বাধীনতার
সহিত অভিন্নভাবে জড়িত, তাহা আজ কংগ্রেস
উপলব্ধি করিতে পারিয়াছে। তাই
"জাতীয় শিল্পোন্নয়ন কমিটির" প্রতিষ্ঠা।

সকল শিল্পের সংরক্ষক বীমা শিল্পকে
সকলের আগে সুদৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপিত করুন

ইষ্ট ইণ্ডিয়া ইনসিওরেন্স কোং লিঃ

১০নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ধার অথচ অবিচলিত গতিতে প্রতি বৎসর উন্নতির
পথে অগ্রসর হইতেছে।

সততায়—নিরাপত্তায়—ও সর্ব্বপ্রকার সুযোগ সুবিধাদানে
বীমাকারী ও বীমাকর্ম্মীর উভয়ের পক্ষেই আদর্শ প্রতিষ্ঠান

কংগ্রেসের ইতিহাস

কংগ্রেসের জন্মের পূর্ব হতেই বাংলায় রাজনীতির একটা মন্থর আন্দোলন ধীরে ধীরে শক্তি সঞ্চয় কচ্ছিল।

কংগ্রেসের জন্ম সম্বন্ধে স্বর্গীয় নরেন্দ্রনাথ সেন তৎকালীন 'ইণ্ডিয়ান মিরর' পত্রিকায় লিখেছিলেন, "১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে মাদ্রাজ থিয়োজিফিক্যাল সোসাইটীর যে সভা হয়, তাতে নানাস্থান হতে যে সব লোক এসেছিলেন তাদের মধ্যে কয়েকজন (১৭জন) মিলে দেওয়ান বাহাদুর রঘুনাথ রাওয়ের গৃহে যে আলোচনা করেন, তারই ফলে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়"। কংগ্রেসের সর্বপ্রথম সভাপতি ৺ উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কংগ্রেসের জন্ম-ইতিহাসের যে সংক্ষিপ্ত বিবরণী দিয়েছিলেন তাতে দেখা যায়, মিঃ হিউম নামক ইংরেজ ভদ্রলোক মনে করেন যে, ভারতের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ যদি বৎসরে একবার সম্মিলিত হয়ে ভারতের সামাজিক সমস্যাসমূহের আলোচনা করেন এবং উহা গভর্ণমেণ্টকে জানান, তা'হলে সরকারের পক্ষে শাসনকার্য পরিচালনায় বিশেষ সুবিধা হয়। কেন না শাসক-সম্প্রদায় শাসিতের অভাব-অভিযোগ জানিতে পারিলে উহা দূর করবার চেষ্টা করতে পারেন।

এরূপ প্রস্তাব আলোচনার পর ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে স্থির হয়, আগামী ডিসেম্বরের ২৭শে হতে ৩১শে পর্যন্ত পুনরায় ভারতের বিভিন্ন স্থানের ইংরেজীজানা প্রতিনিধিদের এক সম্মেলন হবে। উক্ত সম্মেলনের উদ্দেশ্য ছিল ভারতের নানা স্থানে যারা স্বদেশহিতকর কার্যে লিপ্ত আছেন তাঁদের পরস্পরের সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ প্রদান এবং পরবর্তী বৎসরের কার্য্যতালিকা স্থির করা।

যদিও পুনাতেই এই অধিবেশন হবার কথা ছিল, কিন্তু সে সময়ে পুণায় বিসূচিকা রোগের প্রাদুর্ভাব হওয়ায় বোম্বেতে অধিবেশন হয়। এই অধিবেশনে প্রায় ৭২ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। সভাপতি উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ব্যতীত নরেন্দ্রনাথ সেন, জানকী নাথ ঘোষাল, গিরিজা ভূষণ মুখোপাধ্যায় বাংলার প্রতিনিধি হিসাবে এই অধিবেশনে যোগ দিয়েছিলেন। এই অধিবেশনে ৯টি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশন হয় কলিকাতায়। এই অধিবেশনের সভাপতি ছিলেন, স্বর্গীয় দাদাভাই নৌরজী এবং অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র। এই অধিবেশনের প্রতিনিধি সংখ্যা ছিল ৪৩৬ জন। যুবক রবীন্দ্রনাথ এই অধিবেশনের উদ্বোধন সঙ্গীত গেয়েছিলেন। কংগ্রেসের এই দ্বিতীয় অধিবেশনেই সভাপতি ঘোষণা করেন যে, কংগ্রেস রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান।

কংগ্রেসের তৃতীয় অধিবেশন স্থান মাদ্রাজ। এই অধিবেশনের সভাপতি ছিলেন বদরুদ্দিন তায়বজী এবং প্রতিনিধি-সংখ্যা ছিল ৬০৭ জন। কংগ্রেসের তৃতীয় অধিবেশনের সময় গভর্ণমেণ্ট উহাকে বাধা দিতে চেষ্টা করেন এবং অধিবেশনের জন্য যাতে জায়গা না মিলে সেরূপ চেষ্টা করেন। চতুর্থ অধিবেশনেও রাজপুরুষগণ বাধা দান করেন, কিন্তু অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি অযোধ্যানাথ সঙ্কল্প গোপন রেখে লক্ষ্ণৌয়ের এক নবাবের সম্পত্তি লাউদার ক্যাসল একদিনের মধ্যে ভাড়া নিয়ে অধিবেশনের ব্যবস্থা করেন। চতুর্থ অধিবেশনের সভাপতিত্ব করেন জর্জ ইউল এবং প্রতিনিধি-সংখ্যা ছিল ১, ২৪৮। প্রয়াগে এই চতুর্থ অধিবেশন হয়।

পঞ্চম অধিবেশন হয় বোম্বাই নগরে। সভাপতি ছিলেন স্যর উইলিয়াম ওয়েডারবার্ন ও প্রতিনিধি সংখ্যা ছিল ১,৮৮৯। এবারকার অধিবেশনে

বিলাতের প্রসিদ্ধ রাজনৈতিক মিঃ ব্রাডল উপস্থিত ছিলেন। কংগ্রেসের এই অধিবেশনেই সাম্প্রদায়িকার সূত্রপাত হয়। গভর্ণমেণ্টের ব্যবস্থাপক সভা সমূহের সংস্কারকল্পে কংগ্রেস কর্তৃক আনীত একটি প্রস্তাবের সংশোধন করে অযোধ্যার মুন্সী হিদায়েৎ রশুল সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে এক প্রস্তাব আনেন। লক্ষ্ণৌর ব্যারিষ্টার হামিদ আলী খাঁ এই সংশোধন প্রস্তাবের আপত্তি করেন এবং উহা সর্ব্বসম্মতিক্রমে অগ্রাহ্য হয়। এই অধিবেশনে সর্বপ্রথম কয়েকজন মহিলা যোগ দিয়েছিলেন।

ষষ্ঠ অধিবেশন কলিকাতায় সভাপতি বোম্বায়ের ফিরোজশা মেটা এবং অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির ব্যারিষ্টার মনোমোহন ঘোষ। এই অধিবেশনের সময় সরকারী কর্মচারীদের কংগ্রেসের কার্যে যোগদান নিষিদ্ধ করে এক সরকারী আদেশ জারী হয়। এই অধিবেশনে যশস্বিনী মহিলা ডাঃ কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় সভাপতিকে ধন্যবাদ দিয়ে বক্তৃতা করেন।

৭ম অধিবেশন নাগপুরে। সভাপতি মাদ্রাজের আনন্দ চার্লু এবং প্রতিনিধি সংখ্যা ছিল ৮১২ জন।

অষ্টম অধিবেশন হয় এলাহাবাদ। পৌরোহিত্য করেন উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং প্রতিনিধি সংখ্যা ছিল ৬২৫ জন। এই দ্বিতীয় বারের জন্য উমেশ চন্দ্র কংগ্রেস সভাপতি হলেন।

পরবর্ত্তী নবম অধিবেশন হয় পঞ্জাবে। সভাপতি দাদাভাই নৌরজী, প্রতিনিধি সংখ্যা ৮৬৭।

দশম অধিবেশন স্থল মাদ্রাজ। প্রতিনিধি সংখ্যা ১,১৬৩ এবং সভাপতি হয়েছিলেন বিলাতের পার্লামেণ্টের একজন আইরিশ সদস্য মিঃ আলফ্রেড ওয়েব।

একাদশ অধিবেশন হয় পুনায়। সভাপতি সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। সভাপতির দীর্ঘ অভিভাষণ সুরেন্দ্রনাথ মুদ্রিত পুস্তিকা না দেখে মুখে মুখে বলে শ্রোতৃমণ্ডলীকে বিস্মিত করেন। প্রতিনিধি ছিলেন ১,৫৮৪ জন।

দ্বাদশ অধিবেশন কলিকাতায়। সভাপতি রহিমতুল্লা মহম্মদ সিয়ানী এবং অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি স্যার রমেশচন্দ্র মিত্র। প্রতিনিধি সংখ্যা ৭৮৪।

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ত্রয়োদশ অধিবেশন হয় অমরাবতীতে। বহু বাধাবিঘ্নের মধ্যদিয়ে এই অধিবেশন আরম্ভ হয়। সে সময় বোম্বাইনগরী একাধারে দুর্দান্ত প্লেগ মহামারী আর একদিকে সরকারের চণ্ডনীতির প্রকোপে ভীতিগ্রস্ত। বালগঙ্গাধর তিলক তখন রাজদ্রোহের অভিযোগে কারাগারে। সর্দার নাটু ভ্রাতৃদ্বয় নির্বাসিত। এ অধিবেশনের সভাপতিত্ব করেছিলেন স্যার শঙ্করণ নায়ার। সুরেন্দ্রনাথ এই অধিবেশনে বক্তৃতা দিবার কালে তিলক সম্বন্ধে বলেন, "তাঁহার জন্য সমগ্রজাতি আজ অশ্রুবর্ষণ করিতেছে।"

১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের অধিবেশন হয় মাদ্রাজে। সভাপতি ছিলেন আনন্দ মোহন বসু।

১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের ১৫শ অধিবেশন স্থান লক্ষ্ণৌ। পৌরোহিত্য করেন রমেশচন্দ্র দত্ত, প্রতিনিধি সংখ্যা ছিল ৭২৯। এই অধিবেশনে সভাপতি কৃষকদের দুঃখ দূর করার মানসে যে বক্তৃতা করেন, তারই ফলে লর্ড কার্জন ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার পরিবর্তন করিতে বাধ্য হন। ১৯০০

সালে পরবর্তী অধিবেশন হয় লাহোরে। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি কালীপ্রসন্ন রায়; সভাপতি নারায়ণ চন্দ্রাবরকর।

সপ্তদশ অধিবেশন হয় কলিকাতায় (বিডন স্কয়ারে)। সভাপতি ছিলেন দীনশা ওয়াচা, অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি রাজা জগদীন্দ্রনাথ রায়। প্রতিনিধি সংখ্যা ৮৯৬। এই অধিবেশনে মোহন দাস করমচাঁদ গান্ধী উপস্থিত হয়ে দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতবাসীদের প্রতি সরকারের অত্যাচারের কথা আলোচনা করেন। ১৯০২ খৃষ্টাব্দে আমেদাবাদে অধিবেশন হয়। সভাপতি ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রতিনিধি সংখ্যা ছিল ৪৭১। এই অধিবেশনে স্বদেশ বিষয়ক প্রস্তাব আলোচিত হয়।

১৯০৩ খৃষ্টাব্দের অধিবেশন স্থান মাদ্রাজ। পৌরোহিত্য করেন বাগ্মীবর লালমোহন ঘোষ। এই অধিবেশনে ভারতের দারিদ্র্যের হেতু, দেশীয় শিল্প সংরক্ষণ, ইংরেজ ও ভারতীয়দের প্রতি বিচার-বৈষম্য, প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনা হয়।

১৯০৪ খৃষ্টাব্দে বোম্বে শহরে অধিবেশন বসে। এবার সভাপতি ছিলেন হেনরী কটন। প্রতিনিধি সংখ্যা ১,০১০।

এ পর্যন্ত কংগ্রেস ইতিহাসের প্রথম পর্ব বলা যেতে পারে। এর পর বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনের ফলে বাংলায় যে নব জাতীয়তার উন্মেষ হয় উহার ঢেউ সমস্ত ভারতের বুকে ছড়িয়ে পড়ে। সেদিন বাঙ্গালীর কাছ থেকে সমগ্র ভারত যে শক্তিমন্ত্রে দীক্ষা লাভ করলেন তারই ফলে কংগ্রেসে গণতন্ত্র ও স্বাদেশিকতার প্রতিষ্ঠা।

১৯০৫ খৃষ্টাব্দের অধিবেশন হয় বারাণসীতে। সভাপতি গোপাল কৃষ্ণ গোখলে; প্রতিনিধি সংখ্যা ৭৫৮। বারাণসীতে যখন কংগ্রেসের অধিবেশন, তখন বিক্ষুব্ধ বাংলায় একটা প্রবল আন্দোলনের স্রোত বয়ে চলেছে। লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গ ব্যবস্থাকে পাল্‌টে দিতে বাঙালী সেদিন দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, সরকারের এই সর্বনেশে নীতির প্রতিবাদে বাঙ্গালীরা বিলাতী বর্জনের সঙ্কল্প করেছে। বারাণসীতে কংগ্রেসের অধিবেশনে লালা লজপত রায় বাংলায় এই নব জাতীয় ভাবের উন্মেষে বাঙ্গালীকে অভিনন্দিত ক'রে বক্তৃতা দেন।

১৯০৬ সনের অধিবেশন স্থল কলিকাতা। তখন বাংলার রাজনীতির গগন দুর্ভেদ্য ঘনঘটায় আচ্ছন্ন। এমনি সমস্যা-সঙ্কট-পরিপূর্ণ দুর্যোগে অরবিন্দ এসে পাকা মাঝির মত বাংলার রাজনীতির হাল ধরে বস্‌লেন। অরবিন্দ, বিপিনচন্দ্র, শ্যামসুন্দর, লক্ষপতি সুবোধ চন্দ্র মল্লিক, হেমেন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি মিলে তখন ইংরেজী দৈনিক 'বন্দেমাতরম' বের ক'রে দেশময় জাতীয়তার আগুন ছড়াচ্ছেন। এই অধিবেশনে সভাপতি মনোনয়ন নিয়ে কংগ্রেসের ভেতর দুই দলের প্রবল বিরোধিতা উপস্থিত হয়। জাতীয় দল তিলক মহারাজকে সভাপতি করবার সঙ্কল্প করেন; কিন্তু নরমপন্থী মডারেটগণ সে চেষ্টা ব্যর্থ করতে চেষ্টা করেন, কারণ তিলক রাজদ্রোহের অপরাধে দণ্ডিত হয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত মডারেটগণের ষড়যন্ত্রে দাদাভাই নৌরজী সভাপতি হন। সভাপতি বলেন, 'ভারতের কাম্য স্বরাজ।' এই অধিবেশনে বয়কট প্রস্তাব যাতে গৃহীত না হয়

এজন্য মডারেটগণ যথেষ্ট চেষ্টা করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত জাতীয় দলের বয়কট প্রস্তাবই গৃহীত হয়।

১৯০৭ সালের অধিবেশন সুরাটে। এই অধিবেশন মডারেট এব জাতীয়দলের মধ্যে প্রবল সংঘর্ষে ফলে সমাপ্তির পূর্বেই ভাঙ্গিয়া যায়। কংগ্রেসে মডারেট নেতৃবৃন্দ রাসবিহারী ঘোষকে সভাপতি মনোনীত করেন, কিন্তু জাতীয় দল সদ্যমুক্ত লালা লজপত রায়কে সভাপতি করতে চেষ্টিত হন। লালাজী রাজরোষে পড়ে দণ্ডিত হয়েছেন, মডারেটগণ তাকে সভাপতি করতে অসম্মত হয়েছিলেন। এদিকে জাতীয় দল জান্‌তে পারলেন যে, অধিবেশনে মডারেটগণ পূর্ববৎসরের কলিকাতা অধিবেশনে গৃহীত স্বরাজ, বয়কট এবং জাতীয় শিক্ষামূলক প্রস্তাবগুলি বর্জন করবেন ঠিক করেছেন। তখন তারা উহাতে বাধা দিতে সঙ্কল্প করলেন। অধিবেশনের পূর্বে জাতীয় দল অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ত্রিভুবন দাস মালবীর নিকট পূর্ব বৎসরের প্রস্তাবের খস্‌ড়াগুলি পুনঃ পুনঃ চেয়েও পেলেন না। শেষে জাতীয় দলের পক্ষ থেকে অরবিন্দ ঘোষ, মতিলাল ঘোষ, তিলক প্রভৃতি স্থির করেন অধিবেশনে পূর্ববর্তী বৎসরের প্রস্তাব তিনটী বর্জনের প্রস্তাব করা হলে প্রবল ভাবে বাধাদান করবেন। অধিবেশনের আরম্ভ হইতেই সভাপতি নির্বাচন নিয়ে ভয়ানক গোলমালের সৃষ্টি হ'ল। এদিকে মণ্ডপের ওপর মডারেট নেতা ফিরোজশা মেটা নিযুক্ত গুণ্ডাদের হস্তে তিলক অপমানিত হলে ভীষণ উত্তেজনা ও গণ্ডগোলের সৃষ্টি হয়। এরূপ অবস্থায় শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে অধিবেশন বন্ধ ক'রে দিতে হয়।

১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের অধিবেশন মাদ্রাজে। এবারও সভাপতি হলেন রাসবিহারী ঘোষ। এ সময় থেকে কংগ্রেসে মডারেটগণের প্রাধান্য ১৯১৬ সাল পর্যন্ত অব্যাহত থাকে।

পরবর্তী ১৯০৯ সালের অধিবেশন হয় লাহোরে। সভাপতি হন পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য। এবার প্রতিনিধি সংখ্যা মাত্র ২৪৩ জন।

১৯১০ খৃষ্টাব্দের অধিবেশন স্থান এলাহাবাদ। সভাপতি স্যার উইলিয়ম ওয়েডারবার্ণ। প্রতিনিধি সংখ্যা ৬৩৪। এই অধিবেশনে নূতন বড়লাট লর্ড হার্ডিংকে অভিনন্দন পত্র দেবার প্রস্তাব হয়।

১৯১১ সালের অধিবেশন কলিকাতায়। সভাপতি কিষণ নারায়ণ দার; অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ভূপেন্দ্র নাথ বসু। এই অধিবেশনের পূর্বেই গভর্ণমেণ্ট বঙ্গভঙ্গ ব্যবস্থা রদ করেন।

১৯১২ খৃষ্টাব্দের অধিবেশন হয় বাঁকিপুরে। সভাপতি আর, এন্, মুধলকার। সভাপতি তাঁর অভিভাষণে বলেন, ভারতবাসীরা বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্যান্য স্থানের প্রজার তুল্যাধিকার চান।

১৯১৩ সালের অধিবেশন করাচীতে। সভাপতি নবাব সৈয়দ আহম্মদ। প্রতিনিধি সংখ্যা ৫৫০।

১৯১৪ খৃষ্টাব্দের অধিবেশন স্থান মাদ্রাজ। সভাপতি ভূপেন্দ্রনাথ বসু। প্রতিনিধি সংখ্যা ৮৬৬। সভাপতির বক্তৃতায় জাতীয় ভাব ব্যক্ত ছিল। এই অধিবেশনের পূর্বেই মহাসমর আরম্ভ হয়েছে। সে সময়ে মডারেটগণের কংগ্রেসে প্রাধান্য হেতু অধিবেশনে রাজভক্তি জ্ঞাপক প্রস্তাব গৃহীত হয়।

১৯১৫ সালের অধিবেশন বসে বোম্বাই শহরে। সভাপতি স্যার (পরে লর্ড) সত্যেন্দ্র প্রসন্ন সিংহ।

পরবর্তী অধিবেশন স্থান লক্ষ্ণৌ। সভাপতি অম্বিকাচরণ মজুমদার। এই অধিবেশনের পূর্বেই ফিরোজশা মেটার মৃত্যু হয় এবং বাংলার মডারেট নেতৃবৃন্দের চেষ্টায় জাতীয় দল কংগ্রেসে পুনরায় মিলিত হন। এই অধিবেশনেই কংগ্রেস সর্বপ্রথম মুসলমানদিগকে ব্যবস্থাপক সভাসমূহে স্বতন্ত্র নির্বাচনের অধিকার দিয়ে সাম্প্রদায়িকতায় ইন্ধন যোগান।

১৯১৭ সালে কলিকাতায় অধিবেশন হয়। এই সময়ে মিসেস্ এ্যানি বেসাণ্ট মুক্তি লাভ করলে জাতীয় দল তাঁকেই সভানেত্রী করতে চেষ্টিত হন। কিন্তু মডারেটগণ রাজরোষে পড়বার ভয়ে মিসেস্ বেসাণ্টকে সভানেত্রী করতে স্বীকৃত হলেন না। শেষ পর্যন্ত মিসেস্ বেসাণ্টই সভানেত্রী হলেন। এই অধিবেশনে প্রতিনিধি সংখ্যা ছিল ৪৯৬৭। ইহার পরে ১৯১৮ সালের ৮ই জুলাই মণ্টেগু শাসন-সংস্কার রিপোর্ট প্রকাশিত হলে উহা আলোচনার জন্য বোম্বাইতে একটি বিশেষ অধিবেশন হয়।

১৯১৮ খৃষ্টাব্দের সাধারণ অধিবেশন হয় দিল্লীতে। সভাপতি ছিলেন পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য এবং প্রতিনিধি সংখ্যা ৮৮৬৯।

এই সময়েই মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী নূতন শক্তিরূপে ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্রে আবির্ভূত হলেন। সে সময়ে রাওলাট আইনের বিরুদ্ধে দেশে ভয়ানক বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। সর্বত্র জনমত বিক্ষোভ প্রদর্শন করে রাওলাট আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলন কচ্ছে। এর ফলে

ইতিহাস-প্রসিদ্ধ জালিয়ানওয়ালা বাগ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হল। এর ফলে দেশের বিক্ষোভ আরও প্রবল আকার ধারণ করল।

১৯২০ সালের ৪ঠা সেপ্টেম্বর কলিকাতায় নিম্নলিখিত চারিটি বিষয়ের আলোচনার জন্য কংগ্রেসের এক অতিরিক্ত অধিবেশন হয়।

(১) জালীয়ানওয়ালাবাগ ব্যাপার।

(২) খিলাফৎ সমস্যা।

(৩) শাসন-সংস্কারের নিয়ম।

(৪) সহযোগিতা বর্জন।

এই অধিবেশনে মহাত্মা গান্ধী আনীত অসহযোগিতা প্রস্তাব গৃহীত হয়। কংগ্রেসের পরবর্তী ১৫ বৎসরের ইতিহাসের সঙ্গে অসহযোগ আন্দোলনের ইতিহাস অবিচ্ছিন্ন ভাবে জড়িত। কত, লোক, কত নেতা কত কর্মী যে সেই আন্দোলনে কত লাঞ্ছনা, নির্যাতন, কারাদণ্ড ভোগ করেছেন, সে একটা বিরাট ইতিহাস। ১৯২১ সনে আমেদাবাদে যে অধিবেশন হয় উহার নির্বাচিত সভাপতি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ কারারুদ্ধ হওয়ায় হাকিম আজমল খাঁ সভাপতিত্ব করেন। এই সঙ্কটের সময় অধিবেশনে একটি মাত্র প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রস্তাব আনেন মহাত্মা গান্ধী। অসহযোগ আন্দোলনে আরও অধিক দৃঢ় থাক্‌তে দেশবাসীকে উপদেশ দিয়ে প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই অধিবেশনেই মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্ব প্রতিভা স্বীকৃত হয়।

ইহার পর কংগ্রেসের ইতিহাসের আর এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় আইন অমান্য আন্দোলন। এই আন্দোলনের নেতা এবং প্রবর্তকও

মহাত্মা গান্ধী। ১৯৩০ সালে মহাত্মা গান্ধী তাঁর অহিংসা মন্ত্র উচ্চারণ করে আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ করেছিলেন। সে আন্দোলনের লে ভারতে যে এক নূতন গতিশীল প্রাণের প্রতিষ্ঠা হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই।

এর পর ১৯৩১ খৃষ্টাব্দ হতে কংগ্রেসে এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা হয়। করাচী কংগ্রেসে ভাবী সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনের মূল নীতি নির্ধারিত হয়। ইহার পর থেকে কংগ্রেসে চরমপন্থী এবং প্রগতিশীলদের আধিপত্য বিশেষ ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। জওহরলাল এবং সুভাষচন্দ্র, পর পর দুই জন তরুণ নেতা কংগ্রেসের সভাপতি হওয়ায় কংগ্রেসের প্রগতিশীল মনোভাব বিশেষ ভাবে বৃদ্ধি পায়। এই সময়ে কংগ্রেসে সমাজতন্ত্রী মতবাদও ধীরে ধীরে প্রসার লাভ করে এবং কংগ্রেসের সমাজতন্ত্রবাদীগণ 'কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দল' নামে কংগ্রেসের মধ্যেই একটি নূতন দল সৃষ্টি করেন।

কংগ্রেসের অধিবেশন

বৎসর		স্থান		সভাপতি
১৮৮৫	—	বোম্বাই	—	উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
১৮৮৬	—	কলিকাতা	—	দাদাভাই নওরজী
১৮৮৭	—	মাদ্রাজ	—	বদরুদ্দিন তায়েবজী
১৮৮৮	—	এলাহাবাদ	—	জর্জ্জ ইউল
১৮৮৯	—	বোম্বাই	—	স্যার উইলিয়ম ওয়েডারবার্ণ
১৮৯০	—	কলিকাতা	—	স্যার ফিরোজশাহ্ মেহ্তা

১৮৯১	—	নাগপুর	—	আনন্দচার্লু
১৮৯২	—	এলাহাবাদ	—	উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
১৮৯৩	—	লাহোর	—	দাদাভাই নওরোজী
১৮৯৪	—	মাদ্রাজ	—	এ, ওয়েব
১৮৯৫	—	পুণা	—	সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
১৮৯৬	—	কলিকাতা	—	আর, এম, সিয়ানি
১৭৯৭	—	অমরাবতী	—	শঙ্করন নায়ার
১৮৯৮	—	মাদ্রাজ	—	আনন্দমোহন বসু
১৮৯৯	—	লক্ষ্ণৌ	—	রমেশচন্দ্র দত্ত
১৯০০	—	লাহোর	—	এন্, জি, চন্দাভরকর
১৯০১	—	কলিকাতা	—	দিনশা ওয়াচা
১৯০২	—	আহমেদাবাদ	—	সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
১৯০৩	—	মাদ্রাজ	—	লালমোহন ঘোষ
১৯০৪	—	বোম্বাই	—	সার হেন্‌রী কটন
১৯০৫	—	বেনারস	—	গোপালকৃষ্ণ গোখলে
১৯০৬	—	কলিকাতা	—	দাদাভাই নওরোজী
১৯০৭	—	সুরাট	—	রাসবিহারী ঘোষ
১৯০৮	—	মাদ্রাজ	—	রাসবিহারী ঘোষ
১৯০৯	—	লাহোর	—	মদনমোহন মালবীয়
১৯১০	—	এলাহাবাদ	—	স্যার উইলিয়াম ওয়েডারবার্ণ
১৯১১	—	কলিকাতা	—	বিষেণনারায়ণ দার

১৯১২	—	পাটনা	—	আর, এন, মুধোলকার
১৯১৩	—	করাচী	—	নবাব সৈয়দ মহম্মদ
১৯১৪	—	মাদ্রাজ	—	ভূপেন্দ্রনাথ বসু
১৯১৫	—	বোম্বাই	—	সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ
১৯১৬	—	লক্ষ্ণৌ	—	অম্বিকাচরণ মজুমদার
১৯১৭	—	কলিকাতা	—	য়্যানি বেসাণ্ট
১৯১৮	—	দিল্লী	—	হাসান ইমাম
"	—	বোম্বাই	—	মদনমোহন মালবীয়
১৯১৯	—	অমৃতসর	—	মতিলাল নেহ্‌রু
১৯২০	—	নাগপুর	—	লালা লাজপৎ রায়
"	—	কলিকাতা	—	বিজয় রাঘবাচার্য্য
১৯২১	—	আহ্‌মেদাবাদ	—	হাকিম আজমল খাঁ
১৯২২	—	গয়া	—	চিত্তরঞ্জন দাশ
১৯২৩	—	কোকনদ	—	আবুলকালাম আজাদ
"	—	দিল্লী	—	মহম্মদ আলি
১৯২৪	—	বেলগাঁও	—	মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী
১৯২৫	—	কানপুর	—	সরোজিনী নাইডু
১৯২৬	—	গৌহাটী	—	শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার
১৯২৭	—	মাদ্রাজ	—	ডাক্তার এম্, এ, আন্‌সারী
১৯২৮	—	কলিকাতা	—	মতিলাল নেহ্‌রু
১৯২৯	—	লাহোর	—	জওয়াহরলাল নেহ্‌রু
১৯৩০	—	কলিকাতা	—	শ্রীযুক্তা নেলী সেনগুপ্তা
১৯৩১	—	করাচী	—	বল্লভভাই প্যাটেল
১৯৩২	—	দিল্লী	—	শেঠ রণছোড় লাল

১৯৩৩ —	কলিকাতা —	মদনমোহন মালবীয়
১৯৩৪ —	বোম্বাই —	রাজেন্দ্রপ্রসাদ
১৯৩৫ —	লক্ষ্ণৌ —	জওয়াহরলাল নেহ্রু
১৯৩৬ —	ফৈজপুর —	জওয়াহর লাল নেহ্রু
১৯৩৭ —	হরিপুরা —	সুভাষচন্দ্র বসু
১৯৩৯ —	ত্রিপুরী —	সুভাষচন্দ্র বসু
”	”	বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদ

বঙ্গীয় প্রাদেশিক কন্‌ফারেন্‌স্‌

বৎসর	স্থান	সভাপতি
১৮৯৫—	বহরমপুর—	আনন্দমোহন বসু
১৮৯৬—	কৃষ্ণনগর—	গুরুপ্রসাদ সেন
১৮৯৭—	নাটোর—	সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর
১৮৯৮—	ঢাকা—	কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
১৮৯৯—	বর্দ্ধমান—	অম্বিকাচরণ মজুমদার
১৯০০—	ভাগলপুর—	রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব
১৯০১—	মেদিনীপুর—	এন্, এন্, ঘোষ
১৯০৩—	বহরমপুর—	মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায়
১৯০৪—	বর্দ্ধমান—	আশুতোষ চৌধুরী
১৯০৫—	ময়মনসিংহ—	ভূপেন্দ্রনাথ বসু
১৯০৬—	বরিশাল—	আবদুর রসুল
১৯০৭—	বহরমপুর—	দীপনারায়ণ সিংহ (অসমাপ্ত থাকে)
১৯০৮—	পাবনা—	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
১৯০৯—	হুগলী—	বৈকুণ্ঠনাথ সেন
১৯১০—	কলিকাতা—	অম্বিকাচরণ মজুমদার
১৯১১—	ফরিদপুর—	যতীন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী
১৯১২—	চট্টগ্রাম—	আবদুল রসুল

১৯১৩— ঢাকা অশ্বিনীকুমার দত্ত
১৯১৪— কুমিল্লা— ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী
১৯১৫— কৃষ্ণনগর— মতিলাল ঘোষ
১৯১৬— বারাসত— বৈকুণ্ঠনাথ সেন
১৯১৭— কলিকাতা— চিত্তরঞ্জন দাশ
১৯১৮— হুগলী অখিলচন্দ্র দত্ত
১৯১৯— ময়মনসিংহ যাত্রামোহন সেনগুপ্ত
১৯১৯— কলিকাতা— কামিনীকুমার চন্দ (বিশেষ অধিবেশন
১৯২০— মেদিনীপুর— ফজলুল হক্
১৯২১— বরিশাল— বিপিনচন্দ্র পাল
১৯২২— চট্টগ্রাম— বাসন্তী দেবী
১৯২৩— যশোহর— শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী
১৯২৪— সিরাজগঞ্জ— মৌলানা আক্রাম খাঁ
১৯২৫— ফরিদপুর— চিত্তরঞ্জন দাশ
১৯২৬— কৃষ্ণনগর— বীরেন্দ্রনাথ শাসমল
১৯২৭— মাজু— যোগীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী
১৮২৮— বসিরহাট— যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত
১৯২৯— রংপুর— সুভাষচন্দ্র বসু
১৯৩০— রাজসাহী— বিপিনবিহারী গঙ্গোপাধ্যায়
১৯৩১— বহরমপুর— হরদয়াল নাগ (বিশেষ অধিবেশন)
১৯৩২— কলিকাতা— গুণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (অসমাপ্ত থাকে)
১৯৩৫— দিনাজপুর— ইন্দ্রনারায়ণ সেনগুপ্ত
১৯৩৮— বিষ্ণুপুর— যতীন্দ্রমোহন রায়
১৯৩৯— জলপাইগুড়ি— শরৎচন্দ্র বসু

তৃতীয় ভাগ

আইন-আদালত

নূতন সংশোধিত প্রজাস্বত্ব আইন (১৯৩৮) স্থূলকথা

১। ১৯২৮ সালে যে খারিজ ফি বহাল হইয়াছিল বর্ত্তমানে সংশোধিত প্রজাস্বত্ব আইনে তাহা একেবারে উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। রায়তী স্থিতিবান্ স্বত্বের জমি বিক্রয়ের সময় যে শতকরা ২০৲ টাকা ও বহন খরচা শতকরা ২৲ টাকা রেজেষ্ট্রী আফিসে ও আদালতের নীলামের সময় দিতে হইত তাহা আর দিতে হইবে না।

২। জমিদারদিগের অগ্রক্রয়ের ক্ষমতা একেবারে রহিত করা হইয়াছে। পূর্ব্বে রায়তি স্থিতিবান্ স্বত্বের জমি খরিদ বিক্রয় হইলে নোটিশ পাওয়ার দুই মাসের মধ্যে জমিদার দরখাস্ত করিলে শতকরা দশ টাকা অতিরিক্ত দিয়া উহা নিজে লইতে পারিতেন, কিন্তু বর্ত্তমান আইনে সে নিয়ম চলিবে না। তাহার পরিবর্ত্তে সকল ধর্ম্মাবলম্বী প্রজার অংশীদারগণকে উক্ত ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। অংশীদার ব্যতীত অন্যের নিকট দখলী স্বত্বের জমি বিক্রয় হইলে ঐ যোতের অংশীদারগণ বর্ত্তমান আইন বলে উহা ফিরাইয়া লইতে পারিবেন।

৩। বাকী খাজনার সুদের হার শতকরা ১২॥৹ টাকার স্থলে ৬।৹ টাকা করা হইয়াছে। অর্থাৎ মাসিক যাহা ১৲৮ পাই ছিল, এই আইনে তাহা মাসিক ॥৪ পাই করা হইয়াছে।

৪। মূল খাজনা ও পথকরের অতিরিক্ত যে বে-আইনী টাকা এযাবৎ প্রজাদিগের নিকট হইতে ভূম্যধিকারী ও তাঁহার গোমস্তা তহশীলদার দস্তরী প্রভৃতিতে আদায় করিয়া আসিয়াছে তাহা রহিত করিবার জন্য

কঠোর আইন পাশ হইয়াছে। এখন হইতে ঐ অতিরিক্ত টাকা আদায় করিলে ৫০৲ টাকা পর্য্যন্ত জরিমানা হইতে পারিবে।

৫। ১৯৩৭ সালের ১লা আগষ্ট হইতে ১০ বৎসরের জন্য কোন শ্রেণীর প্রজারই খাজনা বাড়িবে না। সাময়িকভাবে এই আইনটি বলবৎ হইয়াছে, তবে জমি কমবেশীর জন্য খাজনা কমবেশী হইতে পারিবে। যদি ১৯৩৭ সালের আগষ্ট মাসে খাজনা বৃদ্ধির কোন ডিক্রী হইয়া থাকে বা দলিল-পত্রের চুক্তিমত কোন বৃদ্ধির ব্যবস্থা থাকে তাহাও দশ বৎসর বন্ধ থাকিবে এবং এই দশটি বৎসর ভবিষ্যতে গণনার বাহিরে থাকিবে।

৬। ১৯৩৮ সালের এই সংশোধিত আইনে সুদ ও আসল ১৫ বৎসরে বা তাহার কম সময়ে শোধ করা যাইবে এই প্রকার চুক্তি ছাড়া কেবল সুদের পরিবর্ত্তে যে সকল দায়সুদী রেহানী দেওয়া হইয়াছে তাহা এবং পূর্ব্বে যে সকল সাধারণ দায়সুদী রেহান সুদের পরিবর্ত্তে দখল দিয়া দেওয়া হইয়াছে তাহা জমী দখল দেওয়ার তারিখ হইতে পনর বৎসর অতীত হইলে রেহানী ঋণ সুদ ও আসল আদায় হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে। ঐ ঋণের সুদ বা আসল বাবদ আর কোন টাকা দিতে হইবে না। আপোষে রেহানদার জমির দখল ফেরত না পাইলে আদালতের সাহায্যে দখল ফেরত পাওয়া যাইবে।

৭। ডিক্রীর পর প্রজাকে টাকা আদায়ের সুযোগ ও সুবিধা দেওয়া হইয়াছে। ডিক্রীর পর ৬০ দিনের মধ্যে প্রজার উপর ডিক্রীজারি বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ৬০ দিনের মধ্যে প্রজা যদি ডিক্রীর সমুদয় টাকা মিটাইয়া দিতে পারে তাহা হইলে প্রজাকে আর টাকার সুদ দিতে হইবে না অথবা ডিক্রীর মোকদ্দমায় ডিক্রীর অর্দ্ধেক টাকা আর জমাও দিতে হইবে না।

৮। এই আইনে ভূম্যধিকারী বাকী খাজানার বা বাকি কিস্তির নালিশ করিতে এক বা একাধিক বৎসরের অধিক দাবী করিতে পারিবেন, তবে একবার নালিশ করিলে ৯ মাসের মধ্যে দ্বিতীয় নালিশ করিতে পারিবেন না।

৯। তালুকের বা জোতের সম্পূর্ণ বা আংশিক কোনও জমি জলে ডুবিয়া নষ্ট হইয়া গেলে তজ্জন্য তালুকদার বা প্রজা হারাহারি মতে জমা বাদ পাইতে পারিবে এবং যদি ২০ বৎসরের মধ্যে ঐ জমি পুনরায় কার্য্যের উপযোগী হয় ৮৬ (ক) ধারার বিধান মতে বাকি খাজনা দিয়া তালুকদার বা প্রজা ঐ জমি পুনয়ায় দখল পাইবে।

১০। এ যাবৎ মধ্যস্বত্ব ভোগীর পক্ষে খাজনা আদায়ে যে বিড়ম্বনা ছিল—জমা ইস্তফা দিতে চাহিলেও জমিদারেরা তাহা লইতেন না এবং আইনের দ্বারা তাঁহাদিগকে বাধ্য করাও যাইত না—এই আইনে ৮৫ (ক) ধারার প্রয়োগে ইস্তফার জন্য প্রজার আদালতে নালিশ করিবার অধিকার আছে।

১১। সার্টিফিকেট বলে প্রজার খাজনা আদায় করিবার যে শক্তি ছিল, নূতন আইনে জমিদারের সেই শক্তির বিলোপ সাধন করা হইয়াছে।

চাষী-খাতক আইন

(১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের বঙ্গীয় ৭ আইন)

১। (১) এই আইনকে বঙ্গদেশের চাষী-খাতক বিষয়ক ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের আইন বলা যাইতে পারিবে।

(৪) 'ঋণ' বলিতে কোন খাতকের নগদ টাকা পয়সায় অথবা জিনিষপত্রে বন্ধক রাখিয়া বা বিনা বন্ধকে নেওয়া কোন দেওয়ানী আদালতের ডিক্রী বা অন্য প্রকারে দেয়, এবং বর্ত্তমানে অথবা ভবিষ্যতে পরিশোধনীয় সর্ব্বপ্রকার দায় বুঝাইবে, কিন্তু নিম্নলিখিতগুলি দায়ের মধ্যে ধরা হইবে না :—

(ক) যে টাকা শোধ করিবার দায়িত্ব কোন অনিশ্চিত ঘটনার উপর নির্ভর করে।

(খ) ১৮ ধারামতে কোন বোর্ড কর্ত্তৃক ঋণের পরিমাণ নির্ণীত হইবার সময় যে খাজনা পাওনা হয় নাই।

(গ) আধি, বর্গা বা ভাগ বলিয়া পরিচিত প্রথা অনুসারে যে জমি চাষ করা হয় তাহার দরুণ দেয় ফসলের কোন অংশ।

(ঘ) নিম্নলিখিত বিষয়গুলি যথা :—

(১) ২৮ ধারার (১) প্রকরণে উল্লিখিত কোন টাকা, এবং

(২) প্রজার অধিকারে যে জমি আছে তাহার ব্যবহার অথবা দখলের দরুণ দেয় বাকী খাজনা ছাড়া রাজকীয় প্রাপ্য স্বরূপ আদায় যোগ্য কোন টাকা ;

(ঙ) তামাদির দরুন মোকদ্দমা বা দরখাস্ত করিয়া যে টাকা আদায় করা যাইবে না ; অথবা

(চ) ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দের ভারতবর্ষের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বিষয়ক আইনের দ্বিতীয় তপশীলে যে সকল ব্যাঙ্কের নাম আছে তাহাদের প্রাপ্যঋণ ;

(৫) "খাতক" বলিতে বুঝাইবে যে খাতকের চাষ আবাদই প্রধান উপজীবিকা এবং যে—

(ক) রায়ত অথবা কোর্ফা রায়ত, অথবা

(খ) যে নিজে কিংবা তাহার পরিবারস্থ লোক অথবা ভাড়াকরা মজুর, অথবা আধিয়ার, বর্গাদার কিম্বা ভাগদার দিয়া জমি চাষ করে।

২। (১) স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন দিয়া কোন অঞ্চলের জন্য এক বা একাধিক ঋণ সালিসী বোর্ড স্থাপন করিতে পারিবেন।

(২) প্রত্যেকটী বোর্ডে এক জন সভাপতি এবং চার জনের অনধিক সভ্য থাকিবেন এবং তাহারা স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইবেন।

৩। (১) ৯ ধারার বিধানগুলি বজায় রাখিয়া যে কোন খাতক তাহার ঋণের মিটমাটের জন্য, সে যে অঞ্চলে সাধারণতঃ বাস করে সেই অঞ্চলের জন্য স্থাপিত বোর্ডের নিকট ৩ ধারার (১) প্রকরণমতে ঐ অঞ্চলের প্রথম বোর্ড স্থাপিত হইবার পাঁচ বৎসরের মধ্যে দরখাস্ত করিতে পারিবে।

(২) (১) প্রকরণমতে কোন খাতক ইতিপূর্ব্বে দরখাস্ত না করিয়া থাকিলে ঐ খাতকের যে কোন পাওনাদার ঐ প্রকরণমতে ঐ খাতক যে যে বোর্ডের নিকট দরখাস্ত করিতে পারিত সেই বোর্ডের নিকট দরখাস্ত করিতে পারিবেন।

(৩) একই খাতকের ঋণ সম্পর্কে যদি একাধিক বোর্ডের নিকট দরখাস্ত করা হয় তবে ঐরূপ দরখাস্তগুলি, এই আইনের অধীন প্রণীত

নিয়মাবলী বজায় রাখিয়া, একটী বোর্ডের নিকট পাঠাইতে হইবে ও উক্ত বোর্ড কর্ত্তৃক বিবেচিত হইবে।

(৪) যে বোর্ডের নিকট দরখাস্ত করা হয় সেই বোর্ডের নিকট দরখাস্ত দাখিলের স্থান সম্পর্কে যতশীঘ্র সম্ভব কোন আপত্তি উত্থাপন করা না হইয়া থাকিলে এবং তাহার দরুণ বিচারের কোন ত্রুটী না ঘটিয়া থাকিলে আপীল বিচার করিবার ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী ঐরূপ আপত্তি মঞ্জুর করিবেন না।

(৫) (১) প্রকরণে যাহাই থাকুক না কেন উপযুক্ত ও যথেষ্ট কারণ থাকিলে কোন বোর্ড, (১) অথবা (২) প্রকরণমতে প্রথম দরখাস্ত করিবার তারিখের পূর্ব্বে যে ঋণ করা হইয়াছে তাহার সম্পর্কে আরও একটী দরখাস্ত, প্রথম দরখাস্ত সেই বোর্ড অথবা অপর কোন বোর্ড যাহারই নিকট করা হইয়া থাকুক না কেন, গ্রহণ করিতে পারিবেন। কিন্তু যখন উক্ত কোন প্রকরণানুযায়ী ঐরূপ প্রথম দরখাস্ত ১৩ ধারার (৩) প্রকরণ অথবা ১৭ ধারার (১) প্রকরণের (খ) (৵০) দফা কিম্বা (২) প্রকরণ অনুসারে ডিসমিস হইয়াছে তখন উহা গ্রহণ করা চলিবে না।

(৬) (১) প্রকরণ অথবা (২) প্রকরণমতে দরখাস্ত করিবার তারিখের পর কোন খাতক যে ঋণ করিয়া থাকে (মায় যে খাজনা পাওয়া হইয়াছে) তাহা মিটমাট করিবার জন্য আর কোন দরখাস্ত কোন বোর্ড গ্রহণ করিতে পারিবেন না।

৪। (১) নিম্নলিখিত বিষয়ের মিটমাটের জন্য ৮ ধারার (১) প্রকরণমতে দরখাস্ত করা চলিবে :—

(ক) এমন কোন পৈতৃক ঋণ যাহার জন্য একত্রে দায়ী দুই কিংবা ততোধিক ব্যক্তিদিগের কোনও একজন এই আইনের অর্থ অনুসারে খাতক হন এবং তাঁহারা সকলে একত্রে ঐরূপ দরখাস্ত করেন, অথবা

(খ) এমন ঋণ যাহার জন্য একত্রে দায়ী দুই কিম্বা ততোধিক ব্যক্তিদিগের সকলেই এই আইনের অর্থ অনুসারে খাতক হন এবং তাঁহারা সকলে একত্রে ঐরূপ দরখাস্ত করেন।

এবং ঐরূপ দরখাস্তে উল্লিখিত যে কোন ঋণ সম্পর্কে, বোর্ড এই আইনানুসারে আদেশ দিতে পারিবেন।

(২) এই আইনের অর্থ অনুসারে যে ব্যক্তি খাতক সে যদি বাকী খাজানার ঋণ ছাড়া অন্য কোন ঋণের জন্য অপর ব্যক্তিদিগের সহিত একত্রে দায়ী হয় তবে ঐরূপ খাতক ঐরূপ ঋণ সম্পর্কে তাহার দায়ী লাঘবের জন্য ৮ ধারার (১) প্রকরণমতে দরখাস্ত করিতে পারিবে এবং বোর্ড এই বিষয়ের সমস্ত ঘটনা ও অবস্থা বিবেচনা করিয়া যদি ৭ ধারামতে এতদ্ পক্ষে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন, তবে ঐরূপ দরখাস্তকারী ঐ ঋণের জন্য যতদূর দায়ী ততদূর পর্য্যন্ত ঐ ঋণ সম্পর্কে যেরূপ আদেশ দেওয়া যুক্তিসঙ্গত মনে করেন সেইরূপ আদেশ এই আইনানুসারে দিতে পারিবেন এবং বোর্ডের ঐরূপ আদেশ সম্বন্ধে কোন দেওয়ানী আদালতে কিম্বা এই আইনে যেরূপ বিধান করা হইয়াছে সেইরূপে ছাড়া অন্য কোন প্রকারে প্রশ্ন করা চলিবে না :—

কিন্তু এই প্রকরণমতে বোর্ডের কোন আদেশ দ্বারা ঐ ঋণের জন্য অপর যে ব্যক্তি ঐ খাতকের সহিত একত্রে দায়ী তাহার দায়ের কোন ক্ষতিবৃদ্ধি হইবে না। কিন্তু কোন ক্ষেত্রেই ঐ ঋণের যিনি পাওনাদার তিনি যে সকল ব্যক্তি ঐ ঋণের জন্য একত্রে দায়ী তাহাদের নিকট হইতে তাঁহার প্রাপ্য টাকার অতিরিক্ত কিছু আদায় করিতে পারিবেন না।

৫। (১) ৮ ধারায় (১) প্রকরণমতে খাতক যে দরখাস্ত করিবে তাহাতে ঋণের একটী বিবরণ নির্দ্ধারিত ফরমে দিতে হইবে এবং উহাতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি থাকিবে :—

(ক) যে স্থানে সে সাধারণতঃ বাস করে ;

(খ) তাহার পাওনাদারদিগের নাম ও ঠিকানা খাতকের যতদূর জানা আছে তদনুসারে প্রত্যেক ঋণ সম্পর্কে প্রত্যেক পাওনাদার যে মবলগ টাকা তাঁহার প্রাপ্য বলিয়া দাবী করেন এবং ঐরূপ প্রত্যেকটী দাবীই খাতক স্বীকার করে কিনা সে সম্বন্ধে একটী মন্তব্য ;

(গ) মূল আসল টাকা ও দেয় সুদের হারের বিশেষ বিবরণসহ ঐরূপ প্রত্যেকটী ঋণের ইতিহাস ;

(ঘ) যে সকল ঋণের জন্য খাতক জামিনদাররূপে দায়ী অথবা অপর ব্যক্তিদিগের সহিত খাতকরূপে কিম্বা জামিনদাররূপে একত্রে দায়ী ঐরূপ ব্যক্তিদিগের নাম ও ঠিকানাসহ ঐ সকল ঋণের বিস্তৃত বিবরণ ;

(ঙ) খাতকের স্থাবর ও অস্থাবর উভয়বিধ সম্পত্তির (মায় তাহার পাওনা দাবীর) বিশেষ বিবরণ; উহার মূল্য এবং যে সকল স্থানে উহা পাওয়া যাইবে তাহার বিস্তৃত বিবরণ ;

এবং উহার উপর কোন ক্রোক বা বন্ধক থাকিলে অথবা পাওনাদারের উহা দখল রাখিবার অধিকার থাকিলে অথবা উহার উপর কোন টাকাপয়সার দায়িত্ব ন্যস্ত থাকিলে উহাদের বিস্তৃত বিবরণ এবং খাতকের কোন সরিক থাকিলে তাহার নাম ও ঠিকানা ;

(চ) দরখাস্ত দিবার তারিখের পূর্ব্বে দুই বৎসর মধ্যে খাতক কোন সম্পত্তি হস্তান্তর করিয়া থাকিলে (ঙ) দফায় বর্ণিতরূপ উহার বিশেষ বিবরণসহ যে ব্যক্তির নিকট হস্তান্তর করা হইয়াছে তাঁহার নাম ও ঠিকানা ;

(ছ) খাতকের কোন অতিরিক্ত আয় থাকিলে তাহার বিশেষ বিবরণ ; এবং

(জ) তাহার সমস্ত ঋণ ও সমস্ত সম্পত্তি এই বিবরণে উল্লিখিত হইয়াছে এই মর্ম্মে একটী ঘোষণা।

(২) ৮ ধারার (২) প্রকরণমতে পাওনাদার যে দরখাস্ত দিবেন তাহাতে ঋণের একটী বিবরণ নির্দ্ধারিত ফারমে দিতে হইবে এবং ঐ বিবরণে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি থাকিবে :—

(ক) খাতক সাধারণতঃ যে স্থানে বাস করে তাহার নাম ;

(খ) খাতকের নিকট যে ঋণ প্রাপ্য বলিয়া পাওনাদার দাবী করেন তাহার প্রত্যেকটির মোট টাকার পরিমাণ ;

(গ) মূল আসল টাকা ও দেয় সুদের হারের বিশেষ বিবরণসহ ঐরূপ প্রত্যেকটী ঋণের ইতিহাস ;

(ঘ) পাওনাদারের যতদূর জানা আছে তদনুসারে অন্যান্য পাওনাদারদের নাম ও ঠিকানা ;

(ঙ) পাওনাদারদের যতদূর জানা আছে তদনুসারে (১) প্রকরণের (ঙ) দফায় লিখিতমত খাতকের সম্পত্তির বিশেষ বিবরণ;

(চ) পাওনাদারদের যতদূর জানা আছে তদনুসারে খাতকের কোন অতিরিক্ত আয় থাকিলে তাহার বিশেষ বিবরণ ;

(ছ) চাষ-আবাদই খাতকের প্রধান উপজীবিকা এই মর্ম্মে একটি ঘোষণা।

৬। এই আইনের অধীনে প্রণীত নিয়মাবলী বজায় রাখিয়া বোর্ড খাতক ও প্রত্যেক পাওনাদারকে প্রত্যেক ঋণ বিষয়ে তাঁহাদের বক্তব্য বুঝাইয়া বলিবার জন্য আহ্বান করিবেন এবং তাঁহারা যাহাতে আপোষে মিটমাট করিয়া ফেলেন তজ্জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন।

ষ্ট্যাম্প আইন

কোন্ দলিলে কত ষ্ট্যাম্প লাগিবে

খত বা তমস্থক—

১০৲ টাকার অনধিক					৵০
১০৲ টাকার অধিক, কিন্তু			৫০৲ টাকার অনধিক হইলে		।০
৫০৲	”	”	১০০৲	”	॥০
১০০৲	”	”	২০০৲	”	১৲
২০০৲	”	”	৩০০৲	”	১৸৵০
৩০০৲	”	”	৪০০৲	”	২॥০
৪০০৲	”	”	৫০০৲	”	৩৵০
৫০০৲	”	”	৬০০৲	”	৪॥০
৬০০৲	”	”	৭০০৲	”	৫।০
৭০০৲	”	”	৮০০৲	”	৬৲
৮০০৲	”	”	৯০০৲	”	৬৸০
৯০০৲	”	”	১০০০৲	”	৭॥০

১০০০৲ টাকার উপর প্রতি ৫০০৲ টাকা কিংবা তাহার কোন অংশের জন্য ৩৸০।

ডিবেঞ্চার—তমস্থকের মত ষ্ট্যাম্প লাগিবে।

জামিন নামা—১০০০৲ টাকার অনধিক টাকার জন্য হইলে তমস্থকের ন্যায় ষ্ট্যাম্প। তাহার অধিক হইলে ৭॥০ ষ্ট্যাম্প লাগিবে।

ঋণ স্বীকার পত্রঃ—যদি ২৲ টাকার অধিক ঋণ করিয়া তাহার প্রমাণের জন্য কোন খাতা কিম্বা কাগজ দস্তখত করিয়া মহাজনের নিকট রাখা হয় এবং তাহাতে ঐ ঋণ পরিশোধ করিবার এবং সুদ দিবার

অঙ্গীকার না থাকে তাহা হইলে এক আনা আটাল ষ্ট্যাম্পের দস্তখত করিতে হইবে।

সাধারণ হাতচিঠাতেও খাতক খাতার মাথায় এক আনার ষ্ট্যাম্প দিয়া নিজ নাম দস্তখত করিবেন এবং সেই খাতায় টাকার হিসাব জমা খরচ লেখা থাকিবে।

এগ্রিমেণ্ট বা চুক্তিপত্র ঃ—কোনও কোম্পানির কাগজ বা জয়েণ্ট ষ্টক কোম্পানির অংশ বিক্রয়ের চুক্তিপত্রে প্রতি ১০০০০৲ টাকায় ⁄১০; বিল অব এক্সচেঞ্জ বা হুণ্ডি বিক্রয়ের চুক্তিপত্রে ৶০; তদ্ভিন্ন অন্য কোনও চুক্তিপত্রে (বায়না পত্র ইত্যাদি) ৵০ আনা, কিন্তু কোন পাট্টা দিবার চুক্তিপত্রে পাট্টার ন্যায় ষ্ট্যাম্প লাগিবে।

নিরূপণ পত্র—বিবাহের যৌতুক দানের দলিল, ওয়াকফ্ নামা, দেবোত্তর করণের দলিল ইত্যাদি—

সম্পত্তির মূল্য ১০৲ টাকার অনধিক হইলে	৶০
১০৲ টাকার অধিক কিন্তু ৫০৲ টাকার অনধিক	।৵০
৫০৲ " " ১০০৲ "	৸০
১০০৲ " " ১০০০৲ টাকা পর্য্যন্ত	
প্রতি ১০০৲ টাকায়	৸০
১০০০৲ টাকার অধিক হইলে প্রতি ৫০০৲	৩৸০

নিরূপণ-পত্র রদ করিয়া দলিল সম্পাদন করিতে হইলে তাহাতে তমসুকের ন্যায় ষ্ট্যাম্প লাগিবে, কিন্তু উহাতে কোন স্থলেই ১৫৲ টাকার অধিক ষ্ট্যাম্প লাগিবে না।

ট্রাষ্ট নামা—নিরূপণ পত্রের ন্যায় ষ্ট্যাম্প লাগিবে; কিন্তু কোন ক্রমে ২২৷৷০ টাকার অধিক হইবে না।

যদি চাহিবামাত্র টাকা দিবার আদেশ না হয়, কিন্তু ঐ দলিলের তারিখ হইতে বা যিনি টাকা দিবেন তাহাকে ঐ দলিল দেখাইবার তারিখ হইতে এক বৎসরের অনধিক কাল মধ্যে টাকা দিবার আদেশ হয় তাহা হইলে—

একখানি দেওয়া গেলে তাহার জন্য ষ্ট্যাম্প	এক সেটে দুই খানি থাকিলে সেটের প্রত্যেক খণ্ডের জন্য	এক সেটে তিন খানি থাকিলে সেটের প্রত্যেক খণ্ডের জন্য
২০০৲ টাকার অনধিক হইলে ৵০	⁄০	⁄০
২০০৲ টাকার অধিক কিন্তু ৪০০৲ টাকার অনধিক হইলে ।০	৵০	৵০
৪০০৲ ,, ৬০০৲ ।৵০	৶০	৶০
৬০০৲ ,, ১০০০৲ ॥৵০	।⁄০	।০
১০০০৲ ,, ১২০০৲ ৸০	।৵০	।০
১২০০৲ ,, ১৬০০৲ ১৲	॥০	।৵০
১৬০০৲ ,, ২৫০০৲ ১॥০	৸০	॥০
২৫০০৲ ,, ৫০০০৲ ৩৲	১॥০	১৲

দলিলের তারিখ বা দলিল দেখাইবার তারিখ হইতে এক বৎসরের অধিক কাল পরে টাকা দিবার আদেশ হইলে, ঐ টাকার পরিমাণে তমস্থকের ন্যায় ষ্ট্যাম্প লাগিবে।

দানপত্র—কোবালার ন্যায় ষ্ট্যাম্প লাগিবে।

কোম্পানির নিয়মাবলী—যদি লাভের জন্য কোম্পানি গঠিত হয়, তাহা হইলে নিয়মাবলীতে ৫০৲ টাকার ষ্ট্যাম্প। লাভের জন্য কোম্পানি না হইলে নিয়মাবলীতে ষ্ট্যাম্প লাগে না।

কোম্পানির সেয়ার সার্টিফিকেট—৵০ আনার ষ্ট্যাম্প।

কোম্পানির মেমোরেণ্ডাম অব এসোসিয়েসন (নিয়মাবলী সহ) ৫০৲

নিয়মাবলী না থাকিলে ৮০৲

লাভের জন্য যদি কোম্পানি না হয় তাহা হইলে তাহার মেমোরেণ্ডামে ষ্ট্যাম্প লাগিবে না।

আমমোক্তারনামা ও খাস মোক্তারনামা

যে দলিল দ্বারা সাধারণভাবে কার্য্য করিবার কোন ক্ষমতা দেওয়া হয় তাহাকে আমমোক্তার নামা কহে। আর যে দলিল দ্বারা কোন একটি বিশেষ কার্য্যের ক্ষমতা দেওয়া হয় তাহাকে খাস মোক্তারনামা কহে।

ইহার ষ্ট্যাম্প সাধারণতঃ ৸০ আনা। তবে প্রকার ভেদে বেশী আছে।

রেজিষ্টারী আইন

রেজিষ্টারী ফী

মূল্য	৫০৲ টাকার অনধিক হইলে	৷৷০ আনা
”	৫০৲ টাকার অধিক কিন্তু ১০০৲ টাকার অনধিক হইলে	৸০ আনা
”	১০০৲ অনধিক এবং ২৫০৲ অনধিক হইলে	১৲ টাকা
”	২৫০৲ ” ” ৫০০৲ ” ”	৩৲ টাকা

মূল্য ৫০০৲ " " ১০০০৲ " " ৪৲ টাকা
" ১০০০৲ টাকার অধিক হইলে, প্রতি ১০০০৲ টাকায়
বা তাহার অংশে ২৲ টাকা

পাট্টা রেজিষ্টারী করিতে হইলে এক বৎসরের ভাড়া বা খাজনা এবং নজর সেলামী ইত্যাদি মিলিয়া যত টাকা হয় তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত হারে ফী দিতে হইবে।

পাট্টা এবং কবুলিয়ত এক সঙ্গে রেজিষ্টারী করিলে উভয় দলিলেরই অর্দ্ধেক ফী দিতে হইবে।

বন্ধকী খতে যত টাকা কর্জ্জ লওয়া হইতেছে, সেই টাকার উপর ফী দিতে হইবে, বন্ধকী সম্পত্তির মূল্য ধরিয়া তাহার উপর ফী দিতে হইবে না।

কোনও দলিলে কোনও মূল্য বা খাজনা প্রভৃতি উল্লেখ না থাকিলে তাহা রেজিষ্টারী করিতে হইলে ২০৲ টাকা ফী দিতে হইবে।

উইল কিম্বা দত্তক গ্রহণের পত্র অনুমতি পত্র
রেজিষ্টারী ফী ৮৲ টাকা
উইল রদ করিবার ফী ৮৲ টাকা
উইল গচ্ছিত রাখিবার ফী ৪৲ টাকা
গচ্ছিত উইল ফেরৎ লইবার ফী ৪৲ টাকা
গচ্ছিত উইল কর্ত্তার মৃত্যুর পর খুলিবার ফী ৪৲ টাকা
চাকুরীর এগ্রিমেণ্ট বা একরার নামা ১৲ টাকা
আমমোক্তারনামা রেজিষ্টারী ফী ৪৲ টাকা
খাস মোক্তারনামা রেজিষ্টারীর ফী ২৲ টাকা
ডিক্রির নকল রেজিষ্টারীর ফী ২৲ টাকা
এতদ্ভিন্ন দলিল রেজিষ্টারী ফী ২৲ টাকা

দলিল নকলের ফী

বাঙ্গালা ভাষায় প্রতি ১০০ কথায়	৵০
ইংরাজী ভাষায় প্রতি ১০০ কথায়	।০

তল্লাসী ফী—যে যে বৎসরের সূচীপত্র তল্লাস করা হয় তাহার প্রথম বৎসরের জন্য ১৲ টাকা। অন্যান্য প্রতি বৎসরের জন্য ৷৷০ আনা। যত বৎসরের সূচীপত্র তল্লাস হউক না কেন তল্লাসী ফী ২০ টাকার অধিক হইতে পারিবে না।

অতিরিক্ত ফী—জেলার রেজিষ্টারের কাছে দলিল রেজিষ্টারী করিলে সাধারণ ফীর দ্বিগুণ ফী দিতে হয়; কিন্তু ঐ অতিরিক্ত ফী ১০৲ টাকার অধিক হইবে না।

বিলম্বে রেজেষ্টারীর ফী

৪ মাসের পর ৭ দিনের মধ্যে সাধারণ ফী	২ গুণ
৪ মাসের পর ২ মাসের মধ্যে সাধারণ ফী	৪ গুণ
৪ মাসের পর ৪ মাসের মধ্যে সাধারণ ফী	১০ গুণ

তাহার পর আর দলিলের রেজিষ্টারী করা হইবে না।

নিজ গৃহে থাকিয়া রেজিষ্টারী করিবার ফী

দলিল সম্পাদনকারী বাড়ীতে পীড়ায় শয্যাগত থাকিলে কিম্বা জেলে আবদ্ধ থাকিলে সাধারণ ফীয়ের উপর অতিরিক্ত ৫৲ টাকা; দলিল-কর্ত্তা পীড়িত না হইলে কিম্বা পর্দ্দানসীন স্ত্রীলোক হইলে সাধারণ ফীর উপর অতিরিক্ত ২৲ টাকা।

জেলার রেজিষ্টারী দ্বারা রেজিষ্টারী করাইলে উভয় স্থলেই ১০৲। ইহা ছাড়া সকল স্থলেই, রেজিষ্টারী অফিস হইতে দলিল-কর্ত্তার বাড়ী এক মাইলের অধিক দূরে হইলে প্রতি মাইলে ।৵০ হিসাবে যাতায়াতের খরচ দিতে হইবে।

রেজিষ্টারী অফিসে দলিল রেজিষ্টারী করিতে দিলে তাহা এক মাসের মধ্যে ফেরত লইতে হয়। না হইলে তাহার পর প্রতি মাসে ।৷০ দণ্ড দিতে হয়। উইল ছাড়া অন্য দলিল ২ বৎসরের মধ্যে ফেরৎ না লইলে নষ্ট করিয়া ফেলা হয়।

উইল ছাড়া অন্য সকল দলিলই সম্পাদনের তারিখ হইতে ৪ মাসের মধ্যে রেজিষ্টারী অফিসে দাখিল করিতে হইবে।

চারি মাসের পর দাখিল করিলে রেজিষ্টারী ফীর ১০ গুণ অর্থদণ্ড লইয়া রেজিষ্টার ঐ দলিল রেজিষ্টারীর আদেশ দিতে পারেন।

উইল যে সময়ে ইচ্ছা রেজিষ্টারী কিম্বা গচ্ছিত রাখিবার জন্য রেজিষ্টারী আফিসে দাখিল করা যাইতে পারে।

১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের ১৮নং আইন

হিন্দুবিধবাদিগের সম্পত্তিতে অধিকার

এই আইনের বিধান এই যে—দায়ভাগ নিয়ম শাসিত কোন হিন্দু কোন সম্পত্তি রাখিয়া উইল না রাখিয়া প্রাণত্যাগ করিলে, এবং মিতাক্ষরা আদি অন্য নিয়ম শাসিত কোন হিন্দু পৃথক সম্পত্তি রাখিয়া বিনা উইলে প্রাণত্যাগ করেন সেই সম্পত্তি,

তাঁহার বিধবা পত্নী অথবা তাঁহার একাধিক বিধবা পত্নী থাকিলে তাঁহারা সকলে একত্রে,

উপধারার বিধানের অধীনে, একটী পুত্রের ন্যায় সমান অংশ পাইবেন। এই আইন আরম্ভের পূর্ব্বে উইল না করিয়া কেহ মারা গেলে তাহার সম্পত্তির প্রতি ইহা খাটিবে না।

১৯২৮ সনের বাল্যবিবাহ দমন আইন

২। (ক) এই আইনে পুরুষের বেলায় ১৮ বৎসরের নিম্নবয়স্ক বালক এবং স্ত্রীলোকের বেলা ১৪ বৎসরের নিম্নবয়স্ক বালিকা বুঝাইবে।

(খ) যাহাদের বিবাহ হইবে তাহাদের মধ্যে কেহ বালক বা বালিকা থাকিলে সে বিবাহ বাল্য বিবাহ বলিয়া গণ্য হইবে।

(গ) "বিবাহের পক্ষ" বলিতে যাহাদের বিবাহ হইবে তাহাদিগকে বুঝাইবে।

(ঘ) "নাবালক" বলিতে ১৮ বৎসরের কম বয়স্ক নরনারীকে বুঝাইবে।

৩। ১৮ বৎসরের অধিক এবং ২১ বৎসরের নিম্নবয়স্ক যে কোন পুরুষ বাল্য বিবাহ করিবে সে ১০০০৲ টাকার অনধিক অর্থদণ্ডের যোগ্য হইবে।

৪। ২১ বৎসরের অধিক বয়স্ক কোন পুরুষ বাল্য বিবাহ করিলে এক মাস পর্য্যন্ত সশ্রম কারাদণ্ড অথবা এক হাজার টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডের যোগ্য হইবে।

৫। যে কেহ কোন বাল্য বিবাহ নিষ্পন্ন করিবে, পরিচালনা করিবে অথবা তত্ত্বাবধান করিবে তাহার এক মাস পর্য্যন্ত সশ্রম কারাদণ্ড, ১০০০৲ টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ড হইতে পারিবে। **যদি সে প্রমাণ করিতে পারে যে এই বিবাহ বাল্য বিবাহ নহে এরূপ বিশ্বাস করিবার তাহার কারণ ছিল তবে সে দণ্ডিত হইবে না।**

৬। নাবালকের বাল্য বিবাহ নাবালকের পিতা অভিভাবক অথবা আইনতঃ বা বে-আইনী ভাবে রক্ষক কোন ব্যক্তি যদি সেই বিবাহে উৎসাহ দেয়, অথবা সেই বিবাহে অনুমতি দেয়, বা গাফিলি করিয়া সেই বিবাহ বন্ধ করিতে অসমর্থ হয় তবে তাহার এক মাস পর্য্যন্ত সশ্রম কারাদণ্ড বা ১০০০৲ টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডই হইতে পারিবে—

প্রকাশ থাকে যে, কোন নারী কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে না।

নাবালকের রক্ষক যদি বিপরীত প্রমাণ না দিতে পারে তবে ধরিয়া লওয়া হইবে যে সে গাফিলি করিয়া এই বিবাহ বন্ধ করে নাই।

৭। এই আইনের ৩ ধারা অনুসারে অপরাধীর যে অর্থদণ্ডের বিধান আছে তাহা না দিতে পারিলে তাহার কারাদণ্ডের আদেশ দিতে পারিবেন না।

৮। কোন প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট্ কিংবা জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট ভিন্ন অন্য কোন আদালত এই আইনের কোন অপরাধের মামলার নালিশ গ্রাহ্য করিতে বা বিচার করিতে পারিবেন না।

৯। বিবাহের তারিখ হইতে এক বৎসরের মধ্যে কেহ কোন অভিযোগ না করিলে কোন আদালত নালিশ গ্রাহ্য করিবেন না।

১০। কোন আদালত **কোন মামলার নালিশ গ্রাহ্য করিলে** এবং ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের ফৌজদারী কার্য্যবিধির ২০৩ ধারা অনুসারে ঐ মামলা ডিস্‌মিস করিলে উক্ত কার্য্যবিধির ২০২ ধারা অনুসারে সেই আদালত স্বয়ং অভিযোগের তদন্ত করিবেন বা আদলতের অধীন কোন প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটকে তদন্তের আদেশ দিবেন।

১১। (১) অভিযোগকারীর জবানবন্দী গ্রহণের পর আসামীকে সমন দিবার পূর্ব্বে ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের ২৫০

ধারা অনুসারে যদি অভিযোগকারীকে কোন ক্ষতি পূরণ দিতে হয় সেজন্য মুচলিকা সহ বা মুচলিকা বিহীন ১০০৲ টাকার জামিন লিখিয়া দিতে হইবে।

নির্দ্দিষ্ট সময় মধ্যে জামিন না দিলে নালিশ ডিসমিস হইবে।

বঙ্গীয় মহাজনী আইন

বঙ্গদেশের মহাজনী কারবার সুপরিচালনার জন্য ১৯৩৩ সালের বঙ্গীয় সপ্তম আইন প্রবর্ত্তিত হয়। সেই আইনের বিধান অনেক পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া বর্ত্তমান সনের নূতন মহাজনী আইন পাশ হইয়াছে। বর্ত্তমান আইনে খাতকের অনুকূলে অনেক অভিনব বিধান প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। সর্ব্বোচ্চ সুদের হার কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে এবং মহাজনদিগকে হিসাব পত্র রাখা এবং অন্যান্য দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য সম্বন্ধে ও নানারূপ নূতন বিধান বিধিবদ্ধ হইয়াছে। সেই আইন এখনও প্রকাশিত ও প্রচারিত হয় নাই। অনতিবিলম্বেই প্রকাশিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

ভারত-শাসন-বিধি

১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের ভারত-শাসন আইন

Government of India Act, 1935

১৯৩৫ সনে ভারত-শাসন আইন পার্লিয়ামেণ্ট সভায় পাশ হয় এবং ঐ সনের ২রা আগষ্ট উহা সম্রাটের সম্মতি লাভ করে। এই আইন অনুসারে ব্রিটিশ ভারত ও দেশীয় রাজ্যসমূহ লইয়া সমগ্র ভারতে এক যুক্তরাষ্ট্র (Federation) গঠনের প্রস্তাব হয় এবং বিভিন্ন প্রদেশগুলিতে প্রাদেশিক স্বাতন্ত্র্য-মূলক শাসন-তন্ত্র (Provincial Autonomy) প্রতিষ্ঠিত হয়।

এই আইন অনুসারে ভারতবর্ষ ইংলণ্ডেশ্বর কর্ত্তৃক ইংলণ্ডেশ্বরের নামে (The British Crown) শাসিত হয়। ভারত-সচিব (The Secretary of State for India) ইংলণ্ডেশ্বরের এজেণ্টরূপে ভারত-শাসন কার্য্য পরিচালনা করেন। তিনিই সেজন্য পার্লিমেণ্টের নিকট দায়ী। এই আইন অনুসারে গবর্ণর-জেনেরেল ও গবর্ণরগণের কতকগুলি বিশেষ ক্ষমতা আছে, এবং কোন কোন বিষয়ে তাহাদের নিজ বিবেচনামত কার্য্য করিবার অধিকার আছে। সেই সকল বিষয়ে তাহারা ভারত-সচিবের নিকট দায়ী।

এই আইনদ্বারা যে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র (The Federation of India) গঠিত হইয়াছে, তাহা দুইভাগে বিভক্ত—(১) কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট (Central Government) এবং (২) প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট সমূহ (Provincial Government)। এই উভয়ের প্রত্যেকেই কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট বিষয় শাসন করিবার ভার প্রাপ্ত হইয়াছে।

এতদ্ব্যতীত একটি সম্পূর্ণ স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচার-আদালত (Federal Court) স্থাপিত হইয়াছে। এই আদালত ভারত-শাসন-আইন সংক্রান্ত সমুদয় তর্কীয় বিষয়ের ব্যাখ্যা করিবে এবং বিবাদ মীমাংসা করিবে। এখন সম্পূর্ণ যুক্তরাষ্ট্র প্রবর্ত্তিত হয় নাই। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের ১লা এপ্রিল হইতে প্রাদেশিক স্বতন্ত্র-শাসনপ্রণালী (Provincial Autonomy) প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

প্রাদেশিক শাসন-বিভাগ
(The Provincial Executive)

এই আইন অনুসারে ব্রিটিশ-ভারত ১১টি গভর্ণর-শাসিত প্রদেশে বিভক্ত হইয়াছে—বঙ্গদেশ, আসাম, মাদ্রাজ, বোম্বাই, যুক্তপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ ও বেরার, উড়িষ্যা-প্রদেশ, সিন্ধুপ্রদেশ, পাঞ্জাব, ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ।

গবর্ণর—গবর্ণর ইংলণ্ডেশ্বরের প্রতিনিধি স্বরূপ প্রাদেশিক শাসন-কার্য্য পরিচালনা করিবেন। গভর্ণরগণ সাধারণতঃ পাঁচ বৎসরের জন্য মনোনীত হইবেন। গভর্ণর এক মন্ত্রি-সভার সাহায্যে ও উপদেশ-ক্রমে শাসনকার্য্য পরিচালনা করিবেন। কিরূপে তিনি কার্য্য পরিচালনা করিবেন তদ্বিষয়ে তিনি নিয়োগের সময় বিশেষ উপদেশ (Instrument of Instruction) প্রাপ্ত হন। কোন কোন বিষয়ে গভর্ণরের বিশেষ দায়িত্ব আছে, এবং কোন কোন বিষয়ে তাহার বিশেষ ক্ষমতা আছে। এ সকল বিষয়ে মন্ত্রিগণের কোন হাত নাই। এই সকল বিশেষ দায়িত্ব ও ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া গভর্ণর মন্ত্রিসভার পরামর্শক্রমে শাসনকার্য্য পরিচালনা করেন।

গবর্ণরের বিশেষ দায়িত্বসমূহ—(১) প্রদেশের বা তাহার কোন অংশের শান্তি ও শৃঙ্খলা অব্যাহত রাখা, (২) সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়সমূহের ন্যায় সঙ্গত স্বার্থরক্ষা, (৩) পাবলিক সার্ভিসের কর্ম্মচারীদের ন্যায়সঙ্গত স্বার্থরক্ষা, (৪) ব্যবসা বাণিজ্য সম্বন্ধে অন্যায় পক্ষপাতিত্ব নিরোধ করা, (৫) আংশিকরূপে শাসন-বহির্ভূত অঞ্চলের (Partially excluded areas) শাসন-শৃঙ্খলা রক্ষা করা (বঙ্গদেশে দার্জ্জিলিং জেলা, ময়মনসিংহের শেরপুর ও সুসঙ্গ পরগণা), (৬) দেশীয় রাজ্য ও রাজগণের অধিকার ও গৌরব রক্ষা, (৭) গবর্ণর-জেনারেল নিজের ক্ষমতায় যে আদেশ বা উপদেশ দিবেন, তাহা পালন করা।

গবর্ণরের বিশেষ ক্ষমতা—(১) প্রয়োজন অনুসারে গবর্ণর শান্তিরক্ষার জন্য আইন প্রণয়ন করিবেন। (২) ব্যবস্থাপক সভা বন্ধ থাকিলে এবং অনতিবিলম্বে কাজ করা আবশ্যক হইলে গবর্ণর **অর্ডিনান্স** প্রণয়ন করিতে পারেন। কিন্তু কোন অর্ডিনান্স ব্যবস্থাপক সভা বসিবার পর ছয় সপ্তাহ কালের বেশি আর বলবৎ থাকিবে না। গবর্ণর অন্য সময়েও সুশাসনের জন্য **অর্ডিনান্স** প্রচার করিতে পারেন। ইহা প্রথম ছয় মাস কাল বলবৎ থাকিবে এবং আরও ছয় মাস বাড়ান যাইবে। (৩) সুশাসনের জন্য এবং তাঁহার কর্ত্তব্য সম্পাদন করিবার নিমিত্ত কোন আইন বিশেষ প্রয়োজনীয় মনে করিলে তিনি এক বিবৃতি সহ ঐ আইনের খসড়া ব্যবস্থাপক সভায় পাঠাইয়া দিবেন; ব্যবস্থাপক সভার সম্মতি ব্যতিরেকেই উহা আইনে পরিণত হইবে। উহাকে **গভর্ণরের আইন (Governor's Act)** বলা হইবে।

(৪) প্রয়োজন বোধ করিলে বা আইন অনুসারে প্রদেশ শাসন করা অসম্ভব হইলে, গবর্ণর **ঘোষণা-পত্র (Proclamation)** দ্বারা যে কোন ক্ষমতা বা দায়িত্ব নিজের হস্তে গ্রহণ করিতে পারেন;

কিন্তু এই ঘোষণা ছয় মাসের অধিক কাল বলবৎ থাকিবে না; ইহার সময় বাড়াইতে পারা যাইবে, কিন্তু কোন প্রকারেই ইহা তিন বৎসরের বেশি বলবৎ থাকিবে না। (৫) গবর্ণরের সম্মতি ছাড়া কোন ব্যয়ের দাবী মঞ্জুরির জন্য আইন সভায় উপস্থিত করা যাইবে না। ব্যবস্থাপক সভা কোন ব্যয় অগ্রাহ্য করিলে, গবর্ণর নিজের দায়িত্বে তাহা মঞ্জুর করিতে পারিবেন। (৬) গবর্ণর প্রয়োজন বোধ করিলে আইন সভার যে কোন আলোচনা বন্ধ করিয়া দিতে পারেন। (৭) গবর্ণরের সম্মতি ভিন্ন আইন সভায় কোন বিল পাশ হইলেও তাহা আইন বলিয়া গণ্য হইবে না। (৮) ব্যবস্থাপক সভা আহ্বান এবং উহার সমাপ্তি গবর্ণরের নির্দ্দেশ অনুসারে হইবে। (৯) পুলিশ আইনের কোনরূপ পরিবর্ত্তন গবর্ণরের সম্মতি ভিন্ন করা যাইবে না। (১০) গবর্ণরের অনুমতি ছাড়া গুপ্তচর বিভাগের (Intelligence Branch) সন্ত্রাসবাদ সম্বন্ধীয় কোন খবর প্রকাশ করা যাইবে না। (১১) বিধিসঙ্গত শাসনপদ্ধতি বল পূর্ব্বক পরিবর্ত্তনের কোন ষড়যন্ত্রের আশঙ্কা বোধ করিলে তিনি প্রয়োজন অনুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারেন।

মন্ত্রিসভা (Council of Ministers)—প্রদেশে একটী মন্ত্রিসভা আছে। গবর্ণর তাহাদিগকে নিযুক্ত করেন। মন্ত্রিগণের সংখ্যা আইনে নির্দ্দিষ্ট নাই। সরকারী কর্ম্মচারী মন্ত্রী নিযুক্ত হইতে পারেন না। মন্ত্রীদের কার্য্যকাল গবর্ণরের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। মন্ত্রীদের বেতন সভ্যাগণ স্থির করেন। কিন্তু তাঁহারা যদি কোন বেতন স্থির না করেন, বা কোন বেতন দেওয়া হইবে না বলিয়া স্থির করেন, তবে গবর্ণর ইচ্ছা করিলে তাঁহাদের বেতন স্থির করিয়া দিতে পারেন। কোন মন্ত্রী ছয় মাস কালের বেশি ব্যবস্থাপক সভার সভ্য না থাকিলে, মন্ত্রী হিসাবে আর কাজ করিতে পারেন না। মন্ত্রিগণের নিয়োগ ও পদচ্যুতি গবর্ণরের হাতে।

গবর্ণরের মতে যে ব্যক্তি আইন সভায় অধিক সংখ্যক সদস্যের বিশ্বাসপাত্র, তিনি তাঁহার সহিত পরামর্শ করিয়া অন্যান্য মন্ত্রীকে নিযুক্ত করিবেন। সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের লোক যাহাতে মন্ত্রিসভায় স্থান পায়, সে সম্বন্ধে তিনি দৃষ্টি রাখিবেন। মন্ত্রিমণ্ডলের একজন প্রধান মন্ত্রীরূপে (Chief Minister) কার্য্য করিবেন। ব্যবস্থা পরিষৎ মন্ত্রিমণ্ডলের প্রতি অনাস্থা প্রকাশ করিলে, মন্ত্রিমণ্ডল পদত্যাগ করিবেন।

প্রাদেশিক আইন-বিভাগ
(The Provincial Legislature)

প্রাদেশিক আইন-বিভাগ—প্রত্যেক গবর্ণর-শাসিত প্রদেশে একটি আইন-বিভাগ আছে। (ক) বাংলা, বিহার, আসাম, যুক্তপ্রদেশ, মান্দ্রাজ ও বোম্বের আইন-সভা দুই চেম্বার (Chambers) বা প্রকোষ্ঠে বিভক্ত, (খ) অন্যান্য প্রদেশে এক-চেম্বার-বিশিষ্ট আইন সভা আছে। দুই চেম্বারে বিভক্ত আইন সভার একটির নাম ব্যবস্থাপক সভা (Legislative Council) এবং অপরটীর নাম ব্যবস্থা পরিষদ (Legislative Assembly)। একপ্রকোষ্ঠ-বিশিষ্ট প্রদেশে ইহার নাম রাখা হইয়াছে **ব্যবস্থা-পরিষৎ**।

ব্যবস্থাপক সভা—ব্যবস্থাপক সভার সভ্যগণের কতক মনোনীত, কতক নির্ব্বাচিত এবং কতক ব্যবস্থা পরিষদের নির্ব্বাচিত। কোন্ প্রদেশে কোন্ সম্প্রদায়ের কতজন সদস্য লইয়া ইহা গঠিত, তাহা পর পৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইয়াছে। এই সভা কখনও বন্ধ হইবে না। প্রত্যেক তিন বৎসর পর পর ইহার এক-তৃতীয়াংশ সভ্য অবসর গ্রহণ করিবেন এবং এক-তৃতীয়াংশ নূতন সভ্য নির্ব্বাচিত ও মনোনীত হইবেন।

বিভিন্ন প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার গঠন

প্রদেশ সমূহ	মোট আসন	সাধারণ আসন	মুসলমান	ইউরোপীয়ান	ভারতীয় খৃষ্টান	ব্যবস্থা পরিষদের নির্ব্বাচিত	গবর্ণমেণ্ট মনোনীত
বঙ্গদেশ ……	৬৩র কম নয় ৬[illegible]র বেশি নয়	১০	১৭	৩	…	২৭	৬এর কম নয় ৮এর বেশি নয়
মাদ্রাজ ……	৫৪র কম নয় ৫৬র বেশি নয়	৩৫	৭	১	৩	…	৮এর কম নয় ১০এর বেশি নয়
বোম্বাই ……	২৯এর কম নয় ৩০এর বেশি নয়	২০	৫	১	…	…	৩এর কম নয় ৪এর বেশি নয়
যুক্তপ্রদেশ ……	৫৮এর কম নয় ৬০এর বেশি নয়	৩৪	১৭	১	…	…	৬এর কম নয় ৮এর বেশি নয়
বিহার ……	২৯এর কম নয় ৩০এর বেশি নয়	৯	৪	১	…	১২	৩এর কম নয় ৪এর বেশি নয়
আসাম ……	২১এর কম নয় ২২এর বেশি নয়	১০	৬	২	…	…	৩এর কম নয় ৪এর বেশি নয়

ব্যবস্থা-পরিষৎ—এই পরিষৎ সর্বসাধারণের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি লইয়া গঠিত। হিন্দুসমাজের তপশীলভুক্ত জাতিসমূহের (Scheduled Castes) জন্য এখানে আসন নির্দ্দিষ্ট আছে বটে, কিন্তু তাহারা সাধারণ-ভাবে নির্ব্বাচিত হন।

সভ্য ও ভোট-দাতাগণের যোগ্যতা—বিকৃত-মস্তিষ্ক, দেউলিয়া, হীন অপরাধে অপরাধী, দুই বৎসরের অধিককালের জন্য দ্বীপান্তরিত বা কারাদণ্ডে দণ্ডিত কোন ব্যক্তি ব্যবস্থাপক সভা বা ব্যবস্থা পরিষদের সভ্য হইতে পারিবে না। ব্যবস্থাপক সভার সভ্যগণের বয়স ৩০ বৎসরের কম এবং ব্যবস্থা পরিষদের সভ্যগণের বয়স ২৫ বৎসরের কম হইবে না। যাঁহারা ছয় আনা চৌকিদারী টেক্স দেন, অথবা আয়কর দেন, অথবা মোটর গাড়ীর টেক্স দেন এবং যাঁহারা ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করিয়াছেন, তাঁহারই নির্ব্বাচনে ভোট দিতে পারেন।

প্রত্যেক ব্যবস্থা পরিষদের জীবনকাল ৫ বৎসর; এই পাঁচ বৎসর পর আবার সাধারণ নির্ব্বাচন হইবে; কিন্তু গবর্ণর ইচ্ছা করিলে তাহার পূর্ব্বেই সভা বন্ধ করিয়া দিতে পারেন। ব্যবস্থা পরিষৎ বন্ধ হইলে গবর্ণর ছয় মাসের মধ্যে আবার সাধারণ নির্ব্বাচনের দিন নির্দ্ধারণ করিবেন। এক বৎসরের মধ্যে অন্ততঃ একবার আইন সভার অধিবেশন হইবে।

সভাপতি—ব্যবস্থাপক সভা ও ব্যবস্থা পরিষদের সভাপতি এবং সহকারী সভাপতি সভ্যদের মধ্য হইতে নির্ব্বাচিত হন। ব্যবস্থা পরিষদের সভাপতিকে **স্পীকার** (Speaker) এবং সহকারী সভাপতিকে **ডেপুটী স্পীকার** (Deputy Speaker) বলে। ব্যবস্থাপক সভার সভাপতি এবং সহকারী সভাপতিকে ক্রমান্বয়ে **প্রেসিডেণ্ট** (President) এবং **ডেপুটী প্রেসিডেণ্ট** (Deputy President) বলে।

বিভিন্ন প্রাদেশিক ব্যবস্থা-পরিষদের গঠন

প্রদেশ সমূহ	মোট আসন	সাধারণ আসন		অনুন্নত স্থান ও জাতি সমূহের প্রতিনিধি	শিখ	মুসলমান	এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান	ইউরোপীয়ান	ভারতীয় খৃষ্টান	ব্যবসায়, শিল্প প্রভৃতির প্রতিনিধি	জমিদার	বিশ্ববিদ্যালয়	শ্রমিক	মহিলাদিগের আসন				
		মোট সাধারণ আসন	তপশীল ভুক্ত জাতি সমূহের জন্য রক্ষিত											সাধারণ	শিখ	মুসলমান	এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান	ভারতীয় খৃষ্টান
বঙ্গদেশ	২৫০	৭৮	৩০	...	...	১১৭	৩	১১	২	১৯	৫	২	৮	২	..	২	১	...
বোম্বাই	১৭৫	১১৪	১৫	১	...	২৯	২	৩	৩	৭	২	১	৭	৫	...	১	...	...
মাদ্রাজ	২১৫	১৪৬	৩০	১	..	২৮	২	৩	৮	৬	৬	১	৬	৬	...	১	...	১
যুক্তপ্রদেশ	২২৮	১৪০	২০	...	...	৬৪	১	২	২	৩	৬	১	৩	৪	...	২	...	...
পাঞ্জাব	১৭৫	৪২	৮	...	৩১	৮৪	১	১	১	১	৫	১	৩	১	১	২	...	...
বিহার	১৫২	৮৬	১৫	৭	..	৩৯	১	২	১	৪	৪	১	৩	৩	...	১	...	...
মধ্যপ্রদেশ ও বেরার	১১২	৮৪	২০	১	...	১৪	১	১		২	৩	১	২	৩	...	...	...	...
আসাম	১০৮	৪৭	৭	৯	...	৩৪	...	১	১	১১	...	...	৪	১	...	...	...	...
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ	৫০	৯	...	...	৩	৩৬	...	...	...	...	২	...	...	...	...	...	...	...
উড়িষ্যা	৬০	৪৪	৬	৫	...	৪	...	...	...	১	২	...	১	২	...	...	...	...
সিন্ধু	৬০	১৮	...	...	...	৩৩	...	২	...	২	২	...	১	১	...	১	...	...

বোম্বাইতে সাধারণ আসনের ৭টি মারাঠাদের জন্য রক্ষিত। পঞ্জাবে জমিদারদের একটি আসন একজন তুমানদারের (Tumandar) জন্য থাকিবে। আসামে মহিলাদের জন্য রক্ষিত আসন অসাম্প্রদায়িক।

ব্যবস্থাপক সভার নির্দ্ধারণ অনুসারে সভাপতির বেতন স্থির হয়। সভ্যগণ ইচ্ছা করিলে সভাপতিকে ভোটাধিক্য দ্বারা সরাইতে পারেন; কোন প্রস্তাবের মীমাংসা ভোটাধিক্য দ্বারা নির্দ্ধারিত হয়। কিন্তু কোন প্রস্তাবের পক্ষে ও বিপক্ষে সমান ভোট হইলে, সভাপতি নিজের ভোটের (casting vote) দ্বারা উহার মীমাংসা করিবেন।

সভ্যদের অধিকার ও বিশেষ সুবিধা—সভাগৃহে সভ্যদের বক্তৃতায় সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে। সভাগৃহে তাহাদের বক্তৃতায় যে কথাই থাকুক না কেন, সেজন্য আদালতে মোকদ্দমা চলে না। সভ্যগণ কোন সংবাদ জানিবার জন্য প্রশ্ন ও অতিরিক্ত প্রশ্ন করিতে পারিবেন। সভ্যগণ সভার অনুমোদিত আইন অনুযায়ী বেতন ও ভাতা পাইবেন।

আইন সভার ক্ষমতা—উভয় চেম্বারের অনুমোদন ভিন্ন কোন কোন বিল পাশ হয় না। সেই বিলে গবর্ণর সম্মতি দিলে তবেই তাহা আইনে পরিণত হয়। যদি কোন বিল সম্বন্ধে উভয় চেম্বার মতবিরোধ হয় এবং তাহা বারো মাসের মধ্যে মীমাংসা না হয়, তবে গবর্ণর উভয় চেম্বার এক যোগে আহ্বান করিয়া, অধিক সংখ্যক সভ্যের ভোট অনুসারে উহা পাশ করাইয়া লইতে পারেন।

আর্থিক বিল (অর্থাৎ টেক্স বসান, ব্যয় এবং ঋণ গ্রহণ) ভিন্ন যে কোন প্রকার বিল যে কোন চেম্বারে উত্থাপিত হইতে পারে।

গবর্ণর কোন বিলে সম্মতি দিতে পারেন, সম্মতি নাও দিতে পারেন অথবা আইন সভার পুনর্বিবেচনার জন্য উহা ফেরত দিতে পারেন। তাঁহার বিশেষ দায়িত্ব পরিচালনে ব্যাঘাত জন্মিবার আশঙ্কা হইলে, যে কোন বিলের আলোচনা বন্ধ করিয়া দিতে পারেন। সকল বিলই সম্রাট কর্ত্তৃক নামঞ্জুর হইতে পারে।

আর্থিক বিল শুধু ব্যবস্থা পরিষদে উত্থাপিত হইতে পারে। গবর্ণরের সম্মতিক্রমে ব্যয়ের দাবী পরিষদের মঞ্জুরির জন্য উপস্থিত করিতে হইবে। পরিষৎ তাহা মঞ্জুর করিতে পারে, নামঞ্জুর করিতে পারে, অথবা কমাইয়া দিতে পারে। গবর্ণর নিজের বিশেষ দায়িত্ব পালন করিবার জন্য যে কোন ব্যয় করিতে পারেন।

মন্ত্রীদের বেতন সভ্যেরা নির্দ্ধারণ করিবেন; কিন্তু তাঁহারা যদি মন্ত্রীদের কোন বেতন নির্দ্ধারণ করিয়া না দেন, তবে গভর্ণর তাঁহাদের বেতন নির্দ্ধারণ করিবেন।

যদি পরিষৎ কোন মন্ত্রী বা মন্ত্রীদের পদত্যাগ ইচ্ছা করে, তবে তাঁহার বা তাঁহাদের উপর 'অনাস্থা-জ্ঞাপক' প্রস্তাব পাশ করিতে পারে। সেই ক্ষেত্রে তাঁহাদিগকে পদত্যাগ করিতে হয়। মন্ত্রীদের দ্বারা উপস্থাপিত কোন বিল যদি প্রত্যাখ্যাত হয়, কিংবা তাঁহার দাবীর টাকা কমাইয়া মঞ্জুর করা হয়, কিংবা নামমাত্র কমান হয়, তবে তাহাও অনাস্থা জ্ঞাপন বলিয়া ধরা হইবে।

প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের শাসনাধীন বিষয়—(১) শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা, (২) পুলিশ, (৩) জেলখানা, (৪) প্রাদেশিক সাধারণ ঋণ, (প্রাদেশিক পাবলিক সার্ভিস্), (৬) প্রদেশের সাহায্য প্রাপ্ত লাইব্রেরী ও মিউজিয়াম, (৭) প্রাদেশিক পূর্ত্ত, (৮) স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসন, (৯) স্বাস্থ্য, (১০) যাতায়াত, (১১) সেচবিভাগ, (১২) কৃষি বিভাগ, (১৩) বন, (১৪) প্রাদেশিক ব্যবসায় বাণিজ্য প্রভৃতি ৫৪টি বিষয় প্রাদেশিক গর্ভমেণ্টের অধীন। এতদ্ব্যতীত আরো কতকগুলি বিষয় আছে যাহাতে গভর্ণর-জেনেরেলের অনুমতি ক্রমে প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট হস্তক্ষেপ করিতে পারেন, যথা—ফৌজদারী আইন, উইল, উত্তরাধিকার ইত্যাদি।

বাংলার মন্ত্রিসভা—বাংলার ব্যবস্থা পরিষদে তিনটি দল উল্লেখ-যোগ্য—কংগ্রেস, মুসলীম লীগ ও কৃষক-প্রজাদল। একদল হিসাবে কংগ্রেসের সংখ্যাধিক্য থাকিলেও, শুধু কংগ্রেস দল অন্যান্য দলের সহিত না মিলিয়া নির্ভরযোগ্য মন্ত্রিসভা গঠন করিতে পারে না। অন্য কোন দলের সঙ্গে মিলনও সম্ভবপর হয় নাই। এখানে কৃষক প্রজা দলের নেতা মাননীয় মিঃ এ কে ফজলুল হক মুসলীম লীগ দলের সহিত মিলিয়া সম্মিলিত মন্ত্রিসভা (Coalition Ministry) গঠন করিয়াছেন এবং তিনিই প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত হইয়াছেন।

বাংলার সম্মিলিত মন্ত্রিসভার (Coalition Ministry) সদস্যগণের নাম এবং তাঁহাদের কে কোন্ বিভাগ শাসনের ভার প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহা নিম্নে লিখিত হইল—

(১) মিঃ এ, কে, ফজলুল হক—প্রধান মন্ত্রী ও শিক্ষাসচিব।

(২) মিঃ নলিনীরঞ্জন সরকার—অর্থসচিব।

(৩) খাজা সার্ নাজিমদ্দীন—আভ্যন্তরীণ আইন ও শৃঙ্খলা বিভাগ।

(৪) সার্ বিজয়প্রসাদ সিংহ রায়—রাজস্ব বিভাগ।

(৫) নবাব খাজা হবিবুল্লা—কৃষি ও শিল্প বিভাগ।

(৬) মহারাজ শ্রীশচন্দ্র নন্দী—যাতায়াত ও পাবলিক ওয়ার্কস্ বিভাগ।

(৭) মিঃ এইচ্, এস্, সুরাবর্দ্দি—বাণিজ্য ও শ্রমিক বিভাগ।

(৮) নবাব মুশার্‌রফ হোসেন—বিচার ও আইন বিভাগ।

(৯) মিঃ বি, এম্, মল্লিক—সমবায় সমিতি ও গ্রাম্য ঋণ বিভাগ।

(১০) মিঃ প্রসন্নদেব রায়কত—আবগারি ও বন বিভাগ।

(১১) মৌলভী তমিজউদ্দীন আহমদ—স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসন বিভাগ।

বাংলার ব্যবস্থা পরিষদের স্পীকার মাননীয় খান্ বাহাদুর আজিজুল হক্ এবং ব্যবস্থাপক সভার প্রেসিডেণ্ট মাননীয় মিঃ এস্, সি, মিত্র।

অন্যান্য প্রদেশের বর্ত্তমান মন্ত্রিসভা—(১) মান্দ্রাজে (কংগ্রেস) ১০ জন মন্ত্রীকে লইয়া মন্ত্রিসভা গঠিত হইয়াছে। প্রধান মন্ত্রী মিঃ সি, রাজগোপালচারিয়ার। (২) বোম্বেতে (কংগ্রেস) ৭ জন মন্ত্রী লইয়া মন্ত্রিসভা গঠিত হইয়াছে। প্রধান মন্ত্রী মিঃ বি, জি, খের। (৩) বিহারে (কংগ্রেস) ৪ জন মন্ত্রী লইয়া মন্ত্রিসভা গঠিত হইয়াছে। প্রধান মন্ত্রী মিঃ শ্রীকৃষ্ণ সিংহ। (৪) আসামে (কংগ্রেস) সম্মিলিত মন্ত্রিসভায় ৫ জন সদস্য আছেন। প্রধান মন্ত্রী মিঃ গোপীনাথ বরদলৈ। (৫) মধ্যপ্রদেশে (কংগ্রেস) ৭ জন মন্ত্রী লইয়া মন্ত্রিসভা গঠিত হইয়াছে। প্রধান মন্ত্রী মিঃ রবিশঙ্কর শুক্ল। (৬) উড়িষ্যায় (কংগ্রেস) ৩ জন মন্ত্রী লইয়া মন্ত্রিসভা গঠিত হইয়াছে। প্রধান মন্ত্রী মিঃ বিশ্বনাথ দাস। (৭) পঞ্জাবে সম্মিলিত মন্ত্রিসভায় ৬ জন সদস্য আছেন। প্রধান মন্ত্রী সার্ সেকেন্দর হায়াৎ খান। (৮) যুক্তপ্রদেশে (কংগ্রেস) ৬ জন সদস্য লইয়া মন্ত্রিসভা গঠিত হইয়াছে। প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থ। এই মন্ত্রিসভায় শ্রীযুক্তা বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত নামে একজন মহিলা সদস্য আছেন। তিনি স্বাস্থ্য বিভাগের ভার পাইয়াছেন। (৯) উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের (কংগ্রেস) মন্ত্রিসভায় ৪ জন সদস্য আছেন। প্রধান মন্ত্রী ডাঃ খান্ সাহেব। (১০) সিন্ধুদেশের মন্ত্রিসভায় (কংগ্রেস-সম্মিলিত) ৩ জন সদস্য আছেন। প্রধান মন্ত্রী মিঃ আল্লাহ্‌ বক্স।

চীফ কমিশনারের প্রদেশ—গবর্ণর কর্ত্তৃক শাসিত পূর্ব্বোক্ত এগারটি প্রদেশ ছাড়া ব্রিটিশ বেলুচিস্থান, দিল্লী, আজমীঢ়-মাড়ওয়াড়, কুর্গ এবং আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ এই পাঁচটি প্রদেশের শাসনভার গভর্ণর-জেনারেলের হস্তে ন্যস্ত আছে। তিনি তাঁহার নিযুক্ত এক একজন চীফ কমিশনারের সাহায্যে ঐগুলির শাসনকার্য্য পরিচালনা করেন।

গ্রাম্য-স্বায়ত্বশাসন বিষয়ক ১৯১৯ সালের বঙ্গীয় ৫ আইন

ইউনিয়ন বোর্ড আইন

কলিকাতা শহর এবং অন্য মিউনিসিপাল শহর ছাড়া বঙ্গদেশে সর্ব্বত্র প্রচলিত।

ইউনিয়ন বোর্ডের ভোটদাতাদিগের যোগ্যতা

৭। (১) পূর্ণ একুশ বৎসর বয়স্ক এবং ইউনিয়নের অধিবাসী প্রত্যেক পুরুষ—

(ক) যিনি নির্ব্বাচনের অব্যাহিত পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের সম্পূর্ণরূপে বা আংশিক ভাবে, উক্ত ইউনিয়নস্থিত জমি বাবদ সেস বিষয়ক ১৮৮০ সালের আইন মতে অন্যূন এক টাকা সেস্ দিয়াছেন, কিম্বা—

(খ) যাঁহার উপর, ঐরূপ নির্ব্বাচনের অব্যাহিত পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরে এই আইনানুসারে দেয় ইউনিয়নের রেটের জন্য, কিংবা এই আইনানুসারে কোন প্রথম নির্ব্বাচনের স্থলে, চৌকিদারি টেক্স স্বরূপ অন্যূন এক টাকা কর ধার্য্য হইয়াছে, ও তিনি সেই টাকা দিয়াছেন, কিংবা—

(গ) যিনি, নির্ব্বাচনের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরে, উক্ত সেস বা রেট, টেক্সস্বরূপ অন্যূন এক টাকা দিয়াছেন এমন কোন অবিভক্ত একান্নবর্ত্তী পরিবারের অন্তর্গত, তিনি ইউনিয়ন বোর্ডের সভ্য নির্ব্বাচনে ভোট দিতে অধিকারী হইবেন।

কিন্তু (গ) দফামতে যোগ্য কোন অবিভক্ত একান্নবর্ত্তী পরিবারভুক্ত অন্যান্য যোগ্য ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক মনোনীত মাত্র একজন লোকেই ঐরূপ কোন নির্ব্বাচনে ঐ পরিবারের পক্ষে ভোট দিতে অধিকারী হইবেন।

বোর্ডের সভ্য হইবার যোগ্যতা

(২) যিনি ইউনিয়ন বোর্ডের সভ্যাদিগের নির্ব্বাচনে ভোট দিতে অধিকারী এবং ঐ ইউনিয়নের অধিবাসী, এমন প্রত্যেক ব্যক্তি, যথারীতি ইউনিয়নের সভ্যপদে নির্ব্বাচিত হইলে, ঐরূপ সভ্য হইবার অধিকারী হইবেন।

বোর্ডের গঠন

৮। প্রত্যেক ইউনিয়ন বোর্ডের একজন প্রেসিডেন্ট থাকিবেন; ইনি ঐ ইউনিয়ন বোর্ডের সভ্যগণ কর্ত্তৃক তাঁহাদের নিজেদের মধ্য হইতে নির্ব্বাচিত করিতে পারিবেন।

৯। প্রত্যেক ইউনিয়ন বোর্ড ইহার কোন একজন সভ্যকে সেই বোর্ডের ভাইস-প্রেসিডেন্ট নির্ব্বাচিত হইবেন।

বোর্ডের ক্ষমতা ও দায়িত্ব

২৬। (১) প্রত্যেক ইউনিয়ন বোর্ড—

(ক) ইউনিয়নের দফাদার ও চৌকিদারদিগের উপর এই আইন মতে যে সকল কর্ত্তব্য অর্পিত হইয়াছে তাহাদের দ্বারা যথাযথভাবে তাহা করাইয়া লইবার জন্য যাহা করা আবশ্যক তাহা করিবেন, এবং তাঁহাদের উপর সাধারণভাবে কর্ত্তৃত্ব করিবেন।

(খ) ইউনিয়নের স্বাস্থ্যরক্ষার ও ময়লা পরিষ্কারের এবং তথায় সাধারণের অনিষ্টজনক কর্ম্ম নিবারণের ব্যবস্থা যথাসম্ভব করিবেন;

(গ) ইউনিয়নের মধ্যে মেলা ও প্রদর্শনী বসিলে তথায় স্বাস্থ্যরক্ষার ও ময়লা পরিষ্কারের বিশেষ বন্দোবস্ত করিবেন;

(ঘ) ইউনিয়নের অন্তর্গত যে সমস্ত নর্দ্দমা ও ময়লা পরিষ্কারের অন্যান্য ব্যবস্থা অন্য কোন কর্ত্তৃপক্ষের অধীন নহে তাহাদের সম্বন্ধে কর্ত্তৃত্ব করিবেন ;

(ঙ) ইউনিয়নের জনসাধারণের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য এবং স্বাস্থ্য, ময়লা পরিষ্কার, কিংবা জল নিঃসরণের ব্যবস্থা উন্নতির জন্য যে যে কার্য্য করা প্রয়োজন সেই সমস্ত কার্য্য করিবেন ;

(চ) জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট বা জেলা বোর্ড বা লোকাল বোর্ড যে সকল স্থানীয় সংবাদ চাহেন তাহা দিবেন ; এবং

(ছ) এই আইনের উদ্দেশ্য সাধনার্থে অন্যান্য যে সকল কার্য্য করা আবশ্যক তাহা সম্পাদন করিবেন।

(২) গবাদির অনধিকার প্রবেশ বিষয়ক ১৮৭১ সালের ১ আইনের ৩১ ধারা মতে বিজ্ঞাপন দ্বারা যে যে কার্য্য ইহার অর্পিত হয় সেই কার্য্য সম্পাদন করিবেন ;

(৩) জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট সেইরূপ করিতে আদেশ দিলে বঙ্গদেশের জন্মমৃত্যু রেজিষ্টারী করণ বিষয়ক ১৮৭৩ সালের আইনের বিধানুসারে ইউনিয়নের মধ্যে জন্ম ও মৃত্যু রেজিষ্টারী করিবার ব্যবস্থা করিবেন ;

(৪) জারির জন্য ইউনিয়ন বোর্ড যে সকল পরোয়ানা পাইবেন তাহা ১০১ ধারার অধীন নিয়মাবলী অনুসারে দফাদার কিংবা চৌকিদার কর্ত্তৃক যথাযথ ভাবে জারি করাইবেন, এবং

(৫) সাধারণের হিতকর অপর যে কোন স্থানীয় কার্য্যের দ্বারা সাধারণের স্বাস্থ্য, স্বাচ্ছন্দ্য ও সুবিধা বৃদ্ধি হওয়া সম্ভব এবং এই আইনে যাহার সম্বন্ধে অন্য রকমে বিধান করা হয় নাই তাহা হাতে লইতে ও সম্পাদন করিতে পারিবেন।

ইউনিয়ন কোর্ট

নিম্নলিখিত শ্রেণীর মোকদ্দমাগুলি ইউনিয়ন কোর্টে চলিতে পারে—

(ক) চুক্তি মূল্যে প্রাপ্য টাকার জন্য মোকর্দ্দমা;

(খ) অস্থাবর সম্পত্তি বা ঐ সম্পত্তির মূল্য আদায়ের জন্য মোকদ্দমা;

(গ) অস্থাবর সম্পত্তির অন্যায় পূর্ব্বক গ্রহণ বা ক্ষতিকরণ হেতু ক্ষতিপূরণের টাকা আদায়ের মোকদ্দমা

(যদি এই সকল মোকদ্দমার তায়দাদ দুই শত টাকার অধিক না হয়)

কিন্তু কোন বিবাদী ৮১ ধারার বিধান অনুসারে দরখাস্ত করিলে তাহা পাইয়া যে ছোট আদালত কিংবা মুনসেফী আদালতের বিচারাধিকারের সীমানার মধ্যে উক্ত ইউনিয়ন অবস্থিত, সেই আদালত স্বয়ং বিচার করিবার জন্য কোন ইউনিয়ন কোর্ট হইতে—

(/০) কোন মোকদ্দমা উঠাইয়া লইতে পারিবেন যদি উহার তায়দাদ পঁচিশ টাকার অধিক না হয়; এবং

(৵০) কোন মোকদ্দমা অবশ্য উঠাইয়া লইবেন যদি উহার তায়দাদ পঁচিশ টাকার অধিক হয়।

দেওয়ানী মোকদ্দমার কোর্টফি

৭৫৲ টাকা পর্য্যন্ত প্রতি ৫৲ বা তন্ন্যূন টাকায়			...	।৵০
৭৫র অধিক	১০০ পর্য্যন্ত	প্রতি ৫৲ বা তন্ন্যূন টাকায়		॥০
১০০ ,,	১৫০ ,,	১০	,,	১॥৵০
১৫০ ,,	১০০০ ,,	,,	,,	১৲
১০০০ ,,	৭৫০০ ,,	১০০	,,	৭৲
৭৫০০ ,,	১০০০০ ,,	২৫০	,,	১৫৲
১০০০০ ,,	২০০০০ ,,	৫০০	,,	২২॥০
২০০০০ ,,	৫০০০০ ,,	১০০০	,,	৩০৲
৫০০০০র অধিক প্রতি ৫০০০০ টাকা তন্ন্যূন টাকায়				৭॥০

কোনস্থলেই আর্জ্জি কিংবা আপীলের উপরে ১০,০০০ দশ হাজার টাকার বেশী ফি দিতে হয় না।

ইন্‌কাম ট্যাক্সের হার

বাৎসরিক আয়			ইন্‌কাম্ ট্যাক্স
২,০০০৲	হইতে	৪,৯৯৯৲	প্রতি টাকায় ৬ পাই
৫,০০০৲	,,	৯,৯৯৯৲	প্রতি টাকায় ৯ পাই
১০,০০০৲	,,	১৪,৯৯৯৲	প্রতি টাকায় এক আনা
১৫,০০০৲	,,	১৯,৯৯৯৲	প্রতি টাকায় এক আনা চার পাই
২০,০০০৲	,,	২৯,৯৯৯৲	প্রতি টাকায় এক আনা সাত পাই
৩০,০০০৲	,,	৩৯,৯৯৯৲	প্রতি টাকায় এক আনা এগারো পাই
৪০,০০০৲	,,	৯৯,৯৯৯৲	প্রতি টাকায় দুই আনা এক পাই

১০০,০০০ ও বেশী প্রতি টাকায় দুই আনা দুই পাই

কোন কোম্পানী কিম্বা রেজিষ্টার্ড ফার্ম্ম তাহাদের আয় যাহাই হউক না কেন প্রতি টাকায়—দু আনা দু পাই।

পোষ্টাফিস সংক্রান্ত জ্ঞাতব্য বিষয়

পোষ্টাফিস ও টেলিগ্রাফ আফিস—নিউইয়ার্স ডে, গুডফ্রাইডে, কিংস্ বার্থডে (রাজার জন্মদিন), বড়দিন এবং রবিবার বন্ধ থাকে। শ্রীপঞ্চমী, বকরি-ঈদ, মহরম, মহালয়া, দুর্গাপূজা, ইদলফেতর উপলক্ষে ১ দিন করিয়া ছুটি থাকে।

পোষ্টাফিস শনিবার ৩টার সময় বন্ধ হয়।

পোষ্টাফিসে কোন অভিযোগ করিলে /০ আনার ষ্ট্যাম্প দিতে হয়। অভিযোগ সত্য বলিয়া সাব্যস্ত হইলে ঐ একআনা ফেরৎ পাওয়া যায়।

ভারতবর্ষীয় পোষ্টেজ রেট

পোষ্টকার্ড		পত্রাদি		পুস্তক বা প্যাটার্ণ প্যাকেট।		রেজিষ্টার্ড সংবাদপত্র অগ্রিম মাশুল দেয়।			পার্শেল (মাশুল অগ্রিম দিতে হয়)			
									৪৪০ তোলার অধিক নহে।		৪৪০ তোলার উপর রেজিঃ অবশ্য কর্ত্তব্য।	
সিঙ্গেল	রিপ্লাই	এক তোলা পর্য্যন্ত	এক তোলার বেশী প্রতি তোলায় বা আংশিক তোলায়	প্রথম ২॥০ তোলা পর্য্যন্ত।	২॥০ তোলার বেশী প্রতি ২॥০ তোলায়	১০ তোলা পর্য্যন্ত।	১০ তোলার অধিক ২০ তোলা পর্য্যন্ত।	তদুপরি প্রতি ২০ তোলায় বা আংশিক তোলায়	৪০ তোলার অনধিক।	তদুপরি প্রতি ৪০ তোলায় বা আংশিক তোলায়।	৪৪০ তোলার অধিক কিন্তু ৪৮০ তোলার অনধিক।	তদুপরি প্রতি ৪০ বা আংশিক তোলায় (৮০০ তোলা পর্য্যন্ত)।
৻১৫	/১০	/০	৻১০	৻১০	৻৫	৻৫	৻১০	৻১০	।০	।০	৩৲	।০

(ক) মাশুল অগ্রিম না দিলে, অথবা কম মাশুল দিলে বিলির সময়, নিম্নহারে আদায় করিয়া লওয়া হয়। (১) পত্র বা পোষ্টকার্ড মাশুল না দেওয়া থাকিলে—বিলির সময় দ্বিগুণ আদায় করা হয়। (২) পত্রে বা প্যাকেটে কম মাশুল থাকিলে, কমের দ্বিগুণ। (৩); রিপ্লাই-কার্ডের একখানিতে ষ্ট্যাম্প দেওয়া না থাকিলে—/০ আদায় হয়।

রেজেষ্টারী ফিস—পত্র পোষ্টকার্ড বুক ও প্যাটার্ণ প্যাকেট পার্শেল রেজেষ্টারী করা যায়। ফিস অতিরিক্ত তিন আনা লাগে।

ইন্‌শিওরেন্স ফি—১০০৲ টাকা পর্য্যন্ত ৵০ আনা, ১৫০৲ টাকা পর্য্যন্ত ।০ আনা, ২০০৲ টাকা পর্য্যন্ত ।/০, তদূর্দ্ধে ১০০০৲ টাকা পর্য্যন্ত শতকরা ৶০ হিসাবে।

মণি-অর্ডার ফি—১০৲ পর্য্যন্ত—৶০; তদূর্দ্ধে ২৫৲ টাকা পর্য্যন্ত ।০ এবং তদূর্দ্ধে প্রতি ২৫৲ টাকায় ।০ আনা। ৬০০৲ টাকা পর্য্যন্ত মণি-অর্ডার করা যায়।

ভ্যালুপেয়েবল ডাক—রেজেষ্টারী করা পার্শেল পুস্তকের প্যাকেট এবং রেলওয়ে রসিদ ভেলুপেয়েবল করা যাইতে পারে। গ্রহীতার নিকট হইতে দাম আদায় করা হয়।

টেলিগ্রাফ (ভারতবর্ষীয়)—এক্সপ্রেস অর্থাৎ জরুরী,—প্রথম ৮ কথায় ১৶০; অতিরিক্ত প্রত্যেক কথায়—৶০

অর্ডিনারি অর্থাৎ সাধারণ, প্রথম ৮ কথায় ৷৵৹; অতিরিক্ত প্রত্যেক কথায়—৴৹

টেলিগ্রাফিক মণি-অর্ডার—টেলিগ্রাফিক মণি-অর্ডার ৬০০৲ টাকার অধিক এবং এক টাকার কম হয় না। এক্সপ্রেস বা জরুরী বা অর্ডিনারি বা সাধারণ টেলিগ্রামের হারের উপর মণি-অর্ডারের কমিশন যোগ করিয়া মোট যাহা হয়, টেলিগ্রাফিক মণি-অর্ডারে তাহাই দিতে হয়।

পোষ্টাফিস সেভিংস্ ব্যাঙ্ক—পোষ্টাফিসে টাকা গচ্ছিত রাখা যায়। পোষ্টাফিসের নিয়মানুসারে ইচ্ছামত টাকা উঠাইয়া লইতে পারা যায়। চারি আনার কম এবং বৎসরে ৭৫০৲ টাকার অধিক জমা রাখা যায় না। সপ্তাহে অর্থাৎ সোমবার হইতে শনিবারের মধ্যে একবার মাত্র টাকা উঠাইয়া লওয়া যাইতে পারে। শনিবার টাকা লইয়া আবার সোমবারে লওয়া যাইতে পারে। ক্রমশঃ জমাইয়া সাবালকপক্ষে ৫০০০৲ পর্য্যন্ত এবং নাবালক পক্ষে ১০০০৲ পর্য্যন্ত জমা রাখা যায়। সুদ বার্ষিক ২৷৹ হিসাবে পাওয়া যায়।

বৈদেশিক পোষ্টেজ—প্রতি পোষ্টকার্ড—৵৹, রিপ্লাই—৷৹

পত্র—ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের যে কোন অংশে এক আউন্সের অনধিক—৵১০; অতিরিক্ত আউন্স বা আংশিক—৵৹

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বাহিরে যে কোনও অংশে প্রতি আউন্স—৶১০ অতিরিক্ত প্রতি আউন্স বা আংশিক—৵৹

পোষ্টাফিসের ক্যাস সার্টিফিকেট—৫ বৎসরের পোষ্টাফিসের ক্যাস সার্টিফিকেট—১০৲ ২০৲ ৫০৲ ১০০৲ ৫০০৲ ও ১০০০৲ যথাক্রমে

৮৸/০, ১৭৷৵০, ৪৪/০, ৮৮৵০, ৪৪০৷৵০, ও ৮৮১৷০ টাকায় পাওয়া যায়। কোন ইন্‌কাম টাক্স দিতে হয় না। একজন লোক ১০০০০৲ টাকার পর্য্যন্ত কিনিতে পারে। প্রত্যেক লোক নিজের নামে কিংবা অন্যের নামে এক সঙ্গে কিনিতে পারেন। অভিভাবক নাবালকের নামে ক্যাস সার্টিফিকেট কিনিতে পারেন। ৫ বৎসরের মধ্যে ক্যাস সার্টিফিকেট ইচ্ছা করিলে ভাঙ্গাইতে পারা যায়। ৫ বৎসর রাখিলে সম্পূর্ণ টাকা পাওয়া যায়।

রেলওয়ে সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয়

১। রবিবার, বড়দিন ও গুড্‌ফ্রাইডে—এ কয়দিন পার্শেলাদি আদানপ্রদান বন্ধ থাকে। অন্য সকল দিনই রেল আফিস খোলা থাকে।

২। রেল বিভাগে ষ্টাণ্ডার্ড সময় প্রচলিত। উহা কলিকাতার সময়ের ৩৭ মিনিট এবং ঢাকার সময়ের ৩০ মিনিট পরবর্ত্তী।

৩। তিন বৎসরের বালকবালিকাদের ভাড়া লাগে না। ১২ বৎসর পর্যন্ত অর্দ্ধেক ভাড়া।

৪। ফ্রি লাগেজ স্বরূপ প্রথম শ্রেণীর যাত্রী ১॥ মণ, ২য় শ্রেণীর যাত্রী ১৴ মণ এবং তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী ।৫ জিনিষ সঙ্গে লইতে পারেন।

৫। শুক্রবার হইতে শনিবার রাত্রি ১২টা পর্য্যন্ত **উইক এণ্ড রিটার্ণ টিকেট** দেওয়া হয়। ১৫ মাইলের উর্দ্ধে যে কোন ষ্টেশনের টিকেট করা যায়। এ টিকেটে মঙ্গলবার রাত্রি ১২টার মধ্যে ফিরিতে হয়। সকল শ্রেণীর জন্যই সাধারণ রিটার্ণ টিকেট পাওয়া যায়। ভাড়া সিঙ্গেল ভাড়ার দেড় গুণ।

একটী কামরা বা একটী ক্যারেজ রিজার্ভ করা যায় অন্ততঃ ৭ দিন পূর্ব্বে দরখাস্ত দিতে হয়। বড় বড় ষ্টেশনে ২৪ ঘণ্টা পূর্ব্বে সংবাদ দিলেই চলে। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রিগণ ॥০ আনা অতিরিক্ত দিলে তাহাদের নামে পূর্ব্বেই রিজার্ভ করিতে পারেন। ইণ্টার ও ৩য় শ্রেণীর জন্য ।০ আনা লাগে। রিজার্ভের পর গাড়ী ব্যবহার না করিলে লোকসানি খরচ দিতে হয়।

কলিকাতায় নিম্নলিখিত ঠিকানায় রেলওয়ে বুকিং অফিস আছে। এখানে বেলা ৯টা হইতে ৬টা পর্য্যন্ত টিকিট পাওয়া যায় ও পার্শ্বেলাদি পাঠান যায়।—

ই. আই. রেলের—(১) আর্ম্মি এণ্ড নেভি ষ্টোরস্, ৪১নং চৌরঙ্গী (২) ১৫নং বেন্টিক ষ্ট্রীট (৩) ১৩৯।৩ রসারোড (সাঃ) (৪) ৭৬।২, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট (৫) ৬নং ফেয়ার্লী প্লেস্ (৬) ৯৮।১ নিউ ডায়মণ্ড হারবার রোড (খিদিরপুর) (৭) ১১৬।১, হ্যারিসন রোড (৮) ২৫।১, পার্কষ্ট্রীট।

ই. বি. রেলের—(১) আর্ম্মি এণ্ড নেভি ষ্টোরস্, ৪১নং চৌরঙ্গী (২) ১৫নং বেন্টিঙ্ক ষ্ট্রীট (৩) ১৩৯।৩ রসারোড (সাঃ) (৪) ৭।৬।২

কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট (৫) ৯৮।১ নিউ ডায়মণ্ড হারবার রোড (৬) ১১৬।১ হ্যারিসন রোড (৭) ২৫।এ, পার্ক ষ্ট্রীট (৮) টমাস্ কুক এণ্ড সন্স— ৪নং ডালহৌসি স্কোয়ার (৯) ৩নং কয়লাঘাট ষ্ট্রীট।

বি, এন. রেলের—(১) আর্ম্মি এণ্ড নেভি ষ্টোর্স্ ৪১ নং চৌরঙ্গী (২) ১৩৯।৩ রসারোড (সাঃ) (৩) ৯ বি চিত্তরঞ্জন এভিনিউ (৪) ৭৬।২ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট (৫) এস্প্লানেড ম্যানসন্স ইষ্ট (৬) ৯৮।১, নিউ ডায়মণ্ড হারবার রোড (৭) টমাস কুক এণ্ড সন্স, ৪ ডালহৌসি স্কোয়ার।

মুদ্রা, ওজন ও দৈর্ঘিক পরিমাণ

ইংরাজী মুদ্রার পরিমাণ

৪ ফার্দ্দিঙে	১ পেনি
১২ পেন্সে (পেনিতে)	১ শিলং
২ শিলিংএ	১ ফ্লোরিন
৫ শিলিংএ	১ ক্রাউন
২০ শিলিংএ	১ পাউণ্ড
২১ শিলংএ	১ গিনি
২৭ শিলিংএ	১ মইডোর

দৈর্ঘিক পরিমাণ

৩ যবে	৸০ ইঃ বা ১ অঙ্গুলি
৩ অঙ্গুলিতে	২।০ ইঃ বা ১ গিরা
৮ গিরাতে	১৮ ইঃ বা ১ হাত
২ হাতে	৩৬ ইঃ বা ১ গজ
১॥ ফিটে	১৮ ইঃ বা ১ হাত
৩ ফিটে	১ গজ

বহুস্থানে ২৪ ইঞ্চিতেও গজ হয়।

বাজার ওজনের ক্রম।

৫ সিকিতে	১ কাঁচ্চা ৶৫
৪ কাঁচ্চায়	১ ছটাক ৴০
৪ ছটাকে বা ২০ তোলায়	১ পোয়া ।০
৪ পোয়ায়	১ সের
৫ সেরে	১ পশুরি ৴৫
৮ পশুরিতে বা ৪০ সেরে	১ মণ ১৴

কলিকাতায় চাউল মাপিবার ক্রম।

৫ ছটাকে	১ কুণিকা
৪ কুণিকাতে	১ রেক
৪ রেকে	১ পালি
৮ পালিতে	১ মণ

ধান্যাদি মাপিবার ক্রম।

১০ ছটাকে	১ খুঁচি
২ খুঁচিতে	১ রেক
২ রেকে	১ পালি
২ পালিতে	১ দ্রোণ
২ দ্রোণে	১ কাটি
৮ দ্রোণে	১ মণ
৮ কাটিতে	১ আড়ি
২০ আড়িতে	১ বিশ
২০ দ্রোণে	১ সলি
১৬ বিশে	১ কাহন

সোণা ও রূপার ওজন।

৬ রতিতে (বা কুঁচে)	১ আনা
৮ রতিতে	১ মাসা
১২ মাসায় (বা ১৬ আনায়)	১ ভরি (তোলা)

বাজার ওজন—বাঙ্গালা

৫ সিকিতে	১ কাঁচ্চা
৪ কাঁচ্চায়	১ ছটাক
৪ ছটাকে	১ পোয়া
৪ পোয়ায়	১ সের
৪০ সেরে	১ মণ

ইংরাজী

১৬ ড্রামে	১ আউন্স
১৬ আউন্সে	১ পাউণ্ড
২৮ পাউণ্ডে	১ কোয়ার্টার
৪ কোয়ার্টারে	১ হাণ্ড্রেডওয়েট
২০ হাণ্ড্রেড্ওয়েটে (হন্দরে)	১ টন

ইং ওজনের বাং ওজনের তুলনা

২॥০ তোলায়	১ আউন্স
প্রায় অর্দ্ধ সেরে	১ পাউণ্ড
।৩॥৶০ (তের সের ১০ ছটাকে)	১ কোয়ার্টার
১।১৪॥০ (একমণ সাড়ে চৌদ্দ সেরে)	১ হন্দর
৮২ পাউণ্ডে	১ মণ
২৭।০ মণে	১ টন

কালবিভাগ

৬০ অনুপলে	১ বিপল
৬০ বিপলে	১ পল
৪৮ মিনিটে	১ মুহূর্ত্ত বা দ্বাদশক্ষণ
৬০ পলে বা ২৪ মিনিটে	১ দণ্ড
২॥০ দণ্ডে	১ ঘণ্টা

৭৷৷০ দণ্ডে বা তিন ঘণ্টায়	১ প্রহর
৮ প্রহরে ১ দিন (অহোরাত্র)	
৭ দিনে	১ সপ্তাহ
১৫ দিনে	১ পক্ষ
৩০ দিনে বা ২ পক্ষে	১ মাস
২ মাসে	১ ঋতু
১২ মাসে বা ৬ ঋতুতে	১ বৎসর
২২ বৎসরে	১ যুগ
১০০ বৎসরে	১ শতাব্দী

পথের ইংরাজী মাপ

১২ ইঞ্চিতে	১ ফুট
৩ ফুটে	১ ইয়ার্ড (গজ)
১৭৬০ ইয়ার্ডে (গজে)	১ মাইল

পথের বাঙ্গালা মাপ

৪ অঙ্গুলিতে	১ মুষ্টি বা মুট
৩ মুষ্টিতে	১ বিঘত
৬ মুষ্টিতে	১ হস্ত (হাত)
৪ হস্তে	১ ধনু
২০০০ ধনুতে	১ ক্রোশ

জমীর মাপ

৮ যবে	১ অঙ্গুলি
৪ অঙ্গুলীতে	১ মুষ্টি
৩ মুষ্টিতে	১ বিঘত
২ বিঘতে	১ হাত
৫ বর্গহাতে	১ কাঁচ্চা ৫
৪ কাঁচ্চায় বা ৪৫ বর্গফিটে বা ২০ বর্গ গজে	১ ছটাক /০
৫ হাত দীর্ঘে × ৪ হাত প্রস্থে = 4 Sq. ft.	১ ছটাক
১৬ ছটাকে or 720 Sq. ft.	১ কাঠা /১
২০ কাঠায় or 14400 Sqft.	১ বিঘা ১/
৩ পূর্ণ চল্লিশের এক বিঘায়	১ একর

ডাক্তারি ওজন

২০ গ্রেণে	১ স্ক্রুপল
৩ স্ক্রুপলে	১ ড্রাম
৮ ড্রামে বা আড়াই ভরিতে	১ আউন্স
১২ আউন্সে	১ পাউণ্ড

১৮০ গ্রেণ ১ তোলার সম ওজন।

ডাক্তারি ওজন

৬০ মিনিমে (ফোটায়)	১ ড্রাম
৮ ড্রামে	১ আউন্স
১৬ আউন্সে	১ পাইন্ট

১২ আউন্সে ১ ছোট পাইণ্ট

এক আউন্সে প্রায় আধ ছটাক এবং এক পাউণ্ড ও এক পাইণ্ট প্রত্যেক প্রায় আধ সেরের সমান, কোথাও বা কুড়ি আউন্সে পাইণ্ট ধরে

বৈদ্যক ওজন

৪ ধানে	১ রতি
৮ রতিতে	১ মাসা
১২ মাসায়	১ তোলা

কাগজের মাপ

ফুলস্‌ক্যাপ—১৭ × ১৩॥০ ইঞ্চি

ডবল ফুল্‌সক্যাপ—১৭ × ২৭ ইঃ।

ক্রাউন—১৫ × ২০ ইঃ।

ডবল ক্রাউন—২০ × ৩০ ইঃ।

ডিমাই—১৮ × ২২ ইঃ।

ডবল ডিমাই—২২ × ৩৬ ইঃ।

মিডিয়াম—১৮ × ২৬ ইঃ।

রয়েল—২০ × ২৩ ইঃ।

ডবল রয়েল—২৩ × ৪০ ইঃ।

সুপার রয়েল—২২ × ২৮ ইঃ।

ডবল সুপার রয়েল—২৮ × ৪৪ ইঃ।

ইম্পিরিয়েল—

২২ × ৩০ ইঃ

২২ × ৩২ ইঃ

ইংলণ্ডীয় ও ভারতীয় মুদ্রার তুলনা।

এক ফার্দ্দিঙে ৩ পাই, ৪ ফার্দ্দিঙে বা ১ পেনিতে ৴০, ১২ পেন্সে ১ শিলিং বা ৸০, ২০ শিলিংএ ১ পাউণ্ড বা ১ গিনিতে ১৫৲। ইংরাজী বাট্টা (এক্সচেঞ্জ) অনুসারে দর কম-বেশী হয়।

সুদকষা (একশত টাকার সুদ)

মাস	শত করা ৩৲ হিঃ	শত করা ৩॥০ হিঃ	শত করা ৪৲ হিঃ	শত করা ৪॥০ হিঃ	শত করা ৫৲ হিঃ
১	।০	।৮ পাঃ	।/৪ পাঃ	।৵০	।৵৮ পাঃ
২	॥০	॥/৪ পাঃ	॥৵৮ পাঃ	৸০	৶/৪ পাঃ
৩	৸০	৸৵০	১৲	১৵০	১।০

মাস মাহিনার দৈনিক বেতন হার

মাসিক বেতন	২৮ দিন			৩০ দিন			৩১ দিন		
টাকা	টাকা	আনা	পাই	টাকা	আনা	পাই	টাকা	আনা	পাই
১৲	০	০	৬	০	০	৬	০	০	৬
২৲	০	১	১	০	১	০	০	১	০
৩৲	০	১	৮	০	১	৭	০	১	৬
৪৲	০	২	৩	০	২	১	০	২	০
৫৲	০	২	১০	০	২	৮	০	২	৬
৬৲	০	৩	৫	০	৩	২	০	৩	১
৭৲	০	৪	০	০	৩	৮	০	৩	৭
৮৲	০	৪	৬	০	৪	৩	০	৪	১
৯৲	০	৫	১	০	৪	৯	০	৪	৭
১০৲	০	৫	৮	০	৫	৪	০	৫	১
১১৲	০	৬	৩	০	৫	১০	০	৫	৮
১২৲	০	৬	১০	০	৬	৪	০	৬	২
১৩৲	০	৭	৫	০	৬	১১	০	৬	৮
১৪৲	০	৮	০	০	৭	৫	০	৭	২
১৫৲	০	৮	৬	০	৮	০	০	৭	৮
১৬৲	০	৯	১	০	৮	৬	০	৮	৩
১৭৲	০	৯	৮	০	৯	০	০	৮	৯
১৮৲	০	১০	৩	০	৯	৭	০	৯	৩
১৯৲	০	১০	১০	০	১০	১	০	৯	৯
২০৲	০	১১	৫	০	১০	৮	০	১০	৩
২১৲	০	১২	০	০	১১	২	০	১০	১০
২২৲	০	১২	৬	০	১১	৮	০	১১	৪
২৩৲	০	১৩	১	০	১২	৩	০	১১	১০
২৪৲	০	১৩	৮	০	১২	১০	০	১২	৪
২৫৲	০	১৪	৩	০	১৩	৪	০	১২	১০
২৬৲	০	১৪	১০	০	১৩	১০	০	১৩	৫
২৭৲	০	১৫	৫	০	১৪	৪	০	১৩	১১

মাসিক বেতন	২৮ দিন			৩০ দিন			৩১ দিন		
২৮৲	১	০	০	০	১৪	১১	০	১৪	৫
২৯৲	১	০	৬	০	১৫	৬	০	১৪	১১
৩০৲	১	১	২	১	০	০	০	১৫	৫
৩১৲	১	১	৮	১	০	৬	১	০	০
৩২৲	১	২	৩	১	১	০	১	০	৬
৩৩৲	১	২	১০	১	১	৭	১	১	০
৩৪৲	১	৩	৫	১	২	১	১	১	৬
৩৫৲	১	৪	০	১	২	৮	১	২	০
৩৬৲	১	৪	৬	১	৩	২	১	২	৬
৩৭৲	১	৫	১	১	৩	৮	১	৩	১
৩৮৲	১	৫	৮	১	৪	৩	১	৩	৭
৩৯৲	১	৬	৩	১	৪	৯	১	৪	২
৪০৲	১	৬	১০	১	৫	৪	১	৪	৭
৪১৲	১	৭	৫	১	৫	১০	১	৫	১
৪২৲	১	৮	০	১	[illegible]	৪	১	৫	৮
৪৩৲	১	৮	৫	১	[illegible]	১১	১	৬	২
৪৪৲	১	৯	১	১	[illegible]	৫	১	৬	৮
৪৫৲	১	৯	৮	১	৮	০	১	৭	২
৪৬৲	১	১০	৩	১	৮	৭	১	৭	৮
৪৭৲	১	১০	১০	১	৯	১	১	৮	৩
৪৮৲	১	১১	৫	১	৯	৭	১	৮	৯
৪৯৲	১	১২	০	১	১০	১	১	৯	৩

মাসিক বেতন	২৮ দিন			৩০ দিন			৩১ দিন		
টাকা	টাকা	আনা	পাই	টাকা	আনা	পাই	টাকা	আনা	পাই
৫০৲	১	১২	৬	১	১০	৮	১	৯	৯
৫১৲	১	১৩	১	১	১১	২	১	১০	৩
৫২৲	১	১৩	৮	১	১১	৮	১	১০	১০
৫৩৲	১	১৪	৩	১	১২	৩	১	১১	৪
৫৪৲	১	১৪	১০	১	১২	১০	১	১১	১০
৫৫৲	১	১৫	৫	১	১৩	৪	১	১২	৪
৫৬৲	২	০	০	১	১৩	১০	১	১২	১০
৫৭৲	২	০	৬	১	১৪	৪	১	১৩	৫
৫৮৲	২	১	১	১	১৪	১১	১	১৩	১১
৫৯৲	২	১	৮	১	১৫	৫	১	১৪	৫
৬০৲	২	২	৩	২	০	০	১	১৪	১১
৬১৲	২	২	১০	২	০	৬	১	১৫	৫
৬২৲	২	৩	৫	২	১	০	২	০	০
৬৩৲	২	৪	০	২	১	৭	২	০	৬
৬৪৲	২	৪	৭	২	২	১	২	১	০
৬৫৲	২	৫	১	২	২	৮	২	১	৬
৬৬৲	২	৫	৮	২	৩	২	২	২	১
৬৭৲	২	৬	৩	২	৩	৯	২	২	৬
৬৮৲	২	৬	১০	২	৪	৩	২	৩	০
৬৯৲	২	৭	৫	২	৪	১০	২	৩	৬
৭০৲	২	৮	০	২	৫	৪	২	৪	০
৭১৲	২	৮	৭	২	৫	১০	২	৪	৭
৭২৲	২	৯	১	২	৬	৫	২	৫	১
৭৩৲	২	৯	৮	২	৬	১১	২	৫	৮
৭৪৲	২	১০		২	৭	৬	২	৬	২
৭৫৲	২	১০	১০	২	৮	০	২	৬	৯
৭৬৲	২	১১	৫	২	৮	৬	২	৭	৬
৭৭৲	২	১২	০	২	৯	১	২	৭	৯
৭৮৲	২	১২	৭	২	৯	৭	২	৮	০
৭৯৲	২	১৩	২	২	১০	২	২	৮	৯
৮০৲	২	১৩	৯	২	১০	৮	২	৯	৩

বাংলা ওজনের ইংরাজী পরিমাণ

বাংলা ওজন	ইংরাজী ওজনের যত হয়			
	কোয়াটার	পাউণ্ড	আউন্স	ড্রাম
/১ সের	,,	২	,,	১৫
/২ সের	,,	৪	১	১৩
/৩ সের	,,	৬	২	১২
/৪ সের	,,	৮	৩	১০
/৫ সের	,,	১০	৪	৯
।০ সের	,,	২০	৯	২
।৫ সের	১	২	১৩	১১
॥০ সের	১	১৩	২	৪
॥৫ সের	১	২৩	৬	১৪
৸০	২	৫	১১	৭
৸৫	২	১৬	১১	৭
১/০	২	১৬	৪	৯

ইংরাজী ওজনের বাংলা পরিমাণ

ইংরাজী ওজন	বাংলা ওজনে যত হয় (৮০ তোলায় সের)					
	মণ	সের	ছটাঃ	তোঃ	আনা	গণ্ডা
১ আউন্স	”	”	”	২	।৵০	১৮
৩ আউন্স	”	”	/০	২	।০	১৪
৮ আউন্স	”	”	৶০	৪	।৶০	২
১২ আউন্স	”	”	।/০	৪	৵০	১৩
১ পাউণ্ড	”	”	।৶০	৩	৸৵০	৪
৩ পাউণ্ড	”	/১	।৶০	১	॥৵০	১৩
১৪ পাউণ্ড	”	/৬	৸০	৪	।৶০	২
১ কোয়ার্টার বা ২৮ পাঃ	”	।৩	॥/০	১	৸৵০	৪
২ কোয়ার্টার		॥৭	৶০	২	৸০	৮
১ হন্দর	১/০	।৪	৶০	২	॥০	১৮
৪ হন্দর	৫/০	।৭	৸০	২	৶০	১১
১০ হন্দর	১৩/০	॥৪	।৶০	২	॥০	১৮
১ টন	২৭/০	/৮	৸৵০	১	/০	১৫

১৯৩৮ সালের ভারতীয় বীমা আইন
(India Act IV of 1938)

১৯৩৮ সালের নূতন বীমা আইন ১৯৩৮ ২৬শে ফেব্রুয়ারী গভর্ণর-জেনারেলের সম্মতি লাভ করে এবং ৫ই মার্চ্চ তারিখে উহা ইণ্ডিয়া গেজেটে প্রকাশিত হয়। এই আইন দ্বারা বীমা প্রতিষ্ঠানগুলির ভিত্তি সুদৃঢ় করা হইয়াছে এবং ইনসিওরেন্স এজেন্টগণের এবং বীমাকারীগণেরও স্বার্থ যাহাতে সুরক্ষিত হয় সে বিষয়ে বিশেষ ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই আইনের প্রয়োজনীয় বিধানগুলির মর্ম্ম আমরা সংক্ষেপে নিম্নে লিপিবদ্ধ করিলাম।

[অনুবাদে **বীমাকারক** বলিতে বীমা-ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান এবং **বীমাকারী** বলিতে যে জীবন বা সম্পত্তি-আদি বীমা করে তাহাকে বুঝিতে হইবে]

৭ ধারা—টাকা জমা দেওয়ার বিধান। প্রত্যেক বীমাকারক Reserve Bank of Indiaর যে কোন আফিসে গভর্ণমেণ্টের জন্য নগদ অথবা আইন-অনুমোদিত সিকিউরিটি দ্বারা নিম্নলিখিতরূপে টাকা জমা দিতে হইবে :—

(ক) যে স্থলে কেবলমাত্র জীবনবীমা ব্যবসা করা হয় সে স্থলে ২০০,০০০ দুই লক্ষ টাকা।

(খ) অগ্নিবীমা স্থলে ১৫০০০০ এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা।

(গ) সমুদ্র-বীমার স্থলে ১৫০০০০ এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা।

(ঘ) আকস্মিক বিপদ ও অন্যান্য বীমা, মজুরদের ক্ষতিপূরণ বীমা ও মটরগাড়ী বীমা—১৫০০০০ এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা।

(ঙ) জীবন বীমা এবং (খ), (গ), (ঘ) এর কোন একটির জন্য তিন লক্ষ টাকা, ইহার মধ্যে দুই লক্ষ জীবনবীমার জন্য জমা থাকিবে।

(চ) জীবন-বীমা এবং (খ), (গ), (ঘ) ইহার কোন দুইটির জন্য চারিলক্ষ টাকা (ইহার মধ্যে দুই লক্ষ জীবন-বীমার জন্য।)

(ছ) জীবন-বীমা এবং (খ), (গ), (ঘ) এই সমস্ত কার্য্যের জন্য চারি লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা (তন্মধ্যে জীবন-বীমার জন্য দুই লক্ষ।)

(জ) জীবন-বীমা ছাড়া (খ), (গ), (ঘ)—ইহার কোন দুইটি—আড়াই লক্ষ।

(ঝ) জীবন-বীমা ছাড়া—(খ), (গ), (ঘ)—এই তিনটির জন্য ৩½ লক্ষ।

(ঞ) দেশীয় ছোট ছোট জাহাজ ও মালামালের বীমা কার্য্যের জন্য—দশ হাজার টাকা মাত্র।

৮ ধারা—জমার টাকা রিজার্ভ রাখার কথা। ১। ৭ ধারা অনুসারে যে টাকা জমা দেওয়া যায় তাহা বীমাকারকের সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হইবে। কিন্তু উহা হস্তান্তরিত বা কোনরূপ দায়াবদ্ধ করা যাইবে না।

২। **পলিসি-হোল্ডারদের স্বার্থরক্ষা** ঐ জমার টাকা বীমার পলিসি বাবদ দেনা ছাড়া অন্য কোনরূপ দেনা শোধ করার জন্য পাওয়া যাইবে না। ঐ জমার টাকা কেবল মাত্র বীমাপত্রের দাবীর জন্য দায়ী হইবে।

২৭ ধারা। ৫৫%. গবর্নমেণ্ট সিকিউরিটিতে খাটাইতে হইবে—বীমাকারীদের বীমাপত্রের মেয়াদ উত্তীর্ণ হইয়া যে সমস্ত দাবী উত্থাপিত হইবে তাহার শতকরা ৫৫ ভাগ টাকা সর্ব্বদা নিম্নলিখিত ভাবে খাটাইবে এবং এরূপভাবে খাটান টাকার সম্পত্তি সর্ব্বদা মজুত রাখিবে।

শতকরা ২৫ ভাগ গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটিতে, শতকরা ৩০ ভাগ গভর্নমেণ্ট সিকিউরিটিতে অথবা অন্যান্য অনুমোদিত সিকিউরিটিতে।

এই সিকিউরিটি সম্বন্ধে আরো নানারূপ উপবিধান আছে (২৭ ধারা ১।২।৩।৪ দ্রষ্টব্য)।

২৯ ধারা। টাকা ধার দেওয়ার বাধা—কোন বীমা কোম্পানী তাহার ডিরেক্টার, ম্যানেজার, ম্যানেজিং এজেণ্ট, একচুয়ারী অডিটার অথবা কোন কর্ম্মচারীকে অথবা ঐ বীমা-কারবারের কোন অংশীদারকে টাকা ধার অথবা সাময়িক অ্যাড্‌ভান্স দিতে পারিবে না।

৩২ ধারা—ম্যানেজিং এজেন্সি প্রথা বাতিল। ১। কোনও বীমাকারক প্রতিষ্ঠান এই আইন প্রবর্ত্তনের পর তাহার ব্যবসা পরিচালনের জন্য ম্যানেজিং এজেণ্ট নিযুক্ত করিতে পারিবে না।

২।৩। বর্ত্তমানে যাহারা ম্যানেজিং এজেণ্ট আছেন, তাহারা তিন বৎসরের পর পদচ্যুত হইবেন। ম্যানেজিং এজেণ্টরূপে কার্য্যের জন্য মাসিক দুই হাজার টাকার অধিক লইতে পাইবেন না।

৩৩ ধারা। গভর্ণমেণ্টের তদন্তকারীর ক্ষমতা—যদি সুপারিণ্টেডেণ্ট অব ইনসিওরেন্স এর এরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ ঘটে যে কোন বীমাকারকের বীমা-কারীগণের স্বার্থ বিপন্ন হইয়াছে, অথবা বীমাকারক তাহার দায় শোধ করিতে পারিতেছে না, অথবা এই আইনের বিধান-বিরুদ্ধ কোন কার্য্য করিয়াছে বা করিতে উদ্যত হইয়াছে,

অথবা যদি এই সম্বন্ধে কোন কোম্পানী অন্যূন দশ ভাগের এক ভাগ অংশীদার (যাহাদের মোট মূলধনের এক-দশমাংশ অংশ আছে) অথবা অন্যূন ৫০ জন বীমাকারী যাহাদের বীমা তিন বৎসর যাবৎ চলিতেছে এবং যাহাদের বীমার মোট মূল্য ৫০ হাজার টাকা—তাহারা যদি এফিডেভিট্ দাখিল করিয়া দাবী করেন, তবে বীমাকারককে নোটিশ দিয়া এ দাবীর তদন্তের জন্য এক এডিটর বা একচুয়ারী বা উভয় নিযুক্ত করিতে পারিবেন। এই তদন্তের দ্বারা কোনও ত্রুটি প্রকাশ পাইলে এবং সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অব ইনসিওরেন্স তাহা সংশোধন করিবার নির্দ্দেশ দিলে নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তাহা সম্পন্ন করিতে হইবে—

তাহা না করিলে অথবা বীমাকারীদের স্বার্থরক্ষার জন্য আবশ্যক বোধ করিলে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বীমাকারীকে নোটিশ দিয়া ব্যবসা উঠাইবার জন্য দরখাস্ত করিতে পারিবেন।

৩৮ ধারা—বীমাপত্রের দান ও হস্তান্তরের কথা। (১) বীমাপত্র দান বা হস্তান্তর করিতে হইলে তাহা বীমাপত্রের উপর লিখিয়া অথবা ভিন্ন দলিলদ্বারা করা যাইবে। তাহাতে হস্তান্তর-কারীর বা তাহার প্রতিনিধির দস্তখৎ থাকিবে এবং একজন সাক্ষীর দস্তখৎ থাকিবে এবং হস্তান্তর বিবরণ লিখিত থাকিবে।

(২) কিন্তু এই হস্তান্তরের নোটীশ বীমাকারকের প্রধান আফিসে না দিলে বীমাকারকের বিরুদ্ধে উক্ত বীমার প্রাপ্য টাকার জন্য কোন মোকদ্দমা করা যাইবে না।

(৩) এই মনোনয়ন পলিশির মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্ব্বে যে কোন সময় বাতিল করা যাইবে। একের অধিক দাবী বা নোটীশ হইলে যাহার নোটীশের তারিখ পূর্ব্বে হইবে তাহারে দাবীই অগ্রগণ্য হইবে।

(৪) বীমাকারক উক্তরূপ নোটীশ পাইয়া এক টাকার অনধিক চাঁদা গ্রহণ করিয়া নোটীশ প্রাপ্তি স্বীকার করিবে। এই প্রাপ্তিস্বীকার পত্রই বীমাকারকের বিরুদ্ধে অকাট্য প্রমাণ।

৩৯ধারা—বীমাকারীর মনোনয়ন। (১) বীমাকারী বীমা করার সময়ে অথবা টাকা পাওয়ায় পূর্ব্বে কোনও এক বা একাধিক লোককে মনোনীত করিতে পারিবে। তিনি বা তাহাদের নিকট বীমাকারীর মৃত্যু হইলে টাকা দেওয়া যাইবে।

(২) এইরূপ মনোনয়ন বীমাপত্রের উপর এনডোর্স করিতে হইবে এবং উহা পলিসির রেজেষ্টারীতে রেকর্ড করিবার জন্য বীমা-কারককে জানাইতে হইবে।

(৩) এই এনডোসমেণ্ট রেজেষ্ট্রী করার জন্য বীমাকারক এক টাকার অনধিক ফিস্ দাবী করিতে পারিবে না।

(৪) ৩৮ ধারার বিধানমতে হস্তান্তর বা দান হইলে মনোনয়ন বাতিল হইবে।

(৫) বীমাকারীর জীবিতকালে এবং টাকা পাওয়ার পূর্ব্বে যদি মনোনীত ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণ সকলেই মারা যায় তবে ঐ টাকা বীমাকারী অথবা তাহার ওয়ারীশানগণ পাইবে।

(৬) যদি মনোনীত ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের পূর্ব্বে বীমাকারীর মৃত্যু হয়, তবে পলিসির টাকা মনোনীত ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণকে দেওয়া হইবে।

(৭) যে স্থানে ১৮৭৪ সালের বিবাহিতা স্ত্রীলোকের সম্পত্তি বিষয়ক আইনের ৬ ধারা খাটে সেস্থলে এই আইনের ব্যবস্থা খাটিবে না।

৪১ ধারা—রিবেট প্রথা নিষেধ। কোন লোক প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে বীমা করাইবার প্ররোচনা দেওয়ার জন্য সম্পূর্ণ কমিশন বা তাহার কোন অংশ যাহা তাহার প্রাপ্য তাহা বাদ দিতে পারিবে না অথবা বীমাকারকের প্রচারিত বিবরণপত্রে যাহা আছে তাহা ছাড়া বীমাপত্র গ্রহণ করার জন্য বা পুনরুদ্ধারের জন্য কোন প্রকারের রিবেট গ্রহণ করিতে পারিবে না।

৪৫ ধারা—সামান্য ভুল বা মিথ্যার জন্য পলিসিতে দোষ বর্ত্তিবে না। বীমাপত্রের তারিখ হইতে দুই বৎসর পরে এমন কোন অজুহাত চলিবেনা যে প্রপোজাল, মেডিকাল রিপোর্ট বেকারী

অথবা বীমাকারীর বন্ধুর রিপোর্ট বা অন্য কোন দলিল যাহা দৃষ্টে পলিসি ইস্যু করা হইয়াছে, তাহা নির্ভুল নহে বা মিথ্যা, যদি বা বীমাকারক দেখাইতে পারে যে উহা মূল্যবান প্রয়োজনীয় বিষয় এবং বীমাকারী জ্ঞাতসারে প্রতারণার জন্যই এইরূপ উক্তি করিয়াছে।

[পূর্ব্বে এই সকল সামান্য ভুলের জন্যও পলিশি বাতিল হইতে পারিত, এই বিধানে তাহা সম্ভবপর নহে।]

৪৭ ধারা—৯মাস মধ্যে পলিসির টাকা দেয়।

কোন জীবনবীমার টাকা দেওয়ার সময় যদি বীমাকারক দেখিতে পায় যে নানারূপ বিরুদ্ধ দাবী উপস্থিত করা হইতেছে, অথবা দাবী-কারকের স্বত্ব প্রমাণিত হয় নাই, অথবা অন্য কোন যথেষ্ট কারণে অন্য কোন ভাবে টাকা দেওয়ার দায়িত্ব হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় না, তবে বীমাপত্রের সময় উত্তীর্ণ হওয়ার তারিখ হইতে নয় মাস পরে বীমা-কারক আদালতে টাকা জমা দেওয়ার জন্য দরখাস্ত করিবে।

(২) আদালত হইতে ঐরূপ টাকা জমার রসিদ পাইলে বীমা-কারকের দায় সন্তোষজনকভাবে মুক্ত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(৩) এইরূপ দরখাস্তে বীমাকারীর নাম, ঠিকানা ইত্যাদি ও উপধারায় লিখিত বিবরণ সহ এফিডেভিট্ ক্রমে দরখাস্ত করিতে হইবে।

(৪) পলিসি ম্যাচিওর (mature) হওয়ার সময় হইতে ছয় মাসের পূর্ব্বে এরূপ কোন দরখাস্ত করিলে আদালত তাহা গ্রহণ করিবেন না।

(৫,৬,৭,৮,) আদালত ঐ টাকা গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটিতে রাখিবেন এবং দাবীদারগণকে নোটিশ দিবেন এবং এই সম্পর্কে সকল প্রশ্নের মীমাংসা করিবেন।

---

৪৮ ধারা—বীমাকারীগণের মনোনীত চতুর্থাংশ ডিরেক্টর

বীমাকারক কোম্পানী ১৯১৩ সনের ভারতীয় কোম্পানীর আদেশ অনুসারে গঠিত হইলে, তাহার পরিচালক সমিতির চতুর্থাংশ সভ্য এইরূপ হইবে যাহাদের সভ্য হইবার যোগ্যতা আছে এবং ঐ কোম্পানীতে বীমা করা আছে। উক্ত সভ্যগণকে বীমাকারিগণ যথাবিধি ভার দিয়া মনোনীত করিবেন।

৫১ ধারা—প্রস্তাবপত্র ও রিপোর্টের নকল পাওয়ার কথা

বীমাকারী দরখাস্ত করিলে এবং তৎসহ ন্যায্য ফিস্ দিলে (এক টাকার অনধিক) প্রস্তাবপত্রে ও ডাক্তারী রিপোর্টে যে সকল প্রশ্ন করা হইয়াছিল এবং তাহার যে সকল উত্তর দেওয়া হইয়াছিল সে সকল অবিকল নকল বীমাকারক বীমাকারীকে দিবেন।

বাংলায় ব্যাঙ্ক

এসোসিয়েটেড ব্যাঙ্ক অব ত্রিপুরা লিঃ—গঙ্গাসাগর, এ, বি, আর।

ব্যাঙ্ক অব এশিয়া লিঃ—৩ এবং ৪ হেয়ার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ব্যাঙ্ক অব ক্যালকাটা লিঃ—২৬, ষ্ট্র্যাণ্ড রোড, কলিকাতা।

ব্যাঙ্ক অব কমার্শ লিঃ—১২, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বেঙ্গল ব্যাঙ্ক লিঃ—অরিয়েণ্টাল বিল্ডিংস, ২, ক্লাইভ রো, কলিকাতা।

বেঙ্গল সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক লিঃ—৮৬, ক্লাইভ ষ্ট্রিট, কলিকাতা।

ক্যালকাটা সিটি ব্যাঙ্ক লিঃ—১১, হেয়ার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ক্যালকাটা কমার্শিয়েল ব্যাঙ্ক লিঃ—১৪, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক লিঃ—ক্লাইভ রো, কলিকাতা

ক্যালকাটা পিপলস্ ব্যাঙ্ক লিঃ—১২, ডালহৌসি স্কোয়ার, ইষ্ট, কলিকাতা

সেণ্ট্রাল ক্যালকাটা ব্যাঙ্ক লিঃ—৩, হেয়ার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

চাঁদপুর সেণ্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিঃ—চাঁদপুর, ত্রিপুরা

চট্টগ্রাম সেণ্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক—চট্টগ্রাম

চট্টগ্রাম লোন কোং লিঃ—চট্টগ্রাম

সিটি কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ—৮, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা

কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ—কুমিল্লা

কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ—কুমিল্লা

কমরেড্ ব্যাঙ্ক লিঃ—১৫, ক্লাইভ রো, কলিকাতা

কন্টিনেণ্টাল ব্যাঙ্ক অব এশিয়া লিঃ—১০২।১ ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

কো-অপারেটিভ ল্যাণ্ড মর্টগেজ ব্যাঙ্ক—কুমিল্লা

কো-অপারেটিভ লেণ্ড মরট্গেজ ব্যাঙ্ক—ময়মনসিংহ

ঢাকা ফেডারেল ব্যাঙ্ক লিঃ—ভিক্টোরিয়া পার্ক সাউথ, ঢাকা

দার্জ্জিলিং ব্যাঙ্ক লিঃ—২, কমার্শিয়াল বিলডিংস্, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ইষ্টবেঙ্গল ব্যাঙ্ক লিঃ—কুমিল্লা

ইষ্ট বেঙ্গল কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ—ময়মনসিংহ

ইষ্টার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ—৯, ক্লাইভ ষ্ট্রীট কলিকাতা

ইষ্টার্ণ কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ—ষ্টেশন রোড, চট্টগ্রাম।

ইষ্টার্ণ ন্যাসনাল ব্যাঙ্ক লিঃ—১০, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ইষ্টার্ণ ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ—চট্টগ্রাম

এমপ্লইস্ ব্যাঙ্ক লিঃ—খুলনা

ফেডারেটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ—৯, ক্লাইভ রো, কলিকাতা

গিরিশ ব্যাঙ্ক লিঃ—২১-এ ক্যানিং ষ্ট্রিট, কলিকাতা

গ্রেট ইণ্ডিয়ান ব্যাঙ্ক লিঃ—২২, আর জি কর রোড, কলিকাতা

হুগলী ব্যাঙ্ক লিঃ—৪৩, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট কলিকাতা

ইম্পিরিয়েল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া—৩, ষ্ট্র্যাণ্ড রোড (সাউথ), কলিকাতা

কার্ত্তিকপুর ব্যাঙ্ক লিঃ—৯৭, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

খুলনা ব্যাঙ্কিং করর্পোরেশন—খুলনা।

খুলনা কায়স্থ ব্যাঙ্ক লিঃ—খুলনা।

লয়েল ব্যাঙ্ক লিঃ—চাঁদপুর।

লক্ষ্মী ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ—৮৪, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা।

মারকেনটাইল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ—৮, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মহালক্ষ্মী ব্যাঙ্ক লিঃ—চট্টগ্রাম।

ময়মনসিং ব্যাঙ্ক অব কমার্শ এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রীস্ লিঃ—১৩৫, প্রিনসিপ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

নাথ ব্যাঙ্ক লিঃ—১৩৫, ক্যানিং ষ্ট্রীট কলিকাতা।

ন্যাশান্যাল মারকেনটাইল ব্যাঙ্ক লিঃ—১৪, হেয়ার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

নিউ বেঙ্গল ব্যাঙ্ক লিঃ—১০, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

নিউ ষ্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক লিঃ—কুমিল্লা।

নোয়াখালি ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ—২১-এ, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

নর্থ বেঙ্গল ব্যাঙ্ক—রংপুর।

পাইওনিয়ার ব্যাঙ্ক লিঃ—কুমিল্লা, কলিকাতা।

প্রবর্ত্তক ব্যাঙ্ক লিঃ—১৩।২ ওল্ড কোর্ট হাউস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রুডেনসিয়াল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ—২৯নং ষ্ট্র্যাণ্ড রোড, কলিকাতা।

রায়কত ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ব্যাঙ্ক—জলপাইগুড়ি।

রাজস্থান ব্যাঙ্ক লিঃ—১০২।১ ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সোনার বাংলা ব্যাঙ্ক লিঃ—১৩৭, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সাউদার্ন ব্যাঙ্ক লিঃ—১৪, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা)

ত্রিপুরা মডার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ—আখাউরা, ত্রিপুরা।

ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অব বেঙ্গল লিঃ—৮ ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বাংলায় বীমা কোম্পানী

আর্য্যস্থান ইন্‌সিওরেন্স কোং লিঃ—২, ডালহৌসী স্কোয়ার, কলিকাতা।

আর্য্য ইন্‌সিওরেন্স কোং লিঃ—২, লায়ন্স রেঞ্জ কলিকাতা।

এসিয়া মিউচুয়েল ইন্‌সিওরেন্স কোং লিঃ—৭, রাধাবাজার লেন, কলিকাতা।

বেঙ্গল কো-অপারেটিভ্ ইন্‌সিওরেন্স সোসাইটী লিঃ—১০২।১ ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বেঙ্গল ইন্‌সিওরেন্স এণ্ড রিয়েল প্রোপারটী কোং লিঃ—২, চার্চ্চ লেন, কলিকাতা।

বেঙ্গল মারকেন্‌টাইল লাইফ্‌ ইন্‌সিওরেন্স কোং লিঃ—১, মিশন রো, কলিকাতা।

ভাগ্যলক্ষ্মী ইন্‌সিওরেন্স লিঃ—৩।১, মেঙ্গোলেন্‌, কলিকাতা।

কলিকাতা ইন্‌সিওরেন্স লিঃ—৮৬, ক্লাইভ ষ্টীট, কলিকাতা।

ডমিনিয়ান ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ—১৬, মেঙ্গোলেন, কলিকাতা।

ইষ্টার্ণ ফেডারেল ইউনিয়ন ইন্‌সিওরেন্স কোং লিঃ—৯, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ইষ্টার্ণ নেশনেল ইন্‌সিওরেন্স কোং লিঃ—১২, ডালহৌসি স্কোয়ার, ইষ্ট, কলিকাতা।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া ইন্‌সিওরেন্স কোং লিঃ—১০, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

জেনুইন্‌ ইন্‌সিওরেন্স কোং লিঃ—১০০, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

দি হিমালয় ইন্‌সিউরেন্স কোং লিঃ—১৫, চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, কলিকাতা।

দি হিন্দু মিউচুয়েল লাইফ্‌ এসিওরেন্স লিঃ—১৪ ম্যাডেন ষ্ট্রীট, সাউথ্‌ কলিকাতা।

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ. ইন্‌সিউরেন্স সোসাইটি লিঃ—
৬৫এ সুরেন্দ্রনাথ বানার্জ্জি রোড, কলিকাতা।

হুকুমচাঁদ লাইফ্ এসিওরেন্স কোং লিঃ—৩০ ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ইণ্ডিয়া ইকুইটেবল্ ইন্‌সিওরেন্স কোং লিঃ—১০২, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ইণ্ডিয়ান ইনকমিকইন্‌সিওরেন্স কোং লি ঃ—ক্লাইভ ষ্ট্রীট।

জাতীয় কল্যাণ ইন্‌সিওরেন্স সোসাইটি লিঃ—৯, এস্‌প্লেনড ইষ্ট, কলিকাতা।

লাইট অব্ এসিয়া ইন্‌সিওরেন্স কোং লি ঃ—২, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা।

মহাবীর ইন্‌সিওরেন্স কোং লিঃ—৫, রয়েল একস্‌চেঞ্জ প্লেইস, কলিকাতা।

মেট্রপলিটন ইন্‌সিওরেন্স কোং লিঃ—২৮, পলক ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

ন্যাসনেল ইণ্ডিয়ান্ লাইফ্ ইন্‌সিওরেন্স কোং লিঃ—১২, মিশনরো, কলিকাতা।

ন্যাসনেল্ ইনসিওরেন্স্ কোং লিঃ—৭, কাউন্সিল হাউস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ন্যাসনেল্ মারকেন্‌টাইল্ ইন্‌সিওরেন্স কোং লিঃ—৮, কেনিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রবর্ত্তক ইন্‌সিওরেন্স কোং লিঃ—১৩/২, ওল্ড কোর্ট হাউস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

রেডিকেল ইন্‌সিওরেন্স কোং লিঃ—২৯, ডালহৌসি স্কোয়ার, কলিকাতা।

রাজস্থান ইন্‌সিওরেন্স কোং লিঃ—১২, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ইউনিক এস্যিরেন্স কোং লিঃ—১০, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

চতুর্থ ভাগ

স্বাস্থ্য-তত্ত্ব

খাদ্য-বিজ্ঞান

স্বাস্থ্যই সকল সুখের মূল। কিন্তু স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় সাধারণ জ্ঞানও অনেকেরই নাই। ব্যাধি হইলে ঔষধ সেবনের প্রয়োজনীয়তা সকলেই বোধ করেন কিন্তু ব্যাধি যাহাতে না হয় সে উপায় অবলম্বনে অনেকেই উদাসীন। অথচ সেইটিই বিশেষ প্রয়োজনীয়।

আজকাল বৈজ্ঞানিক আলোচনা ও গবেষণার ফলে স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের অনেক উন্নতি হইয়াছে। বিশেষতঃ খাদ্যাখাদ্য নির্ণয়ের অনেক নূতন তত্ত্ব পরীক্ষিত ও আবিষ্কৃত হইয়াছে। শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেরই সে সকলের সহিত পরিচিত হওয়া আবশ্যক। বাঙ্গালীর খাদ্য ও উহার প্রয়োজনীয় সংস্কার সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞগণ অনেক পরীক্ষা করিয়া যে সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, আমরা এ স্থলে তাহাই সংক্ষেপে বলিব।

এই সকল বিষয় ভালরূপ বুঝিতে হইলে জড়বিজ্ঞান ও দেহ-বিজ্ঞান সম্বন্ধে অল্পবিস্তর জ্ঞান থাকা আবশ্যক। প্রথমে সেই সকল কথা সাধারণ ভাবে বলিতেছি।

খাদ্যের উপাদান-পদার্থ—একথার অর্থ কি ?

আমাদের শরীরে অস্থি মাংস আদি বিভিন্ন পদার্থ আছে। এইগুলি বিভিন্ন উপাদানে গঠিত। সুতরাং শরীর রক্ষার জন্য আমরা যে খাদ্য গ্রহণ করি তাহাতেও ঐ সকল উপাদান পদার্থ থাকা প্রয়োজন।

এ স্থলে উপাদান পদার্থ শব্দের অর্থ কি সেটি বুঝা উচিত। পদার্থ মাত্রেই দুই প্রকার—মূল পদার্থ (elements) ও যৌগিক পদার্থ (compounds)। যে পদার্থ রাসায়নিক বিশ্লেষণ করিলে তাহাতে একাধিক

অন্য পদার্থ পাওয়া যায় না, তাহাই মূল পদার্থ। যেমন, স্বর্ণ, রৌপ্য, লৌহ, গন্ধক, অক্সিজেন, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন ইত্যাদি।

দুই বা ততোধিক মূল পদার্থ রাসায়নিক প্রক্রিয়াতে মিলিত হইয়া যে ভিন্ন ধর্ম্মাক্রান্ত নূতন পদার্থের সৃষ্টি করে, তাহা যৌগিক পদার্থ; যেমন, জল, প্রস্তর, উদ্ভিদ ইত্যাদি।

আমাদের দেশে প্রাচীনগণ পাঁচটি মূল পদার্থের কথা বলিয়াছেন, ইহাকে বলে পঞ্চভূত—ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম। দেহটা যখন এই পঞ্চভূতে মিশিয়া যায় তখন তাহাকে 'পঞ্চত্ব' পাওয়া বলে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ গুলি মূল পদার্থ নহে। মৃত্তিকা, জল, বায়ু যৌগিক পদার্থ। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে মূল পদার্থ ৯২টি এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রায় ১৫টি আমাদের দেহ-গঠনে প্রয়োজনীয়। ইহাদের মধ্যে আবার—কার্ব্বন (অঙ্গার), হাইড্রোজেন (জলজান), অক্সিজেন (অম্লজান), নাইট্রোজেন, গন্ধক, ফসফরাস ইত্যাদি কয়েকটি মূল পদার্থের অংশই বেশী।

এই মূল পদার্থগুলির সংযোগে নানারূপ যৌগিক পদার্থের উৎপত্তি হয়। তন্মধ্যে কয়েকটি জীব ও উদ্ভিদের দেহ-গঠনের ও দেহ-রক্ষার কার্য্য করে। এই গুলিকেই দেহের উপাদান-পদার্থ বলে। পণ্ডিতগণ এই উপাদান-পদার্থ গুলিকে ছয় শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। দেহ রক্ষার্থ আমাদের খাদ্যে এই ছয় শ্রেণীর উপাদান থাকা প্রয়োজন। সেই ছয় শ্রেণীর উপাদান-পদার্থের নাম এই—

১। শ্বেতসার- শর্করা-জাতীয়—(কার্ব্বো-হাইড্রেট carbo-hydrate).

২। স্নেহ-জাতীয়—(ফ্যাট, Fat).

৩। আমিষ বা ছানা জাতীয় (প্রোটিন, Protien).

৪। লবণ জাতীয়—(Salt).

৫। ভাইটামিন—(খাদ্যপ্রাণ, Vitamin).

৬। জল (Water).

এই উপাদান গুলি পূর্ব্বোক্ত কার্ব্বন, হাইড্রোজেন ইত্যাদি মূল পদার্থের সংযোগে গঠিত। যে খাদ্যে যে জাতীয় উপাদান পদার্থ বেশী থাকে তাহাকে সেই জাতীয় খাদ্য বলা হয়। যেমন শর্করা-জাতীয়, আমিষ-জাতীয় খাদ্য ইত্যাদি। বিভিন্ন জাতীয় খাদ্যে শরীরের বিভিন্ন উপাদান নির্ম্মাণ করে, একজাতীয় খাদ্যে তাহা হয় না। এই জন্য আমাদের মিশ্র খাদ্য গ্রহণ করা দরকার। একমাত্র দুগ্ধে সকল জাতীয় উপাদানই উপযুক্ত পরিমাণ আছে, এই হেতু শিশুরা কেবল দুগ্ধ খাইয়াই বাঁচিয়া থাকে, কিন্তু পূর্ণ বয়স্কের পক্ষে কেবল দুগ্ধ খাইয়া দেহ রক্ষা করিতে হইলে অনেক বেশী পরিমাণ গ্রহণ করিতে হয়, এবং তাহাতে কোন কোন উপাদান প্রয়োজনের অতিরিক্ত হইয়া পড়ে। এক্ষণে এই বিভিন্ন জাতীয় খাদ্যের কোন্‌টির কি গুণ তাহা সংক্ষেপে বলিতেছি।

১। শর্করা-শ্বেতসার জাতীয় খাদ্য—
(কার্ব্বোহাইড্রেট)

কার্ব্বোহাইড্রেট শব্দের অর্থ এই যে কার্ব্বনের সহিত হাইডর বা জলের সংযোগে ইহার উৎপত্তি। চাউল, ময়দা, বার্লি ইত্যাদির স্বাদহীন শ্বেতবর্ণ পদার্থকে শ্বেতসার এবং গুড়, চিনি ইত্যাদিকে শর্করা বলে, ইহা সকলেই জানেন। কিন্তু বৈজ্ঞানিকগণ এই উভয়কেই এক জাতীয় খাদ্য বলিয়াই গণ্য করেন। কারণ, শর্করা হইতেই উদ্ভিদগণ শ্বেতসার প্রস্তুত করে, কচিধানের দুধ, ভূট্টা ইত্যাদি মিষ্ট লাগে, অনেকেই হয়তো জানেন। কিন্তু এইগুলি পরিপক্ক হইলে শ্বেতস্বারে পরিণত হয়। আবার এই স্বেতসার মুখের লালার সহিত মিশ্রিত হইয়া শর্করায় পরিণত হয়। চিড়া, মুড়ি, ভাজা কাটাল বীচি ইত্যাদি মুখে রাখিয়া কিছুক্ষণ চিবাইলে মিষ্ট মিষ্ট লাগে, সকলেই জানেন।

বস্তুতঃ শ্বেতসার ও শর্করা মূলতঃ এক জাতীয় পদার্থ। এই কারণে চাউল, যব, ময়দা, আলু, এরারুট, গুড়, চিনি ইত্যাদি সমস্তই শর্করা-জাতীয় পদার্থ বলিয়া গণ্য হয়। এই জাতীয় পদার্থ শরীরে তাপ ও শক্তি উৎপাদন করে। প্রয়োজনের অতিরিক্ত কার্ব্বোহাইড্রেট গ্রহণ করিলে শরীরে মেদ উৎপন্ন হয়। অতিরিক্ত ভাত, রুটি ইত্যাদি খাইলে লোক স্থূলকায় হয়।

বলা আবশ্যক যে বিজ্ঞানে শর্করা বলিতে কেবল চিনি, গুড় বুঝায় না। শর্করা জাতীয় পদার্থ বহুবিধ, রাসায়নিকগণ তাহাদের বিভিন্ন নাম দিয়াছেন। তাহাদের গুণাবলীও বিভিন্নরূপ। কয়েকটি প্রধান প্রধান শর্করা জাতীয় পদার্থের নাম ও পরিচয় দিতেছি—

গ্লুকোজ (glucose) বা দ্রাক্ষা-শর্করা

ইহা প্রাণীর রক্তে সামান্য পরিমাণ আছে। পাকা ফলে অন্য শর্করার সহিত ইহা প্রচুর পরিমাণে থাকে। আঙ্গুরে ইহা খুব বেশী পরিমাণ থাকে। (শতকরা ২০ ভাগ)। এই জন্য ইহাকে দ্রাক্ষা-শর্করা বলে। ভাত, রুটি ইত্যাদির শ্বেতসার পরিপাক কালে গ্লুকোজে পরিণত হয়। উহাতেই শরীরে তাপ ও শক্তি উৎপন্ন করে।

দুর্ব্বল রোগীর পক্ষে ইহা বিশেষ উপকারী। ইহা অল্প সময়ে সোজা-সুজি রক্তে পরিণত হয়, পরিপাকের জন্য কোন পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া ইহাকে যাইতে হয় না।

ফ্রাকটোজ (Fructose) বা ফল-শর্করা।

উদ্ভিদের রসে ও পাকা ফলে এই শর্করা আছে। মধুতে প্রায় ৪০ ভাগই এই শর্করা। শর্করার মধ্যে ফ্রাকটোজই সর্ব্বাপেক্ষা মিষ্ট।

ইক্ষু-শর্করা (Sucrose)—ইক্ষু, বীটপালং, তাল ও খেজুর রসে এবং আনারসেও ইহা যথেষ্ট পরিমাণ থাকে। ইহা অধিক খাইলে শরীরের অনিষ্ট হয়।

দুগ্ধ-শর্করা (Lactose)—স্তন্যপায়ী জীবের দুগ্ধে এই শর্করা আছে। ইহা অপেক্ষাকৃত কম মিষ্ট। ইহা অধিক খাইলেও অপকার হয় না, বরং শরীরের পক্ষে হিতকর হয়।

এতদ্ব্যতীত আরও নানারূপ শর্করা আমরা খাদ্যের সহিত গ্রহণ করিয়া থাকি। পূর্বে বলিয়াছি শ্বেতসারও একরূপ শর্করা। চাউল, গম, যব, গোল আলু, মানকচু ইত্যাদিতে শ্বেতসার প্রচুর পরিমাণ থাকে। মুখের লালা রসের ক্রিয়াতে ইহা শর্করাতে পরিণত হয়।

২। স্নেহজাতীয় খাদ্য (Fat)

সকল প্রকার উদ্ভিজ্জ তৈল, প্রাণীর চর্বি ঘৃত, মাখন প্রভৃতি এই জাতীয় খাদ্য। অক্সিজেন, কার্বন ও হাইড্রোজেন ইহাদের প্রধান উপাদান। ইহা দ্বারা শরীরে তাপ ও শক্তি উৎপন্ন হয়। কিন্তু কেবল এই জাতীয় পদার্থে শরীর রক্ষা হয় না, ইহার সহিত কার্বোহাড্রেট বা শ্বেতসার জাতীয় খাদ্য সংযুক্ত থাকা প্রয়োজন। যাহারা সাধারণ ভাবে পরিশ্রম করেন তাহাদের দৈনিক খাদ্যে ৫ ১/২—৭ তোলা তৈল, ঘৃত ইত্যাদি স্নেহ পদার্থ থাকা আবশ্যক।

৩। আমিষ জাতীয় খাদ্য (প্রোটিন, protien)

মৎস্য, মাংস ডিম্বের শ্বেতাংশ, ছানা, বিবিধ ডাল প্রভৃতি আমিষ জাতীয় খাদ্যের অন্তর্গত। এই জাতীয় খাদ্যে যথেষ্ট পরিমাণ নাইট্রোজেন থাকে। ইহা শরীর গঠনে ও শরীরের ক্ষয়পূরণে বিশেষ প্রয়োজনীয়। জীবনাধার প্রোটোপ্ল্যাজম, পেশী, কোষ প্রভৃতির প্রধান উপাদান প্রোটিন।

প্রোটিন বিভিন্ন প্রকার আছে, উহাদের নামও বিভিন্ন, গুণও বিভিন্ন। দুগ্ধের (ছানা) প্রোটিনের নাম কেজিন, ডিমের শ্বেতাংশের প্রোটিনের নাম আল্‌বুমিন, ডিমের পীতাংশের প্রোটিনের নাম ভাইটেলিন, ডালের প্রোটিনের নাম লেগুমিন ইত্যাদি।

আমরা শস্যাদি হইতে যে প্রোটিন পাই তাহাকে বলি উদ্ভিজ্জ প্রোটিন. দুধ, মাছ, মাংস হইতে যে প্রোটিন পাই তাহাকে বলে প্রাণিজ প্রোটিন। উদ্ভিজ্জ প্রোটিন অপেক্ষা প্রাণিজ প্রোটিন বেশী কার্য্যকরী। উদ্ভিজ্জ প্রোটিনের মধ্যে গোল আলুর প্রোটিন বিশেষ উপকারী। তবে আলুর খোসা ছাড়াইয়া পাক করিলে খাদ্য হিসাবে উহার কোন মূল্য থাকে না। আমাদের উদ্ভিজ্জ প্রোটিন ও প্রাণিজ প্রোটিন উভয়ই গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। যাহারা মাছ মাংস খান না, তাহাদের উপযুক্ত পরিমাণ দুগ্ধ পান করা উচিত, নচেৎ শরীর রক্ষা হয় না। বলা বাহুল্য, দুগ্ধ জৈব পদার্থ, উহার প্রোটিন জৈব প্রোটিন। খাদ্যে উপযুক্ত পরিমাণ প্রোটিন না থাকিলে শক্তিহীনতা জন্মে, প্রজনন শক্তি হ্রাস পায়, অবয়বও হ্রস্ব হয়। কোন জাতিকে শৌর্য্যবীর্য্য ও শক্তি সাহসিকতায় অগ্রগণ্য করিতে প্রোটিনের অসাধারণ প্রভাব। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বাঙ্গালীদের সাধারণ খাদ্যে এই উপাদান অপেক্ষাকৃত কম। বিশেষজ্ঞগণ বলেন, খাদ্যে প্রোটিনের অল্পতাই বাঙ্গালীদের হ্রস্ব অবয়ব ও ব্যাধি-প্রবণতার জন্য দায়ী।

কয়েকটি পরিচিত উদ্ভিজ্জ খাদ্যদ্রব্যে প্রোটীনের শতকরা পরিমাণ নিম্নে দেওয়া গেল।—

সিদ্ধ চাউল	৬.৭১	মটর	২২.৭
আতপ চাউল	৬.৮৩	ছোলা	২১.৭
আটা	১৩.৮	বরবটী	২৪.১
ময়দা	১১.	শিম	২০.৫
সোনামুগ	২৩.৮	সয়াবিন	৪০
মসুরী	২৫.১	বাধাকপি	১.৬
খেসারী	৩১.৯	পালং শাক	২.১
মাষকলাই	২২.৭	বেগুণ	৬.৬

ইহাতে দেখা যাইতেছে যে চাউল অপেক্ষা আটায় প্রোটিনের পরিমাণ বেশী। এই কারণে ডাক্তারেরা বাঙ্গালীদের পক্ষে (বিশেষতঃ

ছাত্রদের) পক্ষে একবেলা রুটি খাওয়া ভাল মনে করেন। আরও দেখা যাইবে, ডালের মধ্যে প্রোটিন হিসাবে খেসারী সর্ব্বোৎকৃষ্ট, কিন্তু উহা ব্যবহারে একরূপ পক্ষাঘাত রোগ হইবার সম্ভাবনা থাকে। খেসারীর পরেই মসুরীর স্থান, বস্তুতঃ ডালের মধ্যে উহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। তরকারীর মধ্যে সিম, বড়বটী, কলাইশুঁটি ইত্যাদি সিম জাতীয় তরকারী বিশেষ পুষ্টিকর। কেননা এগুলিতে প্রোটিনের অংশ খুব বেশী।

এখানে কেবল উদ্ভিজ্জ প্রোটিনের কথা বলা হইল। কিন্তু আমাদের খাদ্যে প্রাণিজ প্রোটিনও থাকা আবশ্যক। মাছ, মাংস ও দুধে তাহা প্রচুর পাওয়া যায়। দুধের ছানা ও অ্যালবুমিন উৎকৃষ্ট প্রোটিন। দুধের অ্যালবুমিন ছানার জলে থাকে।

৪। লবণ জাতীয় পদার্থ

আমাদের খাদ্যের আর একটি আবশ্যক উপাদান লবণ জাতীয় পদার্থ। আমরা সাধারণতঃ যে লবণ ব্যবহার করি ইহাকে বৈজ্ঞানিক ভাষায় সোডিয়ম ক্লোরাইড (common salt) বলে। লবণ শব্দ বিজ্ঞানে ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। কোন ধাতু পদার্থের সহিত অম্ল সংযোগে উৎপন্ন যৌগিক পদার্থকেই বিজ্ঞানে লবণ বলে। সুতরাং লবণ নানাবিধ; যেমন ফসফরাস ঘটিত লবণ, লৌহ ঘটিত লবণ, পটাস ঘটিত লবণ ইত্যাদি। দুধ, ফলমূল, তরকারী ইত্যাদি যে সকল খাদ্য আমরা সর্ব্বদা ব্যবহার করি তাহার প্রত্যেকেরই মধ্যে অল্পবিস্তর লবণ আছে। লবণ স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়, ইহা অস্থি গঠনে সাহায্য করে। ইহাই শরীরের কাঠামো তৈরী করে এবং উহা সুস্থ ও সবল রাখে।

অম্ল উৎপাদক ও ক্ষার-উৎপাদক খাদ্য

Acid-forming and Base-forming diets.

আমাদের কতকগুলি খাদ্য অম্ল-উৎপাদক (Acid), কতকগুলি খাদ্য ক্ষার-উৎপাদক (Alkaline), কতকগুলি খাদ্যের প্রতিক্রিয়া সমভাবাপন্ন

(neutral)। আমাদের রক্তের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া সামান্য ক্ষার-ভাবাপন্ন। যদি রক্তের এই স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ার ব্যত্যয় হইয়া কিছু কম ক্ষারভাবাপন্ন হয়, তবেই আমাদের অসুখ হয়। রক্তের প্রতিক্রিয়া সামান্য অম্লভাবাপন্ন হইলেও কঠিন ব্যাধি এমন কি মৃত্যু হইতে পারে। সুতরাং আমাদের খাদ্যদ্রব্য নির্ণয়ে এমন ব্যবস্থা করিতে হয় যাহাতে রক্তের স্বাভাবিক অবস্থা ঠিক থাকে, উহাতে অম্লরসের বৃদ্ধি না হয়। এই হেতু কোন্ কোন্ খাদ্য অম্ল উৎপাদক ও কোন্ কোন্ খাদ্য ক্ষার-উৎপাদক, কোন্ কোন্ খাদ্যের প্রতিক্রিয়া সমভাবাপন্ন তাহা জানা উচিত। তাহা নিম্নে লিখা হইল—

অম্ল-উৎপাদক খাদ্য—মাছ, মাংস, ডিম, চাউল, রুটি।

ক্ষার-উৎপাদক খাদ্য—সাধারণতঃ সর্বপ্রকার ফল, শাক-শব্জী, দুধ।

সমভাবাপন্ন (neutral) খাদ্য—মাখন, দুধের সর, চিনি।

কমলা, লেবু, আলু, আপেল, কলা, মূলা, সীম, বাদাম বাধাকপি, ফুলকপি ইত্যাদি দেহের অম্লরস কমাইবার পক্ষে বিশেষ উপযোগী।

পূর্বোক্ত তালিকা হইতে দেখা যাইবে যে আমাদের প্রধান খাদ্য ভাত রুটি, মাছ, মাংস অম্লত্ব উৎপাদন করে, এই জন্য উহাদের সহিত উপযুক্ত পরিমাণ শাকশব্জী এবং ফলমূল গ্রহণ করা উচিত। নচেৎ রক্তে অম্লরসের আধিক্য হইয়া কঠিন রোগ হইতে পারে। রক্তচাপ (Blood pressure) রোগে ক্ষারত্ব উৎপাদক খাদ্যে বিশেষ উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়। জানা উচিত, অম্লরস খাদ্য মাত্রেই অম্ল-উৎপাদক হয় না; লেবু কমলা ইত্যাদি অম্লরসাত্মক হইলেও পরিপাকান্তে ক্ষার রস উৎপন্ন করে।

৫। ভাইটামিন (খাদ্য-প্রাণ)

পূর্বে শ্বেতসার-শর্করা, প্রোটিন, স্নেহ পদার্থ ও লবণ-পদার্থ, খাদ্যের এই চারি প্রকার উপাদানের কথা লিখা হইয়াছে। এতকাল এই চারিটি

এবং জল এই পাঁচটিই খাদ্যের উপাদান বলিয়া গণ্য হইয়াছে। কিন্তু পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ অনেক পরীক্ষা ও গবেষণার পর স্থির করিয়াছেন যে এ সকল ব্যতীতও খাদ্যের মধ্যে আরও কোন কোন পদার্থ আছে, যাহা আমাদের স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়। তাহারা এই পদার্থের নাম দিয়াছেন ভাইটামিন (খাদ্যপ্রাণ)। ভাইটামিন-যুক্ত খাদ্যদ্রব্যের অভাব হইলে বেরিবেরি, সংক্রামক শোথ, স্কার্ভি, রিকেট প্রভৃতি রোগ উৎপন্ন হয়। এই জাতীয় খাদ্যের উপরই নীরোগ দীর্ঘায়ু নির্ভর করে। শরীরের উপযুক্ত পুষ্টিসাধনে, প্রজনন শক্তির বর্দ্ধনে এবং রোগাদি প্রতিষেধেও ভাইটামিনের যথেষ্ট উপকারিতা আছে। 'ভাইটা' অর্থ, জীবন, প্রাণ। প্রকৃতপক্ষে ভাইটামিন প্রাণপ্রদ জীবনীশক্তি বর্দ্ধক খাদ্য-উপাদান। এ পর্য্যন্ত কয়েক রকম ভাইটামিন আবিষ্কৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে পাঁচ প্রকার ভাইটামিনের ক্রিয়া ও গুণ নিশ্চিতরূপে নির্ণীত হইয়াছে। ইহাদিগকে ভাইটামিন এ', ভাইটামিন 'বি', ভাইটামিন 'সি' ইত্যাদি বলা হয়। কোন্ প্রকার ভাইটামিনের কি কি গুণ এবং উহা কোন্ প্রকার খাদ্যে আছে তাহা সাধারণ ভাবে নিম্নে লিখিত হইল—

ভাইটামিন 'এ' A

আমাদের খাদ্যে উপযুক্ত পরিমাণ ভাইটামিন এর অভাব হইলে চক্ষুর পীড়া এবং ফুসফুস মূত্রযন্ত্র প্রভৃতির পীড়াও ঘটিয়া থাকে। উহার অভাবে যক্ষ্মা প্রভৃতি সংক্রামক ব্যাধির আক্রমণ প্রতিষেধের ক্ষমতা কমে। উহার অল্পতায় প্রজনন শক্তি হ্রাস পায়। অতএব আমাদের দৈনিক খাদ্যে যে উপযুক্ত পরিমাণ এই ভাইটামিন থাকা উচিত তাহা বলাই বাহুল্য।

আমাদের ব্যবহৃত অনেক খাদ্যেই ভাইটামিন এ আছে, তবে কোন কোন খাদ্যে খুব বেশী এবং কোন কোন খাদ্যে অপেক্ষাকৃত কম, এবং

কোন কোন খাদ্যে সামান্য পরিমাণ। এ বিষয়ে সামান্য জ্ঞান থাকিলেই আমরা অনায়াসে এই ভাইটামিনযুক্ত পুষ্টিকর খাদ্য নির্ণয় করিয়া লইতে পারি।

কাঁচা দুধে ও এক-বলকা দুধে, দুধের মাখনে, ডিমের পীতাংশে, টাটকা শাক-শব্জীতে, বিলাতী বেগুন, পালং শাক ও লেটুস শাকে ইহা বেশী পরিমাণ আছে। কড, হ্যালিবট প্রভৃতি মৎস্যের যকৃতের তৈলে ইহা বেশী থাকে (Codliver oil)। আচার্য্য রায় লিখিয়াছেন—"আমাদের ল্যাবরেটরীর পরীক্ষার ফলে দেখা গিয়াছে যে ভেটকী চিতল, মৃগেল, রোহিত, ইলিস প্রভৃতি মৎস্যের লিভার তৈলে ভাইটামিন এ র পরিমাণ কডলিভার অয়েল অপেক্ষা বহুগুণে বেশী। ক্ষুদ্র মৎস্যের মধ্যে পারসে এবং টেংরাতেই ভাইটামিন 'এ' বেশী আছে।"

ছানা, ঘোল, বাঁধাকপি, গাজর সীম, মটরশুঁটি নারিকেল, আনারস কমলা, লেবু, পাকা আম প্রভৃতিতেও ইহা যথেষ্ট আছে।

সুতরাং এ দিকে এসকল বিষয়ে একটু জ্ঞান থাকিলে সকলেই অনায়াসে ও অল্প সময়ে এই ভাইটামিনযুক্ত খাদ্যের ব্যবস্থা করিতে পারেন।

ভাইটামিন 'বি,' B_1

ইহা বেরিবেরি রোগের অব্যর্থ ঔষধ। এতদ্ব্যতীত ইহা শরীরের পুষ্টিসাধন করে, স্নায়ুমণ্ডলীকে দৃঢ় ও সুস্নিগ্ধ রাখে, ক্ষুধা বৃদ্ধি করে ও কোষ্ঠকাঠিন্য নিবারণ করে। ইহার অভাবে পরিপাক-শক্তি হ্রাস পায়, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা ও বুকের পীড়া এবং বেরিবেরি ও প্যালাগ্রা নামক মারাত্মক চর্ম্মরোগ জন্মিয়া থাকে। ইহার অভাবে শরীরের বৃদ্ধিও লোপ পায় এবং মানুষ খর্ব্বাকার হয়।

ইহা যব, ভুট্টা, ধান ও গমের অঙ্কুরে, দধি ও ঘোলে, ডিমের কুসুমে, বিলাতী বেগুন, পালং শাকে ও আঁছাটা চাউলে বেশী আছে। টাটকা

শাকশব্জী, বাঁধা কপি, লেটুস, গোল আলু ও কাচা দুধেও ইহা যথেষ্ট পরিমাণ আছে।

আচার্য্য রায় লিখিয়াছেন—

"আমাদের পরীক্ষায় মসূরী, মুগ ও মটরের ডালে ও পোস্ততে এই ভাইটামিন বেশী দেখা গিয়াছে। অতএব প্রত্যহ ডাল খাওয়া বিধেয়। কর্ণেল ম্যাককে বাঙ্গালীর দৈনিক খাদ্যে তিন ছটাক ডাল অনুমোদন করিয়াছেন"—খাদ্য-বিজ্ঞান।

চাউলের কুড়াতে এই ভাইটামিন থাকে, কলছাঁটা চাউলে কুড়া থাকে না, কাজেই উহার ব্যবহার অকর্ত্তব্য। এই ভাইটামিন জলে দ্রবণীয়, সুতরাং ফেন ফেলিয়া দিলে এই ভাইটামিন এবং চাউলের অন্যান্য সারাংশ পরিত্যক্ত হয়।

"ফেন সহিত ভাতের ব্যবহার স্বাস্থ্যরক্ষা ও খরচ উভয়দিক হইতেই কল্যাণপ্রদ" :—চুণীলাল বসু।

সিদ্ধ চাউল অপেক্ষা আতপ চাউলে এই ভাইটামিন বেশী থাকে এবং আমনের চাউলে আউশ অপেক্ষা বেশী ভাইটামিন থাকে।

এক বলকের দুধ, ছানা, ননী, ঘি, সুজি, লেবু, কমলালেবু, পেয়াজ, পেপে, আপেল, আনারস, সীম, মটরশুঁটি, মাছ, মাংস ও ডিমে ইহা মধ্যম রকম আছে।

ভাইটামিন বি$_2$ নামে আর একটি ভাইটামিন আবিষ্কৃত হইয়াছে। ডিমের শ্বেতাংশ ও ছানার জলে ইহা বেশী পরিমাণ থাকে। গো দুগ্ধ টমেটো, গাজর, পালংশাক, গোল আলুতেও ইহা কম বেশী দেখা যায়। ইহার অভাবে ক্ষুধামান্দ্য ও রক্তাল্পতা জন্মে এবং চোখে ছানি পড়ে বলিয়া জানা গিয়াছে।

ভাইটামিন 'সি' C

ভাইটামিন 'সি' এর অভাবে স্কার্ভি নামক পীড়া জন্মে। ভাইটামিন সি' ব্যতীত শারীরিক ক্রিয়া সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়না। শরীরে রক্ত যে কার্য্য করে, ইহাও প্রায় তদ্রূপ কার্য্য করে। ইহার অভাবে শরীরের বৃদ্ধি ও সুস্থতা অসম্ভব। ইহা রোগ প্রতিশেধের শক্তি বৃদ্ধি করে।

কমলালেবু, লেবু, আনারস, আলু বিলাতী বেগুণ প্রভৃতি অম্ল-মধুর ফলে ইহা যথেষ্ট আছে। গোল আলু, বাঁধাকপি, ফুলকপি, পালংশাক, পেপে, টাটকা শাক-শবজী ও অঙ্কুরিত ছোলা মুগ প্রভৃতিতেও ইহা পাওয়া যায়। একটি ডাবের জলে এক ব্যক্তির দৈনিক প্রয়োজনীয় ভাইটামিন 'সি' পাওয়া যায়। মুলাতে ইহা বেশী পরিমাণ আছে, কিন্তু ছাল ফেলিয়া দিলে প্রায় কিছুই থাকেনা।

ভাইটামিন 'সি' সাধারণ রান্নার উত্তাপে নষ্ট হয়। শাক প্রভৃতি তেলে কড়া ভাজিলে উহার ভাইটামিন 'সি' কিছুই থাকেনা। সুতরাং সকলেরই কাচা ফলমূলাদি কিছু কিছু দৈনিক খাওয়া প্রয়োজন। কচি শাক, বিলাতী বেগুণ প্রভৃতি কাচা সালাদ (salad) করিয়া খাওয়া খুব ভাল। সাহেবেরা এইরূপ কিছু রোজই খাইয়া থাকেন। 'সি' ভাইটামিন আবার বায়ুর সংস্পর্শেও নষ্ট হইতে থাকে, সুতরাং কমলা ইত্যাদির রস করিয়া অধিকক্ষণ রাখিয়া দিতে নাই। আচার্য্য রায় তাঁহার 'খাদ্য-বিজ্ঞান' নামক উপাদেয় স্বাস্থ্যকামী মাত্রেরই অবশ্য-পাঠ্য গ্রন্থে লিখিয়াছেন—"ইহা স্মরণ রাখা উচিত যে, অম্ল সংযোগে ভাইটামিন 'সি' অধিকক্ষণ স্থায়ী হয়। দধিতে ভাইটামিন 'সি' আছে। আমাদের লেবরেটরির পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে, পেয়ারাতে ভাইটামিন 'সি' সর্ব্বাপেক্ষা বেশী পরিমাণ আছে। কচি শাঁসযুক্ত ডাবের জল ও ফোঁপড়াতেও ভাইটামিন 'সি' বেশ দেখা যায়। ভাইটামিন 'সি'র জন্য পেয়ারা, বিলাতী বেগুণ, লেবু, কমলালেবু, বাতাবিলেবু, নাসপাতি,

শশা, অঙ্কুরিত মুগ, বরবট প্রভৃতি সকল গৃহস্থই ব্যবহার করিতে পারেন। ফলগুলি ভাইটামিন 'সি' ব্যতিরেকে লবণজাতীয় পদার্থের জন্যও বড় উপকারী। আমাদের পূজার নৈবিদ্য যে ভাইটামিন-সংযুক্ত উপাদানে ভরপুর তাহা আমরা বেশ বুঝিতে পারি এবং আমাদের প্রাচীন ঋষিদের অন্তর্দৃষ্টির প্রসার দেখিয়া বিস্ময়-বিমুগ্ধ হইয়া পড়ি।'

...আমি অন্য প্রবন্ধে অনেকবার লিখিয়াছি—"চা-পান না বিষপান।' এখন নব্য বাবুরা রেস্তোরায় যাইয়া চপ, কাটলেট অথবা চায়ের আড্ডায় যাইয়া চা এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে ২।১ খানা বিস্কুট ভক্ষণ করেন, কিন্তু আমাদের আবহমান প্রচলিত যে জলখাবার প্রথা তাহা ক্রমে ক্রমে অন্ততঃ সহর হইতে অপসারিত হইতেছে। পূর্ব্বে জলখাবারের জন্য মুগ বা বুটের অঙ্কুর, কয়েক টুকরা কচি শশা বা খিরা, আম, নারিকেল কোরা, গুড় ইত্যাদি দেওয়া হইত। এখন দেখা যাইতেছে, এই প্রকার খাদ্যে যথেষ্ট পরিমাণে ভাইটামিন আছে।

আবার এক দুর্দ্দশা এই যে সহর হইতে চিড়া, মুড়ি, খই প্রভৃতি খাদ্য ক্রমশই উঠিয়া যাইতেছে। একটিন বিস্কুট ওজনে মাত্র দুই পাউণ্ড বা চৌদ্দ ছটাক। কিন্তু মুড়ি, ভাজা চিরা, খই ইত্যাদিও এই জিনিষ। আমি জিজ্ঞাসা করি, চৌদ্দ ছটাক মুড়ি বা চিড়ার কত দাম?

...আমরা বিদেশীদিগের খাদ্য অনুসরণ করিতে যাইয়া খাদ্যবিষয়ে সর্ব্বনাশের দিকে যাইতেছি।"

এই প্রসঙ্গে একটি কবিতা মনে পড়িল—

চিড়া মুড়ি নারিকেল গুড় ছোলা মুগ,
খাদ্যপ্রাণ-পূর্ণ খাদ্যে হতো জলযোগ।
বার মাস তের পর্ব্বে নাহি ছিল ছুট,
এখন অসার খাদ্য চা-চিনি-বিস্কুট।

ভাইটামিন 'ডি' D

ভাইটামিন 'ডি' মাংসপেশী দৃঢ় করে এবং দাঁত ও হাড়ের সম্যক বৃদ্ধি-সাধনে ইহা সাহায্য করে। শরীরের বৃদ্ধি ও সুস্থতার জন্যও ইহার প্রয়োজন। ইহার অভাবে ক্যারিজ নামক দন্তরোগ জন্মিয়া থাকে। ইহা যক্ষ্মারোগ নিবারণে বিশেষ কার্য্যকরী। ইহার অভাবে অন্যান্য রোগের আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার ক্ষমতাও লোপ পায়। ইহার অভাবে শিশুদের রিকেট নামক রোগ হয় এবং বয়স্কদের একপ্রকার অস্থিরোগ জন্মে।

ইহা কড্‌লিভার তৈলে বেশী আছে। ডিমের কুসুমে, মাখনে ও ওগুলি পাওয়া যায়। অন্যান্য খাদ্যে ইহা বেশী নাই। কিন্তু সূর্য্য-রশ্মি হইতেই ইহা আমরা সোজাসুজি পাইতে পারি। আমাদের গাত্রস্থ আরগস্‌টেরল নামক পদার্থ সূর্য্যরশ্মির (Ultra-violet rays) প্রভাবে ভাইটামিন 'ডি'তে পরিণত হয়।

সূর্য্যরশ্মিতে বেগুণী, গাঢ় নীল, নীল, পীত, সবুজ, কমলা লাল এই সাতটি রং আছে ইহা সকলেই দেখিয়া থাকিবেন। রামধনুতে উহা দেখা যায়, তিন কোণা কাচের মধ্যদিয়াও উহা দেখা যায়। এই সাতটি দৃশ্যমান রশ্মি ব্যতীত বেগুণী ও লালের বহির্দ্দেশে আরও অদৃশ্য রশ্মি আছে। বেগুণী বা ভাওলেট রঙের পার্শ্বে যে অদৃশ্য রশ্মি আছে তাহাকে বেগুণী-অতীত বা আলট্রা ভাওলেট রশ্মি বলে। ইহা হইতেই আমরা 'ডি' ভাইটামিন পাইতে পারি।

ব্যাধি-বীজনাশনে এই রশ্মির অসাধারণ প্রভাব। এই কারণে পাশ্চাত্য দেশে 'সান্‌বাথ' ইত্যাদি প্রক্রিয়ার প্রচলন হইয়াছে। আমাদের দেশে শিশুদিগের শরীরে সরিষার তৈল মাখাইয়া পিড়িতে শোওয়াইয়া রৌদ্রে রাখার প্রথা আছে। উহা বিজ্ঞান-সম্মত সুপ্রথা।

আমাদের সকলেরই কিছুক্ষণ রৌদ্রে থাকা ভাল। শিশুদিগকেও রৌদ্রে কিছুক্ষণ খেলাবেড়া করিতে দেওয়া ভাল। সূর্য্যই জীবের জীবনাধার। সূর্য্যরশ্মি রোগনাশক, এই হেতুই প্রাচীনগণ বলিয়াছেন—'আরোগ্যমিচ্ছেৎ ভাস্করাৎ।'

কিন্তু মনে রাখা উচিত, এই রশ্মির অথবা ভাইটামিন ডি'র অধিক ব্যবহার স্বাস্থ্যের ক্ষতিজনক। অতিশয় কিছুই ভাল নয়। অধুনা কৃত্রিম উপায়েও আলট্রা ভাওলেট রশ্মি প্রয়োগ করা হয়। উহারও ব্যবহারে সুনিপুণ বিশেষজ্ঞগণের পরামর্শ আবশ্যক।

ভাইটামিন 'ই' E

ইহা প্রজনন শক্তি বাড়ায়। ইহার সম্পূর্ণ অভাবে স্ত্রীলোকের গর্ভসঞ্চারের পরে ভ্রূণ নষ্ট হইয়া যায়। অসময়ে গর্ভপাতও ইহার অভাবে ঘটিয়া থাকে। ভুট্টা, ওট ও গমের অঙ্কুর-তৈলে এবং অঙ্কুরিত মুগের মধ্যে ইহা পাওয়া যায়। আমাদের অন্যান্য অনেক খাদ্যও ইহা সামান্য পরিমাণ আছে। সামান্য মাত্রাতেই ইহা ফলদায়ক হয়।

বাঙ্গালীর খাদ্য সংস্কার—উহার প্রয়োজনীয়তা

আমাদের এই সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা বঙ্গভূমিতে সুলভ সুখাদ্যের অভাব নাই। কিন্তু আধুনিক খাদ্য-বিজ্ঞান সম্বন্ধে অজ্ঞতা, গতানুগতিকতা ও কতকটা পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণের দরুণ আমরা প্রকৃত সুখাদ্য অগ্রাহ্য করিয়া অনেক সময় অখাদ্যই গ্রহণ করিয়া থাকি। এই কারণে অন্যান্য জাতির তুলনায় আমাদের শারীরিক দুর্ব্বলতা ও রোগপ্রবণতা অনেক বেশী। দেশীয় ও বিদেশীয় বিশেষজ্ঞগণ বাঙ্গালীর খাদ্য-সম্বন্ধে অনেক গবেষণা করিয়াছেন এবং এখনও করিতেছেন।

তাঁহারা সকলেই এক বাক্যে বাঙ্গালীর খাদ্য-সংস্কার সম্বন্ধে যে সব উপদেশ দিয়াছেন, স্বাস্থ্যকামী ব্যক্তিমাত্রেরই তাহা অনুসরণ করা উচিত। আমরা এস্থলে সে সকল কথা সংক্ষেপে উল্লেখ করিতেছি। এই সকল উপদেশের মূলে যে সকল বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আছে তাহা সর্ব্বত্র উল্লেখ করার স্থানাভাব, তবে পূর্ব্বে খাদ্যাদির উপাদান সম্বন্ধে সে সব কথা বলা হইয়াছে তাহাতেই এই সকল তত্ত্ব অনেকটা বুঝা যাইবে।

১। ভাত বাঙ্গালীর প্রধান খাদ্য। কিন্তু আমাদের অজ্ঞানতা ও গতানুগতিকার দরুণ আমাদের প্রধান খাদ্যটি একরূপ অসার খাদ্যে পরিণত হইয়া পড়িয়াছে। চাউলের উপরের পর্দায় (কুঁড়া) পুষ্টিকর ভাইটামিন থাকে, কলে ছাঁটা চাউলে উহা নষ্ট হইয়া যায়। এইজন্য ঢেকি ছাঁটা চাউল খাওয়ার প্রয়োজন। তার পর, চাউল সিদ্ধ করিয়া ফেন ফেলিয়া দেওয়া অণুচিত, কেননা চাউলের অন্যান্য সার-পদার্থও ফেনের সহিত অনেক চলিয়া যায়। চাল ধোয়ার সময় পুনঃ পুনঃ কচলাইয়া কুঁড়া ফেলিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। খিচুরী খাওয়ার অভ্যাস করা ভাল, তাহাতে সারপদার্থ কিছু নষ্ট হয় না।

২। শরীরের সম্যক্ বৃদ্ধি ও পুষ্টির জন্য প্রোটীন বা আমিষ জাতীয় খাদ্য উপযুক্ত পরিমাণ খাওয়া প্রয়োজন। মাছ, মাংস, দুধ, ডাল ইত্যাদি প্রোটীন খাদ্য। ভাত, শ্বেতসার জাতীয় খাদ্য। উহাতে প্রোটিনের অংশ অপেক্ষাকৃত কম। বিশেষজ্ঞগণের মত এই যে, বাঙ্গালীর খাদ্যে—অনেক স্থলেই প্রোটীনের অল্পতা দেখা যায়। আটাতে চাউলের অপেক্ষা প্রোটীন বেশী আছে, সুতরাং একবেলা রুটী খাওয়ার ব্যবস্থা ভাল। কেবল এক থালা ভাত খাইয়া পেট ভরিলে পেট মোটা হইতে পারে, কিন্তু স্বাস্থ্যরক্ষা হয় না, শক্তি বৃদ্ধি হয় না। উহার সহিত উপযুক্ত পরিমাণ ডাল, মাছ, ইত্যাদি খাওয়া প্রয়োজন। যাহারা নিরামিশভোজী তাহাদের দুগ্ধ কিছু বেশী খাওয়া প্রয়োজন। মাছের

চেয়ে ডাল কম পুষ্টিকর নহে, কিন্তু রীতিমত শারিরীক পরিশ্রম না করিলে ডাল ভালরূপ হজম হয় না। ডাল ব্যতীতও মাছ অথবা দুধ খাওয়ার প্রয়োজন, কেননা প্রাণিজ প্রোটীনও শরীর রক্ষার পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়।

৩। দুধ একটি আদর্শ খাদ্য। উহা প্রকৃতই অমৃতস্বরূপ। উহাতে খাদ্যের প্রয়োজনীয় সমস্ত উপাদানই আছে। দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্যের প্রচুর ব্যবহার প্রচলিত হওয়ার প্রয়োজন। বিলাতে প্রত্যেক ব্যক্তি যাহাতে অন্ততঃ ১ পাইন্ট (দশ ছটাক) দুধ পাইতে পারে, সেজন্য আন্দোলন ও চেষ্টা চলিতেছে। তথায় অনেক স্থলে ছাত্রদিগকে বিনামূল্যে দুগ্ধ প্রদানের ব্যবস্থা আছে। আমরা সামর্থ্যসত্ত্বেও অনেক সময় অপ্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্যে অর্থব্যয় করি, কিন্তু অবশ্য-প্রয়োজনীয় অমৃতোপম দুগ্ধের দিকে দৃষ্টি দেই না। দুগ্ধ দুষ্প্রাপ্য হইলে তাহার অভাব কতকটা পুরণ হইতে পারে ডিম, মাছ, বা মাংসাদি আহারে। খাদ্যে মাছ এবং দুধ—দুইটিরই যদি অভাব হয়, তবে স্বাস্থ্যরক্ষা ও শরীরপুষ্টি অসম্ভব। কিন্তু উপযুক্ত পরিমাণ দুগ্ধ গ্রহণ করিলে মাছ মাংস ত্যাগ করিলেও ক্ষতি হয় না, অনেক স্থলে উপকার হয়।

৪। খাদ্যে বিভিন্ন ভাইটামিনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে পূর্ব্বে বিস্তারিত বলা হইয়াছে। বিশেষজ্ঞগণ বলেন—আমাদের খাদ্যে অনেকস্থলেই প্রয়োজনীয় ভাইটামিন ও লবণ জাতীয় পদার্থের অভাব দৃষ্ট হয়। ইহার কারণ খাদ্যের অভাব নয়, খাদ্য-নির্ব্বাচনের দোষ। এ দেশের অনেক সহজ প্রাপ্য সুলভ খাদ্যেই প্রয়োজনীয় বিভিন্ন ভাইটামিন পাওয়া যায়। অধিকাংশ শাক-শবজীতেই 'ডি' ব্যতীত অন্যান্য ভাইটামিন এবং লবণজাতীয় পদার্থ আছে। প্রত্যহই শাক-শবজী কিছু কিছু খাওয়া একান্ত আবশ্যক। অনেকে মনে করেন শাক দরিদ্রের খাদ্য। তা বটে, যদি কেবল শাকই খেতে হয়। অন্যান্য

খাদ্যের সঙ্গে ইহার ব্যবহার স্বাস্থ্যপ্রদ। শাকে বৃদ্ধি মল, এ কথাও শুনা যায়। কিন্তু জানা উচিত, যে সমস্ত দ্রব্য হজম হয় তাহাদের সহিত যে দ্রব্য হজম হয় না, কেবল মল জন্মায়, তাহাও আমাদের কিছু কিছু খাইতে হয়। নচেৎ কোষ্ঠ পরিষ্কার হয় না।

শাকের মধ্যে **পালং শাক অতি উৎকৃষ্ট খাদ্য।** ইহা প্রচুর ভাইটামিনের জন্য প্রসিদ্ধ। আবার ইহাতে লৌহঘটিত লবণও যথেষ্ট আছে, এজন্য ইহা রক্তাল্পতা রোগে বিশেষ উপকারী। ইহাতে 'এ' ভাইটামিন যথেষ্ট আছে। লেটুস শাকে বি এবং ই ভাইটামিন যথেষ্ট আছে। মটর, মশুরী, মুগ প্রভৃতি ডালে 'বি' ভাইটামিন যথেষ্ট আছে। ডিমে ও দুধে ভাইটামিন এ, বি, ডি যথেষ্ট পাওয়া যায়। সুতরাং একটু বিবেচনা করিয়া খাদ্য নির্ব্বাচন করিলে আমাদের সাধারণ খাদ্যে কোন ভাইটামিনের অভাব হয় না।

৫। আমাদের **প্রত্যহই কিছু কিছু ফল খাওয়া একান্ত প্রয়োজন।** কমলা, লেবু, কাগজী, আম, আনারস, পেপে আঙ্গুর, আপেল, বিলাতী বেগুন প্রভৃতি ফলে প্রচুর ভাইটামিন 'সি' আছে। বিবিধ লবণের জন্যও ফল গ্রহণ অবশ্য কর্ত্তব্য।

বিলাতী বেগুন অতি সুলভ অথচ অতি মূল্যবান খাদ্য-উপাদান পূর্ণ। ইহাতে এ, বি এবং সি ভাইটামিন পাওয়া যায়। কাঁচা বিলাতী বেগুনের চেয়ে পাকা ফলে ভাইটামিন এ ও সি বেশী পাওয়া যায়। ইংরেজীতে একটা কথা আছে,—"An apple a day keeps the doctor away"। অবশ্য আমাদের পক্ষে তাহা সুলভ নহে, সহজপ্রাপ্যও নহে। ডাঃ নীলরতন ধর, মেঘনাথ সাহা প্রভৃতি স্বনামখ্যাত বৈজ্ঞানিকগণ—বিলাতী বেগুন সম্বন্ধেও ঐ কথাই বিশেষ পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছেন—"A tomato a day keeps the doctor away"—রোজ একটি টমেটো খাইলে ডাক্তার ডাকিতে হয় না।
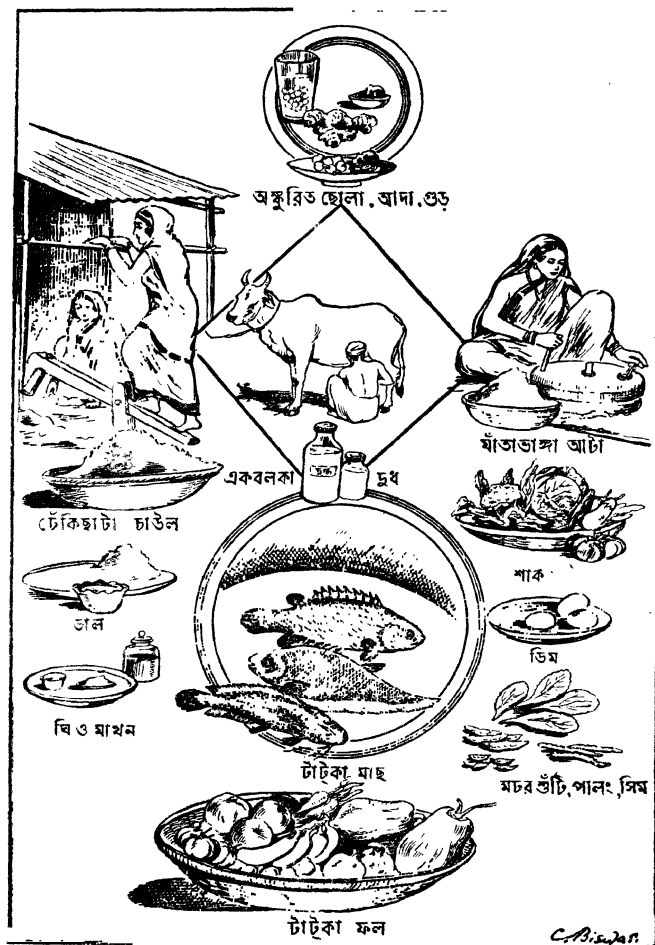
বাঙ্গালীর ভাইটামিন-প্রধান খাদ্য

আমাদের দৈনিক প্রয়োজনীয়। 'সি' ভাইটামিন অৰ্দ্ধ ছটাক হইতে এক পোয়া পর্য্যন্ত পাকা বিলাতী বেগুণের রস হইতে পাওয়া যায়।

আমাদের সহজপ্রাপ্য আর একটি উৎকৃষ্ট ফল আম। উহা প্রকৃতই অমৃত ফল। উহাতে ভাইটামিন এ ও সি যথেষ্ট আছে। এই জন্য প্রতি বৎসর উহা প্রচুর পরিমাণে বিদেশেও চালান হয়। কিন্তু আমাদের দেশে এখনও উৎকৃষ্ট জাতীয় আম্র উৎপাদনে সেরূপ চেষ্টা হইতেছেনা।

৬। অনেক স্থলে দেখা যায়, যে খাদ্যে আমাদের শরীরের পুষ্টি আনে, সে খাদ্যে মনে তুষ্টি আনে না। রুচিকর না হইলে তাহা সুখাদ্য হইলেও উহাতে উপকার হয় না। ভাইটামিন হিসাবে **চিনি অপেক্ষা গুড় অতিশয় পুষ্টিকর** এবং উহা প্রকৃতপক্ষে অধিক মিষ্টরসযুক্ত, কিন্তু অভ্যাসবশতঃ অনেকেরই উহাতে রুচি হয় না। অনেকে ভদ্রতার খাতিরেও নিমন্ত্রণ আদি ব্যাপারে চিনি ব্যবহার করেন। বলা উচিত, উহাতে অমর্য্যাদার ভয় নাই, অধুনা অনেক ভদ্রলোকেই গুড় ধরিয়াছেন, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও গুড় ব্যবহার করেন। কলে ছাঁটা ধব্‌ধবে সরু চাউল অপেক্ষা ঢেঁকি-ছাঁটা মোটা লাল চাউল অধিক পুষ্টিকর। কিন্তু অভ্যাসবশতঃ উহাতে অনেকের রুচি হয় না, আবার শারিরীক পরিশ্রম না করিলে উহা হজমও হয় না। গরীব লোকে কিন্তু উহাই অধিক পছন্দ করে। একবার নৌকার মাঝিকে তাহার প্রাপ্য খোরাকীবাবদ আমাদের নিত্যখাদ্য সরু চাল দিয়াছিলাম, তাহাতে সে বলিল—"না বাবু, ও চা'লে আমাদের হবেনা, উহাতে ক্ষুধা (তাড়াতাড়ি) লাগে, পয়সা দিন, মোটা চা'ল কিনে নিব।" অনেক স্থলে দেখা যায়, আলু পটল ইত্যাদি তরকারীর খোসা ছাড়াইয়া পাক করা টা একটি ভদ্র-ব্যবহার হইয়া উঠিয়াছে। উহাতে ঐ সকল পদার্থের সারাংশ অনেক নষ্ট হয়, **ওগুলি খোসাশুদ্ধই পাক করিতে হয়,** অথবা খোসাগুলো পৃথক্ ভাবে ছেচকি

করিয়া পাক করিয়া খেতে হয়; শুনিয়াছি শান্তি-নিকেতনের ছাত্রাবাসে এইরূপ করা হয়।

৭। বয়সভেদেও প্রয়োজনীয় খাদ্যের পরিমাণ ও রকমে অনেকটা পার্থক্য করিতে হয়। উঠতি বয়সে যে যে খাদ্য বিশেষ প্রয়োজনীয়, বৃদ্ধবয়সে তাহা অনেকটা অপ্রয়োজনীয় ও অপকারী হইয়া থাকে।

উঠতি বয়সের উপযোগী খাদ্য—দুধ, মাছ, মাংস, ডিম, টাটকা শাক-শবজী ও ফলমূল। বালকেরা যাহাতে এই সমস্ত খাদ্য উপযুক্ত পরিমাণে পায় প্রত্যেক অভিভাবকেরই সে দিকে দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। কেবল এক থালা ভাত খাওয়াইয়া পেট ভরাইলে সন্তান পালন করা হয় না। ইহাদের মধ্যে দুগ্ধের ব্যবহার যাহাতে বেশী হয় সেই দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া আবশ্যক। বিলাতের কোন অনাথ আশ্রমের এক দল বালকের প্রত্যেককে সাধারণ খাদ্যের সহিত অতিরিক্ত ১ পাইণ্ট (॥৴০ ছটাক) করিয়া দুগ্ধ খাইতে দিয়া পরীক্ষা করায় দেখা গিয়াছে, এক বৎসরে সাধারণ খাদ্যভোজীদের তুলনায় তাহাদের **উচ্চতা প্রায় দেড়গুণ** এবং **ওজন প্রায় দ্বিগুণ** বাড়িয়াছে।

প্রৌঢ় ও বৃদ্ধ বয়সে শরীরের বৃদ্ধির কার্য্য স্থগিত হয়। এই বয়সে আমিষ জাতীয় খাদ্যের উপযোগিতা বেশী নাই বরং বেশী ভক্ষণে উহা অনিষ্টকর হয়। এই বয়সে স্নেহ জাতীয় ও শ্বেতসার জাতীয় খাদ্যের মোট মাত্রাও কিছু কমাইয়া দিতে হয়। তবে এ বয়সেও বিভিন্ন প্রকার মিশ্র খাদ্যই প্রয়োজনীয়। বৃদ্ধ বয়সে যুবাকালের আহারের ১/৩ ভাগের অধিক খাদ্য গ্রহণ উচিত নহে। কিন্তু 'ডি' ভিন্ন অন্য ভাইটামিন খাদ্যের মধ্যে পর্য্যাপ্ত পরিমাণ থাকা উচিত। বিশেষতঃ ভাইটামিন 'এ' খাদ্যের মধ্যে থাকিলে বিশেষ ভাল হয়। ৪০ বৎসরের পর মাংস খাওয়া একেবারে বর্জ্জন বা খুব কমাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। বৃদ্ধের দৈনিক খাদ্যে কিছু দধির ব্যবস্থা থাকা বাঞ্ছনীয়। দধি অন্ত্রের অনিষ্টকর জীবাণু ধ্বংস করে, অনেকে শেষ বয়স পর্য্যন্ত দধি ব্যবহার করিয়া

দীর্ঘজীবী হইয়াছেন, এরূপ জানা যায়। বৃদ্ধ বয়সে দুধ ও ফলমূলই বিশেষ উপযোগী খাদ্য।

দীর্ঘ জীবন লাভের প্রকৃত উপায়

কতিপয় প্রসিদ্ধ বিশেষজ্ঞের মতে নিম্নলিখিত স্বাস্থ্যের নিয়মগুলি যথারীতি পালন করিলে দীর্ঘজীবন লাভ হয়।—

১। যতদূর সম্ভব কাজকর্ম্ম ও বিশ্রাম উন্মুক্ত স্থানে করিবেন।

২। শয়ন গৃহের জানালা যতদূর সম্ভব উন্মুক্ত রাখিবেন। ঘরের বাহিরে শয়ন করিতে পারিলেই ভাল।

৩। গুরু ভোজন সর্ব্বদা পরিহার করিবেন।

৪। উত্তমরূপে চর্ব্বণ করিয়া তৎপর খাদ্যদ্রব্য গলাধঃকরণ করিবেন। টপ্ টপ্ গিলিবেন না।

৫। যাহাতে কোষ্ঠ পরিষ্কার থাকে তাহা করিবেন।

৬। দাঁত, জিহ্বা পরিষ্কার রাখিবেন।

৭। প্রত্যহ অন্ততঃ ৭ হইতে ৯ ঘণ্টা ঘুমাইবেন।

৮। বসা, দাঁড়ান ও হাঁটিবার সময় মেরুদণ্ড সোজাভাবে রাখিবেন।

৯। বৃদ্ধ বয়সে খাদ্যের মোট পরিমাণ কমাইয়া দিবেন।

১০। অধিক মাংস ও মসলাযুক্ত খাদ্য আহার করিবেন না।

১১। মনটি যাহাতে সর্ব্বদা প্রসন্ন ও চিন্তাশূন্য থাকে তাহার চেষ্টা করিবেন ও উৎকণ্ঠার বশীভূত হইবেন না।

১২। গভীর নিঃশ্বাস লইবেন।

১৩। অতিরিক্ত পরিশ্রম করিবেন না, ক্লান্ত হইলেই বিশ্রাম করিবেন। কিন্তু শারীরিক ব্যায়াম কিছু কিছু বৃদ্ধবয়সেও দৈনিক কর্ত্তব্য।

১৪। কোন বিষাক্ত পদার্থ বা রোগ-জীবাণু যাহাতে শরীরে প্রবেশ না করে তৎপ্রতি সর্ব্বদা সতর্ক থাকিবেন।

গৃহ-চিকিৎসা—সহজ মুষ্টিযোগ

কোন ব্যাধি হইলে যতদূর সম্ভব তাহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া তাহা দূর করা প্রয়োজন। তাহা না করিয়া একটু অসুখ-বিসুখ হইলেই নানারূপ ঔষধপত্রের বিধি-ব্যবস্থা করা ঠিক নয়। উহাতে অপকার হয়। পেটের বেদনা বা উদরাময় হইলে একটু আফিং খাইলে বা কোন পেটেণ্ট ঔষধাদি খাইলে শরীর সুস্থ বোধ হয়, কিন্তু উহাতে প্রকৃতপক্ষে শরীর নিরাময় হয় না। পরিপাক ক্রিয়ার দোষে শরীরযন্ত্রের যে গণ্ডগোল হইয়াছে তাহা দূর না করিলে ঐ সাময়িক প্রতীকারে কোন স্থায়ী ফল হয় না, উহাতে শেষে গুরুতর পীড়া উপস্থিত হয়।

আমাদের শরীরের মধ্যে এমন শক্তি আছে যে সে স্বভাবতই নিজেকে সুস্থ রাখিতে চেষ্টা কর। অনেক স্থলে শুধু চুপ করিয়া শুইয়া থাকিলে বা উপবাস করিলেই অনেক ব্যাধি আরোগ্য হয়। শরীরে সামান্য আঘাত লাগিলে উহাতে যদি রোগোৎপাদক জীবাণু প্রবেশ করিতে না পারে, তবে আপনা হইতে উহা সারিয়া যায়, ভালরূপ ব্যাণ্ডেজ করিয়া রাখিয়া ভাঙ্গা হাড়ও জোড়া লাগে।

সাধারণতঃ আহারাদির অনিয়মে অথবা অন্যান্য কু অভ্যাসের ফলে রোগ উৎপন্ন হয়। অথবা শরীরে কোনরূপ রোগ-বীজাণু প্রবেশ করিয়াও রোগ উৎপত্তি কর—কলেরা, ম্যালেরিয়া, বসন্ত প্রভৃতি রোগ এই কারণে হয়।

নানা কারণে আমাদের জ্বর হয়, সুতরাং জ্বর হইলে যতদূর সম্ভব সেই কারণ অনুসন্ধান করিয়া তাহার প্রতীকার করিতে হয়, নচেৎ জ্বর বন্ধ হয় না, অনেক স্থলে সাধারণ জ্বর ২।১ দিন লঙ্ঘন দিলেই দূর হয়, অনুমানে প্রথমেই ঔষধপত্রাদি ব্যবহার করা সঙ্গত নয়।

শরীর সুস্থ রাখিতে হইলে কতকগুলি সাধারণ নিয়ম সতর্কভাবে পালন করিতে হয়। এই গুলির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য।

১। খাদ্য ও পানীয় বিশুদ্ধ হওয়া প্রয়োজন।

২। প্রচুর পরিমাণ সূর্য্যালোক ও বিশুদ্ধ বায়ু সেবন আবশ্যক।

৩। মলমূত্রাদি নিয়মিত ত্যাগ করা প্রয়োজন।

৪। প্রতিদিন যথাসময়ে উপযুক্ত ব্যায়াম ও যথেষ্ট বিশ্রাম আবশ্যক।

৫। শরীরে যাহাতে কোনরূপ বিষাক্ত বাষ্পাদি বা রোগ-বীজাণু প্রবেশ করিতে না পারে সে বিষয়ে সতর্ক থাকা আবশ্যক।

সূর্য্যই জগতের জীবনাধার। সূর্য্যালোকে রোগ জীবাণু সমূহ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। দেহের যে অঙ্গে সূর্য্যালোক বেশী লাগে তথায় প্রায়ই চর্ম্মরোগ হয় না। যক্ষ্মাদি রোগের চিকিৎসায় সূর্য্যালোকের প্রয়োজনীয়তা সকলেই জানেন।

জলের বিভিন্নরূপ ব্যবহার দ্বারাও অনেক ব্যাধির উপশম হয়। তন্মধ্যে সেক প্রদান অনেক রোগে একটি বিশেষ ফলদায়ক প্রতীকার।

শরীরের কোন অঙ্গে পর্য্যায়ক্রমে শীতল ও উষ্ণ জল প্রয়োগ করিলে সেই অংশের রক্ত-সঞ্চালন ক্রিয়া দ্রুত বর্দ্ধিত হয়। এইরূপ সেক প্রদানে অনেক ব্যাধির উপশম হয়।

বিভিন্ন ব্যাধির প্রতীকার

অজীর্ণ—অগ্নিমান্দ্য (Dyspepsia)

'অজীর্ণ রোগ' একটি সাধারণ নাম। এই রোগের নানা প্রকার-ভেদ আছে, এবং ইহার কারণও অসংখ্য। সাধারণতঃ পরিপাক ক্রিয়ার গণ্ডগোলে এই রোগ ঘটে। অবস্থা অনুসারে চিকিৎসা ও

পথ্যাদির ব্যবস্থারও পার্থক্য হয়। তবে আহারাদি বিষয়ে কতকগুলি সাধারণ নিয়ম সকলেরই পালন করা উচিত তাহাতেই অনেক সময় বিশেষ উপকার দর্শে। প্রথমে আমরা তাহাই বলিতেছি।

সাধারণ নিয়ম

১। তাড়াতাড়ি খাইবেন না। ভাত, রুটি, চিড়া, মুড়ি ইত্যাদি কঠিন খাদ্যদ্রব্য অধিক্ষণ উত্তমরূপে চর্ব্বণ করিয়া তারপর গলাধঃকরণ করিবেন, ইহা না করাই অজীর্ণ রোগের একটি প্রধান কারণ। মনে রাখিতে হইবে দন্ত পরিপাক-যন্ত্র-বিশেষ, উহার ব্যবহার না করিয়া টপ্ টপ্ খাদ্যদ্রব্য গিলিয়া ফেলিলে অজীর্ণ দোষ অবশ্যম্ভাবী।

২। কখনই উদরপূর্ত্তি করিয়া আহার করিবেন না। আরোও কিছু খাওয়ার আকাঙ্ক্ষা থাকিতেই আহার শেষ করিবেন।

৩। প্রত্যহ নির্দ্দিষ্ট সময়ে আহার করা উচিত। অজীর্ণ দোষ থাকিলে অল্প অল্প পরিমাণ খাদ্য বেশী বারে খাইলে হজম করা সহজ হয়। কিন্তু একবার খাওয়ার পর ৩।৪ ঘণ্টার মধ্যে আর কিছু খাওয়া কর্ত্তব্য নহে।

৪। ভোজনের সময় অধিক পরিমাণে জল পান করা উচিত নহে। ২।৩ ঘণ্টা পরে জল খাইতে দোষ নাই।

৫। প্রত্যহই যথাসময়ে কিছু কিছু শারীরিক পরিশ্রমসাধ্য কার্য্য বা ব্যায়ামাদি করা নিতান্ত আবশ্যক।

৬। বায়ু-পরিবর্ত্তনে অনেক সময় এই রোগে উপকার পাওয়া যায়।

৭। মধ্যে মধ্যে উপবাস করিয়া পাকস্থলীকে বিশ্রাম দেওয়া ভাল।

পথ্যাপথ্য—নিম্নলিখিত খাদ্যাদি এই রোগে **হিতকর**— পুরাতন চাউল, কাঁচা পেপে, দুগ্ধ, ঘোল, অর্দ্ধসিদ্ধ বা কাঁচা ডিম। ডিমের শ্বেতাংশ অপেক্ষাকৃত বেশী উপকারী, টোষ্ট করা বাসি রুটি, টাট্‌কা

ছোট মাছ, আনারস, ডাবের জল ও নরম শাঁস, কমলা-লেবু, আঙ্গুর, বেদানা আপেল ইত্যাদি ফল এবং তিক্ত তরকারী এই রোগে উপকারী।

নিম্নলিখিতগুলি এই রোগে **বর্জ্জনীয়**—

মাছ ভাজা, আলু ভাজা, বেগুন ভাজা, ইত্যাদি সর্ব্বপ্রকার ভাজা দ্রব্য। ভাজা অপেক্ষা পোড়া বা সিদ্ধ দ্রব্য সহজে পরিপাক পায়। অধিক লঙ্কার ঝাল, অধিক অম্ল, অধিক পিষ্টক ও পায়সাদি, অধিক তৈলাক্ত মাছ, চিংড়ি, কাঁকড়া ইত্যাদি সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়। মুগ, মসুর বা কলাইর দাল অল্প খাওয়া যাইতে পারে, অন্য প্রকার দাল বর্জ্জনীয়। চা, কাফি, ককো ইত্যাদি অপকারী।

আহারের পর বুক জ্বালা করিলে ও অম্ল ঢেকুর উঠিলে শ্বেতসার জাতীয় খাদ্য (ভাত, রুটি, চিড়া, মুড়ি আলু ইত্যাদি) কমাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য অথবা কিছু দিন বর্জ্জন করা বিধেয়।

কয়লার জ্বাল অপেক্ষা কাঠের জ্বালে ধীরে ধীরে খাদ্যদ্রব্য পাক করিলে উহা সহজে হজম হয়।

অজীর্ণ রোগের কয়েকটি টোটকা ঔষধ—

১। (ক) **পেট ফাঁপিলে** লবণ ও জোয়ান খাইলে উপকার হয়।

(খ) তলপেটে সাবান জল মালিস করিলেও উপকার পাওয়া যায়।

(গ) হরিতকী, যোয়ান ও সৈন্ধব লবণ নারেঙ্গা লেবুর রসে ভিজাইয়া রৌদ্রে রাখ। পরে যোয়ান ও হরিতকী জারিয়া আসিলে খলে ফেলিয়া উত্তমরূপে চূর্ণ কর। ইহার এক আনা বা দুই আনা মাত্রা একটু হিং সহযোগে খাইলে অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য, পেট ফাঁপার সদ্য উপকার পাওয়া যায়।

অরুচি ও অগ্নিমান্দ্যে নিম্নলিখিত টোটকা উপকারী—

১। (ক) সকাল বেলা লবণ ও আদা খাইবে।

(খ) লবণ ও জামীরের রস খাইলেও উপকার হয়।

(গ) হরিতকী ও মৌরী প্রত্যেক এক আনা করিয়া লইয়া উহার দ্বিগুণ পরিমাণ কাশীর চিনির সহিত মিলাইয়া সকালবেলা খাইলে পেটের গোলমাল ভাল হয়।

(ঘ) ঘিয়ে ভাজা হিং ও সৈন্ধব লবণ এক আনা করিয়া লইয়া এক সঙ্গে মিলাইয়া ভাতের প্রথম গ্রাসেই খাবে। ২।৩ দিন খেলেই অরুচি, অক্ষুধা ইত্যাদি দূর হয়, অগ্নি বৃদ্ধি হয়।

কোষ্ঠ-কাঠিন্য

এই রোগের প্রতীকারে সর্ব্বদা জোলাপ আদি ঔষধের ব্যবহার না করিয়া খাদ্যাদির সুব্যবস্থা করাই অধিক আবশ্যক।

১। প্রতিদিন রীতিমত শারীরিক পরিশ্রম করা কর্ত্তব্য। ভ্রমণ, সন্তরণ, অশ্বারোহণ, দাঁড় টানা, বাগানের কাজকর্ম্ম করা—এই সকল ব্যায়ামে এই রোগ বিনা ঔষধেই সারিয়া যায়। দৌড়ান এবং স্কিপিং খেলা এই রোগের পক্ষে উপকারী ব্যায়াম।

২। রাত্রিতে শয়নের সময় এবং প্রাতে শয্যা হইতে উঠিয়া এক গ্লাস জল খাওয়ার অভ্যাস করিলে সহজেই এই রোগের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। দিবসে বিভিন্ন সময়ে অন্ততঃ দেড় সের পরিমাণ জল পান করা একান্ত কর্ত্তব্য। প্রতিদিন নির্দ্দিষ্ট সময়ে মলত্যাগের অভ্যাস করিতে হয়।

পথ্যাপথ্য।— বাসি পাওরুটি, যাঁতাভাঙ্গা আটার রুটি, মাখন ও মিশ্রি, খই ও দুধ, খাদ্যসহ গুড় ও মধু, পাকা পেঁপে, আঙ্গুর, কমলালেবু, কিসমিস, মনাক্কা, খেজুর ইত্যাদি ফল উপকারী। শাক-শব্জী ও টাটকা ফলের ব্যবহারে এই রোগে উপকার পাওয়া যায়। তবে কাচাকলা, মোচা, নূতন আলু, মানকচু এই রোগে বর্জ্জন করা উচিত। এই রোগে ডিম্ব বা মাংসও বর্জ্জন করা কর্ত্তব্য।

অর্শ

এই রোগে যাহাতে কোষ্ঠ পরিষ্কার থাকে সেই দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হয়। কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করাই এই রোগের একটি প্রধান চিকিৎসা।

অর্শ রোগে অধিক লঙ্কা, অধিক লবণ বা কোন রুক্ষ দ্রব্য খাওয়া অবিধেয়। নিত্য ঘোলের ব্যবহার বিশেষ হিতকর।

ওল, ঘোল নিত্য খায়
তার কাছে অর্শ না যায়।

ওল, পেঁপে, আনারস ও হরিতকী উপকারী।

৭।৮ দিন ঘোষা ভিজান জলে শৌচ কার্য্য করিলে এই রোগ আরোগ্য হইতে পারে। ঘোষা একরূপ ফল, বেনে দোকানে পাওয়া যায়।

আমাশয়

আমাশয় নানা প্রকার আছে। সকল অবস্থায় একরূপ ব্যবস্থা চলে না। রোগের কঠিন অবস্থায় অভিজ্ঞ চিকিৎসকের ব্যবস্থা লওয়া কর্ত্তব্য। সাধারণ অবস্থায় নিম্নলিখিত টোট্‌কাগুলি ব্যবহার করা যায়।

১। খানকুনির রস দুই তোলা সকালে ও সন্ধ্যায় তিন দিন খাইলে আমাশয় আরোগ্য হয়।

২। ইসবগুল ও মিশ্রি প্রত্যেক এক তোলা করিয়া লইয়া জলের সঙ্গে মিশাইয়া খাইলে আমাশয় সারে।

৩। উচ্ছে পাতার রস এক তোলা সকাল বেলায় খাইলে উপকার হয়।

৪। আমাশয়ে ঘোল-ভাত সুপথ্য, সফরী কলাও উহার সঙ্গে খাওয়া যায়।

৫। রক্তামাশয়ে কুড়চির ছাল ও ডালিম ছাল একত্র সিদ্ধ করিয়া ছাকিয়া উহার জল খাইলে উপকার হয়। প্রত্যেক ছাল এক ছটাক,

জল ৴১ সের আধপোয়া থাকিতে নামাইয়া সকাল সন্ধ্যায় দুই বেলা সেব্য।

কৃমি

গা বমি-বমি করা, পেট বেদনা, মুখে জল উঠা, নাক চুলকান, গুহ্যদ্বার চুলকান, নিদ্রাকালে দাঁত কড়মড়্ করা, অক্ষুধা, দুর্ব্বলতা ইত্যাদি কৃমি রোগের লক্ষণ।

কৃমি নানা রকম আছে, তন্মধ্যে কেচোর ন্যায় বড় কৃমি, সুতার ন্যায় ক্ষুদ্র কৃমি—এই দুই প্রকার কৃমিই সচরাচর দেখা যায়। ক্ষুদ্র কমি তল-পেটের নিম্নাংশে থাকে এবং গুহ্যদ্বারে চুলকানি ও উত্তেজনা উৎপাদন করে। অনেক সময় মলের সহিত উহারা বহির্গত হইয়া যায়।

১। আনারসের পাতার রস এক তোলা পরিমাণ তিন দিন খাইলে কৃমির যন্ত্রণা দূর হয়।

২। বিড়ঙ্গের (বেণেদোকানে পাওয়া যায়) খোসা ছাড়াইলে যে দানা বাহির হয় তাহা মধু সহ পেষণ করিয়া তিন দিন খাইলে কৃমি দূর হয়।

৩। কৃমির ঔষধ খাইয়া জোলাপ লইলে কৃমি বাহির হইয়া যায়। ডাক্তারের মতে সাণ্টেনাইন খাওয়াইয়া জোলাপ দেওয়া হয়। অভিজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ অনুসারে মাত্রা ঠিক করিয়া নিতে হয়। বয়সভেদে উহার মাত্রার তারতম্য হয়।

বাত

বেশী বয়সে অনেকেরই বাতের দোষ জন্মে, কেহ কেহ গুরুতর রূপেও আক্রান্ত হন। পূর্ব্ব হইতেই খাদ্যাদি নির্ব্বাচনে সাবধানতা অবলম্বন করিলে এই রোগ সহসা আক্রমণ করিতে পারে না। আক্রান্ত হইলেও পথ্যাপথ্যের নিয়ন্ত্রণ দ্বারাই ইহার যন্ত্রণা হইতে অনেকটা নিষ্কৃতি পাওয়া যায়, আনুমানিক ঔষধাদি সেবনে বিশেষ কোন ফল হয় না।

আধুনিক স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত এই যে ইউরিক এসিড নামক পদার্থের সোডিয়াম লবণ গ্রন্থিতে জমিয়া বাত উৎপন্ন করে। আমাদের অনেক খাদ্যেই পিউরিন নামে এক প্রকার পদার্থ আছে, উহা শরীরে দগ্ধ হইয়া ইউরিক এসিড উৎপন্ন করে। উহা মূত্রের সহিত বাহির হইয়া যায়। যকৃৎ ও মূত্রযন্ত্রের ক্রিয়া সুস্থভাবে চলিলে এই ব্যাধি হইতে পারে না। উহাদের স্বাভাবিক ক্রিয়ার ব্যাঘাত ঘটিলেই এই রোগের লক্ষণ দেখা যায়।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে আমাদের খাদ্যের কতকগুলি পদার্থ অম্ল-উৎপাদক এবং কতকগুলি পদার্থ ক্ষার-উৎপাদক। আমাদের খাদ্যে ক্ষার-উৎপাদক লবণ পদার্থের অল্পতা ঘটিলেই বাত রোগ জন্মে। শাকশব্জী ও ফলে যথেষ্ট লবণ-পদার্থ আছে, এই সকল যথেষ্ট পরিমাণে না খাইলে অম্ল-রসের আধিক্য হয় ক্ষার-পদার্থের অল্পতা ঘটে, উহাতে বাত ও বিবিধ রোগের সৃষ্টি হয়।

বাত রোগে নিম্নলিখিত প্রতীকার অভিজ্ঞ চিকিৎসক গণের

১। অম্ল-উৎপাদক খাদ্য বর্জ্জন করিবে। (৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য)

২। ক্ষার-উৎপাদক খাদ্য গ্রহণ করিবে। (৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য)

৩। যাহাতে কোষ্ঠশুদ্ধি হয় তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে।

৪। প্রচুর জল পান করিবে, তাহাতে শরীরের ক্ষতি কারক পদার্থ মূত্রের সহিত বাহির হইয়া যাইবে।

৫। বিশুদ্ধ মুক্ত বায়ুতে থাকিয়া কাজকর্ম্ম ও ব্যায়ামাদি করিবে।

৬। সমস্ত শরীর বা শরীরের একাংশ কিছুক্ষণ রৌদ্রে রাখিবে। (সূর্য্য-রশ্মির উপকারিতা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে)।

৭। এই সব খাদ্য-পদার্থে পিউরিন নাই—ফল, রুটি, ভাত, দুধ, মাখন, ডিম, পনির। সুতরাং এগুলি বাত রোগে সুপথ্য। নিম্নলিখিত

খাদ্যে পিউরিন আছে—মাছ, মাংস, ডাল, বাঁধাকপি, ফুলকপি, সিম ইত্যাদি শাক। সুতরাং এ গুলি বাতরোগে অহিতকর।

এই রোগে আপেল, কমলা, লেবু, আনারস ইত্যাদি ফল বিশেষ হিতকর।

এই রোগের গরম জলে স্নান ও বেদনা স্থানে গরম সেক বিশেষ উপকারী। সূর্য্যরশ্মি ও বিদ্যুৎশক্তির সাহায্যেও এই রোগের চিকিৎসা হইয়া থাকে। উহা অভিজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শক্রমে করিতে হয়।

ম্যালেরিয়া

বাংলা দেশে ঘরে ঘরে ম্যালেরিয়া। ভারতে প্রায় ১০ লক্ষ লোক প্রতি বৎসর ম্যালেরিয়ায় মারা যায়। আরো কত লক্ষ লক্ষ লোক রোগাক্রান্ত হইয়া জীবনীশক্তি ও কর্ম্মশক্তি হারাইয়া প্রাণটি লইয়া কোনরূপে বাঁচিয়া আছে মাত্র। এই রোগে শীঘ্র শীঘ্র মৃত্যু হয় না।

এই দারুণ ব্যাধির উৎপত্তি আহারাদির দোষে হয় না। এই রোগের বীজাণু দেহে প্রবেশ করিলেই এই রোগ হয়। এই বীজাণুর বাহক এনোফিলিন নামক এক জাতীয় মশা।

মশায় দংশনকালে শরীর হইতে রক্ত চুষিয়া লয়। ম্যালেরিয়াগ্রস্ত কোন রোগীকে মশকে দংশন করিয়া যে রক্ত চুষিয়া লয় তাহাতে ম্যালেরিয়া রোগের বীজাণু থাকে। সেই মশক অপর কোন সুস্থ ব্যক্তিকে দংশন কালে তাহার দেহে ঐ ম্যালেরিয়ার বীজাণু প্রবেশ করাইয়া দেয় উহার কয়েকদিন পরেই সেই ব্যক্তির জ্বর হয়। এইরূপে মশকের দ্বারা ম্যালেরিয়া সংক্রামিত হয়। সুতরাং

(ক) কোন স্থানে স্ত্রী জাতীয় এনোফিলিন মশা না থাকিলে তথায় কাহারও ম্যালেরিয়া হইতে পারে না।

(খ) মশা থাকিলেও যদি উহাতে দংশন করিতে না পারে তবে ম্যালেরিয়া সংক্রামিত হইতে পারে না।

(গ) কোন স্থানে মশা থাকিলেও যদি ম্যালেরিয়া রোগী না থাকে তবে ম্যালেরিয়া সংক্রামিত হইতে পারে না।

সুতরাং ম্যালেরিয়া নিবারণের তিনটি উপায়—

(১) মশককুল নির্মূল করা।

(২) মশার দংশন হইতে আত্মরক্ষা করা।

(৩) সমস্ত ম্যালেরিয়া রোগী নিরাময় করা অথবা যথায় মশা নাই তথায় যাইয়া বাস করা।

ইহার কোনটি তত সহজসাধ্য নহে। তবে এ বিষয়ে সকলেরই বিশেষভাবে সচেষ্ট হওয়া উচিত।

মশা লতা গুল্মে ঢাকা বদ্ধ জলে ডিম পাড়ে, উহারা যেখানে জন্মে তাহার নিকটেই থাকে। উহারা দিনের বেলায় অন্ধকারে লুকাইয়া থাকে, রাত্রিতে বাহির হইয়া দংশন করে। শরীরে যে সকল স্থান খোলা থাকে সাধারণতঃ সেই সকল স্থানেই দংশন করে।

এই সকল বিবেচনা করিয়া মশকের বংশ হ্রাস করা এবং মশকের দংশন নিবারণ করার উপায় স্থির করিতে হয় এবং অনেক স্থলেই সেই সকল উপায় অবলম্বন করা হইতেছে।

ম্যালেরিয়াপূর্ণ স্থানে বাস করিলে মশারির ব্যবহার অবশ্য কর্ত্তব্য বলাই বাহুল্য। রাত্রিতে হাতে পায়ের যে স্থান অনাবৃত থাকে তথায় তৈল মাখানো উচিত।

ম্যালেরিয়ার প্রধান ও একমাত্র ঔষধ কুইনাইন। উহা দীর্ঘদিন খাইতে হয় এবং উহার ব্যবহার কালে যাহাতে মশায় আর দংশন করিতে না পারে সে বিষয়ে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিতে হয়।

ব্যক্তি-পরিচয়

আনে, এম্, এস্, বিএ, এল্ এল্‌বি জন্ম ১৮৮০। ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার তিনবার সভ্য হন। কংগ্রেস ন্যাশনালিষ্ট পার্টির বিশিষ্ট সভ্য। মারাঠী।

আম্বেদকার, ডাঃ বি, আর, পিএচ্ ডি, ডি এস্‌সি, বার-এট্-ল। জন্ম ১৮৯৩। বোম্বের লোক, অনুন্নত সমাজের নেতা। পণ্ডিত লোক, বহু-বিখ্যাত গ্রন্থকার। বোম্বাই ব্যবস্থাপক সভার মনোনীত সভ্য।

আয়ার, স্যার সি, পি, রামস্বামী, কে. সি. আই. ই.—জন্ম ১৮৭৯। মাদ্রাজী, ভারতের অন্যতম বিশিষ্ট আইনজ্ঞ। ১৯০৩ সালে ২৪ বৎসর বয়সে মাদ্রাজ বারে যোগদান করেন। গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করিয়াছিলেন। বহুবার বড় লাটের একসিকিউটিভ্ কাউন্সিলর ছিলেন। বর্তমানে ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের দেওয়ান।

আলম, ডাঃ এস্, মোহাম্মদ, বার-এট্-ল। জন্ম ১৮৯২। পাঞ্জাবের বিশিষ্ট মুসলিম নেতা। ১৯২১ সালে অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করেন। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর সভ্য ছিলেন। পাঞ্জাব ব্যবস্থা-পরিষদের কংগ্রেসী সভ্য।

আবদার রহিম স্যার, কে সি এস আই, এম্ এ, বার-এট্-ল। ১৯৩৫ সাল হইতে ভারতীয় ব্যবস্থাপক এসেমব্লীর প্রেসিডেন্ট।

আহমেদ, ডাঃ জিয়াউদ্দীন, এম্ এ, পিএচ্ ডি—জন্ম ১৮৭৮। আলিগড়, এলাহাবাদ, কলিকাতায় ও ক্যাম্ব্রিজে শিক্ষা লাভ করেন। বর্তমানে আলিগড় মুসলিম য়ুনিভার্সিটীর ভাইস্-চ্যান্সেলার। গণিতজ্ঞ। রয়েল এ্যাষ্ট্রনমিকাল সোসাইটীর ও লণ্ডন ম্যাথেমেটিকাল সোসাইটির সভ্য।

আলামোহন দাস—বাঙালীর মধ্যে মাত্র ইনিই বৃহৎ কল-কারখানার যন্ত্রাদি নির্ম্মাণে অগ্রণী ও সফলকাম হইয়াছেন। জুট মিল, মেসিনারী ম্যানুফ্যাকচারিং কোং এবং ব্যাঙ্ক প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের মালিক ও পরিচালক। ইনি রাস্তায় খই, মুড়ি ফেরি করিয়া জীবিকার্জ্জন আরম্ভ করেন। স্বীয় অধ্যবসায় ও প্রতিভাবলে যন্ত্রশিল্প ক্ষেত্রে অসাধারণ কৃতিত্ব লাভ করিয়াছেন এবং দেশের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন।

আসফ্ আলী, বার-এট্-ল—জন্ম ১৮৮৮। দিল্লীনিবাসী। কংগ্রেস আন্দোলনে বহুবার কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন। ইঁহার স্ত্রী অরুণা আসফ আলী (বাঙ্গালী মেয়ে) নারী আন্দোলনে অগ্রণী।

উদয়শঙ্কর—জন্ম ১৯০০, উদয়পুর। সতর বৎসর বয়সে বোম্বের জে. জে. কলেজে চিত্রবিদ্যাশিক্ষার নিমিত্ত ভর্ত্তি হন। পরে লণ্ডনের রয়েল কলেজ অব আর্টস্এ প্রবিষ্ট হন। রাশীয়ান নর্ত্তকী পাভলোভার সহিত সমস্ত আমেরিকা পরিভ্রমণ করেন। ১৯২৫ সালে প্যারিসে নৃত্যানুষ্ঠানে প্রভূত সুনাম অর্জন করেন। নৃত্য সম্পর্কে পৃথিবীর বহুস্থান পরিভ্রমণ করিয়াছেন। ১৯৩৩ সালে ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন এবং বর্তমানে দেরাদূনে একটি নৃত্যশিক্ষা প্রতিষ্ঠান গঠন করিবার জন্য চেষ্টিত রহিয়াছেন।

এণ্ডরুজ, সি এফ্,—জন্ম ১৮৭১। বার্মিংহাম ও ক্যাম্ব্রিজে শিক্ষা সমাপন করিয়া ক্যাম্ব্রিজ ব্রাদারহুডে যোগদান করেন এবং দিল্লী সেণ্ট ষ্টিফেন কলেজের অধ্যাপক হইয়া আসেন। অতঃপর রবীন্দ্রনাথের শান্তি-নিকেতনে যোগদান করেন এবং দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের দুর্দশা দূর করিবার বাসনায় তথায় যান। ইনি পৃথিবীর সর্বত্র ঘুরিয়া ঘুরিয়া বিদেশে ভারতীয়দের দুরবস্থা দূরীকরণের চেষ্টায় আছেন। 'দীনবন্ধু'

৫গুরুজ বলিয়া পরিচিত। ভারতবর্ষ, গান্ধীজি, রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে অনেক গ্রন্থ লিখিয়াছেন।

এরাণ্ডেল, ডাঃ এস. জর্জ, ডি. লিট্, এম্ এ, এল্ এলবি. জন্ম ১৮৭৮। ক্যাম্ব্রিজের শিক্ষা সমাপন করিয়া পরলোকগত ডাঃ এ্যানি বেসান্তের সঙ্গে ভারতবর্ষে আগমন করেন। ইনি বর্তমানে ভারতের থিয়সফিকাল সোসাইটির প্রেসিডেণ্ট। ইঁহার স্ত্রী একজন মাদ্রাজী মহিলা—শ্রীমতী রুক্মিণী (নৃত্য-নিপুণা)।

কেলকার, এন্, সি—জন্ম ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে। বালগঙ্গাধর তিলকের রাজনৈতিক শিষ্য—সাংবাদিক। ১৯২০ সালে বোম্বে প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশনের সভাপতি ছিলেন। ১৯২৩ এবং ১৯২৬ সালে আইনপরিষদের সভ্য ছিলেন। পুণা মিউনিসিপ্যালিটির সভাপতি (১৯১৮, ১৯২২—২৪), হিন্দু মহাসভার সভাপতি ছিলেন—দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকের সদস্য—কেশরী পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন।

খারে, ডাঃ নারায়ণ ভাস্কর—জন্ম ১৮৮৪। নাগপুর গবর্ণমেণ্ট কলেজ হইতে বি-এ পাশ করিয়া (১৯০২) লাহোর মেডিকেল কলেজে ভর্ত্তি হন এবং এম্. বি ডিগ্রি লাভ করেন (১৯০৭)। মধ্যপ্রদেশ গবর্ণমেণ্ট মেডিকেল সার্ভিসে নিযুক্ত হন। কিন্তু পরে সরকারী চাকুরী ত্যাগ করিয়া রাজনীতিতে যোগদান করেন। ১৯৩৫ সালে কেন্দ্রীয় পরিষদে নির্বাচিত হন। নাগপুর কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ছিলেন (১৯৩৫—১৯৩৭), নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির সদস্য ছিলেন। মধ্য প্রদেশের ভূতপূর্ব কংগ্রেসী প্রধান মন্ত্রী।

খাঁ, আগা মাননীয়, জি. সি. আই. ই, জি. সি. এস্ আই, জি. সি ভি ও, এল্ এল্ ডি।—জন্ম ১৮৭৫। ইয়োরোপে শিক্ষিত। ১৮৮৬ সালে ব্যক্তিগত 'মাননীয়' পদবীলাভ করেন, অনারারী এল্এল্ ডি ডিগ্রি

প্রাপ্ত হন (অক্সফোর্ড, ১৯১১)। মুসলমানদের ইস্‌মাইলিয়া সম্প্রদায়ের গুরু ও নেতা। একজন ফরাসী মহিলাকে বিবাহ করিয়াছেন (১৯২৯)। ১৯৩৭ সালে লীগ অব নেশন্‌সের বিভাগীয় সভাপতি ছিলেন।

খান্, আব্দুল গফুর—জন্ম ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে পেশোয়ারে। এণ্ট্রান্স পর্য্যন্ত পড়িয়াছেন। ১৯০৯ সালে সৈন্য বিভাগের ভারতীয় কমিশনে যোগদানের জন্য অনুরুদ্ধ হন, কিন্তু উহাতে অসম্মত হইয়া সরকারী আমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করেন। ১৯১২ সাল হইতে জনসেবার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। নিজ গ্রামে একটি জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন, কিন্তু ১৯১৫ সালে উহা বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। রাওলাট আইন আন্দোলনে বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করিয়া তিন বৎসর কঠোর কারাদণ্ড ভোগ করেন (১৯২২)। ১৯২৪ সালে লক্ষ্ণৌতে মহাত্মা গান্ধীর সংস্পর্শে আসেন। ১৯২৯ সালে আফগান জিরগা গঠন করেন এবং 'খোদাই খিদমৎগার' বাহিনী গঠন করিয়া যথেষ্ট ক্ষমতার পরিচয় দেন। ১৯৩০ সালের আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদান করেন এবং দুই বৎসর কারাদণ্ড ভোগ করেন। বর্ত্তমানে কংগ্রেসের একজন বিশিষ্ট নেতা এবং 'সীমান্ত গান্ধী' নামে পরিচিত।

খের, বি. জি.—জন্ম আগষ্ট ২৪, ১৮৮৮। পুণা এবং বোম্বের উইলসন কলেজে শিক্ষালাভ করিয়া ১৯০৮ সালে আইন পাশ করেন। ইউরোপ এবং আমেরিকা ভ্রমণ করেন (১৯১২)। ১৯২২ সালে রাজ-নীতিতে যোগদান করেন। বহু সভা-সমিতির সভ্য ছিলেন, ১৯৩২ সালে লবণ আইন অমান্যে যোগদান করিয়া কারাদণ্ড ভোগ করেন। ১৯৩৭ জুলাই মাসে বোম্বের প্রধান মন্ত্রী হন। সংস্কৃতে সুপণ্ডিত।

গউবা, খলিদ লতিফ—জন্ম ১৮৯৯। ব্যারিষ্টার—পূর্বে হিন্দু

ছিলেন। নাম ছিল কানাইলাল গউবা। ১৯৩২ সালে ইসলামে দীক্ষিত হন। ক্যাম্ব্রিজে শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। বহু কোম্পানীর ডিরেক্টর। মিস্ মেয়োর 'মাদার ইণ্ডিয়া' পুস্তকের যোগ্য প্রত্যুত্তর দিয়া 'Uncle Sam' পুস্তক লিখিয়া দেশময় একটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেন।

ঘোষ, অরবিন্দ—জন্ম কলিকাতায় ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে। সাত বৎসর বয়সের সময় পিতামাতার সঙ্গে বিলাত গমন করেন এবং বিলাতের সেণ্ট পলস্ স্কুলে এবং কেম্ব্রিজের কিংস্ কলেজে শিক্ষা লাভ করেন। ১৮৯০ সালে আই-সি-এস্ পরীক্ষা পাশ করেন। কিন্তু অশ্বারোহণ পরীক্ষা না দেওয়ার জন্য অগ্রাহ্য হন। ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া কিছুদিন বরোদা রাজ্যে চাকুরী করিবার পর বাংলায় চলিয়া আসেন এবং রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদান করেন। তৎকালীন রাজনৈতিক জাতীয়তাবাদী পত্রিকা বন্দেমাতরমের প্রথম সম্পাদক। আলিপুর বোমার ষড়্যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু অভিযোগ হইতে মুক্তিলাভ করেন। ১৯১০ সালে তাঁহার নামে পুনরায় গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বাহির হয়। কিন্তু ইতিপূর্ব্বেই তিনি ফরাসী উপনিবেশ পণ্ডিচেরীতে আশ্রয় লাভ করায় গ্রেপ্তার হন নাই। বর্ত্তমানে তিনি পণ্ডিচেরী আশ্রমে বাস করিতেছেন। জাগতিক সমস্ত বিষয় পরিত্যাগ পূর্বক ভগবৎ যোগ সাধনায় নিরত আছেন।

ঘোষ, ডাঃ জ্ঞানচন্দ্র, ডি-এস্-সি—ঢাকা ও কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের ভূতপূর্ব প্রধান অধ্যাপক। বিজ্ঞান জগতের ইলেক্ট্রোকেমিষ্ট্রী বিষয়ে মূল্যবান্ গবেষণা করিয়াছেন। বহুদিন হইতে ইম্পিরিয়াল কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের সভ্য এবং ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের ১৯৩৯ সালের সভাপতি। বর্ত্তমানে বাঙ্গালোরে ইণ্ডিয়ান সায়েন্স ইনষ্টিটিউটের ডিরেক্টর নিযুক্ত হইয়াছেন।

গান্ধী, এম, কে—জন্ম ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের ২রা অক্টোবর। রাজকোট, ভবনগর এবং লণ্ডনে শিক্ষালাভ করেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় বহুদিন আইন ব্যবসায়ে লিপ্ত ছিলেন। ১৯১৫ সালে ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনের নেতৃস্থান অধিকার করেন। ১৯১৫—১৯ সালে সত্যাগ্রহ আন্দোলন আরম্ভ করেন। ১৯২০ সালে অসহযোগ আন্দোলনে নেতৃত্ব করেন এবং কারাদণ্ড প্রাপ্ত হন। ভূতপূর্ব্ব কংগ্রেস সভাপতি। ১৯৩০ সালে আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ করেন। দ্বিতীয় গোল টেবিল বৈঠকের প্রতিনিধি—ভারতের সর্ব্বদলমান্য নেতা, বর্ত্তমানে হরিজন আন্দোলনে সংশ্লিষ্ট। প্রত্যক্ষ রাজনীতি হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন, তথাপি গুরুতর রাজনৈতিক কার্যের পরামর্শদাতা।

চট্টোপাধ্যায়, কমলা দেবী—জন্ম ১৯০৩ সালে, মাঙ্গালোরে। দক্ষিণ কানারার এক বিখ্যাত সারস্বত ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম হয়। অতি বাল্যকালে বিবাহ হয়, কিন্তু পাঠ্যাবস্থায় বিধবা হন। পরে শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডুর ভাই কবি হারীন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে পুনর্বিবাহ হয়, কিন্তু বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে। ইনি ভারতীয় নারীদের মুখপাত্ররূপে ইংলণ্ডে ও য়ুরোপে গিয়াছেন। ১৯২২ সালে কংগ্রেস আন্দোলনে যোগদান করেন এবং এজন্য বহুবার কারারুদ্ধ হন। বর্ত্তমানে ভারতের কংগ্রেস সোস্যালিষ্ট পার্টির মহিলা নেতা।

চাটার্জি, রামানন্দ এম্, এ,—জন্ম ১৮৬৫ সালে, বাঁকুড়ায়। 'প্রবাসী' ও "মডার্ণ রিভিয়ু" কাগজের সম্পাদক। বাঁকুড়া জিলা স্কুল হইতে ১৮৮৩ সালে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় ৪র্থ স্থান অধিকার করেন। অতঃপর প্রেসিডেন্সী, সেণ্ট জেভিয়ার্স ও সিটী কলেজে অধ্যয়ন করেন। ১৮৯৫ সালে এলাহাবাদ কায়স্থ কলেজের প্রিন্সিপাল নিযুক্ত হন। 'প্রদীপ' নামক সচিত্র মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। ১৯০১ সালে

এলাহাবাদ হইতে মাসিক প্রবাসী পত্রিকা প্রকাশ করেন। ১৯০৬ সালে অধ্যক্ষের পদ ত্যাগ করেন এবং "মডার্ণ রিভিয়ু" নামক ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইংরেজি মাসিক প্রকাশ করেন। এদেশের বিখ্যাত ও শ্রদ্ধেয় সাংবাদিক।

চাটার্জি, স্যর অতুল, কে, সি, এস, আই; কে, সি, আই, ই; জি, সি, আই, ই; আই, সি, এস—জন্ম ২৪ নবেম্বর, ১৮৭৪। আই, সি, এস, পরীক্ষায় প্রথম হন। ১৯২৫—৩১ সাল পর্যন্ত ভারতের হাই কমিশনার ছিলেন। ১৯৩২ সালে অটোয়াতে ভারতীয় প্রতিনিধিদলের নেতা ছিলেন। ইণ্ডিয়া কাউন্সিলের সভ্য ছিলেন।

চিন্তামণি, সি, ওয়াই—জন্ম ১৮৮০ অব্দের ১০ই এপ্রিল। এলাহাবাদের লীডার পত্রিকার প্রধান সম্পাদক। কয়েকবার যুক্ত-প্রদেশের আইনসভার সদস্য হন। ১৯২১—২৩ সাল যুক্তপ্রদেশ সরকারের শিক্ষা ও বাণিজ্য সচিব ছিলেন। দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকের ডেলিগেট, যুক্তপ্রদেশ উদারনৈতিকদলের সভাপতি, দুইবার ভারতের জাতীয় উদারনৈতিক দলের সভাপতি হন।

জয়াকর, মুকুন্দ রামরাও, ডাঃ, বার-অ্যাট্‌ল—১৯২৩ সালে বোম্বে আইনপরিষদের সভ্য, স্বরাজ্যদলের নেতা হিসাবে পরিষদে বিশিষ্ট স্থান লাভ করেন। ১৯২৫ সালে কংগ্রেস পরিত্যাগ করেন। ১৯২৬-৩০ সাল পর্য্যন্ত পরিষদে সদস্য ছিলেন। ১৯৩৭ সালে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র আদালতের বিচারপতি নিযুক্ত হন। ১৯৩৮ সালে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এল্ এল্-ডি উপাধি লাভ করেন।

জিন্না, মহম্মদ আলি, বার-আট্-ল—জন্ম ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে করাচিতে। বোম্বে হাইকোর্টের একজন বিখ্যাত ব্যবহারজীবী ছিলেন—স্বর্গীয় দাদাভাই নৌরজীর নিকট রাজনীতিতে দীক্ষালাভ করেন।

১৯০৬ সালে দাদাভাই নৌরজির সেক্রেটারী ছিলেন। প্রথমে কংগ্রেসের একজন প্রধান নেতৃস্থানীয় ছিলেন—রাওলাট আইন পাশ করার প্রতিবাদে আইন পরিষদের সদস্যপদ ত্যাগ করিয়াছিলেন। পরে কংগ্রেস হইতে সরিয়া পড়েন এবং মুস্‌লীম লীগে যোগ দেন। প্রথমতঃ সাম্প্রদায়িকতার ঘোর বিদ্বেষী ছিলেন এবং সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে বহু বক্তৃতা দিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে মুসলীম লীগের প্রেসিডেন্ট।

জেহাঙ্গীর, স্যার কাওয়াসজী—জন্ম ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে। বোম্বে এবং কাম্ব্রিজে শিক্ষালাভ করেন। ১৯১৯-২০ সালে বোম্বে কর্পোরেশনের সভাপতি। বোম্বে আইনসভার সভ্য; ১৯৩০ সালে আইন পরিষদের সদস্য ছিলেন। বিখ্যাত কাওয়াসজী জেহাঙ্গীর এণ্ড কোং লিঃ এর প্রধান অংশীদার।

ঝা, অমরনাথ ডাঃ—বর্ত্তমানে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চান্সেলার। রয়েল সোসাইটী অব লীটারেচারের ফেলো, কবিতা-সমিতির সহ-সভাপতি, রয়েল সোসাইটী অব্ আর্টসের ফেলো, হিন্দী এবং সংস্কৃত সাহিত্যে খ্যাতনামা পণ্ডিত লোক।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, স্যার, কে-টি—জন্ম কলিকাতায় ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের ৬ই মে। মহর্ষি ৺দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুদের সর্ব্ব কনিষ্ঠ পুত্র এবং প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের পৌত্র। কিছুদিন কলিকাতার ওরিয়েন্টাল সেমিনারী এবং জেভিয়ার্স স্কুলে পড়াশুনা করিয়া পরে বাড়ীতেই লেখাপড়া করেন। ১৭ বৎসরের সময় প্রথম বিলাত গমন করেন এবং কিছুদিন লণ্ডনের ইউনিভার্সিটী কলেজে পড়েন। কিছুদিন পড়িয়াই কলেজে পড়া ছাড়িয়া দেন। বর্তমান ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি সাহিত্যিক এবং দার্শনিক। ১৯১২ সালে লণ্ডনে গিয়া তাহার বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ গীতাঞ্জলির ইংরাজী অনুবাদ করেন এবং

১৯১৩ সালের নভেম্বর মাসে উক্ত গীতাঞ্জলির জন্য নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। কলিকাতা, ঢাকা, কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সম্মানীয় ডি-লিট উপাধি প্রাপ্ত হন। সে বছরই নাইট উপাধিতে ভূষিত হন। পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র ভ্রমণ করিয়াছেন। আমেরিকা ও জাপানে বহু বক্তৃতা দিয়াছেন (১৯১৫-১৬)। তাঁহার লেখা কবিতা এবং অন্যান্য সাহিত্য পৃথিবীর সমস্ত ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের 'হিবার্ট-লেকচারার' নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার কর্মজীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি বোলপুরে বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠা (১৯০০)। ১৯০৭ সালে বঙ্গীয় কংগ্রেসের প্রাদেশিক অধিবেশনের সভাপতি ছিলেন। ১৯৩১ সালে ৭০ বৎসর পূর্ণ হওয়ায় তাঁহার জন্মোৎসব উপলক্ষে পৃথিবীর সর্বস্থান হইতে অভিনন্দন প্রাপ্ত হন। ভারতের সর্বত্র মহাসমারোহে 'রবীন্দ্রজয়ন্তী' প্রতিপালিত হয়।

ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ, সি-আই-ই—জন্ম, ১৭ই আগষ্ট, ১৮৭১। ভারতের শ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্পী এবং পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্পীদের অন্যতম। ভারতে চিত্রশিল্পের নবযুগের প্রবর্তক। প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের প্রপৌত্র এবং গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের তৃতীয় পুত্র। প্রথমতঃ ইতালীয়ান শিল্পী সিনর গিলহার্দি এবং মিঃ পামারের নিকট য়ুরোপীয় শিল্পশিক্ষা আরম্ভ করেন। পরে য়ুরোপীয় শিল্প-চর্চা পরিত্যাগ করিয়া ভারতীয় প্রাচীন হিন্দুশিল্পে মনোনিবেশ করেন এবং উক্ত শিল্পে নবযুগ আনয়ন করেন। দুই শতেরও উপরে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। প্রসিদ্ধ চিত্রগুলির মধ্যে 'অশোকের বাণী' চিত্রখানা অসাধারণ প্রতিভার পরিচায়ক। ভারতের সর্বত্র তাঁহার বহু কৃতী ছাত্রশিষ্য রহিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে শান্তি-নিকেতনের শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু, মাদ্রাজ গভর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুলের

প্রিন্সিপ্যাল শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী এবং লাহোর গভর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুলের প্রিন্সিপ্যাল প্রভৃতি শিল্পীবৃন্দ উল্লেখযোগ্য।

ঠাকুরদাস, স্যার পুরুষোত্তমদাস, সি-আই-ই, এম-বি-ই—জন্ম ৩০শে মে ১৮৮১। এলফিনষ্টোন কলেজে শিক্ষা প্রাপ্ত হন। প্রথম জীবন হইতেই বোম্বের জনহিতকর কর্মী হিসাবে খ্যাতি লাভ করেন। ১৯১১ সালে কাইজার ই-হিন্দ পদক লাভ করেন। ১৯২৮ সালে সি-আই-ই উপাধিতে ভূষিত হন, উহার ছয় বৎসর পরে নাইট উপাধি লাভ করেন। বহুপ্রকার ব বসায়ে লিপ্ত আছেন এবং রিজার্ভব্যাঙ্কের একজন ডিরেক্টার। ১৯২০ সালে বোম্বের শেরিফের আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন।

দেশাই, জে, ভুলাভাই, এম্, এ, এল্ এল্, বি,—জন্ম ১৮৭৭ সালে। বোম্বেতে শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। বোম্বাই হাইকোর্টে এড্‌ভোকেটরূপে যোগদান করেন। কিছুকাল বোম্বের এডভোকেট-জেনারেল ছিলেন—শাসনতান্ত্রিক আইনে সবিশেষ জ্ঞানসম্পন্ন। বারদৌলী সত্যাগ্রহের সময় কৃষকদের পক্ষে ব্রোম্‌ফিল্ড কমিটিতে উপস্থিত ছিলেন, ১৯৩২ সালে আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদান করেন এবং কারাদণ্ড ও ১০,০০০ টাকা অর্থদণ্ড ভোগ করেন। কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী বোর্ড গঠনে বিশেষ অংশ গ্রহণ করেন। গুজরাট হইতে কেন্দ্রীয় আইন সভার সদস্য নির্বাচিত হন—কেন্দ্রীয় পরিষদের বিরোধী দলের নেতা, কংগ্রেস পার্লিয়ামেণ্টারী বোর্ডের সভাপতি।

দলীপসিংজী, কে, এস্—জন্ম ১৩ই জুন, ১৯০৫। বিখ্যাত ক্রিকেট-খেলোয়ার রণজিৎসিংজীর ভাইপো। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ব্যাট্‌স্‌ম্যানদের অন্যতম। সর্বশুদ্ধ ৫০টি সেঞ্চুরী করিয়াছেন—সর্বোচ্চ রাণ (৩৩৩) ১৯৩০ সালে ব্রাইটনে খেলিয়া। প্রথম টেষ্ট ১৯২৯ সালে দক্ষিণ

আফ্রিকার বিরুদ্ধে। ১৯২১ সালে ইংলণ্ডের সাসেক্স টিমের অধিনায়ক হইয়াছিলেন। বর্ত্তমানে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন।

নরিম্যান, কে-এফ্—জন্ম বোম্বের থানা জেলায়, ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে। মধ্যবিত্ত পারশী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। বি-এ পাশ করিবার পর পুলিশ কোর্টে চাকুরী করেন। আইন পাশ করিয়া ওকালতি আরম্ভ করেন। কয়েক বৎসর পর বোম্বে কর্পোরেশনের সভ্য নির্বাচিত হন। ১৯২৪-২৫ সালে আইনপরিষদের নির্বাচনে সর্বোচ্চসংখ্যক ভোট পাইয়া জয়লাভ করেন। বোম্বে স্বরাজ্যদলের নেতৃত্বগ্রহণ করেন এবং গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক অভিযুক্ত হন। হার্ভে-নরিম্যান মামলায় খ্যাতিলাভ করেন, এবং সসম্মানে মুক্তি পান। ১৯২৮ সালের প্রথম নিখিলভারত যুবক সঙ্ঘের সভাপতি মনোনীত হন। ১৯২৯ সাল হইতে কংগ্রেসের কাজে আত্মনিয়োগ করেন এবং ১৯৩০ সালের আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদিয়া কয়েকবার কারাবরণ করেন। ১৯২৯ সালে বোম্বে প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৩৪ সালের কংগ্রেস অধিবেশনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন। ১৯৩৫ সালে বোম্বে কর্পোরেশনের মেয়র নির্বাচিত হন।

নাইডু, মিসেস্ সরোজিনী—জন্ম হায়দরাবাদে (দাক্ষিণাত্য) ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে। জাতিতে বাঙ্গালী হিন্দু। লণ্ডন এবং কেম্ব্রিজে বিদ্যালাভ করেন। ভারতের নারী আন্দোলনে শীর্ষস্থানীয়া। কংগ্রেসের সর্বপ্রথম মহিলা সভানেত্রী। দেশের জন্য বহুবার কারাবরণ করিয়াছেন। ১৯৩২ সালের ভারত গভর্ণমেণ্টের দক্ষিণ আফ্রিকা ডেলিগেশনের সভ্যা। জন্মগত কবি। তাঁহার বহু কবিতা পৃথিবীর নানা ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। 'Bird of Time' 'The Golden Threshold' প্রভৃতি গ্রন্থের প্রণেত্রী। ১৯১৪ সালে রয়েল সোসাইটী অব লিটারে-

চারের ফেলো। ১৯১৫ সালে কংগ্রেসে যোগদান করেন। ১৯৩১ সালের গোলটেবিল বৈঠকের ডেলিগেট। ভারতের সবচেয়ে পরিচিতা এবং খ্যাতনামা মহিলা।

নেহেরু, পণ্ডিত জহরলাল, বার অ্যাট্-ল—জন্ম ১৮৮৯। ক্যাম্ব্রিজের হ্যারো স্কুল এবং ট্রিনিটি কলেজে শিক্ষালাভ করেন। কংগ্রেসের ১৯২৯-৩০ এবং ১৯৩৫-৩৬ সালের অধিবেশনের সভাপতি। য়ুরোপ এবং সোভিয়েট রাশিয়ার সর্বত্র পরিভ্রমণ করিয়াছেন। ভারতের প্রধান নেতৃবৃন্দের অন্যতম। শক্তিশালী এবং চিন্তাশীল লেখক। তাঁহার আত্মজীবনী ইংলণ্ড এবং ভারতে অসাধারণ জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছে। কংগ্রেসের কার্য্যে বহুবার কারাবাস ভোগ করিয়াছেন। ১৯১৮ সাল হইতে এ-আই-সি-সির সভ্য। বর্ত্তমানে ওয়ার্কিং কমিটির সভ্য।

পরমানন্দ, ভাই, এম-এ। ডি-এ-ভি কলেজ হইতে এম-এ পাশ করিয়া উক্ত কলেজের অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন। ১৯০৫ সালে আর্য সমাজের প্রচারক হিসাবে দক্ষিণ আফ্রিকায় গমন করেন, ১৯০৮ সালে ভারতে প্রত্যাগমন করিলে পর রাজনৈতিক সন্দেহে ধৃত হইয়া তিন বৎসরের জন্য কারাগারে প্রেরিত হন। পুনরায় (১৯১০) ভারতের বাহিরে গমন করেন এবং ১৯১৩ সালে ভারতে ফিরিবার পর আমেরিকায় প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় গদর (বিপ্লব) দলের সভ্য সন্দেহে ধৃত হইয়া যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হন (১৯১৪)। কিন্তু ১৯২০ খৃষ্টাব্দে মুক্তি লাভ করেন। কংগ্রেসে যোগদান করেন এবং লাহোর ন্যাশনাল কলেজের প্রিন্সিপ্যালের পদ গ্রহণ করেন। কিন্তু পরে কংগ্রেস ছাড়িয়া হিন্দু মহা-সভায় যোগদান করেন এবং বিনাপ্রতিদ্বন্দ্বিতায় কেন্দ্রীয় পরিষদের সভ্যপদ লাভ করেন। ১৯৩৪ সালে হিন্দু মহাসভার সভাপতি নির্বাচিত হন।

পণ্ডিত, মিসেস বিজয়লক্ষ্মী—পণ্ডিত জওহরলালের ভগ্নী। ভারতের (যুক্তপ্রদেশের) সর্বপ্রথম মহিলা মন্ত্রী। ১৯৩০-৩২ সালে কংগ্রেস আন্দোলনে উল্লেখ্য অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। কংগ্রেসের আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদানের ফলে দুইবার কারাবরণ করিয়াছিলেন।

পরাঞ্জপে, আর, পি, এম-এ, ডি-এস্ সি—জন্ম ৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৭৬। লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব ভাইস-চ্যান্সেলার। ক্যাম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনিয়র র‍্যাংলার (১৮৯৯), ফারগুসন কলেজের ভূতপূর্ব প্রিন্সিপ্যাল এবং প্রফেসার। ১৯২১-২৩ এবং ১৯২৯ সালে বোম্বে গভর্ণমেণ্টের শিক্ষাসচিব। বোম্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো (১৯০৫-২৭), বোম্বে আইন সভার সদস্য (১৯১৩-১৬), ভারত আইন সভার সদস্য (১৯২৭-৩২)।

প্যাটেল, সর্দার বল্লভভাই, ব্যারিষ্টার—আইন পাশ করিয়া বোম্বাইর গোধরা নগরে আইন ব্যবসায়-আরম্ভ করেন। পরে বিলাত হইতে ব্যারিষ্টারী পাশ করিয়া আহমদাবাদে আইন ব্যবসায় আরম্ভ করেন। সেই সময়ে মহাত্মা গান্ধীর সংস্পর্শে আসিয়া স্বদেশী আন্দোলনে যোগদান করেন। কংগ্রেসের বহু গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলন পরিচালনা করিয়া সফল নেতৃত্বের পরিচয় দেন। একবার কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন। কয়েকবার কারাদণ্ড ভোগ করিয়াছেন। বর্ত্তমানে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সভ্য এবং একজন বিশিষ্ট নেতা।

বসু, সুভাষচন্দ্র—জন্ম ২৩ জানুয়ারি, ১৮৯৭। কটক র‍্যাভেনশ কলেজ হইতে ম্যাট্রিক পাশ করিয়া কলিকাতাস্থ প্রেসিডেন্সী কলেজ, স্কটিশ চার্চেস্ কলেজ ও ইংলণ্ডের ক্যাম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করেন। ১৯২০ সালে আই, সি, এস্ পরীক্ষায় ইংরেজিতে প্রথম হইয়া চতুর্থ স্থান অধিকার করেন। ক্যাম্ব্রিজেও বি, এ, পাশ করেন। আই. সি.

এস্ পদত্যাগ করেন (১৯২১) এবং অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করেন। ১৯২৩ সালে "ফরওয়ার্ড" পত্রিকার ম্যানেজার, ১৯২৪ সালে কলিকাতা কর্পোরেশনের চীফ্ এক্সিকিউটিভ অফিসার হন এবং ঐ সালেই ১৮১৮ সালের ৩নং রেগুলেশন অনুসারে বন্দী। ১৯৩০ সালে এক বছরের জন্য কারাদণ্ডিত হন এবং ঐ অবস্থায়ই কলিকাতার মেয়র নির্বাচিত। ১৯৩১ সালের জানুয়ারী মাসে ছয় মাসের জন্য কারাদণ্ডিত। বোম্বেতে পুনরায় ৩নং রেগুলেশনে বন্দী। ভগ্নস্বাস্থ্যের জন্য য়ুরোপ গমন। ১৯৩৭ সালে মুক্তিলাভ। ১৯৩৭ ও ৩৯ সালে ভারতীয় কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৩৯ সালে সভাপতি পদ ত্যাগ, "ফরওয়ার্ড ব্লক" নামক স্বতন্ত্র দল গঠন।

বসু, শরৎচন্দ্র, এম, এ, বি, এল, ব্যার-এট্-ল—জন্ম ১৮৮৯। সুভাষচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। ১৯২৩—২৪ সালে কলিকাতা কর্পোরেশনের অল্ডারম্যান। ১৯৩৩ সালে ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের সভ্য, বি পি. সি. সি র. প্রেসিডেণ্ট। বহুদিন ১৮১৮ সালের ৩ আইনে বন্দী ছিলেন। ১৯৩৭ সাল হইতে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপরিষদের সভ্য ও বিরোধী দলের নেতা। কলিকাতা হাইকোর্টের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যবহারাজীব।

বাজাজ, শেঠ যমুনালাল—জন্ম ১৮৮৯ সালে জয়পুরে ওয়ার্দ্ধার শেঠ যমনালালজী ইহাকে ১৮৯৩ সালে দত্তক রাখেন। ১৯১৯ সালে অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করেন। ১৯২০ সাল থেকে ইনি ভারতীয় কংগ্রেসের ট্রেজারার। ইনি নিখিলভারত শিল্প সংঘ ও নিখিল ভারত কাটুনী-সংঘের অন্যতম উদ্যোক্তা এবং গান্ধী-সেবাসংঘের প্রতিষ্ঠাতা।

বিরলা, জি. ডি.—১৮৯১ সালে জয়পুর রাজ্যে জন্ম গ্রহণ করেন। বিরলা জুটমিলের ম্যানেজিং ডিরেক্টর, ভারতবর্ষময় বহু কাপড়ের কল,

চিনির কল, জমিদারির ইনি মালিক। কলিকাতা ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্সের প্রেসিডেন্ট ১৯২৪; ফেডারেশন অব ইণ্ডিয়ান চেম্বার এর প্রেসিডেন্ট ১৯২৯; ২য় রাউণ্ড টেবিল কনফারেন্সের সভ্য। বহুপর্যটক।

মালব্য, পণ্ডিত মদনমোহন—জন্ম ১৮৬১। যুক্তপ্রদেশ ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য (১৯০২–১২), ভারতীয় আইনপরিষদের ভূতপূর্ব সদস্য। বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা এবং ভূতপূর্ব ভাইসচ্যান্সেলার। হিন্দুমহাসভার ভূতপূর্ব সভাপতি। কংগ্রেসের সভাপতি (১৯০৯ এবং ১৯১৮), দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকের সদস্য। আইন অমান্য আন্দোলনে দুইবার জেলে গিয়াছেন। বর্তমানে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন।

মিত্র, বি,এল. কে-সি-এস্-আই। বাংলার ভূতপূর্ব এড্ভোকেট-জেনারেল। বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভার আইন সচিব। বর্তমানে ভারতের এডভোকেট-জেনারেল।

মিত্র, সত্যেন্দ্রচন্দ্র—নোয়াখালী জেলা-নিবাসী। খ্যাতনামা কংগ্রেস কর্মী। ১৯১৮ সালের তিন আইনে বন্দী হইয়া বহুদিন আটক ছিলেন। স্বরাজ্যদলের সভ্য হিসাবে বঙ্গীয় আইন সভার সদস্য নির্বাচিত হন, পুনরায় ১৯২৪ সালে গ্রেপ্তার হইয়া ১৯২৭ সাল পর্য্যন্ত মান্দালয় জেলে অন্তরিন ছিলেন। ১৯৩০ সালে বঙ্গীয় আইন সদস্য নির্বাচিত হইয়া ১৯৩৪ পর্য্যন্ত ছিলেন। পুনরায় ১৯৩৭ সালে নির্বাচিত হইয়া বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভাপতি হন।

মীরা বেন—প্রকৃত নাম মিস্ মেড্লেন শ্লেড্। এডমিরাল স্যার এড্মণ্ড শ্লেডের কন্যা। রেঁামারেঁালা লিখিত মহাত্মা গান্ধীর জীবনী পাঠ করিয়া মহাত্মা গান্ধীর প্রতি আসক্ত হন। ভারতে আগমন করিলে মহাত্মা গান্ধী তাঁহাকে কন্যারূপে গ্রহণ করেন। গত আইন অমান্য

আন্দোলনে দুইবার কারাবরণ করিয়াছিলেন। ভারতের সর্বত্র পরিভ্রমণ করিয়া খদ্দর ও চরকার প্রচার করেন। বর্তমানে গান্ধীর নিকট থাকিয়া ভারতের সেবায় একান্তভাবে নিয়োজিত রহিয়াছেন।

মুখার্জী, শ্যামাপ্রসাদ, এম-এল, বি-এল, লিট্, বার-অ্যাট্-ল—স্যার আশুতোষ মুখার্জির দ্বিতীয় পুত্র। জন্ম ১৯০১ জুলাই মাসে। ১৯২৩ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো নির্বাচিত হন। কংগ্রেস সভ্য হিসাবে বঙ্গীয় আইন সভার সদস্য নির্বাচিত হন (১৯২৯)। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব ভাইসচ্যান্সেলার। ১৯৩৭ সালে পুনরায় আইনসভার সদস্য নির্বাচিত হন। বর্তমানে বাংলার হিন্দু সংগঠন কার্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন।

মুখার্জী, স্যার মন্মথনাথ, এম-এ, বি-এল—জন্ম ১৮৭৪। এম-এ, বি-এল পাশ কলিকাতা হাইকোর্টে আইন ব্যবসায় আরম্ভ করেন। স্বীয় প্রতিভাবলে শীঘ্র আইন বিষয়ে প্রতিপত্তি অর্জন করেন। পরে নিজ ক্ষমতাবলে হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি পদে অধিষ্ঠিত হন। ১৯৩৫ সালে নাইট উপাধি লাভ করেন। ভারত গভর্ণমেণ্টের আইন সচিবের পদ অলঙ্কৃত করেন।

মুঞ্জে, ডাঃ বি, এস— মারাঠী ব্রাহ্মণ। হিন্দু মহাসভার নেতা, একবার সভাপতিও হইয়াছিলেন। আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দিবার ফলে কারাদণ্ড ভোগ করেন। বর্তমানে হিন্দু মহাসভার একজন বিশিষ্ট নেতা। হিন্দুদের সামরিক শিক্ষা লাভের জন্য বহু গঠনমুলক কার্য্য করিয়াছেন। হিন্দুদের সামরিক শিক্ষার জন্য নাসিকের ভোঁসলা সামরিক বিদ্যালয় তাঁহার জীবনের সর্বপ্রধান কীর্তি।

যোশী, এন, এম, বি-এ—বোম্বে আইন সভার সদস্য। ভারত ভৃত্যসঙ্ঘের বিশিষ্ট সদস্য। বোম্বে কর্পোরেশনের সভ্য (১৯১৯-২৩)

দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকের সদস্য। জেনেভায় আন্তর্জাতিক শ্রমিক কন্‌ফারেন্সের ভারতীয় প্রতিনিধি। আইন সভায় শ্রমিক প্রতিনিধিত্ব করিতে মনোনীত (১৯২১,২৪,২৭,৩১,৩৫)।

রহমান, এফ, এ, ডাঃ—অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি-এ পাশ করেন। ১৯২১ সনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাসের রীডার নিযুক্ত হন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্র হইতে বঙ্গীয় আইন সভায় প্রবেশ লাভ করেন (১৯২৪)। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইসচ্যান্সেলার মনোনীত হন (১৯৩৪) এবং ঢাকা বোর্ডের চেয়ারম্যান হন। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট।

রায় আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র স্যার, সি-আই-ই, ডি-এস্-সি, পি-এচ-ডি, ডি-এস্-সি (ডারহাম) - জন্ম ১৮৬১, ২রা আগষ্ট খুলনা জেলার বারুলি গ্রামে। কিছু দিন প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়াশুনা করিয়া এডিনবার্গ বিশ্ব-বিদ্যালয়ে গমন করেন। সেখান হইতে বি এস্-সি পাশ করিয়া ভারতে ফিরিয়া আসেন এবং প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যাপনার কাজ গ্রহণ করেন। ১৯১০ অব্দে প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে অবসর গ্রহণ করিলে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পালিত অধ্যাপক পদ গ্রহণ করেন। ১৮৯২ অব্দে তাঁহার বিখ্যাত বেঙ্গল কেমিকেল প্রতিষ্ঠিত করেন। ১৮৯৫ সালে পারদ এবং নাইট্রিক এসিড সম্বন্ধে গবেষণা আরম্ভ করেন এবং উহাতে সাফল্য লাভ করিয়া অশেষ কৃতিত্ব প্রকাশ করেন। তাঁহার লিখিত "হিন্দু রসায়ন শাস্ত্রের ইতিহাস" নামক গ্রন্থখানা বিজ্ঞান-জগতে অমূল্য সম্পদ।

রায়, এম, এন—প্রকৃত নাম নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, এক বাঙ্গালী গ্রাম্য স্কুল-মাষ্টারের ছেলে। ১৮০৩ সালেই বৈপ্লবিক আন্দোলনের সহিত সংশ্লিষ্ট হন। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে রাজনৈতিক ডাকাতির অভিযোগে এবং ১৯০৮ সালে হাওড়া ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত হন। পুনরায় ১৯১৪ সালে

গার্ডেনরিচ ডাকাতি মামলায়ও অভিযুক্ত হইয়াছিলেন। মহাযুদ্ধের সময় ১৯১৪-১৫ সালে গদর দলে যোগদান করেন এবং ভারতে অস্ত্রশস্ত্র আমদানীর জন্য জার্ম্মান গভর্ণমেণ্টের সহিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। উহাতে বিফল হইয়া ছদ্মনামে চীনদেশে পলায়ন করেন এবং ডাঃ সানইয়াৎ সেনের সংস্পর্শে আসেন। চীন হইতে আমেরিকা এবং মেক্সিকো যাইয়া সাম্যবাদ প্রচার করেন। মেক্সিকোতে একটি সাম্যবাদী দল গঠন করেন। যুদ্ধের সময় লেনিনের আহ্বানে রাশিয়ায় যান এবং কমুনিষ্ট ইণ্টারন্যাশনোলের প্রাচ্যশাখার সর্বোচ্চ পদ লাভ করেন। বহুদিন পৃথিবীর নানাস্থানে রাজনৈতিক কার্য্যোপলক্ষে ঘুরিয়া ১৯৩০ সালে ভারতে পদার্পণ করেন। ১৯৩১ সালে বোম্বেতে গ্রেপ্তার হইয়া ছয় বৎসরের জন্য কারাগারে প্রেরিত হন। ১৯৩৬ সালে মুক্ত হইয়া কংগ্রেসে যোগদান করেন।

রাধাকৃষ্ণন, স্যার এস, এম-এ, ডি-লিট—জন্ম ১৮৮৮, ৫ই সেপ্টেম্বর, দাক্ষিণাত্যের তিরুতানি নামক স্থানে। প্রথমতঃ মান্দ্রাজ, মহীশূর এবং কলিকাতায় দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপনা করেন। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্য দর্শনের অধ্যাপক। ইংলণ্ড এবং আমেরিকার প্রাচ্য দর্শন সম্বন্ধে বক্তৃতা দিবার জন্য আমন্ত্রিত হন। ১৯২৯-৩০ অব্দে হিবার্ট লেকচারার নিযুক্ত হন। এই পদে তিনি দ্বিতীয় ভারতীয়। ১৯২১-৩১ পর্য্যন্ত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের পঞ্চমজর্জ্জ চেয়ারের অধ্যাপক ছিলেন। তাঁহার লেখা, বক্তৃতা এবং চিন্তাধারা জগতের সর্বত্র একটা বিশিষ্ট স্থান লাভ করিয়াছে।

রামন, স্যার চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট, এম-এ, এল এল-ডি, ডি-এসসি এফ-আর-এস, কেটি—জন্ম ত্রিচিনাপল্লীতে ১৮৮৮ অব্দে। মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে এম-এ ডিগ্রী লইয়া তিনি ভারত সরকারে

অর্থনৈতিক বিভাগে চাকুরী গ্রহণ করেন (১৯০৭)। ১৯১৭ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিদ্যার পালিত প্রফেসর নিযুক্ত হইলেন। ভারত হইতে য়ুরোপে যাওয়া কালীন জাহাজ হইতে সমুদ্রের জলে নানা প্রকার রঙ্গের খেলা দেখিয়া সেই সম্বন্ধে গবেষণা সুরু করেন। উহার ফলে পদার্থবিদ্যায় অনেক নূতন তথ্য আবিষ্কার করেন। ১৯৩০ সালে পদার্থবিদ্যার নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। ভারতীয় বিজ্ঞান ইনষ্টিটিউটের ভূতপূর্ব ডিরেক্টর। প্রতিভাশালী বৈজ্ঞানিক হিসাবে রামন পৃথিবীর সর্বত্র পরিচিত।

সরকার, নলিনীরঞ্জন—জন্ম ময়মনসিংহ জেলায় ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে স্বদেশী আন্দোলনে লেখাপড়া ছাড়িয়া দেন। হিন্দুস্থান বীমা কোম্পানীতে কেরাণীরূপে যোগদান করিয়া স্বীয় প্রতিভা বলে সামান্য কেরাণী হইতে জেনারেল ম্যানেজার এর পদে উন্নীত হয়। ভারতীয় বাণিজ্যের এবং ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান এবং কার্য্যকলাপের সহিত ঘনিষ্টভাবে সংশ্লিষ্ঠ। ১৯৩৪-৩৫ সালে কলিকাতা মেয়র নির্বাচিত। বর্তমানে বাংলা সরকারের অর্থসচিব।

সরকার, স্যার যদুনাথ—এম-এ, পি-আর-এস., ডি-লিট (ঢাকা) কে-টি, সি-আই-ই—জন্ম ১৮৭০। অধ্যাপক মেট্রোপলিটন ইনষ্টিটিউশন (১৮৯৩), অধ্যাপক প্রেসিডেন্সী কলেজ (১৮৯৮-৯৯) বাংলা সরকারের শিক্ষাবিভাগে কিছুদিন ছিলেন। পাটনা কলেজ (১৮৯৯—১৯১৭) কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় ইতিহাসের প্রধান অধ্যাপক (১৯১৭—১৯), কটকের র‍্যাভেনশ কলেজের অধ্যাপক (১৯১৯—২৩), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইসচ্যান্সেলর (১৯২৬—২৭), রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটির ফেলো। বহু ঐতিহাসিক পুস্তকের গ্রন্থকার, মোগল যুগের অথরিটি।

সরকার, স্যার এন্, এম্, এম-এ কে-সি-এস-আই, বার-অ্যাট্-ল—কলিকাতা হইতে ল'পাশ করিয়া কিছুদিন ওকালতী করেন। ১৯০২ সালে মুনসেফের পদ প্রাপ্ত হন, কিন্তু চাকুরীতে ইস্তফা দিয়া বিলাত চলিয়া যান। বিলাত হইতে ব্যারিষ্টার হইয়া কলিকাতা হাইকোর্টে যোগ দেন। ১৯২৮ সালে বাংলা সরকারের এড্ভোকেট-জেনারেল নিযুক্ত হন। ১৯৩০ সালে কংগ্রেসের আইন অমান্য আন্দোলনে বাধাদান করিবার জন্য নাগরিক রক্ষা সমিতি নামক একটি সমিতি গঠন করেন। ভারত সরকারের ভূতপূর্ব আইন-সচিব।

সাভারকর, বিনায়ক, বার-অ্যাট-ল—বোম্বাই প্রদেশের বিখ্যাত স্বদেশ প্রেমিক, এক ব্রাহ্মণ পরিবারে ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। প্রথম জীবন হইতেই ভারতের স্বাধীনতার জন্য বহু কাজ করিয়া আসিয়াছেন। ইংলণ্ডে ভারতীয় রাজনৈতিক প্রচার কার্য্য চালাইবার জন্য ইংলণ্ডে প্রেরিত হন। সেখানে মাদামকামা এবং স্বামী কৃষ্ণবর্ম্মার সহিত থাকিয়া রাজনৈতিক প্রচার কার্য্য চালান। নাসিক ষড়যন্ত্র মামলায় ইংলণ্ডেই গ্রেপ্তার হন, কিন্তু বন্দী অবস্থায় মার্সেলিস্ বন্দরে জাহাজ হইতে পলায়ন করেন। পুনরায় গ্রেপ্তার হইয়া যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হন। ১৯১১—২৪ সাল পর্য্যন্ত দ্বীপান্তরে কাটাইবার পর ১৯২৪ সালে রত্নগিরিতে অন্তরিণ হন। বর্ত্তমানে সমস্ত বিধিনিষেধ হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন। এখন নিখিল ভারত হিন্দু মহাসভার সভাপতি।

কলিকাতার ষ্ট্রীট্ ডাইরেক্টরী

(বর্ণানুক্রমিক)

কলিকাতা, আলিপুর, খিদিরপুর, চিৎপুর, মাণিকতলা, বেলেঘাটা (সহর ও সহরতলীর) ষ্ট্রীট ও লেনগুলি ৩২টী ওয়ার্ডেবিভক্ত। এখানে কেবলমাত্র ষ্ট্রীট ও লেনের নাম ও ঠিকানা দেওয়া গেল। সাধারণের সুবিধার জন্য ওয়ার্ডগুলি নিম্নে লিখিত হইল।

ওয়ার্ড নং ১। শ্যামপুকুর। উত্তরে—সার্কুলার ক্যানেল। দক্ষিণে—উল্টাডিঙ্গি রোড ও গ্রে ষ্ট্রীট। পূর্ব্বে—সার্কুলার ক্যানেল ও অপার সার্কুলার রোড। পশ্চিমে—অপার চিৎপুর রোড ও চিৎপুর ব্রিজ এ্যাপ্রোচ্ রোড।

ওয়ার্ড নং ২। কুমারটুলি। উত্তরে—গঙ্গা। দক্ষিণে নিমতলা ঘাট ষ্ট্রীট। পূর্ব্বে—অপার চিৎপুর ব্রিজ এপ্রোচ্ রোড। পশ্চিমে—গঙ্গা।

ওয়ার্ড নং ৩। বড়তলা। উত্তরে—গ্রে ষ্ট্রীট ও উল্টাডিঙ্গি রোড। দক্ষিণে—বিডন ষ্ট্রীট ও মাণিকতলা রোড। পূর্ব্বে—সার্কুলার ক্যানেল। পশ্চিমে—অপার চিৎপুর রোড।

ওয়ার্ড নং ৪। সুকিয়াস্ ষ্ট্রীট্। উত্তরে—বিডন ষ্ট্রীট ও মাণিকতলা রোড। দক্ষিণে—কেশব সেন ষ্ট্রীট ও গ্যাস ষ্ট্রীট। পূর্ব্বে—সার্কুলার ক্যানেল ও অপার সার্কুলার রোড। পশ্চিমে—কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।

ওয়ার্ড নং ৫। জোড়াবাগান। উত্তরে নিমতলা ঘাট ষ্ট্রীট। দক্ষিণে—কটন ষ্ট্রীট ও মীরবহর ঘাট ষ্ট্রীট। পূর্ব্বে—অপার চিৎপুর রোড। পশ্চিমে—গঙ্গা।

ওয়ার্ড নং ৬। জোড়াসাঁকো। উত্তরে বিডন ষ্ট্রীট। দক্ষিণে —মেছুয়া বাজার ষ্ট্রীট। পূর্ব্বে কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট। পশ্চিমে—অপার চিৎপুর রোড।

ওয়ার্ড নং ৭। বড়বাজার। উত্তরে—মীরবহর ঘাট ষ্ট্রীট ও কটন ষ্ট্রীট। দক্ষিণে—লালবাজার ষ্ট্রীট, ডালহাউসি স্কয়ার নর্থ, ফেয়ার্লি প্লেস এবং তথা হইতে সোজা গঙ্গার ধার। পূর্ব্বে—লোয়ার চিৎপুর রোড। পশ্চিমে—গঙ্গা।

ওয়ার্ড নং ৮। কলুটোলা। উত্তরে—মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট। দক্ষিণে—বহুবাজার ষ্ট্রীট। পূর্ব্বে কলেজ ষ্ট্রীট। পশ্চিমে—লোয়ার চিৎপুর রোড।

ওয়ার্ড নং ৯। মুচিপাড়া। উত্তরে—কেশব সেন ষ্ট্রীট ও গ্যাস্ ষ্ট্রীট। দক্ষিণে—বহুবাজার ষ্ট্রীট ও বেলেঘাটা রোড। পূর্ব্বে-সার্কুলার ক্যানেল। পশ্চিমে—কলেজ ষ্ট্রীট।

ওয়ার্ড নং ১০। বহুবাজার। উত্তরে—বহুবাজার ষ্ট্রীট। দক্ষিণে—ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট। পূর্ব্বে—ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট। পশ্চিমে—বেন্টিঙ্ক ষ্ট্রীট।

ওয়ার্ড নং ১১। পদ্মপুকুর। উত্তরে—বহুবাজার ষ্ট্রীট দক্ষিণে —ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট। পূর্ব্বে—লোয়ার সার্কুলার রোড। পশ্চিমে—ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট।

ওয়ার্ড নং ১২। ওয়াটালু ষ্ট্রীট। উত্তরে—লালবাজার ষ্ট্রীট, ডালহাউসি স্কয়ার নর্থ, ফেয়ার্লিপ্লেস ও তথা হইতে সোজা গঙ্গার ধার। দক্ষিণে—এস্প্লানেড পূর্ব্ব ও পশ্চিম লরেন্স রোড। পূর্ব্বে বেন্টিঙ্ক ষ্ট্রীট। পশ্চিমে—গঙ্গা।

ওয়ার্ড নং ১৩। ফিনিক বাজার। উত্তরে—ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট। দক্ষিণে কিড ষ্ট্রিট ও রিপণ ষ্ট্রীট। পূর্ব্বে—ওয়েলেস্লি ষ্ট্রীট। পশ্চিমে—চৌরঙ্গি রোড ও ফ্রিস্কুল ষ্ট্রিটের কিয়দংশ।

ওয়ার্ড নং ১৪। তালতলা। উত্তরে ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট। দক্ষিণে—রিপণ ষ্ট্রীট। পূর্ব্বে—লোয়ার সার্কুলার রোড। পশ্চিমে—ওয়েলেস্লি ষ্ট্রীট।

ওয়ার্ড নং ১৫। কলিঙ্গা। উত্তরে—রিপণ ষ্ট্রিট। দক্ষিণে—থিয়েটার রোড। পূর্ব্বে—লোয়ার সার্কুলার রোড। পশ্চিমে—ওয়েলেস্লি ষ্ট্রীট ও উড ষ্ট্রিট্।

ওয়ার্ড নং ১৬। পার্কষ্ট্রীট। উত্তরে—কিড ষ্ট্রীট ও রিপণ ষ্ট্রীট। দক্ষিণে—থিয়েটার রোড। পূর্ব্বে—উড ষ্ট্রীট ও ওয়েলস্‌লি ষ্ট্রীট। পশ্চিমে—চৌরঙ্গি রোড।

ওয়ার্ড নং ১৭। বামন বস্তি। উত্তরে—থিয়েটার রোড। দক্ষিণে—লোয়ার সার্কুলার রোড। পূর্ব্বে—লোয়ার সার্কুলার রোড। পশ্চিমে—চৌরঙ্গি রোড।

ওয়ার্ড নং ১৮। ট্যাংরা। উত্তরে—বেলেঘাটা ক্যানেল ও পাগলাডাঙ্গা রোড। দক্ষিণে—তিলজলা রোড ও তপসিয়া রোড, দক্ষিণ। পূর্ব্বে—পাগলডাঙ্গা রোড, চিংড়িহাটা রোড, ট্যাংরা রোড, দক্ষিণ তপসিয়া রোড, উত্তর হিউঘেস রোড, নূতন রাস্তা, তপসিয়া রোড ও দক্ষিণ হিউঘেস রোডের সঙ্গমস্থল। পশ্চিমে—কাঁকুড়গাছি কর্ড ও ই, বি, রেল।

ওয়ার্ড নং ১৯। ইটালি। উত্তরে—বেলিয়াঘাটা রোড, সার্কুলার ও বেলিয়াঘাটা ক্যানেল। দক্ষিণে—বেণিয়াপুকুর রোড, ফুলবাগান রোড, ইটালি সাউথ রোড ও ক্রিষ্টোফার রোড। পূর্ব্বে কাঁকুড়গাছি কর্ড, ও ই, বি, রেল। পশ্চিমে—লোয়ার সার্কুলার রোড।

ওয়ার্ড নং ২০। বেনিয়াপুকুর। উত্তরে—বেনিয়াপুকুর রোড, ফুলবাগান রোড, সাউথ ইটালি ও ক্রীষ্টফার রোড। দক্ষিণে—বেকবাগান লেন এবং লোয়ার সার্কুলার রোডের কোণ হইতে কলিকাতা ইম্‌প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের নূতন রাস্তা, এবং পার্ক সার্কাস ও নিউ পার্ক ষ্ট্রীটের নূতন ৬০ ফুটের সঙ্গমস্থল পর্য্যন্ত এবং কলিকাতা ইপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট রোড হইতে ই,বি, রেল পর্য্যন্ত। পূর্ব্বে—কাঁকুড়গাছি কর্ড ও ই, বি, আর। পশ্চিমে—লোয়ার সার্কুলার রোড।

ওয়ার্ড নং ২১। বালিগঞ্জ। উত্তরে—লোয়ার সার্কুলার রোড, কলিকাতা ইম্‌প্রুমেণ্ট ট্রাষ্টের নূতন রাস্তা; বেকবাগান লেন ও লোয়ার সার্কুলার রোডের কোণ হইতে বাহির হইয়া পার্ক সার্কাস ও নিউ পার্ক ষ্ট্রীটের নূতন ৬০ ফুট পর্য্যন্ত। কলিকাতা ইপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের দুর্গা রোড হইতে ই, বি, রেলের দিকে গিয়াছে এবং তিলজলা রোড ও তপসিয়া রোড দক্ষিণ লাইনের সঙ্গমস্থল পর্য্যন্ত। দক্ষিণে—হাজরা রোড, বণ্ডেল রোড এবং ই, বি, রেল হইতে সোজা তিলজলা মসজিদবাড়ী লেনের দক্ষিণ

প্রান্ত পর্য্যন্ত। পূর্ব্বে—তপসিয়া রোড সাউথ, তিলজলা মসজিদবাড়ী লেন ও ই, বি, আর। পশ্চিমে—ল্যান্সডাউন রোড।

ওয়ার্ড নং ২২। ভবানীপুর। উত্তরে—লোয়ার সার্কুলার রোড। দক্ষিণে—বলরাম বসুর ঘাট হইতে পূর্ব্বদিকে বলরাম বসুর রোড ও কালীঘাট রোডের সঙ্গমস্থল। তথা হইতে কালীঘাট রোডের কিয়দংশ ও রসা রোড কালীঘাটের সঙ্গমস্থল। দক্ষিণে—রসা রোড ও হাজরা রোডের মোড় পর্য্যন্ত; পূর্ব্বে হাজরা রোড ও ল্যান্সডাউন রোডের সঙ্গমস্থল। পূর্ব্বে—ল্যান্স্‌ডাউন রোড। পশ্চিমে—টালির নালা ও জিরাট ব্রিজ অ্যাপ্রোচ্‌।

ওয়ার্ড নং ২২ এ। কালীঘাট। উত্তরে—বলরাম বসু ঘাট রোড এবং কালীঘাট রোডের কিয়দংশ। দক্ষিণে—নেপাল ভট্টাচার্য্যের ষ্ট্রীট, সদানন্দ রোড ও রাসবিহারি এ্যাভিনিউএর কিয়দংশ। পূর্ব্বে—রসা রোড। পশ্চিমে টালির নালা।

ওয়ার্ড নং ২৩। আলিপুর। উত্তরে—টালির নালা। দক্ষিণে—টালিগঞ্জ, সার্কুলার রোড ও পোর্টকমিশনারের জমির দক্ষিণ হইতে ডায়মণ্ড হারবার রোডের সঙ্গমস্থল পর্য্যন্ত। পূর্ব্বে—টালির নালা। পশ্চিমে—ডায়মণ্ডহারবার রোড ও খিদিরপুর ব্রিজ এ্যাপ্রোচ্‌।

ওয়ার্ড নং ২৪। একবালপুর। উত্তরে—সার্কুলার গার্ডেনরিচ রোড। দক্ষিণে—সাপুর রোড, গড়াগাছা রোড ও তারাতলা রোড। পূর্ব্বে ডায়মণ্ডহারবার রোড। পশ্চিমে—হাইড রোড।

ওয়ার্ড নং ২৫। ওয়ার্ডগঞ্জ ও হেষ্টিংস্‌। উত্তরে—ক্লাইভ রোড, ট্রাণ্ড রোড এবং ষ্ট্রাণ্ড রোডের দক্ষিণ হইতে গঙ্গা পর্য্যন্ত। দক্ষিণে—সার্কুলারগার্ডেন রিচ রোড ও পুরাতন তারাতলা রোডের দক্ষিণপ্রান্ত। পূর্ব্বে—সেণ্ট জর্জের গেট রোড, খিদিরপুর ব্রিজ এ্যাপ্রোচ্‌ ও হাইড রোড। পশ্চিমে পুরাতন তারাতলা রোডের পশ্চিম প্রান্ত এবং গঙ্গা।

ওয়ার্ড নং ২৬। গার্ডেনরিচ। উত্তরে—সাহাপুর রোড, গড়াগাছা রোড, পুরাতন তারাতলা রোডের দক্ষিণ প্রান্ত এবং গঙ্গা। দক্ষিণে—পোর্ট কমিশনারের জমি। পূর্ব্বে—ডায়মণ্ডহারবার

রোড, পুরাতন তারাতলার পশ্চিম প্রান্ত এবং গঙ্গা। পশ্চিমে—পোর্ট কমিশনারের জমি।

ওয়ার্ড নং ২৭। টালিগঞ্জ। উত্তরে—বণ্ডেল রোড, হাজরা রোড এবং নেপাল ভট্টাচার্য্যের ষ্ট্রীট হইতে টালির নালা। দক্ষিণে—টালিগঞ্জ সার্কুলার রোড এবং ই, বি, রেল বজ বজ ব্রাঞ্চ। পূর্ব্বে—রসারোড সাউথ ও ই, বি, রেল লাইন। পশ্চিমে—রসা রোড সাউথ ও টালির নালা।

ওয়ার্ড নং ২৮। বেলিয়াঘাটা। উত্তরে—নারিকেলডাঙ্গা মেন রোড। দক্ষিণে—বেলেঘাটা ক্যানেল। পূর্ব্বে—নূতন ক্যানেল। পশ্চিমে—সার্কুলার ক্যানেল।

ওয়ার্ড নং ২৯। মানিকতলা। উত্তরে—নূতন ক্যানেল। দক্ষিণে—নারিকেলডাঙ্গা মেন রোড। পূর্ব্বে—নূতন ক্যানেল। পশ্চিমে—সার্কুলার ক্যানেল।

ওয়ার্ড নং ৩০। বেলগাছিয়া। উত্তরে—পাইকপাড়া রোড ও বেলগেছিয়া রোড। দক্ষিণে—সার্কুলার ক্যানেল ও নূতন ক্যানেল। পূর্ব্বে—ই, বি, আর। পশ্চিমে—বারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড।

ওয়ার্ড নং ৩১। সাতপুকুর। উত্তরে কালিচরণ ঘোষের রোড ও রামকৃষ্ণ ঘোষের লেন। দক্ষিণে—পাইকপাড়া রোড ও বেলগাছিয়া রোড। পূর্ব্বে—ই, বি, আর। পশ্চিমে—বারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড।

ওয়ার্ড নং ৩২। কাশীপুর। উত্তরে—প্রামাণিক ঘাট রোড, কাশীপুর রোড ও কাশীনাথ দত্তের রোড। দক্ষিণে—সার্কুলার ক্যানেল। পূর্ব্বে—বারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড। পশ্চিমে—গঙ্গা।

অ

অকল্যাণ্ড প্লেস—৩।১৪, অকল্যাণ্ড স্কয়ার। অকল্যাণ্ড স্কয়ার—রাউডন ষ্ট্রীট। অকল্যাণ্ড রোড—ইডেন গার্ডেনের উত্তর। অক্রুর দত্তের লেন—৩৯, ওয়েলিংলন ষ্ট্রীট। অখিল মিস্ত্রির লেন—১৮ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট। অদ্বৈত মল্লিক লেন—৪, যোগেন দত্ত লেন। অন্নদা নিয়োগী লেন—২।৬।এ রামকৃষ্ণ লেন—অনাথ দেবের লেন—১১।১ বি বিডন

রো (দর্জ্জিপাড়া)। অনাথনাথ দেব লেন—৩১।১, বেলগাছিয়া রোড ও নিউ রোড। অনাথবাবুর বাজার লেন—১৫৯, মাণিকতলা ষ্ট্রীট্। অন্নদা প্রসাদ ষ্ট্রীট—২৬ বি, কালী দত্ত ষ্ট্রীট। অপার উড ষ্ট্রীট,—১৩, থিয়েটার রোড। অপার চিৎপুর রোড ৮৭।১ লোয়ার চিৎপুর রোড হইতে আরম্ভ, ১৩৮ মেছুয়া বাজার হইতে বাগবাজার পর্য্যন্ত চিৎপুর রোডের অংশ। অপার সার্কুলার রোড—১৪৯।১, বহুবাজার ষ্ট্রীট, (শিয়ালদহ ষ্টেশনের চৌমাথা হইতে শ্যামবাজারের চৌমাথা পর্য্যন্ত)। অপূর্ব্বমিত্ররোড—পি ১৩৮, রসা রোড সাউথ। অর্ফ্যানগঞ্জ রোড—১, ডায়মণ্ডহারবার রোড (খিদিরপুর)। অবিনাশ মিত্রের লেন—৪৮, বিডন রো। অবিনাশ শাসমল লেন—১৩৯, রাজা রাজেন্দ্র লাল মিত্র রোড। অভয় গুহ রোড—১৫২।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট। অভয় ঘোষের লেন—৯০।২, গ্রেষ্ট্রীট। অভয় মিত্রের ষ্ট্রীট—১৬৪, অপার চিৎপুর রোড (কুমারটুলি)। অভয় সরকারের লেন—৩।৩, পদ্মপুকুর রোড (খিদিরপুর)। অভয় সাহা লেন—৫ রামকৃষ্ণ লেন। অভয় হালদারের লেন—১৩, মদন বড়ালের লেন (বহুবাজার)। অমৃত ব্যানার্জী রোড—পি ৫৬, রসা রোড সাউথ। অশ্বিনী দত্ত রোড—মনোহরপুর রোড ও পণ্ডিতিয়া রোডের সংযোজক রাস্তা। অশোক রোড—ওয়ার্ড ২৭, মহানির্ব্বান রোড। অক্ষয় বসুর লেন—১১৬।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট। অক্ষয় দত্তের লেন—২৬, নিমতলা ঘাট ষ্ট্রীট।

আ

আউটরাম ষ্ট্রীট—৫, সর্ট ষ্ট্রীট। আউটরাম রোড—ডাফ্রিন রোড ও খিদিরপুর রোডের সঙ্গম স্থল। আগামেদী ষ্ট্রীট—৩, কমেদন বাগান লেন। আনন্দ লেন—৬১, রাজা নবকৃষ্ণ ষ্ট্রীট। আনন্দ খাঁর লেন—২১, বেনেটোলাষ্ট্রীট। আনন্দ চ্যাটার্জ্জি লেন—২০, বাগবাজার ষ্ট্রীট। আনন্দপালিত রোড—৭৪, সাউথ রোড (ইটালি)। আব্দুল রাজ্জ রোড—১ মনহর পুকুর রোড। আমড়াতলা লেন—৩, আমরাতলা ষ্ট্রীট। আমড়াতলা ষ্ট্রীট—৭১।১১, ক্যানিং ষ্ট্রীট। আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট—১৬৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট। আমহার্ষ্ট রো—৭৪।৫, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রিট।

আর্ম্মেনিয়ান ষ্ট্রীট—৭, খঙ্গরা পটি ষ্ট্রীট। আর, জি, কর রোড—১নং ওয়ার্ড। আরপুলি লেন—৩৩, কলেজ ষ্ট্রীট। আরিফ রোড —৬।১, ক্যানেল ইষ্ট রোড (উল্টোডাঙ্গা পুলের নিকট)। আয়রণ সাইড রোড—ওল্ড, বালিগঞ্জ রোডের নিকট। আলবার্ট রোড—১৮, ক্যামাক ষ্ট্রীট। আর্ল ষ্ট্রীট—২ কুপার ষ্ট্রীট। আলিপুর পার্ক রোড—রাজা সন্তোষ রোড (ষ্ট্রীট এণ্ড ওয়েষ্ট)। আলিপুর পার্ক প্লেস্—ওয়ার্ড ২৩, আলিপুর পার্ক রোড। আলিপুর রোড—২৩ নং ওয়ার্ড, জিরাট ব্রিজ। আলিমুদ্দিন ষ্ট্রীট—৮, ওয়েলেস্‌লি স্কয়ার। আলেন গার্ডেন—২৮, পার্ক ষ্ট্রীট। আলন বি রোড—৩৯, এলগিন রোড, আশুতোষ দের লেন—৩১, মাণিকতলা ষ্ট্রীট। আশুতোষ শীলের লেন—৫।২, সুকিয়া ষ্ট্রীট। আশুবিশ্বাস রোড—২৪, দক্ষিণ চক্রবেড়িয়া রোড—আশুতোষ মুখার্জ্জী রোড—২২, ওয়ার্ড (ভবানীপুর)। আশুবাবুর লেন—১৩০।৪, সার্কুলার গার্ডেন রিচ রোড, (খিদিরপুর)। আসগার মিস্ত্রীর লেন—১৮ ওয়ার্ড, গোবরা গোরস্থান রোড। আসটন রোড—৩৮ উত্তর চক্রবেড়িয়া রোড। আহিরীটোলা ষ্ট্রীট—১০৫—দর্ম্মামাঠা ষ্ট্রীট ঐ ১ম লেন—১৫০, আহিরীটোলা ষ্ট্রীট। ঐ ২য় লেন—১০৩।১, আহিরীটোলা ষ্ট্রীট। আহিরীটোলা বাই লেন—৪৯, আহিরীটোলা ষ্ট্রীট। আহিরীপুকুর রোড—১৬।এ, আহিরী পুকুর ১ম লেন। ঐ ১ম লেন—৩৪, বেক বাগান রো (বালিগঞ্জ)। ঐ ২য় লেন—৬।এ, আহিরী পুকুর রোড।

ই

ইউরোপীয়ান এসাইলম লেন—৭৯।এ, লোয়ার সার্কুলার রোড। ইডেন হাঁসপাতাল রোড—২০।২ ফিয়ার্স লেন। ইডেন হাঁসপ্যতাল লেন—৩৩, ইডেন হাঁসপাতাল রোড। ইডেন গার্ডেন রোড—দক্ষিণে ষ্ট্রাণ্ড রোড, ইডেন গার্ডেনের পূর্ব্ব। ইণ্ডিয়ান মিরার ষ্ট্রীট—৯০, ওয়েলেসলি ষ্ট্রীট। ইন্দ্ররায় রোড—১৫৪, রসা রোড। ইব্রাহিম রোড—ওয়ার্ড ২৪। ইমদাদ আলির লেন—৫১, তালতলা লেন। ইমামবক্স লেন—১০৪।১এ, দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীট (সোণাগাছি)। ইলিয়ট

রোড—১৮, রিপণ ষ্ট্রীট। ইলিয়ট লেন—২৮ রিপণ ষ্ট্রীট। ইসমাইল ষ্ট্রীট—৩১, ফুলবাগান রোড। ইষ্ট কুলিয়া রোড—১০১, বেলিয়াঘাটা মেইন রোড। ইসলাম লেন—৭ হাতী বাগান রোড (নর্থ ইটালী) ইস্মাইল মদন লেন, ১৪ জ্যাকেরিয়া ষ্ট্রীট।

ঈ

ঈশ্বরচক্রবর্ত্তী লেন—৬।১ ঈশ্বর মিল লেন। ঈশ্বর মণ্ডলের লেন—১৮নং ওয়ার্ড, ট্যাংরা রোড সাউথ। ঈশ্বর গাঙ্গুলির লেন—৬০।১, হালদারপাড়া রোড। ঈশ্বর ঠাকুরের লেন— ৪১।২, বিডন রো। ঈশ্বর মিল লেন— ২১।বি, গোয়াবাগান ষ্ট্রীট। ঈশ্বর মিল বাই লেন—৮।সি ঈশ্বর মিল লেন।

উ

উইলিয়মস্ লেন—২এ, ম্যাকারথি লেন (জেলে পাড়ার রাস্তা)। উজীর চৌধুরী রোড—৪, ক্যানাল ইষ্ট রোড। উডষ্ট্রীট—২২, পার্কষ্ট্রীট (বামনবস্তি রাস্তা)। ঐ অপার—১৩ থিয়েটার রোড। উডবার্ণ রোড—২৩৪।২, লোয়ার সার্কুলার রোড। উড়িয়াপাড়া লেন—ইটালি বাজার। ঐ—৩৯, হাওড়া রোড। উত্তরপাড়া লেন—বারাকপুর ট্রাঙ্করোড ও গোপাল চাটার্জ্জি রোড। উমাকান্ত সেন লেন—৩১, ওয়ার্ড। উমাদাসের লেন—৬৫, ফ্রি স্কুল ষ্ট্রীট (জানবাজার)। উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্রের লেন—১০২, হাওড়া রোড। উমানন্দ রোড—৩৬।১ এলগিন রোড। উমেশচন্দ্র দত্তের লেন—৪।১, বিডন ষ্ট্রীট। উলিউল্লা লেন—১৪ ওয়ার্ড, ওয়েলসলি স্কোয়ার। উন্টাডিঙ্গি রোড—২৩৪।২ অপার সার্কুলার রোড। উন্টাডিঙ্গি রোড— ৬ ক্যানাল ইষ্ট রোড। উলটাডিঙ্গি জং রোড—হালসি বাগান রোড ও রাজাদীনেন্দ্র ষ্ট্রীট।

এ

একডেলিয়া রোড—১৪।১ গড়িয়াহাট রোড। একবালপুর গলি—৪০—একবালপুর রোড, খিদিরপুর।

একবালপুর রোড—৪, ভূকৈলাশ রোড। একবালপুর লেন—২৪ নং ওয়ার্ড। একার রোড—২০৩, লোয়ার সার্কুলার রোড। এক্সিবিশান

রোড—ওয়ার্ড ২১। এজরা ষ্ট্রিট—১৩, রাধাবাজার ষ্ট্রীট, ডোম টুলি। এজরাম্যানসন—১০ নং গভর্ণমেণ্ট প্লেস। এণ্টনিবাগান লেন—৬৩, অপার সার্কুলার রোড। এলগিন রোড—১৫, ল্যান্সডাউন রোড। এসপ্লানেড রো ওয়েষ্ট—১, ষ্ট্রাণ্ড রোড। এসপ্লানেড রো ইষ্ট—১৭, গভর্ণমেণ্ট প্লেস ইষ্ট।

ও

ওনরাইৎ ১ম লেন—৮৩ বি, সাউথ রোড, ইটালি। ওনরাইৎ—৮২, সাউথ রোড, ইটালি। ওমদা রাজার লেন—১৩৫, বেলেঘাটা রোড। ওয়াটগঞ্জ স্কয়ার—৯২, গার্ডেন রিচ রোড। ওয়াটগঞ্জ ষ্ট্রীট—১৩৪, সার্কুলার গার্ডেনরিচ রোড, খিদিরপুর। ওয়াটারলু ষ্ট্রীট—১০, গভর্ণমেণ্ট প্লেস ইষ্ট। ওয়ার্ড ইনষ্টি- টিউসন ষ্ট্রীট—৭।১, মানিকতলা রোড। ওয়েডারবার্ণ রোড—৪৮।এ, যতিনদাস রোড। ওয়েভারলি লেন—৮৭।বি, সুরেন্দ্রনাথ বানার্জ্জি-রোড। ওয়েলিংটন লেন—৩, শাঁখারিটোলা লেন। ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট—৮৩, বহুবাজার ষ্ট্রীট। ওয়েলিংটন স্কোয়ার—৩৯, ওয়েলিংটন ট। ওয়েলেসলি প্লেস্—৩২।১, ডালহাউসি স্কয়ার সাউথ। ওয়েলেসলি স্কোয়ার—৭৫, ওয়েলেসলি ষ্ট্রীট। ওয়েলেসলি ষ্ট্রীট—৪৯।১, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট। ওয়েলেসলি ১ম লেন—১৪নং ওয়ার্ড, ওয়েলেসলি ষ্ট্রীট। ওয়েলেসলি ২য় লেন—৫ টার্ণার ষ্ট্রীট। ওয়েষ্টন ষ্ট্রীট—৭২।১০, বেণ্টিঙ্ক ষ্ট্রীট। ওলাইচণ্ডী রোড—৩০নং ওয়ার্ড, বেলগাছিয়া রোড ওল্ডকোর্টহাউস কর্ণার—২২, লালবাজার (লালগির্জ্জার পূর্ব্ব রাস্তা)। ওল্ডকোর্টহাউস লেন—১, লায়ন্‌সরেন্স। ওল্ড কোর্টহাউস ষ্ট্রীট—১০, গভর্ণমেণ্ট প্লেস ইষ্ট (লালদিঘির পূর্ব্ব রাস্তা)। ওল্ড চিনাবাজার ষ্ট্রীট—৬৩। জে, রাধাবাজার ষ্ট্রীট। ওল্ড পোষ্ট আফিস ষ্ট্রীট—৫, হেষ্টিং ষ্ট্রীট। ওল্ড বালিগঞ্জ রোড—২১ নং ওয়ার্ড, ব্রাইট ষ্ট্রীট। ওল্ড বালিগঞ্জ ১ম লেন ও ২য় লেন—২১ ওয়ার্ড, ব্রাইট ষ্ট্রীট। ওস্তাগরের লেন—১২।১, জাননগর রোড।

ক

ককলার লেন—৬৮, মনোহর পুকুর রোড। ককবর্ণস লেন—১৩, রয়েড ষ্ট্রীট। কটন ষ্ট্রীট—৫৬, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, তুলাপটী।

কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট—৫৬ কলেজ ষ্ট্রীট (ঠনঠনিয়া)। কর্ণওয়ালিস স্কোয়ার—১২৭ মাণিকতলা ষ্ট্রীট। কর্ণফিল্ড রোড—১২, সুইন হো ষ্ট্রীট বালিগঞ্জ। কনভেণ্ট রোড—৫৩, লোয়ার সার্কুলার রোড, ইটালি। কনভেণ্ট লেন—১৯নং ওয়ার্ড, ট্যাংরা রোড (ইটালি)। কনভেণ্ট স্কোয়ার—১নং ওয়ার্ড। কনুলালের লেন—৫৫, বটতলা ষ্ট্রীট। কপিবাগান লেন—১৯, নন্দলাল বসু লেন। কাপালিটোলা লেন—১, ক্ষীরুর লেন। কর্পোরেশন প্লেস—চৌরঙ্গী ও হগ ষ্ট্রীট। কবির রোড—৩৬০,রসারোড সাউথ। কমার্শিয়াল বিল্ডিংস—ষ্টাণ্ড রোড (উত্তর)। কমিসারিয়েট রোড—২৫ ওয়ার্ড (হেষ্টীংস)। কয়লা ঘাটা ষ্ট্রীট—১৪ ষ্ট্রাণ্ড রোড। কয়লা সড়ক রোড—৩৬, সার্কুলার গার্ডেনরিচ রোড, খিদিরপুর। কয়লা সড়ক লেন—২৪, ভেণ্টমিশন রোড। কম্বলিটোলা লেন—৩৪ শ্যামবাজার ষ্ট্রীট। করফর্ম্মা লেন—৪৮, দর্ম্মাহাটা ষ্ট্রীট। করবলা মহম্মদ ষ্ট্রীট—২৩, আমড়াতলা ষ্ট্রীট, মুরগীহাটা। করিমবক্স লেন ২০ ওয়েলেসলিষ্ট্রীট। কারিমবক্স লেন—৯ লক গেট রোড। করিম হোসেন লেন—২০ ও ২১নং ওয়ার্ড কড়েয়া রোড। করিসচার্চ্চ লেন—৩২।২ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট (মির্জ্জাপুর দপ্তরীপাড়া)। কলভার্ট রোড—৩ ওমদা রাজা লেন (বেলেঘাটা)। কলিন ষ্ট্রীট—৩২, সুরেন্দ্রনাথ বানার্জ্জী রোড। কলিমুদ্দিন সরকারের লেন—১৩৮, বেলেঘাটা মেন রোড। কলিমুদ্দিন লেন—৪, সারতউল্লা লেন। কলুটোলা লেন—১২, কলুটোলা ষ্ট্রীট—৩১ ও ৩২ লোয়ার চিৎপুর রোড। কলেজ লেন—৯, কলেজ স্কোয়ার। কলেজ ষ্ট্রীট—২১২, বহুবাজার ষ্ট্রীট। কলেজ স্কয়ার—৫৩।১, কলেজ ষ্ট্রীট। কলেজ ষ্ট্রীট বাই লেন—৯নং ওয়ার্ড। কলেজ রো—৫৭।এ, কলেজ ষ্ট্রীট। কসাইপাড়া লেন—২৩, দরগা রোড। কসাই বস্তির ১ম লেন—৪৬।৮, ক্যানাল ইষ্ট রোড। ঐ ২য় লেন—৭৩ নারিকেলডাঙ্গা নর্থ রোড। ঐ ক্রস লেন—৪৭।৬, ক্যানাল ইষ্ট রোড। কংগ্রেস একজিবিশন রোড—২১ ওয়ার্ড পার্কষ্ট্রীট। কাউই লেন—২৬, ফ্রিস্কুল ষ্ট্রীট। কাউন্সিল হাউস ষ্ট্রীট—৯, হেয়ার ষ্ট্রীট (পাথুরিয়া গীর্জ্জার পূর্ব্ব রাস্তা)। কাঁকুড়গাছি রোড—১১৬, মাণিকতলা মেন রোড। কাঁকুড়গাছি দ্বিতীয় লেন—২৩৪, মাণিকতলা

মেন রোড। ঐ ১ম লেন—২৭, কাঁকুড়গাছি রোড। ঐ ৩য় লেন—১৮৯, মানিকতলা মেন রোড। কাঁকুলিয়া রোড—১৬, ফের্ণ রোড। কাটগোলা লেন—৬৬, দরমাহাটা ষ্ট্রীট। কাঁটাপুকুর লেন—২৩, বাগবাজার ষ্ট্রীট। কাটুয়াখাটি রোড—৪, ভবাণীপুর রোড। কাটুয়াখাটি লেন—৮১১, শাঁখারিপাড়া রোড, ভবাণীপুর। কার্ত্তিক বসুর লেন—৬৪।এ, গ্রে ষ্ট্রীট। কানাই ধর লেন—১১, ছুতার পাড়া লেন। কানাই মুখার্জ্জির লেন—১১৩, হরতকী বাগান লেন। কানাই শীল ষ্ট্রীট,—৭১।১ কলুটোলা ষ্ট্রীট। কানাইলাল শেঠ ষ্ট্রীট—৮২, বড়তলা ষ্ট্রীট। কানুলাল লেন—৫৫, বড়তলা ষ্ট্রীট। কাপালি বাগান লেন—ওয়ার্ড ১৯, চিংড়িহাটা রোড হইতে। কামারডাঙ্গা রোড—ওয়ার্ড ১৮।১৯, পটারি রোড। কায়সার ষ্ট্রীট—৩০২।১, আপার সার্কুলার রোড, শিয়ালদহ। কারফর্ম্মা লেন—১৮, দর্ম্মাহাটা ষ্ট্রীট। কারবালা ট্যাঙ্ক লেন—১৩৮।১, আপার সার্কুলার রোড। কারবালা মহম্মদ ষ্ট্রীট—২৩ আমড়াতলা ষ্ট্রীট। কালভার্ট রোড—৩, ওমদা রাজা লেন (বালিগঞ্জ) কালাকার লেন—৩৮১১ শিবতলা ষ্ট্রীট। কালাকার ষ্ট্রীট—৫৫ বাঁশতলা ষ্ট্রীট বড়বাজার। কালাচাঁদ পতিতুণ্ডি লেন—২৪। বি রাণী রোড। কাঁলাচাঁদ সান্যালের লেন—১০৩ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট শ্যামবাজার। কালিদাস দত্তের লেন—৩১, হিদারাম বানার্জ্জি লেন, বহুবাজার। কালিদাস পতিতুণ্ডি লেন—১৩৬।২, কালীঘাট রোড। কালিদাস সিংহের লেন—৭২, মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট। কালীদাস লেন—১৬, শাঁখারি-টোলালেন। কালী লেন—২৭৫।সি, কালীঘাট রোড। কালীকুমার বানার্জ্জির লেন—৫, বারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড। ৫। কালীতারা বসুর লেন—১৬১, বেলেঘাটা মেন রোড। কালীনাথ বানার্জ্জি লেন—১১৭, মাণিকতলা রোড। কালীঘাট রোড—১৪৪, আশুতোষ মুখার্জ্জির রোড। কালীচরণ ঘোষের রোড—৩১ ওয়ার্ড। কালীচরণ শেঠের লেন—৩১, সাউথ সিথি রোড। কালী টেম্পল রোড—২৪৭, কালীঘাট রোড। কালীদত্তের ষ্ট্রীট—৩১, গ্রে ষ্ট্রীট। কালী মিত্রের লেন—৫, হরিঘোষ ষ্ট্রীট। কালীমোহন বানার্জ্জির লেন—১৬২ আশুতোষ মুখার্জ্জি রোড। কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তীর ষ্ট্রীট—১৮৫, আপার চিৎপুর রোড (বাগবাজার)।

কালীপ্রসন্ন সিংহ রোড—৬।২৬, কাশীপুর রোথ। কালীবিশ্বাসের লেন—৩৪, বিডন ষ্ট্রীট। কালী সোমের ষ্ট্রীট—৬৮, আপার সার্কুলার রোড। কানু ঘোষের লেন—৯, সুকিয়াস ষ্ট্রীট। কাশীঘোষের লেন—১৫৪, মাণিকতলা ষ্ট্রীট। কাশীমিত্রের ঘাট ষ্ট্রীট—২৫১, অপার চিৎপুর রোড। কাশী-বোসের লেন—২৮।১।১, হরিঘোষ ষ্ট্রীট। কাশীনাথ দত্তের রোড—৪৭, ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড। কাশীদত্তের ষ্ট্রীট—৭৩।২, নিমতলা ষ্ট্রীট। কাশীনাথ মল্লিকের লেন—২, রামলোচন মল্লিক ষ্ট্রীট। কাশীপুর রোড—চিৎপুর ব্রিজের উত্তর দিকে। কাশীশ্বর চাটার্জ্জি লেন—১১।১, প্রামাণিক ঘাট রোড। কাসারিপাড়া রোড—৬৯, শম্ভুনাথ পণ্ডিতের ষ্ট্রীট (ভবানীপুর)। কাসারিপাড়া লেন—১১, কাঁসারিপাড়া রোড—ভবানীপুর)। কাসুন্দিয়া রোড—১১৮, খুরুট রোড (হাওড়া)। (কাসুয়াবিনা এভিনিউ—খিদিরপুর রোড হইতে। কিড ষ্ট্রীট—৩০, চৌরঙ্গী রোড। কিড লেন—১২, কিড ষ্ট্রীট। কিম্বার ষ্ট্রীট—ঝাউতলা রোড। কিশোরী মুখার্জ্জি লেন—২৭, মদন মিত্রের লেন। কিংস রোড ১, হাওড়া রোড। কীর্ত্তি মিত্রের লেন—২, মোহনবাগান রো। কীর্ত্তিবাস লেন—ওয়ার্ড ২৭। কুইন্স পার্ক—২৮, ওল্ড বালিগঞ্জ রোড। কুণ্ডুর রোড—২০।২, কাঁসারিপাড়া রোড, ভবানীপুর। কুণ্ডু চৌধরী লন—৭০, নিমতলা ষ্ট্রীট। কুণ্ডুলেন—৭১।বি, বেলগাছিয়া রোড। কুপার ষ্ট্রীট—৯৬, ল্যান্সডাউন রোড। কুমারটুলি স্কয়ার—২, ওয়াড, নন্দরাম সেন ষ্ট্রীট ও অভয় চরণ মিত্র ষ্ট্রীট। কুমারটুলি ষ্ট্রীট—১।২, গঙ্গাপ্রসাদ লেন। কুলিয়া ট্যাংরা ১ম লেন—ক্যানেল সাউথ রোড। সাউথ রোড। কুষ্টিয়া রোড—৫, পিকনিক্ গার্ডেন রোড। কুষ্টিয়া মসজিদ বাড়ি রোড—২১ ওয়ার্ড, কুষ্টিয়া রোড। কৃপানাথের লেন—৫৯, শোভাবাজার ষ্ট্রীট। কৃপানাথ দত্তের রোড—৬, বারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড। কৃষ্ণলাল দাসের রোড—১০৯, কাশীপুর রোড। কৃষ্ণ লাহার লেন—২১, গবিন্দ সরকার লেন। কৃষ্ণবিহারী সেনের ষ্ট্রীট—১১২।১, হ্যারিসন রোড। কৃষ্ণদাস কুণ্ডুর ষ্ট্রীট—২৯।১, বনমালী সরকারের ষ্ট্রীট। কৃষ্ণদাস পালের লেন—১৯, বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট। কৃষ্ণদাস পালের ২য় লেন—৮।২. কৃষ্ণদাস পালের লেন। কৃষ্ণমোহন মিত্রের লেন—৯৫,

হাওড়া রোড, (মুর্গিহাটা)। কৃষ্ণমল্লিক লেন ৭৫।এ, বেলগাছিয়া রোড। কৃষ্ণরাম বসুর ষ্ট্রীট—৭৬, শ্যামবাজার ষ্ট্রীট।
কেণ্ডারডাইন লেন—৬১, বহুবাজার ষ্ট্রীট। কেদার দত্তের লেন—১, বিডন রো। কেদার বসুর লেন—৩৬।৩, উত্তর রসা রোড, ভবানীপুর। কেদারনাথ মুখার্জ্জি লেন—তেওড়া পাড়া লেন, হাওড়া। কেদারনাথ দাস লেন—৩১, সাউথ সিথি রোড। কেবলকৃষ্ণ বসুর ষ্ট্রীট ৩৫, বনমালী সরকার ষ্ট্রীট। কেয়াতলা লেন—৬২, মনহরপুকুর রোড। কেয়াতলা রোড ৬৩।১, মনহরপুকুর রোড। কেরাণীবাগান মিডল লেন—১২৯, বহুবাজার ষ্ট্রীট। কৈলাশ বোস ষ্ট্রীট—২৩, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট। কৈলাশ মুখার্জ্জি লেন—১৩, রামনারায়ণ ভট্টাচার্য্য লেন—(দর্জ্জিপাড়া)। কৈলাশ সাহার লেন—১২।১২, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ। কোইলেন—২৬, ফ্রি স্কুল ষ্ট্রীট। কোমদান বাগান লেন—২৫, ইউরোপায়ান এসাইলাম লেন। কোরাবর্দ্দার লেন—১৯, ফ্রি স্কুল ষ্ট্রীট। ক্যাণ্টোফার লেন—৩৬, ফুলবাগান রোড, ইটালি (হাড়িপাড়ার রাস্তা)। ক্যাথেটাল রোড—চৌরঙ্গী, কুইন্সওয়ে ও ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়েল সম্মুখ। ক্যানিং ষ্ট্রীট—২৮, ষ্ট্রাণ্ড রোড (মুর্গিহাটা)। ক্যানাল ষ্ট্রীট—৭, কনভেণ্ট রোড (ইটালি)। ক্যানেল রোড—ক্লাইভ রো ও হেষ্টিংস ব্রিজ (হেষ্টিংস)। ক্যানেল সাউথ রোড মুন্সিবাজার ষ্ট্রীট (পামার বাজার রোড)। ক্যানেল ওয়েষ্ট রোড—বেলেঘাটা মেইন রোড। ক্যানেল ইষ্ট রোড—ক্যানেল গজনবি ব্রীজ ও ক্যানেল সারকুলার রোড (উল্টাডাঙ্গা)। ক্যানেল ইষ্ট বাই লেন—৫৪, ক্যানেল ইষ্ট রোড। ক্যানেল সার্কুলার রোড—ক্যানাল গজনবি ব্রিজ ও ক্যানেল ইষ্ট রোড। ক্যামাক ষ্ট্রীট—২৬, পার্ক ষ্ট্রীট। ক্রস ষ্ট্রীট—৫৩, ক্লাইভ ষ্ট্রীট (সুতাপট্টি)। ক্রাউচ লেন—৫, সেণ্ট জেমস স্কয়ার। ক্রীক রো—১২, ওয়েলিংটন স্কয়ার। ক্রীক লেন—৩৩।১, ক্রীক রো। ক্রীমেটোরিয়ম ষ্ট্রীট—৪৩, জাননগর রোড। ক্রীষ্টোফার রোড সাউথ রোড ইটালি। ক্রুকেড লেন—৭, ডেকর্স লেন (বাশতলা)। ক্লাইভ রো—ওয়ার্ড ২৫, সেণ্ট জর্জ্জেস রোড, হেষ্টিংস। ক্লাইভ রো—৮, ক্লাইভ ষ্ট্রীট। ক্লাইভ ষ্ট্রীট—৮, লায়ন্স রেন্স। ক্লাইভ বিল্ডিংস—৭নং

ওয়ার্ড। ক্লাইভ ঘাট ষ্ট্রীট—২২, ষ্ট্রাণ্ড রোড নর্থ হইতে। ক্লার্ক ষ্ট্রীট—৯৬, ল্যান্‌সডাউন রোড।

খ

খইরু লেন—১. কাপালিটোলা লেন। খেংরাপটী ষ্ট্রীট—১১৯।৯এ, পুরাতন চীনাবাজার ষ্ট্রীট। খালিসাটোলা রোড—ওয়ার্ড ২৫, ক্যানাল রোড, হেষ্টিংস। খানমহল ষ্ট্রীট ২১ ক্যানেল ইষ্ট রোড। খিদিরপুর রোড—খিদিরপুর ব্রিজ হইতে। খুদিরাম বসু রোড—১৭।১।এ, রাজা রাজকিশর ষ্ট্রীট। খেলাত ঘোষের লেন—১৭, ব্রজদুলাল ষ্ট্রীট (পাথুরিয়া-ঘাটা)। খেলাতবাবু লেন—৭১।১, বারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড। খোদাগঞ্জ রোড—১০২।৩, বেলিয়াঘাটা মেইন রোড।

গ

গগন চন্দ্র পাল লেন—৮, বারাণসি ষ্ট্রীট। গগন সরকার রোড—১১২।১২, বেলিয়াঘাটা মেন রোড। গঙ্গাপ্রসাদ মুখার্জ্জি রোড—৭৬ পদ্ম পুকুর রোড। গঙ্গাপ্রসাদ লেন—৭, স্কালমস ষ্ট্রীট। গঙ্গারাম পালিতের লেন—১৪৩, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট। গঙ্গারাম বৈরাগীর লেন—১।৩, বিলিলিয়স রোড (হাওড়া)। গঙ্গাধর বাবুর লেন—২৪০।৫, বহুবাজার ষ্ট্রীট। গঙ্গাধর বানার্জ্জি লেন—৮৪, ডায়মণ্ডহারবার রোড খিদিরপুর। গঙ্গাধর মিস্ত্রীর লেন—কাসুন্দিয়া রোড (হাওড়া)। গঙ্গানারায়ণ দত্তের লেন—২০, পাথুরিয়া ঘাটা ষ্ট্রীট। গড়িয়াহাটা রোড—১৯, ওল্ড বালিগঞ্জ রোড। গড়পার রোড—২৯২, অপার সার্কুলার রোড। গড়পার লেন—৬৯, গড়পার রোড। গড়গাছা রোড—২৪নং, ওয়ার্ড (ডায়মণ্ড হারবার রোড)। গণপত বগলা রোড—ওয়ার্ড ৫। গণেন্দ্র মিত্রের লেন—১, সিকদার বাগান লেন। গণেশ সরকারের লেন—সার্কুলার গার্ডেন রিচ্ রোড (খিদিরপুর)। গবর্ণমেন্ট প্লেস—বঙ্গের গবর্ণর বাহাদুরের বাটীর চতুষ্পার্শ্বস্থ রাস্তা। গরচা ১ম লেন—১৯, গরচা ২য় লেন। ঐ ২য় লেন—৩, পণ্ডিতিয়া রোড। গরচা রোড—৫৪,

গড়িয়া হাটা রোড। গরাণহাটা ষ্ট্রীট—১১১, অপার চিৎপুর রোড। গরাণহাটা লেন—৯৮।৩, অপার চিৎপুর রোড। গাঙ্গুলীর লেন—২৩।২, দর্ম্মাহাটা ষ্ট্রীট। গার্ডেন রিচ রোড—মুচিখোলা (খিদিরপুর)। গার্ডেনার লেন—২১, ডক্টর লেন (তালতলা)। গানফাউণ্ডারী রোড—বারাকপুর রোড ও দমদম রোড। গারষ্টিংস প্লেস—৫ ও ৬, হেয়ার ষ্ট্রীট। গালিফ ষ্ট্রীট—২৩, আর জি কর রোড। গ্যাস ষ্ট্রীট—২৯৬, অপার সার্কুলার রোড। গিব্‌সন লেন—২৮, বেণ্টিঙ্ক ষ্ট্রীট। গিরি বাবুর লেন—২৬২, বহুবাজার ষ্ট্রীট। গিরিশ পার্ক—ওয়ার্ড ৬, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ ও বিবেকানন্দ রোডের সঙ্গম স্থল। গিরিশ বানার্জ্জি লেন—২২।এ, চক্রবেরিয়া রোড সাউথ। গিরিশ বিদ্যারত্নের লেন—৯০।১বি, অপার সার্কুলার রোড। গিরিশ মুখার্জ্জি রোড—৭৭।২, রসারোড সাউথ, ভবানীপুর। গ্রীকচার্চ্চ রো—৭৭নং ওয়ার্ড, রসারোড সাউথ। গুড়িপাড়া রোড—১৯নং ওয়ার্ড (মুন্সিবাজার রোড)। গুপ্তর লেন—৩২।১, অপার চিৎপুর রোড। গুমগড় লেন—১৮।বি, টেম্পল ষ্ট্রীট। গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর লেন—৮০, বেচু চাটার্জি ষ্ট্রীট। গুরুপ্রসাদ রায়ের লেন—১৩, গোসাইপাড়া লেন। গুলু ওস্তাগরের লেন—৯০, দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীট, দর্জ্জিপাড়া। গেকুল মিত্রের লেন—১৬১, অপার চিৎপুর রোড। গোখলে রোড—৪, শম্ভুনাথ পণ্ডিত ষ্ট্রীট। গোপ লেন—৩১, ইসমাহল ষ্ট্রীট (ইটালি)। গোপালচন্দ্রের লেন—৩৯, ফিয়ার লেন। গোপালচন্দ্র বোস লেন—১২, সাউথ সিথি রোড। গোপাল ডাক্তার রোড—২৫ নং ওয়ার্ড, রাসনাথ পাল লেন। গোপাল দত্তের গার্ডেন লেন—৩৪, বাহিরসুরা রোড। গোপালনগর রোড—৫, জাজেজ কোর্ট রোড—(আলিপুর)। গোপালচন্দ্র চাটার্জ্জি রোড—৮৩, কাশিপুর রোড। গোপালচন্দ্র মুখার্ঘ্যি রোড—১১, বারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড। গোপাল ঘোষের লেন—৭৯।বি, ডায়মণ্ডহারবার রোড, খিদিরপুর। গোপাল নিয়োগীর লেন—২০৩, আপার চিৎপুর রোড (বাগবাজার)। গোপাল বসুর লেন—৬২।ডি, বেচুচাটার্ঘ্যি ষ্ট্রীট। গোপাল বানার্জির ষ্ট্রীট—৩০, চাউল পটি রোড ভবানীপুর। গোপাল বনোর লেন—৩৮।বি, টালিগঞ্জ রোড। গোপাল মিত্রের লেন—২৪, নন্দলাল বসুর লেন। গোপাল

বিশ্বাসের লেন—৬।বি, বলরাম ঘোষের ষ্ট্রীট। গোপীকৃষ্ণ পালের লেন—১৩, গৌর লাহার ষ্ট্রীট। গোপী বসুর লেন—১৯, কেণ্ডার লাইন লেন। গোপী বসাকের লেন—১১, দর্প নারায়ণ ঠাকুরের ষ্ট্রীট। গোপী রায়ের লেন—১৫, গোঁসাইপাড়া লেন। গোপী সেনের লেন—১৪৮, অপার চিৎপুর রোড। গোপীমোহন দত্তের লেন—১২১।১এ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট। গোপীমণ্ডল লেন—৯০, কাশিপুর রোড। গোবরা রোড—৪, ডিহি সিরামপুর রোড (ইটালি)। গোবরা গোরস্থান রোড,—১৮, ওয়ার্ড (আজগর মিস্ত্রীর লেন ও লেপার এসাইলাম হাঁসপাতাল)। গোবরা গোরস্থান লেন—১৮নং ওয়ার্ড, মহেন্দ্র নাথ রায় লেন। গোবিন্দ আঢ্যর রোড—আলিপুর রোড ও টালিগঞ্জ সাকুলার রোড। গোবিন্দ ধরের লেন—১৬, আর্ম্মেনিয়ান ষ্ট্রীট। গোবিন্দ সরকারের লেন—২৩, বাঞ্ছারাম অক্রুর লেন, বহুবাজার। গোবিন্দ সেনের লেন—৯৭।২, প্রেমচাঁদ বড়ালের ষ্ট্রীট। গোবিন্দ ঘোষালের লেন—৩১, বলরাম বসুর ঘাট রোড, ভবানীপুর। গোবিন্দপুর রোড—২৭নং ওয়ার্ড। গোবিন্দ বসুর লেন—২৭, মদন পালের লেন। গোবিন্দ পালের লেন—২২, কালীকুমার বানার্য্যি লেন। গোবিন্দ রায়ের লেন—১৩৩, কালীঘাট রোড। গোমেস লেন—১১৮, লোয়ার সার্কুলার রোড। গোয়ালপাড়া লেন—১৪, গোয়াবাগান ষ্ট্রীট। গোয়েঙ্কা লেন—২, শিবতলা ষ্ট্রীট। গোয়াবাগান ষ্ট্রীট—২৪, বিডন ষ্ট্রীট। গোয়াবাগান লেন—৩৩।১, বিডন ষ্ট্রীট। গোয়ালটুলি রোড—৫৩।২, শম্ভুনাথ পণ্ডিতের ষ্ট্রীট, ভবানীপুর। গোয়ালটুলী লেন—১২৪, সুরেন্দ্রনাথ বানার্য্যি ষ্ট্রীট। গোরাচাদ রোড—২১।১২, জাণনগর রোড (ইটালি)। গোরাচাঁদ লেন—২০নং ওয়ার্ড। গোলাপ শাস্ত্রী লেন—১২৯, বহুবাজার ষ্ট্রীট। গোলাবাড়ী ঘাট ষ্ট্রীট—২৪৪, অপার চীৎপুর রোড, বাগবাজার। গলোক দত্তের লন—২৪।৪, বেনেটোলা ষ্ট্রীট। গোলাম সোবান লেন—২০, রিপণ ষ্ট্রীট। গোসাইয়ের লেন—১০৫, অপার চিৎপুর রোড, বাগবাজার। গোঁসাইপাড়া লেন—২৫, বলরাম মজুমদার ষ্ট্রীট। গোখানা লেন—৯২, বৈঠকখানা রোড। গৌর ঘোষের লেন—৩১, চক্রবেড়িয়া রোড সাউথ। গৌর লাহা ষ্ট্রীট।—৬৭।১২, নিমতলা ঘাট ষ্ট্রীট। গৌরমোহন ঘোষের রোড—৩২, রমেশ

মিত্র রোড। গৌরমোহন মুখার্জ্জি ষ্ট্রীট—৫৮, সিমলা ষ্ট্রীট। গৌরদাস বসাকের লেন—১৫, বসাক ষ্ট্রীট। গৌর দের লেন—৬৪, হিদারাম ব্যানার্জ্জি লেন। গৌরসুন্দর শেঠের লেন—৩৭, সাউথ সিঁথি রোড। গৌরীবেড়ে লেন—২২, উল্টাডাঙ্গা রোড। গৌরীশঙ্কর লেন—৩৭, নীলমণি মিত্রের ষ্ট্রীট। গৌরীশঙ্কর ঘোষালের লেন—৫, জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চাননের লেন। গৌরীপাড়া রোড—৯নং ওয়ার্ড। গ্রাণ্ডস্ ষ্ট্রীট—২০, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট। গ্রান্টিস লেন—৮১, বেন্টিঙ্ক ষ্ট্রীট। গ্রিয়ার স্কয়ার—২১৪।২, অপার সার্কুলার রোড।

গ্রে ষ্ট্রীট—১৫৪, অপার চিৎপুর রোড। গ্রোভ লেন—৯২, হাজরা রোড।

ঘ

ঘুঘুডাঙ্গা লেন—৪৬, ওল্ড বালিগঞ্জ ১ম লেন। ঘোষাল ষ্ট্রীট—২৭, পালিত ষ্ট্রীট। ঘোষ বাগান লেন—৪৬, লক ঘাট রোড। ঘোষ লেন—৪১।সি, মাণিকতলা ষ্ট্রীট।

চ

চক্রবেড়ীয়া রোড নর্থ—৩০, রোনাল্ড রোড (বালিগঞ্জ)। চক্রবেড়ীয়া রোড সাউথ—৬৩, আশুতোষ মুখার্জ্জি রোড। চক্রবাড়ী লেন—১৪, চক্রবাড়ী রোড, বালিগঞ্জ। চড়কডাঙ্গা রোড—বেলিয়াঘাটা ব্রিজ, মেন রোড ও ক্যানেল ইষ্ট রোডের সঙ্গম স্থল। চণ্ডি বসু লেন—২৭, তাল পুকুর রোড। চন্দ্র কুমার মণ্ডল লেন—৫২।১, টালিগঞ্জ রোড। চন্দ্র কুমার রায়ের লেন—১৮, প্রামাণিক ঘাট রোড। চন্দ্রনাথ সিমলাই লেন—৬০, বারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড। চন্দ্রমোহন লেন—৩, রাজেন্দ্র মল্লিক ষ্ট্রীট। চন্দ্রমোহন সুর লেন—ওয়ার্ড ২৯।৯, ওল্টাডাঙ্গা মেন রোড। চন্দ্রমোহন সুর লেন—ওয়ার্ড ৬, ৪৯।বি, মাসিকতলা ষ্ট্রীট। চাউলপটি রোড—১৭০, বেলিয়াঘাটা মেন রোড। চার্চ্চ লেন—১, হেয়ার ষ্ট্রীট। চাঁদনি এ্যাপ্রোস্—৪০, চাঁদনি চক ষ্ট্রীট। চাঁদনি চক ষ্ট্রীট—১৬৭, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট। চাঁদের নাথ চ্যাটার্জ্জির ষ্ট্রীট—৩৬, আশুতোষ মুখার্জ্জি

রোড। চাপাতলা ১ম বাই লেন—৪২।১, প্রেমচাঁদ বড়াল ষ্ট্রীট। চাপাতলা ৬ষ্ট বাই লেন—৩০, ইডেন হাঁসপাতাল রোড। চাপেল রোড —ক্লাইভ রো (হেষ্টিংস)। চাপেল লেন—১৩, চাপেল রোড (হেষ্টিংস)। চামারু খানসামা লেন—২১, ওয়ার্ড, ঝাউতলা লেন। চামরু সিং লেন—৬, নারিকেল ডাঙ্গা মেন রোড। চারনক্ প্লেস্—১০৫, ক্লাইভ ষ্ট্রীট। চালতা বাগান ২য় লেন—৭ বি, চালতা বাগান লেন। চালতা বাগান লেন—১২, বিনোদ সাহা লেন। চাষাধোবা পাড়া ষ্ট্রীট—পি ১২, নিউ জগন্নাথ ঘাট রোড। চিত্তরঞ্জন এভিনিউ নর্থ—ওয়ার্ড ৮, হ্যারিসন রোড ও চিত্তরঞ্জন এভিনিউ সাউথ। চিত্তরঞ্জন এভিনিউ সাউথ—ওয়ার্ড ৮। চিৎপুর ব্রিজ এ্যাপ্রোস্—২০৯।১ অপার চিৎপুর রোড ও শ্রীকৃষ্ণ লেন। চিৎপুর রোড লোয়ার—৩১১ বহুবাজার ষ্ট্রীট। চিন্তামনি দাস লেন—৬১ পটুয়া টোলা লেন। চিংড়িহাটা লেন—১৮, ওয়ার্ড, চিংড়ি হাটা রোড। চিংড়ি হাটা রোড (ইটালি)—১০, পামার বাজার রোড। চেতলা রোড —৪০, গোপাল নগর রোড। চেতলা সেণ্টাল রোড—২৩, ওয়ার্ড, রাজা সন্তোষ রোড। চেতলা হাট রোড—গোপাল নগর রোড ও চেতলা রোডের সঙ্গম স্থল। চৈতন শেঠ ষ্ট্রীট—৪, দয়াহাঠা ষ্ট্রীট। চৈতন সেন লেন—৫১, ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট। চৌরঙ্গী প্লেস—১৩, চৌরঙ্গি রোড। চৌরঙ্গি রোড—২, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট। চৌরঙ্গি লেন—২, সর্দ্দার ষ্ট্রীট। চৌরঙ্গি স্কয়ার—১০ নং ওয়ার্ড।

ছ

ছকু খানসামার লেন—৩৬, অপার সার্কুলার রোড। ছাতাওয়ালা গলি—৮, লোয়ার সার্কুলার রোড। ছাতু বাবুর লেন (ইটালি)—২৮, মিড্ল রোড, ইটালি। ছিদাম মুদির লেন—৩৩, বিডন রো, দর্জ্জিপাড়া। ছুতার পাড়া লেন—৫২।১, প্রেমচাঁদ বড়াল ষ্ট্রীট।

জ

জগন্নাথ মুখার্জ্জি লেন—৭৭, বেলতলা রোড, ভবানীপুর। জগদীশনাথ রায় লেন—৯৩।৭, হরিঘোষ ষ্ট্রীট। জগন্নাথ ঘাট রোড—৩৭২, আপার চিৎপুর রোড। জগন্নাথ দত্ত লেন—১১, রাজা দিনেন্দ্র নারায়ণ রায় ষ্ট্রীট। জগন্নাথ সরকার লেন—৪২, ওয়াটগঞ্জ ষ্ট্রীট খিদিরপুর। জগন্নাথ

সুর লেন—৫২, দুর্গা চরণ মিত্র ষ্ট্রীট, দর্জ্জিপাড়া। জগমোহন মল্লিক লেন—৭৭, বড়তলা ষ্ট্রীট। জগমোহন সাহা লেন—৫৫, মুক্তরাম বাবু ষ্ট্রীট। জনক রোড—১০২, রাসবিহারী এভিনিউ। জমাদ্দার খাঁর লেন—২১ ওয়ার্ড, সামসুল হুদা লেন। জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন লেন—১৩৫,নারিকেল ডাঙ্গা মেন রোড। জয়নারায়ণ চন্দ্র লেন—৩।২, আমহার্ষ্টষ্ট্রীট। জয় ভট্টাচার্য্যের লেন—৫, স্কালস ষ্ট্রীট। জয়মিত্রের ঘাট লেন—১৩, কাশীমিত্র ঘাট লেন। জয়মিত্র ষ্ট্রীট—১৩৫,অপার চিৎপুর রোড। জরিফ লেন—৭৬, বিডন ষ্ট্রীট। জহরলাল দত্ত লেন—১৭,উল্টাডিঙ্গি মেন রোড। জাজেজ কোর্ট রোড আলিপুর—২৩, ওয়ার্ড, কালীঘাট ব্রিজ রোড ও ব্রিজ রোড। জানকী দাস লেন—৪১, মুক্তারাম বাবু ষ্ট্রীট। জান নগর ২য় লেন—৩৮, জান নগর রোড। জাননগর রোড—২০, কড়েয়া বাজার রোড। জালা লেন—৪৫, ডায়মণ্ডহারবার রোড। জালিয়া টোলা ষ্ট্রীট—১২০।১, বারানসি ঘোষ ষ্ট্রীট। জালিয়া পাড়া লেন—২, হিদারাম বানার্জ্জি লেন। জাষ্টিস চন্দ্রমাধব রোড—১১০, রসা রোড। জাষ্টিস দ্বারকানাথ রোড—৩০, এলগিন রোড। জীবনকৃষ্ণ ঘোষ রোড—৩০, বেলগাছিয়া রোড। জীবনকৃষ্ণ মিত্র রোড—২২, পাইকপাড়া রাজা মনিন্দ্র রোড। জোড়া শিব বাগান লেন—৫৮।২, নারিকেল ডাঙ্গা মেন রোড। জৈনদ্দি মিস্ত্রী লেন—১০।১, মায়ারপুর রোড। জ্যাকারিয়া ষ্ট্রীট—৪০, লোয়ার চিৎপুর রোড। জ্যাকসন্ লেন—১৩৪, ক্যানিং ষ্ট্রীট।

ঝ

ঝাউতলা রোড—পি ৪৫, এক্সটেনশন অব পার্ক ষ্ট্রীট, বালিগঞ্জ। ঝাউতলা লেন—৩৬, ঝাউতলা রোড। ঝামা পুকুর লেন—৯৬, কেশব চন্দ্র সেন ষ্ট্রীট।

ট

টাউণ্ডসেন রোড—৩১।১।১, চক্রবেড়ে রোড, সাউথ। টার্ণার রোড—ওয়ার্ড ৩২ (কাশীপুর)। টামার লেন—৭৭।২, হ্যারিসন রোড। টালিগঞ্জ সার্কুলার রোড—২৪, রসা রোড। টোড়ি লেন—৩৩, মার্কিস ষ্ট্রীট। টেরেটি বাজার ষ্ট্রীট—১২, লোয়ার চিৎপুর রোড। টেম্পল ষ্ট্রীট—৪২।২, চাঁদনি চক ষ্ট্রীট। ট্যাংরা ১ম লেন—১৮ ওয়ার্ড, সাউথ ট্যাংরা রোড।

ট্যাংরা ২য় লেন—১৮ ওয়ার্ড, নিউ ট্যাংরা রোড। ট্যাঙ্ক প্লেস—১, লিওনার্ড রোড। ট্যাংরা রোড—২০, পামার বাজার রোড। ট্যাংরা রোড সাউথ—ওয়ার্ড ১৮, চিংরিঘাটা রোড।

ঠ

ঠাকুরক্যাসেল—৩৫৫, অপার চিৎপুর রোড। ঠাকুরঘাট রোড—৬৭।৩৯, ষ্ট্রাণ্ড রোড। ঠাকুরদাস চক্রবর্ত্তী লেন—ওয়ার্ড ৬, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ ও সাগর ধর লেন। ঠাকুর বাড়ী রোড—৫৫, রাসবেহারী এভিনিউ। ঠাকুর রাধা কান্ত লেন—১৯, নন্দলাল বসু লেন।

ড

ডক ইষ্ট লেন—৫২, সার্কুলার গার্ডেন রিচ্ রোড, খিদিরপুও। ডক ওয়েষ্ট লেন—৬৩, সার্কুলার গার্ডেন রিচ রোড, খিদিরপুর। ডক্টর জগবন্ধু লেন—১৭২, বহুবাজার ষ্ট্রীট। ডক্টর লেন—ওয়ার্ড ১৪, তালতলা বাজার ষ্ট্রীট (তালতলা বাজার)। ডব্লু, সি, ব্যানার্জ্জি ষ্ট্রীট—ওয়ার্ড ৬। ডরসন রোড—৪২ চাঁদমারি রোড। ডাক্তার বাই লেন—৪।৩, ডাক্তার লেন। ডাক্রিস লেন—১, ওয়াটারলু ষ্ট্রীট। ডাফলেন—১৭, ডাফ ষ্ট্রীট। ডাফ ষ্ট্রীট—১২৬, মাণিকতলা ষ্ট্রীট। ডাক্রিন রোড—অক্টার লোনি রোড, আউট রাম রোড খিদিরপুর রোড এবং রেড রোডের সঙ্গম স্থল। ডামজিন ২য় লেন—১৩, ট্রেটিবাজার ষ্ট্রীট। ডামজিন লেন ১৭।১এ, ট্রেটিবাজার ষ্ট্রীট। ডায়মণ্ড হারবার রোড—২৩ ও ২৪ ওয়ার্ড। খিদিরপুর। ডালহাউসি স্কয়ার—ওল্ড কোর্ট হাউস ষ্ট্রীট ও ম্যাঙ্গোলেনের সঙ্গন স্থল। ডালিমতলা লেন—১৭ সি, গ্রে ষ্ট্রীট। ডিওডার ষ্ট্রীট—৩৪, বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড। ডিক্সন লেন—৪৮, সার্পেণ্টাইন লেন। ডি, গুপ্ত, লেন—৩।৩, গোপালচন্দ্র বসু লেন। ডি, এল, রায় ষ্ট্রীট—ওয়ার্ড ৪, মাণিকতলা ষ্ট্রীট। ডিসপেন্সারী লেন—৮, রামকৃষ্ণ লেন। ডিহি ইটালি রোড—৬৫, সাউথ রোড, ইটালি। ডিহি শ্রীরামপুর লেন—৬১, বাণ্ডেল ষ্ট্রীট। ডিহিশ্রীরাম পুর রোড (ইটালি) ৯, হাতীবাগান রোড নর্থ ও সাউথ রোড (ইটালি)। ডুয়েল এভিনিউ ওয়ার্ড ২৩, ষ্টার্ণডেল রোড। ডেণ্ট মিশন রোড—২৪, সার্কুলার গার্ডেন রিচ রোড (খিদিরপুর)। ডেভিড জোসেফ লেন—১২, মুকিয়া লেন।

ডোভার পার্ক (প্রাইভেট) —ওয়ার্ড ২১, বালিগঞ্জ। ডোভার রোড—ওয়ার্ড ২১, বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড। ডোভার লেন—ওয়ার্ড, ২৭ গড়িয়া হাটা রোড। ড্রপার লেন—১২, গভর্ণমেণ্ট প্রেস, বাঁশতলা।

ত

তপসিয়া রোড নর্থ—ওয়ার্ড ১৮, খৃষ্টপার রোড। তপসিয়া রোড সাউথ—ওয়ার্ড ১৮, মহেন্দ্রনাথ রায় লেন। তপসিয়া লেন—ওয়ার্ড ১৮, তপসিয়া রোড সাউথ। তাঁতিবাগান (ইটালি)—৪ নুরওয়ালি লেন। তাঁতি বাগান রোড (ইটালি)—২২, নুরওয়ালি লেন। তানসুক লেন —১৩, শিবঠাকুর লেন। তারককৃষ্ণ লস্কর লেন—১০০, বেলিয়াঘাট মেন রোড। তারক চাটার্জ্জির লেন—৩৩, জয়মিত্র ষ্ট্রীট। তারক প্রামাণিক রোর্ড—ওয়ার্ড ৬, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ। তারকদত্ত রোড—ওয়ার্ড ২১। তারক বসু লেন—১৮, বনমালি চাটার্জ্জি ষ্ট্রীট। তারক মিত্র লেন—২৯।২, টালিগঞ্জ রোড। তারাচাঁদ দত্ত ষ্ট্রীট—৬৫, লোয়ার চিৎপুর রোড তারিণী ঘোষ লেন—ওয়ার্ড ২৩। তারিণীনরণ ঘোষ লেন—২, রাণী রোড। তারিণী লেন—২২—১, শিবঠাকুর লেন। তালতলা এভিনিউ —৭০, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট। তালতলা বাজার ষ্ট্রীট—১, ডাক্তার লেন। তালতলা লেন—৪২, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জি লেন। তালপুকুর লেন (সাউথ) —৮, বেলিয়াঘাট রোড। তাল বাগান লেন—ওয়ার্ড ২০, গোবরা গোরস্থান লেন। তিল জলা মসজিদ বাড়ী লেন—ওয়ার্ড ২১, তিলজলা রোড। তিলজলা প্লেস—ওয়ার্ড ২১, তিলজলা রোড। তিলজলা রোড (মৌলবি আমেদ খাঁ বাহাদুর রোড)—ওয়ার্ড ২১, রেল লাইনের পূর্ব্ব। তিলজলা রোড—১৮, ২০ ও ২১নং ওয়ার্ড, ডিহি শ্রীরামপুর রোড। তিলজলা শিবতলা লেন—ওয়ার্ড ২১, তিলজলা রোড।

তিলজলা লেন—ওয়ার্ড ২১, বালীগঞ্জ। তেলঙ্গা বাগান লেন—১৮।৬ উল্টাডাঙ্গা মেন রোড। তেলিপাড়া রোড—৫২, গোলতলি রোড। তেলিপাড়া লেন—৬৪। এইচ , শ্যাম পুকুর ষ্ট্রীট।

থ

থিয়েটার রোড—৪৬, চৌরঙ্গি রোড। থুবার্ণ লেন—৪৬,ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট। থ্যাকারি রোড—ওয়ার্ড ২৩, আলিপুর ব্রিজ ও লেন।

দ

দর্জ্জিপাড়া বাই লেন—১৭, বিডন রো। দড়মাহাটা ১ম লেন—৯৪, দড়মাহাটা ষ্ট্রীট। দড়মহাটা লেন—৪২, দড়মহাটা ষ্ট্রীট। দডমাহাটা বাইলেন—১২৭, দড়মহাটা ষ্ট্রীট। দত্ত লেন—৪৯, মার্কেট ষ্ট্রীট, ময়দা পটি। দত্তপাড়া লেন—৮২, দড়মাহাটা ষ্ট্রীট। দর্প নারায়ণঠাকুর ষ্ট্রীট ৩১, দড়মাহাটা ষ্ট্রীট। দমদম রোড—৫৮।এ, বারকপুর ট্রাঙ্ক রোড। দমদম ষ্টেশন রোড—৯০, সাউথ সিথি রোড। দয়াল মিত্র লেন—৭।৬ মানিকতলা ষ্ট্রীট। দয়হাটা ষ্ট্রীট—৮৮, বড়তলা ষ্ট্রীট। দয়াল সোম লেন ৩৯, সিমলা ষ্ট্রীট। দরগা রোড—ওয়ার্ড ২০।২১, দিলকুষা ষ্ট্রীট ও পার্ক ষ্ট্রীট (বেনিয়া পুকুর)। দলু সরকার লেন—১৯, মমিনপাড়া গলি ও ২৫ মতিলাল চৌধুরী। দক্ষিণা সেন লেন—১১৫।৮, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট। দাস লেন—১১।১ গোপীবোস লেন। দাসপাড়া রোড—১০।১৪, ক্যানাল সাকুলার রোড। দাঁ লেন—৭০।১, বেনেটোলা ষ্ট্রীট। দিননাথ মিত্র লেন—৩৪।১, মানিকতলা ষ্ট্রীট। দিনবন্ধু লেন—৩০, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট। দিনু রক্ষিত লেন—৬৯, বেনিয়াটো ষ্ট্রীট। দিলার জাঙ্গ রোড—৫।২, কাশীপুর রোড। দিলখুসা ষ্ট্রীট—৪০, ঝাউতলা রোড। দুকুড়িয়া বাগান লেন—২৮, মার্কেট ষ্ট্রীট। দুর্গচরণ ডাক্তার রোড—৬৫।এ সুরেন্দ্র নাথ ব্যানার্জি রোড। দুর্গাচরণ ডাক্তার লেন—১১ ওয়ার্ড। দুর্গাচরণ মিত্র ষ্ট্রীট—১১৮, অপার চিৎপুর রোড। দুর্গাচরণ মুখার্জ্জি ষ্ট্রীট—দ৯৯।৮ অপার চিৎপুর রোড। দুর্গাদাস মুখার্জ্জি ষ্ট্রীট—৩৭, গ্রে ষ্ট্রীট। দুর্গদাস লেন—৪৫, ওয়াটগঞ্জ ষ্ট্রীট, খিদিরপুর। দুর্গাপুর পার্ক—২৯, আলিপুর পার্ক ওয়েষ্ট। দুর্গা পিটুরি লেন—৫৫, হিদরাম ব্যানার্জ্জি লেন। দুর্গাপুর লেন—ওয়ার্ড ২৩, আলিপুর ব্রিজ হইতে। দুদওয়ালা লেন—১৩, মুক্তারামবাবু ষ্ট্রীট। দুমাইন এভিনিউ—৯৫, সার্কুলার গার্ডেন রিচ রোড। দেওয়ান লেন—৯২, দুর্গাচরণ মিত্র ষ্ট্রীট। দেদার বক্স লেন— ১৬, ওয়েলেসলি স্কয়ার। দেব নারায়ণ ব্যানাজ্জি লেন—ওয়ার্ড ২২।এ। দেবেন্দ্র দত্ত লেন—৭, কালাকার ষ্ট্রীট। দেবেন্দ্র মল্লিক ষ্ট্রীট—৩১, ফিয়ার লেন। দেবনারায়ণ বানার্জ্জির লেন—ওয়ার্ড ২২।এ। দেব লেন (ইটালি)—৫৩, সাউথ রোড (ইটালী)।

দেবনারায়ণ দাস লেন—২, শ্যামলাল ষ্ট্রীট। দ্বারকানাথ ঘোষ লেন—২৯।৫, চেতলা রোড। দ্বারকানাথ বসু লেন—২৯, লকগেট রোড দ্বারকানাথ লেন—ওয়ার্ড ২৭, লকগেট রোড। দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন—৫৯, অপার চিৎপুর রোড। দ্বারকানাথ ঠাকুর ২য় লেন—৪, দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। দ্বারকানাথ মিত্র স্কয়ার—১৫, আশুতোষ মুখার্জ্জি রোড।

ধ

ধনদা ঘোষ ষ্ট্রীট—২, স্কালস্—ষ্ট্রীট। ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট—১, চৌরঙ্গি রোড

ন

নইগম মুসলমান পাড়া লেন—৩৯।৬ কাশীনাথ দত্ত রোড। নকুলেশ্বর তলা রোড—৫২, হালদার পাড়া রোড। নকুলেশ্বর ভট্টাচার্য্যের লেন—১২১, মনহর পুকুর রোড। নজরালি লেন—৬৪, বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড। নর্থরেন্স—৪, এক্সটেনশন অব পার্ক ষ্ট্রীট। নর্থ শিয়ালদহ রোড—৪, হ্যারিসন রোড। নন্দ কিশোর ষ্ট্রীট—২৫, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট। নন্দকুমার চৌধুরী লেন—পি ২৪, মানিকতলা স্পার নন্দন বাগান ষ্ট্রীট—২৪২।২, অপার সার্কুলার রোড। নন্দন রোড—২৪, আশুতোষ মুখার্জ্জি রোড। নন্দরাম সেন ১ম লেন—৪২।১, নন্দরাম লেন ষ্ট্রীট। নন্দরাম সেন ষ্ট্রীট—২৬৭।২, অপার চিৎপুর রোড। নন্দলাল জীউ রোড—১১৫, ল্যাণ্ডস্ডাউন রোড। নন্দলাল বসু লেন—৭১।১, বাগবাজার ষ্ট্রীট। নন্দলাল মল্লিক লেন—১০০, বলরাম দে ষ্ট্রীট। নন্দলাল রায় লেন—ওয়ার্ড ৫। নন্দী ষ্ট্রীট—৪৮, গড়িহাটা রোড। নফরকুণ্ডু রোড—১৫, পিয়ারীনাথ মল্লিক রোড। নফরচন্দ্র লাহা লেন—৭, প্রামাণিক ঘাট রোড। নবকুমার রাহা লেন—২৪ সি, শ্যামপুকুর ষ্ট্রীট। নব বসুর লেন—৬৬, তালপুকুর রোড। নব রায় লেন—৭, গোপাল নিয়োগী রোড। নবাব আব্দুল লতিব লেন—১৩, ইউরোপিয়ান এসাইলাম লেন। নবাব আব্দুর রহমান ষ্ট্রীট—৭৪, ওয়েলেসলি ষ্ট্রীট। নবাব পটি ষ্ট্রীট— ৫, কাশীপুর রোড। নবাব বদিরুদ্দিন ষ্ট্রীট—২১, জ্যাকেরিয়া ষ্ট্রীট। নবাব লেন—২৩৬, দড়মাহাটা ষ্ট্রীট। নবীন কুণ্ড

লেন—২৪, কলেজ রো। নবীনচন্দ্র পাল লেন—৩৯, পটুয়াটোলা লেন। নবীন সরকার লেন—৫৬, বাগবাজার ষ্ট্রীট। নয়নকৃষ্ণ সাহা লেন—৭৩, বাগবাজার ষ্ট্রীট। নয়নচাঁদ দত্ত ষ্ট্রীট—১৩।এ, বিডন রো। নয়ন সুর লেন—৩, শোভাবাজার ষ্ট্রীট। নরেন্দ্র সেন স্কয়ার—৩০, সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট। নলপুকুর লেন—১৮, প্রিন্সেস ষ্ট্রীট। নলিনী শেঠ রোড—৬৯, মনহর দাস ষ্ট্রীট। নলিনী সরকার ষ্ট্রীট—৮২।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট। নাজীর লেন—১২, মাইকেল দত্ত ষ্ট্রীট, খিদিরপুর। নাথের বাগান লেন—১৬২, আহিরীটোলা ষ্ট্রীট। নাথের বাগান ষ্ট্রীট—১১৪, দড়মাহাটা ষ্ট্রীট। নারায়ণ বাবু লেন—৩৮, কটন ষ্ট্রীট। নারায়ণ সুর ষ্ট্রীট—৬, বনমালী সরকার ষ্ট্রীট। নারিকেলডাঙ্গা নর্থ রোর্ড—২২৫, মাণিকতলা মেন রোড নারিকেল ডাঙ্গা মেন রোড—২২, ক্যানেল ইষ্ট রোড। নারিকেলবাগান লেন—৭, জগন্নাথ দত্ত লেন। নাসিরুদ্দিন রোড—২০ নং ওয়ার্ড, কড়েয়া রোড। নাসিং লেন—১৩, নরেন্দ্র সেন স্কয়ার। নিউ ট্যাংরা রোড—১৮ নং ওয়ার্ড, ট্যাংরা রোড সাউথ। নিউ কাশীবাগান লেন—ওয়ার্ড ২২, নিউ ট্যাংরা রোড (এক্সটেনশন)—২০৭, লোয়ার সার্কুলার রোড। নিউ বহুবাজার লেন—৮১।এ, বহুবাজার ষ্ট্রীট। নিউ পার্ক ষ্ট্রীট (এক্সটেনশন)—ওয়ার্ড ২০, সার্কুলার রোড লোয়ার, বামদিক। নিউ রোড—১০, সদার্ণ এভিনিউ। নিউ রোড—৭৭।এ, রাসবিহারী এভিনিউ নিউরোড়—২৩ ওয়ার্ড, আলিপুর লেন। নিতাই বাবু লেন—১৫০।২ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট। নিতাই হালদার ষ্ট্রীট—ওয়ার্ড ৫। নিবারণ বানার্জ্জি রোড—৯, সদানন্দ রোড। নিবেদিতা লেন—৭৯, রামকান্ত বসু ষ্ট্রীট। নিমাই বসু লেন—২২, বিডন রো। নিমতলা লেন—৫৮, নিমতলা ঘাট ষ্ট্রীট। নিমতলা ঘাট ষ্ট্রীট—৬, ষ্ট্রাণ্ড রোড ও নিমতলা ঘাট। নিমাক মহল রোড—৯২, সার্কুলার গার্ডেন রিচ রোড, খিদিরপুর। নিমু গোস্বামী লেন—৩২৭, অপার চিৎপুর রোড। নিয়োগী ঘাট ষ্ট্রীট—১১৪, অপার চিৎপুর রোড। নিয়োগী পুকুর বাই লেন—৫৮।১০ সুরেন্দ্র বানার্জ্জি রোড। নিয়োগী পুকুর লেন—৫৬, সুরেন্দ্র বানার্জ্জি রোড। নিয়োগী লেন—২৫৮, অপার চিৎপুর রোড। নীলমণি দে লেন—৫৮।১, বারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড। নীলমণি সরকার লেন—১২০, মসজিদ বাড়ী ষ্ট্রীট।

নীলমণি মিত্র ষ্ট্রীট—১৬, দুর্গাচরণ মিত্র ষ্ট্রীট। নীলমণি মিত্র রোড—৩৪, বনমালী চাটার্জ্জি ষ্ট্রীট। নীলমণি দত্ত লেন—১২৮।১, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট। নীলমণি গাঙ্গুলি লেন—৪।২, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট। নীলমণি হালদার লেন—১৩২, কর্ণওয়ালীস ষ্ট্রীট। নীলমাধব সেন লেন—১।৬, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ সাউথ ও কৃষ্ণ বিহারী সেন ষ্ট্রীট। নীল গোপাল মিত্র লেন—২৬।এ সার্কুলার রোড সাউথ। নীলাম্বর মুখার্জ্জি ষ্ট্রীট—২৪৩, অপার সার্কুলার রোড। নুমুলেল্লাহিয়া লেন—১৪৪।এ, ক্রস ষ্ট্রীট। নুরমহম্মদ লেন—৩৩, বেনীয়া পুকুর রোড। নুরুল্লা ডাক্তার লেন—২২১, লোয়ার সার্কুলার রোড, বালীগঞ্জ। নৃত্যগোপাল চাটার্জ্জি লেন—৩৪, পাইকপাড়া রাজা মনিন্দ্র রোড। নৃত্য ঘোষ ষ্ট্রীট—৩২, মুন্সিগঞ্জ রোড, খিদিরপুর। নেপাল নিয়োগী ষ্ট্রীট—৩, বনমালী সরকার ষ্ট্রীট। নেপাল ভট্টাচর্য্যের ষ্ট্রীট—পি, ১৪৯, সদানন্দ রোড। নেপাল ভট্টাচার্য্যের প্রথম লেন—৩০, এ, রাসবিহারী এভিনিউ। নেপিয়ার রোড (হেষ্টীংস)—২৫ নং ওয়ার্ড, ক্লাইভ রোড ও ষ্ট্র্যাণ্ড রোডের সঙ্গমস্থল। নেবুতলা রোড—২৭।১, শশীভূষণ দে ষ্ট্রীট। নেবুবাগান বাইলেন—২২, পশুপতি নাথ বসু লেন। নেবুবাগান লেন—১।৩, মারহাট্টাডিস্ লেন। ন্যায়রত্ন লেন—১৩১।ডি কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।

প

পগেয়া পট্টি ষ্ট্রীট—৩৫,ক্রস ষ্ট্রীট। পঞ্চানন ঘোষ লেন—৫৪।এ,আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট। পঞ্চানন মুখার্জ্জি রোড—ওয়ার্ড ৩২, যোগেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি লেন। পঞ্চাননতলা রোড—২৯।২, গড়িয়াহাটা রোড। পঞ্চাননতলা লেন—১৭, হিদারাম বানার্জ্জি লেন। পঞ্চাননতলা লেন—২১, গোপাল চন্দ্র বসু লেন। পটল ডাঙ্গা ষ্ট্রীট—২৯, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট। পটারি রোড—১৯ নং ওয়ার্ড। পটুয়াপাড়া লেন—৫৪, নারিকেলডাঙ্গা নর্থ রোড। পটুয়াটোলা লেন—৬৫।৫, মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট। পটোয়ার বাগান লেন—৭৯, বৈঠকখানা রোড। পর্ত্তুগীজ চার্চ ষ্ট্রীট—১০০, ক্যানিং ষ্ট্রীট। পণ্ডিতিয়া রোড—৬৬, হাজরা রোড। পদ্মনাথ লেন—১৪, বলরাম ঘোষ ষ্ট্রীট। পদ্মপুকুর রোড—৯৭, আশুতোষ মুখার্জ্জি রোড (ভবানীপুর)। পদ্মপুকুর লেন—৩০, পদ্মপুকুর রোড (ভবানীপুর)।

পদ্মপুকুর ইষ্ট লেন—৩৮, ওয়াটগঞ্জ ষ্ট্রীট খিদিরপুর। পদ্মপুকুর ওয়েষ্ট লেন—১, ষষ্ঠীতলা রোড, খিদিরপুর। পদ্মপুকুর স্কয়ার—৪০।১, হেমচন্দ্র ষ্ট্রীট, খিদিরপুর। পরমহংস দেব রোড—ওয়ার্ড ২৩, চেতলা রোড। পশুপতি বসু লেন—৫৯।বি, বাগবাজার ষ্ট্রীট। পাইকপাড়া রাজা মনিন্দ্র রোড—৬৯, বরাকপুর ট্রাঙ্ক রোড। পাইকপাড়া রো—২০।১বি, পাইকপাড়া রাজা মনিন্দ্র রোড। পাইপ রোড—৩৬, সার্কুলার গার্ডেন রিচ রোড, খিদিরপুর। পার্ক ষ্ট্রীট—৩০।সি, চৌরঙ্গি রোড। পার্ক রো—৪৭, পার্ক ষ্ট্রীট। পার্ক লেন—৪৭, ওয়েলসলি ষ্ট্রীট। পাগলাডাঙ্গা ১ম লেন—১৮, ওয়ার্ড। পাগলাডাঙ্গা ২য় লেন—১৮, ওয়ার্ড। পাগলাডাঙ্গা ওয়ার্ড, সাউথ ক্যানাল রোড। পাচু খানসামার লেন—৯।১, হ্যারিসন রোড। পাচি ধোবানী স্কয়ার—২, মদনমোহন চাটার্জ্জি লেন। পাত্র লেন—৮১, সুরেন্দ্র বানার্জ্জি লেন। পানবাগান লেন—(ইটালি)—১১, সাউথ রোড, ইটালি। পাথুরিয়াঘাটা ষ্ট্রীট—৩৮, দড়মাহাটা ষ্ট্রীট। পাথুরিয়াঘাটা লেন—৬০, পাথুরিয়াঘাটা ষ্ট্রীট। পাথুরিয়াঘাটা বাই লেন—২১, পাথুরিয়াঘাটা ষ্ট্রীট। পাম এভিনিউ—ওয়ার্ড ২১। পামার বাজার রোড, ইটালি—১৭ কনভার্ট লেন। পাল ষ্ট্রীট—১১৫, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট। পালিত ষ্ট্রীট—৭৮, ল্যান্সডাউন রোড। পার্ব্বতি চক্রবর্ত্তি লেন—১১৭, কালীঘাট রোড। পার্ব্বতি ঘোষ লেন—পি ৯, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ নর্থ। পার্শি চার্চ্চ ষ্ট্রীট—১৯, এজরা ষ্ট্রীট। পার্শি বাগান লেন—৯১ অপার সার্কুলার রোড। পার্শ্বনাথ রোড—৩।১, জর্জ্জ গেট রোড, হেষ্টিংস। পিতাম্বর সরকার লেন—২৫ নং, ওয়ার্ড, রামকমল ষ্ট্রীট। পিতাম্বর ঘটক লেন—১৫, চেতলা হাট রোড ও দুর্গাপুর লেন। পিতাম্বর ভট্টাচার্যের লেন—১৩।১, গড়পার রোড। পিপল পটি লেন—৩৯, এলগিন রোড। পিয়ারি মোহন সুর গার্ডেন লেন—৫০, চড়কডাঙ্গা রোড। পিয়ারিমোহন পাল লেন—৩২।২, বারানসি ঘোষ ষ্ট্রীট। পিয়ারি রোড—৩২।৭।১, বিডন ষ্ট্রীট। পিয়ারিমোহন সুর লেন—১২।২ গোয়াবাগান ষ্ট্রীট। পিয়ারি সরকার ষ্ট্রীট—৮৭, কলেজ ষ্ট্রীট। পিয়ারি দাস লেন—১, মাণিকতলা ষ্ট্রীট। পুলিশ হাঁসপাতাল রোড (ইটালি)—১৯ নং ওয়ার্ড, বেনিয়া পুকুর। পুর্ণ ব্যানার্জ্জি লেন—৯, খেলাত বাবুর লেন। পেন রোড ১৯, বেলভেরিয়া

রোড, আলিপুর। পেমেণ্টাল গার্ডেন লেন—১৮ নং ওয়ার্ড, নিউ ট্যাংরা রোড। পেয়ারা বাগান ষ্ট্রীট—২৮, সাহিত্য পরিষদ ষ্ট্রীট। পর্টুগীজ চার্চ্চ ষ্ট্রীট—১০০, ক্যানিং ষ্ট্রীট।

পোর্টল্যাণ্ড পার্ক—২৩ নং ওয়ার্ড, বর্দ্ধমান রোড। পোটের লেন—৭৯।২, ফিয়ার লেন। পোড়া বাজার লেন—৭১, চৌরঙ্গি রোড। প্রতাপ ঘোষ লেন—৩১।১, বারানসি ঘোষ ষ্ট্রীট। প্রতাপ আদিত্য রোড——৭০, রাসবিহারী এভিনিউ। প্রতাপ বানার্জ্জি লেন—১২।১।১, কলেজ ষ্ট্রীট। প্রভুরাম সরকার লেন—৫৪।১, চিংড়িঘাটা ষ্ট্রীট। প্রসন্নকুমার ঠাকুর ষ্ট্রীট—৬৭, পাথুরিয়াঘাটা ষ্ট্রীট। প্রাণনাথ সেন লেন——৩৬, কৈলাশ বসু ষ্ট্রীট। প্রাণনাথ চৌধুরী লেন——১।৪ রতন বাবু (রোড) প্রাণনাথ পণ্ডিত ষ্ট্রীট—৫০, পদ্মপুকুর রোড (ভবানী-পুর)। প্রামাণিক ঘাট রোড—৫৩, কাশীপুর রোড। প্রামাণিক ঘাট লেন—২, প্রামাণিক ঘাট রোড। প্রিয়নাথ মল্লিক রোড—১২, রমেশ মিত্র রোড। প্রিয়নাথ মুখার্জ্জি রোড—১০, প্রাণকৃষ্ণ মুখার্জ্জি রোড। প্রিয়নাথ ব্যানার্জ্জি ষ্ট্রীট—৯৫, গড়পার রোড। প্রিন্সেপ ষ্ট্রীট—৬৩, বেণ্টিক ষ্ট্রীট। প্রিন্স্ আনোয়ার খাঁ রোড—২১ নং ওয়ার্ড, রসারোড (টালিগঞ্জ)। প্রিন্স গোলাম রহমান রোড—৭৩, সতিশ মুখার্জ্জি রোড। প্রিন্সেপ লেন—৯৯ প্রিন্সেপ ষ্ট্রীট। প্রেটোরিয়া ষ্ট্রী—৯ থিয়েটার রোড। প্রেমচাঁদ বড়াল ষ্ট্রীট—১৮।১, কলেজ ষ্ট্রীট।

ফ

ফকির চক্রবর্ত্তী লেন—৩৩, গড়াণহাটা ষ্ট্রীট। ফকিরচাঁদ মিত্র ষ্ট্রীট—৮১, মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট। ফকির দে লেন—১৭, গোপীমোহন বসু লেন। ফকির হালদার লেন—৪৪।১'এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট। ফড়িয়া পুকুর ষ্ট্রীট—৯৫, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট। ফার্ণ রোড—১২০, রাসবিহারী এভিনিউ (টালিগঞ্জ)। ফাল্গুনদাস লেন—৩৪, শাঁখারিটোলা লেন। ফিয়ার্স লেন—২৭৩, বহুবাজার ষ্ট্রীট। ফিয়ার্লি প্লেস—১৬ ও ১৮, ষ্ট্র্যাণ্ড রোড। ফুলবাগান লেন—৩০, বেনিয়া পুকুর রোড (হাড়িপাড়া রাস্তা)। ফেডারেশন্ ষ্ট্রীট—২৯৪।২, অপার সার্কুলার রোড। ফোর্ডাইস লেন—

১৩৪, বহুবাজার ষ্ট্রীট। ফ্যান্সি লেন—১২ নং ওয়ার্ড, গবর্ণমেণ্ট প্লেস। ফ্রি স্কুল ষ্ট্রীট—১৩ ও ১৬ নং ওয়ার্ড, মার্কেট ষ্ট্রীট।

ব

বকুলবাগানরো—১৩১, বকুলবাগান রোড। বকুলবাগান রোড—১৬০, রসা রোড সাউথ। বঙ্গ সেন লেন—১৫, যোগেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি লেন। বটকৃষ্ট লেন—২৬, বেণেটোলা লেন। বটকৃষ্টপাল লেন—১৪ দমদম্ রোড। বড়তলা লেন—৭, বড়তলা ষ্ট্রীট। বড়তলা ষ্ট্রীট—২৮, নলিনী শেঠ রোড। বণ্ডেল রোড—১৫, ওল্ড বালিগঞ্জ রোড। বদন রায় লেন,—৪৬, বেলিয়াঘাটা মেন রোড। বদরুদ্দিন ষ্ট্রীট—৮নং ওয়ার্ড। বদ্রিদাস টেম্পল ষ্ট্রীট—২৬, ক্যানাল ওয়েষ্ট রোড। বৰ্দ্ধমান রোড—আলিপুর ও আলিপুর পার্কের সঙ্গমস্থল (বামদিক)। বনফিল্ড লেন—৩৪, ক্লাইভ ষ্ট্রীট। বনমালী চ্যাটার্জ্জি ষ্ট্রীট—৭৭, বারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড। বনমালী বিদ্যাসাগর লেন—৬, বামুনপাড়া লেন। বনমালী সরকার ষ্ট্রীট—১৬২, অপার চিৎপুর রোড। বৰ্ম্মণ ষ্ট্রীট—৬, অপার চিৎপুর রোড। বরদা মিত্রের লেন—৮, অন্নদা লেন। বরদা ঠাকুর লেন—১০।২, শোভারাম বসাক ষ্ট্রীট। বরেটো লেন—৪, ম্যাঙ্গো লেন। বলদেওজী লেন—২১, গ্রে ষ্ট্রীট। বলরাম বসু ১ম লেন—চক্রবেড়িয়া রোড নর্থ (ভবানীপুর)। বলরাম বসু ২য় লেন—৭, পদ্মপুকুর রোড। বলরাম দে ষ্ট্রীট—৬, জগন্নাথ ঘাট রোড (জোড়াবাগান)। বলরাম বসু ঘাট রোড—৬৫, হরিশ চাটার্জ্জি রোড। বলরাম ঘোষ ষ্ট্রীট—৪৭, শ্যামবাজার ষ্ট্রীট। বলরাম মজুমদার ষ্ট্রীট—৫৩।এ, শোভাবাজার ষ্ট্রীট (কুমারটুলি)। বলাইদত্ত ষ্টীট—৮০, কলুটোলা ষ্টীট। বলাই সিংহ লেন—৫৬, কৈলাস বসু ষ্ট্রীট। বল্লভদাস ষ্টীট—৬নং ওয়ার্ড, মুচিবাজার ষ্টীট। বল্লভ ষ্টীট—৯, পাল ষ্ট্রীট। বসাক দিঘী লেন—১৬।২, বালক দত্ত ষ্টীট। বসাক বাগান লেন—২১।এ, চোরবাগান লেন। বসাক লেন—৬৪, বাঁশতলা ষ্টীট। বসাক ষ্টীট—৭৮, নলিনী শেঠ রোড। বহুবাজার ষ্ট্রীট—৮৭, বেণ্টিক ষ্ট্রীট (লালবাজার ষ্ট্রীট ও লোয়ার চিৎপুর রোডের সঙ্গম স্থল)। বংশীধর মল্লিক লেন—১৬, শিকদার পাড়া লেন। বাঁকারাই ষ্টীট—১৪।১, অক্রুর দত্ত লেন। বাগবাজার ষ্টীট—১৯৮।২, অপার চিৎপুর রোড। বাগমারি রোড—৪০, মাণিকতলা ষ্টীট।

বাগমারি লেন—১০৩, মাণিকতলা মেন রোড। বাজার রোড ১নং—৪, সেণ্ট জর্জ্জের গেট রোড। বাজার রোড ২নং—কমিসারিয়েট রোড। বাজার রোড ৩নং—২৫নং ওয়ার্ড, বেকারি রোড। বাঞ্ছারাম অক্রুর লেন—৪৫।২, ওয়েলিংটন ষ্টীট। বার্টরামষ্টীট বা নিউ মিউনিসিপাল মার্কেট (পশ্চিম)—চৌরঙ্গি প্লেস। বানার্জ্জি লেন—১৩৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট। বাদুর বাগান রো—৭৪, আমহার্ষ্ট ষ্টীট। বাদুড় বাগান লেন—৯৬, অপার সার্কুলার রোড। বাদুড় বাগান ষ্টীট—৭৫,মেছুয়া বাজার ষ্টীট। বাবরাম ঘোষ লেন—২৮, আহিরীটোলা ষ্টীট। বাবুরাম শীল লেন—১৮, সেণ্ট জেম্‌স লেন। বাবুলাল লেন—৮৪, কটন ষ্টীট। বামনদাস মুখার্জ্জি রোড—৬নং ওয়ার্ড। বামুনপাড়া লেন—২৪, ব্রড ষ্টীট। বারানসি ঘোষ ষ্টীট—৭৫, আপার চিৎপুর রোড। বারানসি ঘোষ লেন—১০৮, বারানসি ঘোষ ষ্টীট। বারানসি ঘোষ ২য় লেন—১২।১।১, বারাণসি ঘোষ ষ্টীট। বারাণসি ঘোষ ৩য় লেন—৫, রাজেন্দ্র মল্লিক ষ্টীট। বারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড—প্রাণকৃষ্ণ মুখার্জ্জি রোড ও টালা ব্রিজ হইতে। বারিক লেন—৯৭, মাণিকতলা ষ্টীট। বারোয়ারিতলা লেন—৮৫, শোভাবাজার ষ্টীট। বারেয়োরী রোড—৪।৩, রাসমণি বাজার ষ্টীট। বালক দত্ত লেন—১২৫, মেছুয়াবাজার ষ্টীট। বালিগঞ্জ পার্ক রোড—১৯, বালিগঞ্জ ষ্টোর রোড। বালিগঞ্জ ষ্টেশন রোড—৮, একডেলিয়া রোড। বালিগঞ্জ ষ্টোর রোড—৬৩, বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড। বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড—২২৪, লোয়ার সার্কুলার রোড। বালু হাক্কার লেন—৮১, ঝাউতলা রোড। বাল্মিকী ষ্টীট—৫, আল ষ্ট্রীট। বাঁশতলা গলি—৫২, বড়তলা ষ্ট্রীট। বাঁশতলা লেন—১৩।১, গোরস্থান লেন। বাঁশতলা ষ্ট্রীট—৫৬, নিলমণি শেঠ রোড বাহির মির্জ্জাপুর রোড—১৮।৪ ক্যানাল ওয়েষ্ট রোড। বাহির শুরা রোড—১৩৪, রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র রোড। বিজলি রোড (ইটালি)—২০ নং ওয়ার্ড, ক্রিমেটোরিয়াম ষ্ট্রীট। বিজয় মুখার্জ্জি লেন—৩৬, বকুল বাগান রোড। বিডন রো—৬৫।২ বিডন ষ্ট্রীট। বিডন ষ্ট্রীট—৯৭, আপার চিৎপুর রোড। বিডন স্কয়ার—১৮৫, মাণিকতলা ষ্ট্রীট। বিদ্যাসাগর ষ্ট্রীট—৯৪, অপার সারকুলার রোড। বিনয় বাবু লেন—৪৭, রমেশ মিত্র লেন। বিনোদ বিহারী সাহা লেন—৭৯ মাণিকতলা ষ্ট্রীট।

বিন্দু পালিত লেন—৫৯, চাষা ধোপাপাড়া ষ্ট্রীট। বিপিন মিত্র লেন—১০, শ্যামলাল ষ্ট্রীট (শ্যামবাজার)। বিপ্রদাস দে লেন—২, নাথের বাগান ষ্ট্রীট। বিফোর্ড লেন—১৫নং ওয়ার্ড, ৬, রিপণ লেন। বিবি বাগান লেন—(ইটালি)—১৯ নং ওয়ার্ড, চিংড়িহাটা রোড। বিবি রোজিয়া লেন—১১২, কলেজ ষ্ট্রীট। বিবেকানন্দ রোড—২০১, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট ও সিমলা ষ্ট্রীট। বিশপ লেফ্রই রোড—৬৮ বি, চৌরঙ্গি রোড। বিশ্বনাথ মতিলাল লেন—১২, হিদারাম বাণার্জ্জি লেন। বিশ্বকোষ লেন—১৬, কাটাপুকুর লেন। বিশ্বম্বর মল্লিক লেন—৩, বনমালি সরকার ষ্ট্রীট। বিশ্বাস নার্শারি লেন—২৬, নারিকেলডাঙ্গা মেন রোড। বিশুবাবুর লেন—৩৮, হেমচন্দ্র ষ্ট্রীট (খিদিরপুর)। বিহারী চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট—২৪।১, নিমতলা ঘাট ষ্ট্রীট। বিহারী ডাক্তার রোড—২৫।২, গিরিশ মুখার্জ্জি রোড। বীরচান্দ গোস্বমী লেন—২৩, রাজা রাজবল্লভ ষ্ট্রীট। বীরপাড়া লেন—১৫, দমদম রোড। বুদ্ধিষ্ট টেম্পল ষ্ট্রীট—১২, রবার্ট ষ্ট্রীট। বুদ্ধ ওস্তাগার লেন—৬৯, ওল্ড বৈঠক খানা বাজার রোড। বৃটিশ ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রীট—২,ওল্ড কোর্ট হাউস ষ্ট্রীট। বৃন্দাবন পাল লেন—৯০ শ্যামবাজার ষ্ট্রীট। বৃন্দাবন পাল বাই লেন—১৯।১, বৃন্দাবন পাল লেন। বৃন্দাবন মল্লিক লেন—১৫, পঞ্চানন ঘোষ লেন। বৃন্দাবন মল্লিক ১ম লেন—১৫।১, সুকিয়া ষ্ট্রীট। বৃন্দাবন ঘোষ লেন—৬৫, মহেন্দ্র সরকার লেন। বৃন্দাবন বসু লেন—১৫৮, কর্ণ ওয়ালিস ষ্ট্রীট। বৃন্দাবন বসাক ষ্ট্রীট—১১, গোরলাহা ষ্ট্রীট। বেকার রোড—২, জাজের কোর্ট রোড (আলিপুর)। বেকার রোড—৬, সেণ্ট জর্জ্জ ঘাট রোড। বেক বাগান রো—পি ৩৬, পার্ক এভিনিউ। বেচু ডাক্তার লেন—৯, চন্দ্র চাটার্জ্জি ষ্ট্রীট। বেচুলাল রোড—১৯নং ওয়ার্ড, সাউথ রোড (ইটালি)। বেচু চাটার্জ্জি ষ্ট্রীট—৪, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট। বেন্টিক ষ্ট্রীট—১২, লালবাজার ষ্ট্রীট। বেনিয়াটোলা ষ্ট্রীট—১৩০, দর্ম্মাহাটা ষ্ট্রীট। বেনিয়াটোলা লেন—৭, কলেজ স্কয়ার। বেনিয়া পুকুর রোড— (ইটালি)—২৫, জান নগর রোড। বেণীনন্দন ষ্ট্রীট—২৮, হরিশ মুখার্জ্জি রোড। বেথুন রো—১৪১, মানিকতলা ষ্ট্রীট বেপারি টোলা লেন—১৩১, প্রিন্সেপ ষ্ট্রীট। বেলগাছিয়া রোড—৩০ ও

৩১নং ওয়ার্ড, প্রাণকৃষ্ণ মুখার্জ্জি রোড ও দমদম ব্রিজ। বেলগাছিয়া মেন রোড—বেলগাছিয়া ক্যানাল ওয়েষ্ট রোড বেলতলা রোড—১৩।১সি, প্রিয়নাথ মল্লিক রোড। বেলভেরিয়া পার্ক—৫, বেলার রোড। বেল ভেরিয়া রোড—আলিপুর রোড, জিরাট ব্রিজ ও লোয়ার সার্কুলার রোড হইতে। বেলেঘাটা রোড—১৩৮, লোয়ার সার্কুলার রোড। বৈকুণ্ঠ সেন লেন—৫৮, রতন সরকার গার্ডেন লেন। বৈকুণ্ঠ চক্রবর্ত্তী লেন—১৭৬, অপার সার্কুলার রোড। বৈঠক খানা ১ম লেন—১৭, বৈঠক খানা রোড বৈঠকখানা ২য় লেন—২০ বৈঠকখানা রোড। বৈঠকখানা রোড—১৫২, বহুবাজার ষ্ট্রীট। বৈদ্যনাথ মল্লিক লেন—১৭, সিকদার পাড়া ষ্ট্রীট। বৈষ্ণব শেঠ ১ম লেন—২৬।২'৪এ, প্রসন্ন কুমার ঠাকুর ষ্ট্রীট। বৈষ্ণব শেঠ ২য় লেন—৩, বিহারী চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট। বৈষ্ণব শেঠ ষ্ট্রীট—২২, নিমতলা ঘাট ষ্ট্রীট। বোস পাড়া লেন—১৪, বাগবাজার ওয়ার্ড, ষ্ট্রীট। বেয়েলি মণ্ডলি—২৭ নং রসারোড সাউথ। রো ষ্ট্রীট—৩৯, বহুবাজার ষ্ট্রীট। ব্যাঙ্কশাল ষ্ট্রীট—৩, কয়লাঘাটা ষ্ট্রীট। ব্যাচারাম চাটার্জ্জি লেন—৫।২, কালীপ্রসাদ দত্তের ষ্ট্রীট। ব্রজ কুমার শেঠ লেন—৩, বিহারী চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট। ব্রজ গোবিন্দ সাহা লেন—১৯১, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট। ব্রজনাথ মিত্র লেন—৩৫, ঝামাপুর লেন। ব্রজদুলাল ষ্ট্রীট—জগন্নাথ ঘাট রোড। বাউন ফিল রো—৪৬, রোড (আলিপুর)। ব্রাউন ফিল্ড ওয়ার—২১।১, একবালপুর লেন। ব্রাহ্মণ পাড়া লেন—১১, বলরাম দে ষ্ট্রীট। ব্লচ ম্যান ষ্ট্রীট—৮৪, ওয়েলেসলি ষ্ট্রীট। ব্লাফায়ার লেন—১নং ব্লাকয়ার স্কয়ার। ব্লাকয়ার স্কয়ার—৩৮।২, দুর্গাচরণ মিত্র ষ্ট্রীট (দর্জ্জিপাড়া)। ব্লাক বর্ণ লেন— ৮৯, ফিয়াস লেন।

ভ

ভবনাথ সেন ষ্ট্রীট—১১৪।৩, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট। ভগবতী লেন—২৫৩, কালীঘাট রোড। ভগবান বানার্জ্জি লেন—১৫৫ আহিরীটোলা ষ্ট্রীট। ভট্টাচার্জ্জি লেন—৬০, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট ও ৯৫ সুরেন্দ্র ব্যানার্জ্জি রোড। ভবানী দত্ত লেন—৮৬, কলেজ ষ্ট্রীট। ভবানীপুর রোড—১৪৫, লোয়ার সার্কুলার রোড। ভারতচন্দ্র রোড—ওয়ার্ড ২৭, মহানির্ব্বাণ রোড।

ভাগুেন বার্গ লেন—১৯, ট্রেটিবাজার ষ্ট্রীট। ভাসিটাটি রো—৩২, ডালহৌসি স্কয়ার। ভিক্টোরিয়া টেরাকে—১৪ ক্যামাক ষ্ট্রীট। ভিক্টোরিয়া স্কয়ার—১, অ্যালবার্ট রোড। ভীম ঘোষ লেন—৩৬।১, হরিঘোষ ষ্ট্রীট। ভীম ঘোষ বাই লেন—৯।১, ভীম ঘোষ লেন। ভুকৈলাস রোড—৪৭, সাকুলার গার্ডেন রিস্ রোড, ডকের পূর্ব্বদিকে (খিদিরপুর)। ভুবন চ্যাটাজ্জি লেন—৫৬, বারানসি ঘোষ ষ্ট্রীট। ভুবন ধর লেন—১৩১, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট। ভুবন বানার্জ্জি লেন—১২১, মুক্তারাম বাবু ষ্ট্রীট। ভুবন মোহন সরকার লেন—১, সিমলা ষ্ট্রীট। ভুর লেন—১৫, জগন্নাথ সুর লেন। ভৈরব বিশ্বাস লেন—৩৭, মাণিকতলা ষ্ট্রীট। ভৈরব মুখার্জ্জি লেন—১০৩, বেলগাছিয়া রোড। ভোট বাগান লেন—৯, গোঁসাই বাগান লেন (হাওড়া)। ভোলানাথ কুণ্ডুর লেন—১০, গ্রে ষ্ট্রীট। ভোলানাথ পালের লেন—৯০।২ বারানসি ঘোষ ষ্ট্রীট।

ম

মট লেন—২, ওয়েলেস্লি ষ্ট্রীট। মণ্ডল ষ্ট্রীট ৪১।৩, দর্ম্মাহাটা ষ্ট্রীট। মণ্ডলস্ টেম্পল রোড—৩।১, চেতলা রোড। মণ্ডেভিল গার্ডেনস্—১৪, গড়িয়াহাটা রোড (বালিগঞ্জ)। মতিঝিল লেন—৮, কনভেণ্ট লেন। মতিলাল বসাক লেন—১০১।২, নারিকেলডাঙ্গা মেন রোড। মতিলাল নেহেরু রোড—২৭নং ওয়ার্ড, রাসবিহারী এভিনিউ। মতিলাল মিত্র লেন—২৫।৬, ক্যানাল ইষ্ট রোড। মতিলাল সেন লেন—২৯নং ওয়ার্ড, ষষ্ঠীতলা রোড। মতিশীল ষ্ট্রীট—১৩৯, সুরেন্দ্রনাথ বানাজ্জি রোড। মথুর সেন গার্ডেন লেন—৭৩, নিমতলা ঘাট ষ্ট্রীট। মদন বড়াল ষ্ট্রীট—৬৮ মলঙ্গ লেন। মদম চ্যাটর্জ্জি লেন—৫৭, অপার চিৎপুর রোড। মদন দত্ত লেন—৫১, হিদারায় ব্যানার্জ্জি লেন—মদন গোপাল লেন—৯৯, প্রেমচাঁর বড়াল ষ্ট্রীট। মদনমিত্র লেন—১৭, কৈলাস বসু ষ্ট্রীট। মদন মোহন দত্ত লেন—৭২, দর্ম্মাহাটা ষ্ট্রীট। মদন মোহন সেন ষ্ট্রীট—৫০, কলুটোলা ষ্ট্রীট। মদন পাল লেন—১১, শাখারিপাড়া রোড (ভবানীপুর)। মধুগুপ্ত লেন—১৬।১এ, শ্রীগোপাল মল্লিক লেন—মধুপাল লেন—৬, কুমারটুলি লেন। মধুরায় লেন—৩৯, সিমলা ষ্ট্রীট। মধুরায় বাই লেন—২৪, মধুরাম লেন। মধুসুদন চ্যাটার্জ্জি লেন—৪,

কালীকুমার ব্যানার্জ্জি লেন। মনহর দাস ষ্ট্রীট—১৫।এ, ক্রস্ ষ্ট্রীট। মনহর পুকুর রোড—১৩৮।১, রসা রোড সাউথ। মনহর পুকুর ২য় লেন—২৭নং ওয়ার্ড, হাজরা রোড। মনসা তলা লেন—১৮, সার্কুলার গার্ডেন রিচ রোড (খিদিরপুর)। মন্নুক লেন—৮, পলক ষ্ট্রীট। মনহর বসু ষ্ট্রীট—৭২।১, গ্রে ষ্ট্রীট। মনিরুদ্দিন লেন—১১০, দুর্গাচরণ মিত্র, ষ্ট্রীট। মন্মথ নাথ গাঙ্গুলি রোড—৩০ ও ৩২ নং ওয়ার্ড, যোগেন্দ্র নাথ মুখার্জ্জি লেন ও পঞ্চানন মুখার্জ্জি রোড। মন্মথ ভট্টাচার্য্য ষ্ট্রীট—২১, বলরাম ঘোষ ষ্ট্রীট। মন্দির ষ্ট্রীট—৩৩ জ্যাকারিয়া ষ্ট্রীট। মমিনপুর রোড —৬১, একবালপুর রোড। মর রোড—৯, সেণ্ট জর্জেস গেট রোড ময়ূর ভঞ্জ রোড—৫৫, ডায়মণ্ডহারবার রোড। মরাপোড়া মলঙ্গ লেন—১০ নং ওয়ার্ড, কেওার ডাইন স্কার। মল্লিক লেন—২, ইন্দ্ররায় রোড। মল্লিক ষ্ট্রীট—২৮, আর্ম্মেনিয়া ষ্ট্রীট। মহর্ষি লেন—৬ নং ওয়ার্ড, মদন মোহন চ্যাটার্জ্জি লেন। মহারাণী স্বর্ণময়ী রোড—৩০১।২, অপার সার্কুলার রোড। মহাদেব ব্যানার্জ্জি লেন, ভূতপূর্ব্ব বিশ্বেশর ব্যানার্জ্জি লেন—হাওড়া। মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড বা দর্ম্মাহাটা ষ্ট্রীট—৫৬, ক্লাইভ ষ্ট্রীট। মহম্মদ রঞ্জাম লেন—৮৫, নিমতলা ঘাট ষ্ট্রীট। মহামায়া লেন—২৮৩, কালীঘাট রোড। মহানির্ব্বাণ রোড—২৭নং ওয়ার্ড, মনহর পুকুর রোড। মহেন্দ্র বসু লেন—৫ বৃন্দাবন পাল লেন। মহেন্দ্র গোস্বামী লেন—৫২, মাণিকতলা ষ্ট্রীট। মহেন্দ্র রোড—৫৯।বি, ল্যান্স ডাউন্ রোড। মহেন্দ্র রায় লেন—৪, বাঁশতলা লেন। মহেন্দ্র সরকার লেন—৬৩, শাখারি টোলা লেন। মহেশ বারিক লেন—১০৯, নারিকেল ডাঙ্গা নর্থ রোড। মহেশ চন্দ্র দত্ত লেন—১০, গোবিন্দ আড্ড লেন। মহেশ চৌধুরী লেন—৭৪, পদ্মপুকুর রোড। মহিম হালদার লেন—১৬১, কালীঘাট রোড। মস্‌জিদ স্কয়ার—৫৪, ওয়েলেস্‌লি ষ্ট্রীট। মাইশোর রোড—১৭, প্রিন্স গোলাম মহম্মদ রোড। মার্কস লেন—১১, মুক্তারাম বাবু রো। মার্কাস্ স্কয়ার—১২৬, কেশব চন্দ্র সেন ষ্ট্রীট। মার্কেট ষ্ট্রীট—১৩নং ওয়ার্ড, নিউ মার্কেটের পূর্ব্ব হইতে। মাকেঞ্জির লেন—১৫২, হাওড়া রোড। মার্কুইস্ —লেন—৪৫, কলিন ষ্ট্রীট। মার্কুস্ ষ্ট্রীট—৮, চৌরঙ্গি লেন। মাজন লেন—৪, নিউ থিয়েটার রোড। মাজ লেন—৭।সি, লিডসে ষ্ট্রীট মাণিক বসু ঘাট ষ্ট্রীট—৮৮, দর্ম্মাহাটা ষ্ট্রীট। মাণিকতলা বাজার লেন—৪নং ওয়ার্ড।

মাণিকতলা লেন—৮।১, মাণিকতলা ষ্ট্রীট। মানিকতলা মেন রোড – ৪০।২০, ক্যানাল ইষ্ট রোড। মাণিকতলা রোড –২৫৭, অপার সার্কুলার রোড। মানিকতলা স্পার – ৪৩, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট। মার্থডেন ষ্টীট—৮, ওয়েলস্‌লি স্কয়ার ও আলিমুদ্দিন ষ্ট্রীট। মাধব বাবু গার্ডেন লেন ৩৬, বেলিয়া ঘাটা মেন রোড। মাধব চ্যাটার্জ্জি লেন—২।এ, পদ্মপুকুর রোড। মাধব চ্যাটার্জ্জি ষ্ট্রীট—২০, অ্যাস্টন রোড। মাধব দাস লেন –১৫৫।৪, অপার সার্কুলার রোড। মাধব লেন—৪।১, বেলতলা রোড। মাধবকৃষ্ণ শেঠ লেন—৩, জগ মোহন মল্লিক লেন। মায়ারপুর রোড—৪৭।১ চেতলা রোড। মারহাট্টা ডিচ্ লেন—১নং ওয়ার্ড, অক্ষয় কুমার বসু লেন। মালিক পাড়া লেন—সার্কুলার রোড (হাওড়া)। মিচাইল দত্ত ষ্ট্রীট—৩৯।বি, ওয়ার্ড গঞ্জ ষ্ট্রীট (খিদিরপুর)। মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট –৫২ কলেজ ষ্ট্রীট। মির্জ্জা মেহেন্দি লেন—২৪, ওয়েলেস্‌লি ষ্ট্রীট। মিড্ল রোড (ইট্ লি)—৮৭, সাউথ রোড ইটালি। মেড্ল রোড (হেষ্টিংস্)—২৫ নং ওয়ার্ড, কমিসারিয়েট রোর্ড। মিড্ল টন রোড—২০, পার্ক ষ্ট্রীট। মিড্ল টন ষ্ট্রীট—৪২, চৌরঙ্গি রোড। মিণ্টো পার্ক—২২নং ওয়ার্ড ভবাণীপুর। মিণ্টো স্কয়ার—৫।১, লোয়ার সার্কুলার রোড। মিত্র লেন ২৬ মুক্তরাম বাবু ষ্ট্রীট। মিরবহর ঘাট ষ্ট্রীট—২, দর্ম্মহাটা ষ্ট্রীট। মির মেহের আলি লেন—১৮নং ওয়ার্ড, ক্যানেল রোড সাউথ। মিশন রো – , লাল বাজার ষ্ট্রীট। মিস্ত্রী পাড়া লেন (ইটালি)—৬, নুরালি লেন। মিয়াজান ওস্তাগার লেন—২১নং ওয়ার্ড, দিলখুসা রোড। মুক্তারাম বাবু ষ্ট্রীট ৩৭, অপার চিৎপুর রোড (চোরবাগান)। মুক্তারাম রো—২২০, কর্ণাওয়ালিস্ ষ্ট্রীট। মুক্তারাম লেন—৯৪, মুক্তারাম বাবু ষ্ট্রিট। মুখার্জ্জি পাড়া লেন –৫।১ বি, নেপাল ভট্টাচার্য্যের ষ্ট্রীট। মুখার্জ্জি লেন—২।৬, রামকৃষ্ণ লেন। মুদিয়ালি রোড—২১০, রসা রোড সাউথ। মুনসি বাজার রোড (ইটালি) –১৯নং ওয়ার্ড, বেলেঘাটা মেন রোড। মুনসি নকিবুল্লা লেন—৮৪, অপার সার্কুলার রোড। মুনসি পাড়া লেন—২২।১, সিমলা রোড (হালসি বাগান)। মুনসি সদরুদ্দিন লেন—১৩, অপার চিৎপুর রোড (বারিপাড়া)। মুন্সিগঞ্জ রোড—১৪৫, সার্কুলার গার্ডেন রিচ রোড (খিদিরপুর)। মুরলিধর সেন লেন—১৭।এ, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ সাউথ। মুরারী পুকুর লেন—৯।৬, ক্যানেল ইষ্ট রোড। মুরারী পুকুর রোড—২৫।৬, ক্যানেল ইষ্ট

রোড। মুরারী সেরাঙ্গ লেন—১৯নং ওয়ার্ড, ওয়েলেসলি ষ্ট্রীট। মুলেন ষ্ট্রীট—১৪, ল্যান্স ডাউন রোড (বালিগঞ্জ)। মুসলমান পাড়া লেন—৩৪, অপার সার্কুলার রোড। মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট—৪. অপার চিৎপুর রোড। মেকিয়ার রোড—২১নং ওয়ার্ড, ব্রাইভ ষ্ট্রীট। মেটকাফ্ লেন—৩২, মেটকাফ ষ্ট্রীট। মেটকাফ্ ষ্ট্রীট—৭০, বেন্টিঙ্ক ষ্ট্রীট। মেরেদিথ ষ্ট্রীট—১০নং ওয়ার্ড, বেন্টিঙ্ক ষ্ট্রিট। মেলিন পার্ক—২১নং ওয়ার্ড, বালিগঞ্জ। মেহের নস্কর লেন—৪৮, কড়েয়া রোড। মেহেরআলি রোড—২৫, কড়েয়া রোড। মেহেরআলি লেন—২৫, কড়েয়া রোড। মৈজদ্দিন জমাদার লেন—২১নং ওয়ার্ড। মৈরা ষ্ট্রিট—৯।৩, হাঙ্গার ফোর্ড ষ্ট্রিট। মোমিনপুর গলি—১০।বি, মমিনপুর রোড। মোল্লা পাড়া লেন—৪১৪, গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোড (হাওড়া)। মোহন লেন—৭৩, ক্রস ষ্ট্রিট। মোহনলাল ষ্ট্রিট—২২৪, অপার সার্কুলার রোড। মোহনলাল মিত্র লেন—২২৪, অপার সার্কুলার রোড। মোহনচাঁদ রোড—৯।১।বি, মিচিল দত্ত ষ্ট্রিট। মোহিনী মোহন রোড—২২নং ওয়ার্ড, আশুতোষ মুখার্জ্জি রোড। মোহন বাগান রো। কির্ত্তীমিত্র লেন। মোহন বাগান লেন—১৮।১।৪, অপার সার্কুলার-রোড। মৌলভি লেন—৩৬, কলিন ষ্ট্রিট। ম্যাকলেওড ষ্ট্রিট—২৮, পার্ক ষ্ট্রিট। ম্যাকার্থি লেন—১৬৪।১, বৈঠকখানা রোড। ম্যাঙ্গো লেন—১৩, ওল্ডকোর্ট হাউস্ ষ্ট্রিট। ম্যাডান ষ্ট্রিট—৬, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট। ম্যাডক্স স্কয়ার—৯, রিচি রোড।

য

যজ্ঞেশ্বর বসু লেন—৪১এ গ্রে ষ্ট্রীট। যতীন দাস রোড—পি ১২৭।এ, লেক রোড। যতীন মিত্র লেন—১৬, শ্যাম লাল ষ্ট্রীট। যদু ভট্টাচার্য্যের লেন—৫. মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট। যদুনন্দ গোস্বামী লেন—ওয়ার্ড ৫, যদুনাথ দে লেন—ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট। যদু নাথ সেন লেন—৪৮।বি, কৈলাশ বসু ষ্ট্রীট। যদু পণ্ডিত রোড—২৫।১।৩, গড়ান হাটা ষ্ট্রীট যদুলাল। মল্লিক রোড—ওয়ার্ড ৫। যদু শ্রীমনি লেন—২৮, সার্পেনটাইন লেন। যাদব লেন—৭১, হরিশ মুখার্জ্জি রোড। যামিনী কবিরাজ রো—১৩, উল্টাডাঙ্গা রোড। যামির লেন—সুইনহো ষ্ট্রীট। যুগল কিশোর দাস লেন—৮৪, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট। যুগল কিশোর দাস বাই লেন—১৭।এ, যুগল কিশোর দাস লেন। যুগীপাড়া বাই লেন—২, মাণিকতলা রোড। যুগীপাড়া লেন—

৫, মাণিকতলা রোড। যুগীপাড়া মেন রোড—২৫৮।১৫।১, অপার সাকুলার রোড। যোগেন দত্ত লেন—৯।৪, মাণিকতলা ষ্ট্রিট। যোগেন্দ্র কবিরাজ রোড—ওয়ার্ড ৫। যোগেন্দ্র নাথ বসু লেন—৪৫, খেলাত বাবুর লেন। যোগেন্দ্র নাথ মুখার্জ্জি রোড—ওয়ার্ড ৩২, প্রাণকৃষ্ণ মুখার্জ্জি রোড ও পঞ্চানন মুখ র্জ্জি রোড। যোগেশ মিত্র রোড—৯ চক্রবেড়ে রোড সাউথ। যোগোদ্যান লেন—ওয়ার্ড ২৯, কাঁকুরগাছি ৩য় লেন। যোড়াবাগান বাই লেন—১৯, যোড়াবাগান ষ্ট্রিট। যোড়াবাগান স্কয়ার—ওয়ার্ড ৫, যোড়াবাগান ষ্ট্রিট যোড়াবাগান ষ্ট্রিট—৬০ দরমাহাটা ষ্ট্রিট। যোড়াপুকুর লেন—১২১, বারানসি ঘোষ ষ্ট্রিট। যোড়াপুকুর স্কয়ার লেন—ওয়ার্ড ৬, চাষাধোপা পাড়া ষ্ট্রিট ও নিউ জগন্নাথ ঘাট রোড।

র

রঘুনন্দন লেন—৩৬, ধর্ম্মহাটা ষ্ট্রিট। রঘুনাথ চ্যাটার্জ্জি ষ্ট্রিট—৫০ কৈলাশ বসু ষ্ট্রিট। রঙ্গলাল ষ্ট্রিট— ১২২, সাকুর্লার গার্ডেন রিচ রোড (খিদিরপুর) রজনী গুপ্ত রো——৬।সি, অখিল মিস্ত্রী লেন। রডন ষ্ট্রীট লোয়ার—২২৫, লোয়ার সাকুর্লার রোড। রডন স্কয়ার—১৯, রডন ষ্ট্রীট। রডন ষ্ট্রিট—৪৮, পার্ক ষ্ট্রিট। রতন সরকার গার্ডেন ষ্ট্রিট ২৪, দর্ম্মাহাট ষ্ট্রিট। রতন সরকার গার্ডেন লেন—১৭, রতন সরকার গার্ডেন ষ্ট্রিট। রতন নিয়োগী লেন—২২ বি, বদ্রিদাস টেম্পল ষ্ট্রিট। রতন বাবুর রোড—৩৮।৭, কাশিপুর রোড। রতু সরকার লেন—৮নং ওয়ার্ড, কানাই শীল ষ্ট্রিট ও ৭১।১, কলুটোলা ষ্ট্রীট। রবার্ট ষ্ট্রীট—৪১, বহুবাজার ষ্ট্রীট। রবিন্সন্ ষ্ট্রীট—১৭, রাউডন ষ্ট্রীট। রমণী চ্যাটার্জ্জি রোড—১৫৭, রাসবিহারী এভিনিউ। রমানাথ সাধু লেন—১৯।,১ মুক্তারাম বাবু ষ্ট্রিট। রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট—৫৩, পটুয়াটোলা লেন। রমানাথ কবিরাজ লেন ৫৫, শশী ভূষণ দে ষ্ট্রিট। রমেশ মিত্র রোড—১৬৯, রসা রোড সাউথ। রমেশ চন্দ্র রোড—২২ নং ওয়ার্ড। রয়েল এক্সচেঞ্জ—৭, লায়ন্স রেঞ্জ। রসা রোড সাউথ——১৭১ কালীঘাট রোড। রসিকলাল ঘোষ লেন—১৩, কৃপানাথ লেন। রসিক নাথ মিত্র লেন—১ ১।৪, শ্যাম বাজার ষ্ট্রিট। রাইচরণ পাল লেন—১৮ ও ২০ নং ওয়ার্ড, (টালিগঞ্জ)। রাইড লেন—৫০, ওয়েলেসলি ষ্ট্রীট রাইফেল রেঞ্জ রোড—১১ নং ওয়ার্ড, দিলকুসা ষ্ট্রিট ও তিলজলা রোড। রাখাল ঘোষ লেন—২৪, তালপুকুর রোড। রাখাল মুখার্জ্জি রোড—১২, রমেশ মিত্র

রোড। রাজচরণ সাধু খাঁ লেন—১১৭ বেলগাছিয়া রোড ও ক্যানাল ব্রিজ। রাজা আলি লেন—৫।৪, মমিনপুর রোড (খিদিরপুর)। রাজচন্দ্র সেন লেন—৩০, স্কট্ লেন। রাজকিশন লেন—১২, বিডন ষ্ট্রীট। রাজকিশোর লেন—২, সোণার গৌরাঙ্গ টেম্পল লেন। রাজকুমার চ্যাটার্জ্জি রোড—৫৬, খেলাত বাবুর লেন। রাজমোহন ষ্ট্রীট—১৫, জ্যাকেরিয়া ষ্ট্রীট। রাজনারায়ণ বিশ্বাস লেন—১৯, শ্যামবাজার ষ্ট্রীট। রাজা অপূর্ব্বকৃষ্ণ লেন—৭২, কালীচরণ ঘোষ রোড। রাজা বাগান লেন—৯৫, সাউথ সিথি রোড। রাজা বাগান ষ্ট্রীট—৭৮।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট। রাজা বসন্ত রায় রোড—৮২।২, রাসবিহারী এভিনিউ। রাজা দেবেন্দ্র নারায়ণ লেন—৩৭৩, অপার চিৎপুর রোড। রাজা দেবেন্দ্র দের লেন—১২২, গ্রে ষ্ট্রীট রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট—২, গ্যাস্ ষ্ট্রীট রাজা গোপী মোহন ১ম লেন—৪নং ওয়ার্ড, মাণিকতলা বাজার। রাজা গোপী মোহন ষ্ট্রীট—৩২, বিডন ষ্ট্রিট। রাজা গুরুদাস ষ্ট্রীট—৬১, বিডন ষ্ট্রীট। রাজা জন্মজয় রোড—১০৮, বেলিয়া ঘাটা মেন রোড। রাজা কালীকৃষ্ণ ১ম লেন—১০৪, গ্রে ষ্ট্রীট। রাজা কালীকৃষ্ণ ২য় লেন—৫০, রাজা নবকৃষ্ণ ষ্ট্রীট। রাজা লেন—৫১।৪, কেশব সেন ষ্ট্রীট। রাজা পাড়া লেন—১৩।২, রমাকান্ত বসু ষ্ট্রিট। রাজা রাজবল্লভ ষ্ট্রীট—১৬৫, আপার চিৎপুর রোড। রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র রোড—১৪।১, বেলিয়াঘাটা মেন রোড। রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রিট—১৫৫, আপার সাকুর্লার রোড। রাজা রাজনারায়ণ ষ্ট্রিট—২৯৪।৩, আপার সাকুর্লার রোড (লেডিস্ পার্ক)। রাজা সন্তোষ ইষ্ট রোড বা আলিপুর পার্ক রোড—২৩নং ওয়ার্ড। রাজা সন্তোষ রোড ওয়েষ্ট—২৩নং ওয়ার্ড আলিপুর পার্ক রোড। রাজা নিউ বক্স বগলা রোড—৭১।১, বারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড। রাজা সার রাধাকান্ত দেব লেন—১৪৯, শ্যামবাজার ষ্ট্রীট। রাজা সার রাধাকান্ত দেব ১ম লেন—১৬০।২, আপার চিৎপুর রোড। রাজা সার রাধাকান্ত দেব ২য় লেন—১৬০।১, আপার চিৎপুর রোড। রাজা সার রাধাকান্ত দেব ৪র্থ লেন—১৫৯।১, আপার চিৎপুর রোড। রাজেন্দ্র দত্ত লেন—১৮, অক্রুর দত্ত লেন। রাজেন্দ্র লাহা ষ্ট্রীট—১২, মাণিকতলা রোড। রাজেন্দ্র ডাক্তার রোড—১৫, রসা রোড নর্থ। রাজেন্দ্র মল্লিক ষ্ট্রীট—৫১, মুক্তারাম বাবু ষ্ট্রীট। রাজেন্দ্র লাল রায় চৌধুরী লেন—২৬, সাত চাষি পাড়া লেন। রাজেন্দ্র নাথ সেন লেন—৮০।১,

বারাণসি ঘোষ ষ্ট্রীট। রাণী ব্রাঞ্চ রোড—১১, রাণী রোড। রাণী রোড—৮৯, বারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড। রাণী রাসমণি রোড—৩৪, দর্ম্মাহাটা ষ্ট্রিট। রাণী শঙ্করী লেন—৬।বি পার্ব্বতি চক্রবর্ত্তী লেন। রাধাবাজার লেন—৩, রাধাবাজার ষ্ট্রীট। রাধাবাজার ষ্ট্রীট—২১।১, লাল বাজার ষ্ট্রীট রাধাকান্ত জীউ ষ্ট্রিট—২. নিলাম্বর মুখার্জ্জি ষ্ট্রীট রাধাকৃষ্ণ শেঠ ষ্ট্রীট—৫নং ওয়ার্ড, রামশেঠ রোড। রাধামাধব গার্ডেন লেন—৭০।১০, বেলিয়াঘাটা মেন রোড। রাধামাধব গোস্বামী লেন—১৬৬।৩, আপার চিৎপুর রোড। রাধামাধব সাহা লেন—১২৭, মুক্তারাম বাবু ষ্ট্রীট। রাধামোহন দের লেন—৬, হরকান্ত লেন। রাধানাথ বসু লেন—১৯, গোয়াবাগান ষ্ট্রিট। রাধানাথ মল্লিক লেন—২২, মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট। রাধাপ্রসাদ লেন—৩।১, সুকিয়া ষ্ট্রীট। রামজয় শীল লেন—৯৯, দুর্গাচরণ মিত্র ষ্ট্রীট। রামজীদাস জেটিয়া লেন——১৫২, হ্যারিসন রোড। রামকমল মুখার্জ্জি ষ্ট্রীট—১৩০, সার্কুলার গার্ডেন রিচ রোড, খিদিরপুর। রামকান্ত বসু ষ্ট্রীট—১৮১, আপার চিৎপুর রোড। রামকান্ত মিস্ত্রী লেন—২৬।২, মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট। রামকান্ত সেন লেন—১০৬, উল্টাডিঙ্গি মেন রোড। রামকিশন বাকচি লেন—১৮৩, মাণিকতলা ষ্ট্রীট। রামকিশন দাস লেন—৩৬, সুকিয়া ষ্ট্রীট। রামকৃষ্ণ বসু রোড—ওয়ার্ডনং ৩১, কালীচরণ ঘোষ রোড। রামকিশন লেন—৭৬।১, বাগবাজার ষ্ট্রীট রামকৃষ্ণ নস্কর লেন—৭২. বেলঘাটা মেন রোড। রামকুমার রক্ষিত লেন ১৩০।১, কটন ষ্ট্রিট। রামলোচন মল্লিক ষ্ট্রিট—১৭, তারাচান্দ দত্ত ষ্ট্রিট। রামমোহন বেরা বেন—৮, ডিহি শ্রীরামপুর রোড, ইটালি। রামমোহন দত্ত রোড—৭, রায় ষ্ট্রিট, ভবাণীপুর। রামমোহন মল্লিক লেন—৪৩, ক্লাইভ ষ্ট্রীট। রামমোহন মল্লিক গার্ডেন লেন—ওয়ার্ড ২৮, বেলিয়া ঘাটা রামমোহন রায় রোড—২৬০, আপার সার্কুলার রোড। রামমোহন সাহা লেন—৮, ডাফ ষ্ট্রিট। রামময় রোড—১, টাউন সেণ্ট রোড। রাম নারায়ণ ভট্টাচার্য্য লেন—২৯, বিডন রোড রামনারায়ণ মতিলাল রোড—ওয়ার্ড ১১ সেণ্ট জেমস স্কয়ার। রামপাল লেন—৫১বেনিয়া টোলা ষ্ট্রিট রাম প্রসাদ সাহা লেন—৭ তারাচাঁদ দত্ত ষ্ট্রিট। রামরতন বসু লেন—২২৬ অপার সার্কুলার রোড। রামহরি ঘোষ লেন—১৪, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রিট। রামহরি মিস্ত্রী লেন—৩০, উমাদাস লেন। রামসেবক মল্লিক লেন—৬৮।১, ক্লাইভ ষ্ট্রিট। রামশঙ্কর রায় লেন—২. তালতলা

বাজার ষ্ট্রীট। রামনন্দ লেন—৪. ছিদামমুদি লেন। রামনাথ পাল রোড—২৪. রামকমল লেন, খিদিরপুর। রামপ্রসাদ রায় লেন—৭৪, কৈলাস বসু ষ্ট্রিট। রামবাগান ব্রাঞ্চ লেন—১, যোগেন দত্ত লেন। রাম বানার্জ্জি লেন—৮২, প্রেমচাঁদ বড়াল ষ্ট্রিট। রামচাঁদ ঘোষ লেন—৮৫।১, বিডন ষ্ট্রীট। রামচাঁদ নন্দি লেন—৬৬, বুর্গাচরণ মিত্র ষ্ট্রিট। রামচন্দ্র চ্যাটার্জ্জি লেন—৩।১. চোরবাগান লেন। রামচন্দ্র দাস রো—৭৭, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রিট। রামচন্দ্র মিত্র লেন—১৪৫, শ্যামবাজার ষ্ট্রিট। রামধন খাঁ লেন—১১২, বেনেটোলা ষ্ট্রিট। রামধন মিত্র ১ম বাই লেন—৪, রামধন মিত্র লেন। রামধন মিত্র লেন—৪৩, শ্যামপুকুর ষ্ট্রিট। রামগোপাল ঘোষ রোড—১৪।বি, কাশিপুর রোড। রামশেঠ রোড—১০।এ, নিমতলা ঘাট ষ্ট্রিট। রামতণু বসু লেন—৬৬, বলরাম দে ষ্ট্রিট। রামতণু বসু ২য় লেন—৬৯।৪, রামতণু বসু লেন। ৯. ধর্ম্মতলা লেন—৫০০। রামবাগান ষ্ট্রীট—৪৬ বিডন ষ্ট্রীট। রায় লেন—২০।৪ রাজা ব্রজেন্দ্রনারায়ণ ষ্ট্রীট। রায় ষ্ট্রীট—৪৩ এলগিন রোড রায়পাড়া বাই লেন—১১ রায়পাড়া রোড। রায়পাড়া লেন—২।২ রায়পাড়া রোড। রায়পাড়া রোড—১৮, কালীচরণ ঘোষ রোড। রামবাগান লেন—৮৬,তালপুকুর রোড। রাস বিহারী এভিনিউ—২৭নং ওয়ার্ড টালিগঞ্জ রোড। রাসবিহারী এভিনিউ পার্ক নর্থ—২৭নং ওয়ার্ড ল্যান্সডাউন রোড। রাসমণি বাজার রোড—১২২।২।১, বেলিয়াঘাটা মেন রোড। রাসেল ষ্ট্রীট—১২, পার্ক ষ্ট্রীট। রিচি রোড—২১নং ওয়ার্ড, হাজরা রোড। রিজেণ্ট পার্ক (টালিগঞ্জ)—টালিগঞ্জ। রিপণ লেন—৩৩।১, রিপণ ষ্ট্রীট। রিপণ ষ্ট্রীট—৪২. ফ্রি স্কুল ষ্ট্রীট রিপণ স্কয়ার—১৪নং ওয়ার্ড। রিফমে টরি ষ্ট্রীট—২৩নং ওয়ার্ড, বেলভেরিয়া রোড ইষ্ট। রিফাগ লেন—১১নং ওয়ার্ড। রিভারেণ্ট কালী ব্যানার্জ্জি রোড—৫৮, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট রিমাউণ্ট রোড—৪০, ডায়মণ্ড হারবার রোড। রূপনারায়ণ নন্দন লেন—৬৯, শম্ভুনাথ ষ্ট্রীট। রূপচাঁদ রায় ষ্ট্রীট—২৩, আর্ম্মেনিয়ান ষ্ট্রীট। রূপচাঁদ মুখার্জ্জি লেন—৩৩, কালীঘাট রোড। রেড রোড—গভর্ণমেণ্ট প্লেস ইষ্ট ও অক্টালোনি রোড হইতে। রেণি পার্ক—১১নং ওয়ার্ড, বালিগঞ্জ ষ্টোর রোড। রোণাল্ডসে রোড—২৩ নং ওয়ার্ড, আলিপুর পার্ক রোড। রোণাল্ড রোড—২১নং ওয়ার্ড (বালিগঞ্জ)। রোস্তামজী পার্শি রোড—৩১।১, কাশিপুর রোড। রোস্তামজী ষ্ট্রীট—৯, গড়িয়াহাটা রোড (বালিগঞ্জ)।

ল

লক গেট রোড—১, কাশিপুর রোড। লর্ড সিংহ রোড—২, থিয়েটার রোড। লতাফুথ হোসেন লেন—১০।৭, বেলিয়াঘাটা মেন রোড। ললিত মিত্র লেন—২২৮, সার্কুলার রোড। লক্ষী দত্ত লেন—৮, রামকান্ত বসু ষ্ট্রীট। লক্ষী নারায়ণ গঞ্জ গলি—২৭, হেমচন্দ্র ষ্ট্রীট (খিদিরপুর)। লক্ষীনারায়ণ মুখার্জ্জি লেন—১৩।এ পাথুরিয়াঘাটা ষ্ট্রীট। লাইব্রারী রোড—১০৬।এ রসারোড সাউথ। লাইম ষ্ট্রীট—১৯ নং ওয়ার্ড, বেলিয়াঘাটা মেন রোড। লাউডন ষ্ট্রীট—৩৬, পার্ক ষ্ট্রীট। লার্কিণ লেন—২০, ওল্ড কোর্ট হাউস ষ্ট্রীট। লাটু মল্লিক লেন—২, যোগেন দত্ত লেন লাটু বাবু লেন—৬৬।বি, ষ্ট্রীট। লাভলক প্লেস—২১ নং ওয়ার্ড, লাভলক ষ্ট্রীট। লাভলক ষ্ট্রীট—৩৩, পদ্মপুকু রোড (বালিগঞ্জ)। লাভ লেন—২৫ নং ওয়ার্ড (হেষ্টিংস)। লালাবাগান রোড—৪৪, সিমলা রোড। লাল বাজার ষ্ট্রীট ১১, ডালহৌসি স্কয়ার ইষ্ট। লায়ন্স রেঞ্জ—১২, ডাল হাউসি স্কয়ার নর্থ। লালাবাবু লেন—১৬, লক গেট রোড। লালবিহারী ঠাকুর লেন—১৭, শ্রীনাথ দাস লেন। লাল মাধব মুখার্জ্জি লেন—৯, জগন্নাথ ঘাট রোড। লিটন রাসেল ষ্ট্রীট—৪৮, থিয়েটার রোড। লিণ্টন ষ্ট্রীট—২৫।১, জান নগর রোড (ইটালি)। লি রোড—২৩৫।২, লোয়ার চিৎপুর রোড। লেক্ রোড—১০৪, রাসবেহারী এভিনিউ। লেকভিউ রোড—১৫৬, রাসবেহারী এভিনিউ। লেট রাণী হেমন্ত কুমারী ষ্ট্রীট—১৪ চৌধুরী লেন। লেডিস পার্ক—২৯৪, আপার সার্কুলার রোড। লোকথান বসু গার্ডেন লেন—১৮ নং ওয়ার্ড, খৃষ্টপার রোড। লোকাস লেন—৭।১, আর্ম্মেনিয়ান ষ্ট্রীট। লোনার্ড রোড—১, মিডল রোড (হেষ্টিংস)। লোনার্ড স্কয়ার—২৫, নং ওয়ার্ড, লোনার্ড রোড। ল্যান্স ডাউন লেন—৮১, ল্যান্সডাউন রোড। ল্যান্স ডাউন রোড—২২৭।২, লোয়ার সার্কুলার রোড।

শ

শঙ্কর ঘোষ লেন—১০।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট। শঙ্করবাবু রোড—২৩নং ওয়ার্ড, চেতলা রোড। শঙ্কর হালদার বাই লেন—৬, শঙ্কর হালদার লেন। শঙ্কর হালদার লেন—১২০, আহিরী টোলা ষ্ট্রীট শক্রঘ্ন ঘোষ লেন—১২৮।২, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট। শব্জীবাগান' লেন—২৩নং ওয়ার্ড, দ্বারকানাথ

ঘোষ লেন। শম্ভু দাস লেন—৫, কাপালী টোলা লেন। শম্ভুনাথ চ্যাটার্জ্জি ষ্ট্রীট—৭৭।এ, কলেজ ষ্ট্রীট। শম্ভুনাথ পণ্ডিত ষ্ট্রীট—হরিশ মুখার্জ্জি রোড। শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাঁসপাতাল লেন—১২, জাষ্টিজ দ্বারকনাথ রোড। শম্ভু মল্লিক লেন—১৮১ হ্যারিসন্ রোড। শরৎ ঘোষ ষ্ট্রীট—৫২, পুলিশ হাঁসপাতাল রোড। শশীভূষণ চ্যাটার্জ্জি লেন—৬।১, বনমালী চ্যাটার্জ্জি ষ্ট্রীট শশীভূষণ দে ষ্ট্রীট—১১নং ওয়ার্ড মহেন্দ্র সরকার লেন। শশী সুর লেন—৯৮, শোভাবাজার ষ্ট্রীট। শশীঘোষ লেন—১২৬, শোভা বাজার ষ্ট্রীট। শা আমন লেন—৫১, একবালপুর রোড। শাঁখারি পাড়া রোড—৪নং ভবানীপুর রোড। শাঁখারি টোলা ইষ্ট লেন—৪ সুরি লেন। শাখারি টোলা লেন—৮, ওয়েলিংটন স্কয়ার নর্থ। শান্তি ঘোষ ষ্ট্রীট—৯৯, শ্যামবাজার ষ্ট্রীট। শিদ্ধেশ্বর চন্দ্র লেন—৬, ছুতারপাড়া লেন। শিলকৃষ্ণ দাঁ লেন—৯৬, নারিকেলডাঙ্গা মেন রোড। শিবপ্রসাদ রোড—২৫নং ওয়ার্ড, ক্যানেল রোড। শিব দে লেন—৯, কর্পোরেশন প্লেস্। শিবকৃষ্ণ দাঁ লেন—১৩।১।২এ, বারানসি ঘোষ ষ্ট্রীট। শিবনন্দি লেন—৩৫, শিব ঠাকুর লেন। শিবনারায়ণ দাস লেন—২০।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট। শিবশঙ্কর মল্লিক লেন—৯।১, শ্যামপুকুর লেন। শিবতলা লেন—৯ ও ১৯ নং ওয়ার্ড বেলিয়াঘাটা রোড ও গৌরীপাড়া রোড। শিবতলা ষ্ট্রীট—৪৯, বাঁশতলা ষ্ট্রীট। শিবুবিশ্বাস লেন—৫২।১, বিডন ষ্ট্রীট শিবঠাকুর লেন—১৩, শিবতলা ষ্ট্রীট। শিলানাথ রোড—৩, রাজা রাজনারায়ণ ষ্ট্রীট। শীল লেন—১৩।১, পাটারি রোড শীলস্ গার্ডেন লেন—৩২।১০, বারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড। শেঠ বাগান লেন—৮৮, আপার চিৎপুর রোড। শেঠ লেন—৬৭।২, রতনসরকার গার্ডেন ষ্ট্রীট। শেতপুকুর রোড—৩২ নং ওয়ার্ড, কালীকুমার ব্যানার্জ্জি লেন ও প্রিয়নাথ মুখার্জ্জি রোড। শৈলেন্দ্র হালদার ষ্ট্রীট—২২।এ নং ওয়ার্ড। শোভাবাজার লেন—২৭, শোভাবাজার ষ্ট্রীট। ১৪৩, দর্ম্মাহাটা ষ্ট্রীট। শোভারাম বসাক ষ্ট্রীট—৮২, নলিনীশেঠ রোড। শ্যামা বাই গলি—১৪২, কটন ষ্ট্রীট। শ্যাম মল্লিক লেন—৬, মাণিকতলা ষ্ট্রীট। শ্যামপুকুর লেন—২৭,শ্যাম পুকুর ষ্ট্রীট। শ্যামপুকুর ষ্ট্রীট—৩৪, শ্যমবাজার ষ্ট্রীট। শ্যামলাল লেন—১৮, শিবঠাকুর লেন। শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট—১৪, কলেজ স্কয়ার। শ্যামাচরণ মৈত্র লেন—৩৯।২।বি, কাশিপুর রোড। শ্যামাচরণ সরকার লেন ৮৯, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জি লেন। শ্যামবাজার

ষ্ট্রীট—১, রাজা নবকৃষ্ণ ষ্ট্রীট। শ্যামলাল ষ্ট্রীট—১৮, রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট। শ্যাম স্কয়ার ষ্ট্রিট—৪৫।২, রামকান্ত বসু ষ্ট্রীট। শ্যাম স্কয়ার লেন—৪৩।২, রাজা রাজবল্লভ ষ্ট্রীট। শ্যাম স্কয়ার সাউথ—১১০, শ্যামবাজার ষ্ট্রীট। শ্যামানন্দ রোড ১৩২, বকুল বাগান রোড। শ্যাম বসু লেন—২৩ নং ওয়ার্ড চেতলা রোড। শ্রদ্ধানন্দ রোড—পি ১৯, হাজরা রোড। শ্রীকৃষ্ণ লেন—৫, আনন্দ লেন। শ্রীগোপাল মল্লিক লেন—২১, প্রেমচাঁদ বড়াল ষ্ট্রীট। শ্রীনাথ মুখার্জ্জি লেন ১৫, দমদম রোড ও ১।২, উমাকান্ত সেন লেন। শ্রীনাথবাবু লেন—৬২, ফিয়ার্স লেন। শ্রীনাথবাবু ১ম লেন—৩।১, শ্রীনাথবাবু লেন। শ্রীনাথবাবু ২য় লেন—৫, শ্রীনাথবাবু লেন। শ্রীনাথ দাস লেন—১৪, ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট। শ্রীনাথ শ্রীমোহন লেন—৫৫, প্রতাপাদিত্য লেন। শ্রীরাম শ্রীষ্টিধর দে লেন—৬, কালীনাথ দত্ত লেন। শ্রীষ্টিধর দত্ত লেন—৫৮, গ্রে ষ্ট্রীট। শ্রীশচন্দ্র চৌধুরী লেন—১৬, বনমালী চ্যাটার্জ্জি ষ্ট্রীট।

ষ

ষষ্টীতলা রোড—১৪১, নারিকেল ডাঙ্গা মেন রোড। ষষ্টীতলা রোড—১, পদ্মপুকুর ওয়েষ্ট লেন। ষ্টার লেন—৫৪।২।১, গ্রে ষ্ট্রীট। ষ্ট্রাণ্ড ব্যাঙ্ক রোড—পি ২, নিমতলা বার্নিং ঘাট। ষ্ট্রেট লেন ২৯।৩, চেতলা সেণ্ট্রাল রোড। ষ্ট্রাণ্ড রোড (নর্থ)—অকল্যাণ্ড রোড ও চাঁদপাল ঘাট। ষ্ট্রাণ্ড রোড সাউথ—ওয়ার্ড নং ২৫, নেপিয়ার রোড। ষ্ট্রাণ্ডল রোড—ওয়ার্ড নং ২৩, ডায়মণ্ড হারবার রোড। ষ্টুয়ার্ড লেন—৩১ মার্কুইচ ষ্ট্রীট। ষ্টেশন লেন—ওয়ার্ড নং ২৩, টালিগঞ্জ সার্কুলার রোড। ষ্টেশন রোড—ওয়ার্ড নং ২৩, টালিগঞ্জ সার্কুলার রোড ও চেতলা রোড।

স

সকলত প্লেস—২৫, চাঁদনিচক ষ্ট্রীট। সর্ট ষ্ট্রীট—২৪, ক্যামাক ষ্ট্রীট। সতিশ মুখার্জ্জি রোড—১২৯ বি, মনহর পুকুর রোড। সত্যেন দত্ত রোড—২৭ নং ওয়ার্ড। সর্দ্দার শঙ্কর রোড—২৭ নং ওয়ার্ড রসা রোড সাউথ। সনাতন শীল লেন—১৪, গোবিন্দ সরকার লেন। সর্ব্ব খাঁ রোড ২০, পাইক পাড়া রাজা মনিন্দ্র রোড। সর্ব্বমঙ্গলা লেন—১৫, গান ফাউণ্ডারী রোড। সয়দ ইস্‌লাম লেন—৪।১, কলিন লেন। সয়দ আলি লেন—৮, রামলোচন মল্লিক ষ্ট্রীট। সয়দ আলি ষ্ট্রীট—২, জ্যাকেরিয়া ষ্ট্রীট। সৈয়দ

আমির আলি এভিনিউ—২৪নং ওয়ার্ড, দক্ষিণ দিক। সরকার বাই লেন—৩২, সরকার লেন। সরকার বাড়ি লেন—২৩৪।এ অপার চিৎপুর রোড। সরকার লেন—১৬১, মুক্তারাম বাবু ষ্ট্রীট। সরিতুল্লা লেন—২৯ সি, বল দে পাড়া লেন। সরিফ লেন—৬০, রিপণ ষ্ট্রীট। সলট গোলা—১৪৬, হাওড়া রোড। এস. আর. দাস রোড—২৭ নং ওয়ার্ড। সাউথ কুলিয়া রোড—২৭ নং ওয়ার্ড গড়িয়া হাটা রোড। সাউথ সিথি রোড—৪৮, বারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড। সাউদার্ণ এভিনিউ—২৭, ওয়ার্ড রসারোড সাউথ। সাউথ রোড (ইটালি)—১৯ ও ২০ নং ওয়ার্ড, গভর্ণমেণ্ট রোড। সাউথ শিয়ালদহ রোড—১১, মুন্সিবাগান রোড। সার্কাস রো—পি ৪৭, নিউ থিয়েটার রোড। সাকাস এভিনিউ—২১ নং ওয়ার্ড (লোয়ার সার্কুলার রোড)। সার্কুলার গার্ডেন রিচ রোড—খিদিরপুর ব্রিজ হইতে। সার্কুলার রোড লোয়ার—৫৮, চৌরঙ্গি রোড। সাগরধর লেন—৮৯, বলরাম দে ষ্ট্রীট। সাগর দত্ত লেন—২১, ফিয়ার্স লেন। সাতকড়ি মিত্র লেন—২৪৮, বাগমারি রোড। সাতচাষি পাড়া রোড—৮০, কাশিপুর রোড। সাত চাষিপাড়া লেন—২২, সাত চাষিপাড়া রোড সাতারাপাড়া লেন—৫১, সাউথ সিথি রোড। সানি পার্ক—৪৩, ওলড বালিগঞ্জ রোড। সানইয়াত সেন লেন—৯, লোয়ার চিৎপুর রোড। সার্পেনটাইন লেন—৪, সেণ্ট জেমস্ স্কয়ার। সামসুল হুদার লেন—৩৬, ঝাউতলা রোড। সার গুরুদাস রোড—৩০, ষষ্ঠীতলা রোড। সারোয়ার্দ্দি এভিনিউ—২০ নং ওয়ার্ড, নিউপার্ক ষ্ট্রীট। সাহা নগর রোড—২৭, টালিগঞ্জ রোড। সাহা লেন—৫৯, মুক্তারাম বাবু ষ্ট্রীট। সাহিত্য পরিষদ ষ্ট্রীট—৭৬, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট। সিকদার বাগান ষ্ট্রীট ৮২।২, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট। সিকদার পাড়া লেন—৫০।এ, সিকদারপাড়া ষ্ট্রীট। সিকদার পাড়া ২য় লেন—১৮, শিবতলা ষ্ট্রীট। সিকদার পাড়া ষ্ট্রীট—২৬, রতন সরকার গার্ডেন ষ্ট্রীট। সিনাফগু ষ্ট্রীট—১০৩, ওলড চিনাবাজার ষ্ট্রীট। সিমলাই পাড়া বাই লেন—২৪, সিমলা পাড়া লেন। সিমলাই পাড়া লেন—৮, পাইকপাড়া রাজা মনিন্দ্র রোড। সিমলা লেন—১৯২।বি কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট। সিমলা রোড—১৩৪, মানিকতলা রোড। সিমলা ষ্ট্রীট—২০৬, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট। সিংহ বাগান লেন—৪৪, রাজেন্দ্রলাল মল্লিক ষ্ট্রীট। সিংহ লেন—১১০।২, বারানসি ঘোষ ষ্ট্রীট। সিংহদত্ত

লেন—২০, দর্পনারায়ণ ঠাকুর ষ্ট্রীট। সীতলা লেন—১৩৩, আহারীটোলা ষ্ট্রীট। সীতলাতলা লেন—১১৩, নারিকেলডাঙ্গা নর্থ রোড। সীতল ব্যানার্জ্জি লেন—১১নং ওয়ার্ড। সীতাকান্ত ব্যানার্জ্জি লেন—১৯।১।এ, রাজা রাজবল্লভ ষ্ট্রীট। সীতানাথ রোড—১১৬, বারানসি ঘোষ ষ্ট্রীট।

সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট—৫৫, হ্যারিসন রোড। সুইনহো ষ্ট্রীট (ওলড বালিগঞ্জ)—৪৮, মণ্ডেভিলা গার্ডেন। সুকিয়াস লেন—৫৮, রাধাবাজার ষ্ট্রীট। সুকিয়াস রো—৪৩, কৈলাশ বসু ষ্ট্রীট। সুকিয়া ষ্ট্রীট ৬৩, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট। সুকলাল জহুরী লেন—৩১, বাঁশতলা ষ্ট্রীট। সুকের সরকার লেন—ওয়েসলি ষ্ট্রীট। সুগার ওয়ার্ডস লেন—১২, কালীপ্রসন্ন সিংহ রোড। সুড়ি বাগান ষ্ট্রীট—৪১, জ্যাকেরিয়া ষ্ট্রীট। সুটের কিন ষ্ট্রীট—১০, বেণ্টিক ষ্ট্রীট। সুড়া ক্রস লেন—১৬, সুড়া ১ম লেন। সুড়া ইষ্ট রোড—৬, সুড়া ১ম লেন। সুড়া ২য় লেন—৭২, নারিকেলডাঙ্গা মেন রোড। সুড়া ৩য় লেন—৫১, বেলিয়াঘাটা মেন রোড। সুদাম শীল ষ্ট্রীট ৪৬, জ্যাকেরিয়া ষ্ট্রীট। সর্দ্দার ষ্ট্রীট—২৬, চৌরঙ্গি রোড। সুবল-চন্দ্র লেন—১০৫, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট। সুবারবন হাঁসপাতাল রোড—৩, লি রোড। সুবারবন স্কুল রোড—২৩, মদন পাল লেন। সুয়ালো লেন—৩, রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস। সুরেশকুমার সর্ব্বাধীকারী লেন—১৫৪, বেলিয়া ঘাটা মেন রোড। সুরেন্দ্রনাথ বানার্জ্জি রোড—৬।১, চৌরঙ্গি রোড। সূর্য্যকুমার চ্যাটার্জ্জি ষ্ট্রীট—২৫, বলরাম বসু ঘাট রোড। সূর্য্য দত্ত লেন—৫১, বিডন ষ্ট্রীট। সেক্রাম বাদীর লেন—হাওড়া রোড। সেণ্ট জজের গেট রোড—২৫নং ওয়ার্ড খিদিরপুর ব্রিজ (হেষ্টিংস)। সেণ্ট জেমস লেন—৩৩, শশীভূষণ দে ষ্ট্রীট। সেণ্ট জেমস স্কয়ার—২৫, শশীভূষণ দে ষ্ট্রীট। সেণ্ট্রি সেথি রো—২৪, কালীচরণ ঘোষ ষ্ট্রীট। সেন লেন—১৮, বেনিয়া টোলা ষ্ট্রীট। সেভেন ট্যাঙ্ক লেন—৪, দমদম রোড। সোনাগাছি লেন—১১১, দুর্গাচরণ মিত্র ষ্ট্রীট। সেবক বিদ্যা ষ্ট্রীট—৪০, পণ্ডিতিয়া রোড। সেরাং লেন—৫৯, তালতলা বাজার ষ্ট্রীট। সোনার গৌরাঙ্গ টেম্পল লেন—৬৮, বেনিয়া টোলা লেন। স্যাকরা পাড়া লেন—৯১।৪, বহুবাজার ষ্ট্রীট। স্যাণ্ডেল ষ্ট্রীট—১৪ নং ওয়ার্ড, নবাব আবদুল লতিব লেন। স্কট লেন—১, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট। স্কালস ষ্ট্রীট—২৫৮।২, অপার চিৎপুর রোড। স্কুল লেন—৪৪।এ, সুবারবন স্কুল রোড। স্মীথ লেন—

১৮, ওয়েলেসলি স্কয়ার। স্মৃতিভূষণ লেন—১০, গড়ান হাটা ষ্ট্রীট। স্রফ লেন—১৭৮, হ্যারিসন রোড।

হ

হগ মার্কেট—৬, কর্পোরেশন মার্কেট। হনুমানজী লেন—১৯৭, হ্যারিসন রোড। হবেলি লেন—২৬৯, বহুবাজার ষ্ট্রীট। হরকুমার ঠাকুর স্কয়ার—৪৮।৬১, সুরেন্দ্র ব্যানার্জ্জি ষ্ট্রীট। হরচন্দ্র মল্লিক লেন—৭, হরচন্দ্র মল্লিক ষ্ট্রীট। হরচন্দ্র মল্লিক ২য় লেন—২৪, হরচন্দ্র মল্লিক ষ্ট্রীট—২২, শোভাবাজার ষ্ট্রীট। হরঢোল লেন—১২৫, আহারীটোলা ষ্ট্রীট। হরপ্রসাদ দে লেন—৩২।১, শিবতলা ষ্ট্রীট। হরবাস রোড—৫, ভূকৈলাশ রোড, খিদিরপুর। হরমোহন ঘোষ লেন—৬৯, তালপুকুর রোড। হরলাল মিত্র ষ্ট্রীট—৭২।২, বাগবাজার ষ্ট্রীট। হরলাল মিত্র লেন—১৪, হরলাল মিত্র ষ্ট্রীট। হরলাল দাস ষ্ট্রীট—৪৫, পুলিশ হাসপাতাল রোড। হরলাল দাস লেন—১৯, জোড়াবাগান ষ্ট্রীট। হরিতকী বাগান লেন—১১৪।১২, মানিকতলা ষ্ট্রীট। হরাইকৃষ্ণ শেঠ লেন—১৩৭, সাউথ সিথি রোড। হরিঘোষ ষ্ট্রীট—২১, নয়নচাঁদ দত্ত ষ্ট্রীট। হরিণবাড়ি ১ম লেন—১৮, হরিণবাড়ি লেন—২৭, টেরেটি বাজার ষ্ট্রীট। হরি বসু লেন—১৩৩, মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীট। হরিধন দত্ত বাই লেন—১০৬, কাশিপুর রোড। হরিধন দত্ত লেন—১০৩, কাশিপুর রোড। হরিমোহন রায় লেন—ওয়ার্ড নং ১৯, সাউথ শিয়ালদহ রোড। হরিমোহন ঠাকুর লেন—৭, রঘুনন্দন ঠাকুর লেন। হরিপাল লেন—১১, ডাভ ষ্ট্রীট। হরিপাল ২য় লেন—৩, বিহারী পাল লেন। হরিসভা লেন—ওয়ার্ড নং ২৪, গনেশ সরকার লেন (খিদিরপুর)। হরিশঙ্কর লেন—২৭, মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট। হরিশ্চন্দ্র পাল লেন—ওয়ার্ড নং ৩১, সাউথ সিটি রোড। হরিশ চাটার্জ্জি ষ্ট্রীট—৫, সুবারবান স্কুল রোড। হরিশ মুখার্জ্জি রোড—২০৩, লোয়ার সার্কুলার রোড। হরিশ নিয়োগী রোড—১২।৬, ক্যানেল ইষ্ট রোড। হরিতলা রোড—ওয়ার্ড নং ১৯। হলওয়ে লেন—৫৪।১, মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট। হসি ষ্ট্রীট—৭, গ্যাস ষ্ট্রীট। হাইও রোড—৫৪, সার্কুলার গার্ডেন রিচ রোড, খিদিরপুর। হাইও লেন—৮৩, ফিয়ার্স লেন। হাঘিস রোড—ওয়ার্ড নং ১৪ ও ১৯, ট্যাংরা রোড। হাঙ্গার ফোর্ড ষ্ট্রীট—২।এ সর্ট ষ্ট্রীট। হাজরা বাগান লেন—ওয়ার্ড নং ১৯, পটারি রোড ও ইষ্ট ব্রিজ

নং ২। হাজরা লেন ৭৭, হাজরা রোড। হাজরা রোড—১৩৯।৩, রসা রোড সাউথ। হাজরা স্কয়ার—হাজরা রোড ও রসা রোডের সঙ্গমস্থল। হাজারিমল লেন—১৩০, বহুবাজার ষ্ট্রীট। হাজি লেন—৩৩।১, বেনিয়াপুকুর রোড। হাড়কাটা লেন—১৮৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট। হাতিবাগান রোড নর্থ ইটালী—৬৩, সাউথ রোড ইটালী। হায়েত খাঁ লেন—২৩।১, হ্যারিসন রোড। হাজি লেন—৩৩।১ বেনিয়াপুকুর রোড। হাজি জ্যাকারিয়া লেন—৮১, রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট। হাজি মসিজ রোড—২৭নং ওয়ার্ড। হারবাট রোড—হাওড়া। হালদার পাড়া রোড—১, ঈশ্বর গাঙ্গুলি লেন ও নারায়ণ ব্যানার্জ্জি রোড (ভবাণীপুর)। হালদার বাগান লেন—১৫।১।বি, উল্টাডাঙ্গা রোড। হালদার লেন—২, যোগী বসুর লেন। হালসিবাগান রোড—১০৫।১, রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রিট ও ২৪৩, অপার সার্কুলার রোড। হাসান শাহ লেন—২৪নং ওয়ার্ড, মমিনপুর রোড ব্রাউন ফিল্ড রো ও জালা লেনের সঙ্গম স্থল। হাঁসপাতাল লেন—২৫নং ওয়ার্ড, ক্যানাল ষ্ট্রিট (হেষ্টিংস)। হাঁসপাতাল রোড—২৫নং ওয়ার্ড, লোয়ার সার্কুলার রোড। হাঁসপাতাল ষ্ট্রীট—১১২, প্রিন্সেপ্ ষ্ট্রীট। হাঁসপুকুর লেন—৭১, বড়তলা ষ্ট্রীট। হাঁসপুকুর ১ম লেন—৩ হাঁসপুকুর লেন। হিঙ্গন জমাদার লেন—১৮নং ওয়ার্ড রামমোহন বেরা রোড। হিদারাম ব্যানার্জ্জি লেন—৫৯।১, ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট। হিন্দুস্থান পার্ক—২৭নং ওয়ার্ড, রাসবেহারী এভিনিউ। হিন্দুস্থান রোড—২৭নং ওয়ার্ড, গড়িয়াহাটা রোড। হুমায়ুন প্লেস্—১৭।৪, চৌরঙ্গি রোড। হেমকর বাই লেন—১৩৫।৬, শ্যামবাজার ষ্ট্রীট। হেমকর লেন—১৩৫।৬, শ্যামবাজার ষ্ট্রীট। হেমচন্দ্র ষ্ট্রীট—৩২, ওয়াটগঞ্জ ষ্ট্রীট (খিদিরপুর)। হেম দে লেন ৫৪, বারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড। হেমেন্দ্র সেন ষ্ট্রীট ১৫০, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট। হেরম্ব চন্দ্র দাস লেন—১০১, কেশব সেন ষ্ট্রীট। হেয়ার ষ্ট্রীট—১২, ষ্ট্রাণ্ড রোড সাউথ। হেসাম রোড—২২নং ওয়ার্ড, জাষ্টীস দ্বারকানাথ রোড। হেসাম রো—১২।সি, হেসাম রোড। হেরিংটন ষ্ট্রীট—৪৪, চৌরঙ্গি রোড হেষ্টিংস্ পার্ক রোড—জাজেজ কোর্ট রোড (আলিপুর)। হেষ্টিংস ষ্ট্রীট—৫, ষ্ট্র্যাণ্ড রোড নর্থ। হ্যারিসন রোড—২৪, অপার সার্কুলার রোড।

ক্ষ

ক্ষেত্র দাস লেন—২, কাপালিটোলা লেন। ক্ষেত্রঢোল লেন—৩৫,

স্বাজা রাজবল্লভ ষ্ট্রীট। ক্ষিরোদ গোপাল মিত্র লেন—২, আহিরীটোলা ষ্ট্রীট।

স্কয়ারের তালিকা (List of Squares)

১ নং ওয়ার্ড :—শ্যাম স্কয়ার—১৫।১, বামকান্ত বসু ষ্ট্রীট। দেশবন্ধু পার্ক—২৬, রাধাকান্ত জীউ ষ্ট্রীট। **২নং ওয়ার্ড** :—কুমারটুলি স্কয়ার—১৮, অভয় মিত্র ষ্ট্রীট। **৩নং ওয়ার্ড** :—ব্লাকয়ার স্কয়ার ষ্ট্রীট—৪০, দুর্গাচরণ মিত্র ষ্ট্রীট। **৪নং ওয়ার্ড** :—কর্ণওয়ালিস স্কার (হেদুয়া)—১২৭, মাণিকতলা ষ্ট্রীট। গ্রীয়ার স্কয়ার (লেডিস পার্ক)—২৯৪।২, অপার সাকু´লার রোড। বিদ্যাসাগর পার্ক—২৬।১, বাদুড় বাগান লেন। হৃষিকেশ পার্ক—৫৭।১, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট। **৫নং ওয়ার্ড** :—যোড়াবাগান ষ্ট্রীট। যোড়াবাগান স্করায়—২, বৈষ্ণব শেঠ ষ্ট্রীট। **৬নং ওয়ার্ড** :—বিডন স্কয়ার (কোম্পানীর বাগান)—৯, বিডন ষ্ট্রীট। যোড়াপুকুর স্কয়ার—২৪, যোড়াপুকুর লেন। মার্কাস্ স্কয়ার—১২৬, মেছুয়া বাজার ষ্ট্রীট। গিরিশ পার্ক—চিত্তরঞ্জন এভিনিউ। **৮নং ওয়ার্ড** :—মহম্মদালি পার্ক (হ্যালিডে স্কয়ার)—৩, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ সাউথ। **৯নং ওয়ার্ড** :—কলেজ স্কয়ার—৫৩।১, কলেজ ষ্ট্রীট। শ্রদ্ধানন্দ পার্ক—৩২, মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট। নরেন্দ্র সেন স্কয়ার—১, নরেন্দ্র সেন স্কয়ার। **১০নং ওয়ার্ড** :—চৌরঙ্গি স্কয়ার। **১১নং ওয়ার্ড** :—ওয়েলিংটন স্কয়ার—১৫, ওয়েলিংটন স্কয়ার। সেণ্ট জেমস্ স্কয়ার—২৫, শশীভূষণ দে ষ্ট্রীট। **১২নং ওয়ার্ড** :—ডালহৌসি স্কয়ার (লালদিঘী)—৩৫, ডালহৌসি স্কয়ার। **১৪নং ওয়ার্ড** :—হরকুমার ঠাকুর স্কয়ার—৪০, হরকুমার ঠাকুর স্কয়ার। রিপণ স্কয়ার—২২, আলিমুদ্দিন ষ্ট্রীট। ওয়েলেসলি স্কয়ার—৭৫।২, ওয়েলেসলি ষ্ট্রীট। **১৫নং ওয়ার্ড** :—লাউডন স্কয়ার—লাউডন ষ্ট্রীট। মস্জিদ স্কয়ার—৫৫, ওয়েলেসলি ষ্ট্রীট। রাউডন স্কয়ার—১৯, রাউডন ষ্ট্রীট। **১৬নং ওয়ার্ড** :—অ্যালেন গার্ডেন—২৮, পার্ক ষ্ট্রীট। **১৭নং ওয়ার্ড** :—অক্ল্যাণ্ড স্কয়ার—১৭, রাউডন ষ্ট্রীট। মিণ্টো স্কয়ার—৬, লোয়ার সাকু´লার রোড। ম্যাকফার্স´ন্ স্কয়ার—১৪, লাউডন ষ্ট্রীট। ভিক্টোরিয়া স্কয়ার—১, অ্যালবার্ট রোড। **১৯ নং** কন্ভেণ্ট স্কয়ার—১৩, কন্ভেণ্ট রোড। **২১ নং ওয়ার্ড** :—ম্যাডক্স স্কয়ার—৯, রিচি রোড। রাইনি পার্ক—বালিগঞ্জ ষ্টোর রোড। মার্লিন পার্ক—বালিগঞ্জ। কুইনস্ পার্ক—২৮, ওল্ড বালিগঞ্জ রোড। **২২ নং**

ওয়ার্ড :—দ্বারকানাথ মিত্র স্কয়ার—১০৭, রসারোড নর্থ। সাউদার্ণ পার্ক—৩৫, জাষ্টিস্ রমেশ চন্দ্র রোড। কিংস্ পার্ক—৬১, হরিশ মুখার্জ্জি রোড। ল্যানসডাউন স্কয়ার—৪৯, পদ্মপুকুর রোড। উডবর্ণ পার্ক—৯।১, এলগিন রোড। মিণ্টো পার্ক—ভবানীপুর। হাজরা স্কয়ার—হাজারা রোড। **২৩ নং ওয়ার্ড** :—আলিপুর পার্ক—আলিপুর। দুর্গাপুর পার্ক—২৯, আলিপুর পার্ক ওয়েষ্ট। চেতলা স্কয়ার—৩০, চেতলা সেণ্ট্রাল রোড। বেলভেরিয়া পার্ক—৫, বেকার রোড। পোর্টল্যাণ্ড পার্ক—বর্দ্ধমান রোড। রিজেণ্ট পার্ক—টালিগঞ্জ। **২৪ নং ওয়ার্ড** :—ব্রাউন ফিল্ড স্কয়ার—২১।১, একবালপুর লেন। **২৫ নং ওয়ার্ড** :—পদ্মপুকুর স্কয়ার—৯, পদ্মপুকুর স্কয়ার। ওয়াটগঞ্জ স্কয়ার—৯২, গার্ডেন রিচ রোড। লিওনার্ড স্কয়ার—৮, লিওনার্ড লেন। **২৭ নং ওয়ার্ড** :—হিন্দুস্থান পার্ক—রাসবিহারী এভিনিউ।

গ্রুপ বিল্ডিং-এর তালিকা (চক)

১। আলেকজেণ্ড্রা কোর্ট—চৌরঙ্গি রোড (২২ নং ওয়ার্ড)। ২। আলিপুর পার্ক—সার্কুলার রোড. টালিগঞ্জ (২৩ নং ওয়ার্ড)। ৩। বালিগঞ্জ পার্ক—বালিগঞ্জ পার্ক রোড (২১ নং ওয়ার্ড)। ৪। চৌরঙ্গী ম্যানসন্স—চৌরঙ্গি রোড (১৬ নং ওয়ার্ড)। ৫। ক্লাইভ ষ্ট্রীট (৭ নং ওয়ার্ড)। ৬। কোহেন ম্যানসন্স—রিপন লেন (১৫ নং ওয়ার্ড)। ৭। কমারসিয়াল বিল্ডিং—ক্লাইভ ষ্ট্রীট (৭ নং ওয়ার্ড)। ৮। ডোভার পার্ক—বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড (২১ নং ওয়ার্ড)। ৯। দুর্গাপুর পার্ক—আলিপুর পার্ক (২৩ নং ওয়ার্ড)। ১০। এডওয়ার্ড কোর্ট—চৌরঙ্গী রোড (১৭ নং ওয়ার্ড)। ১১। এলগিন ম্যানসন্স, ৭৭।৩ হইতে ৭৭।১৩ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, (১৪ নং ওয়ার্ড)। ১২। এসপ্লানেড ম্যানসন্স—ওল্ডকোর্ট হাউস ষ্ট্রীট ও এসপ্লানেড ইষ্ট (১৫ নং ওয়ার্ড)। ১৩। গ্রসভেনার হাউস—ওল্ডকোর্ট হাউস ষ্ট্রীট (১২ নং ওয়ার্ড)। ১৪। হ্যারিংটন ম্যানসন্স—হ্যারিংটন ষ্ট্রীট (১৬ নং ওয়ার্ড)। ১৫। মান্দেলা গার্ডেন—গরিয়াহাটা রোড (২৭ নং ওয়ার্ড)। ১৬। মে ফেয়ার—ওল্ড বালিগঞ্জ রোড (২১ নং ওয়ার্ড)। ১৭। মিণ্টো পার্ক—মিণ্টো পার্ক রোড (২২ নং ওয়ার্ড)। ১৮। পার্ক ম্যানসন্স—পার্ক ষ্ট্রীট (ওয়ার্ড নং ১৬)।